Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (জন খ্রিসোস্তমোস)

Κατήχησις πρὸς τοὺς μέλλοντας φωτίζεσθαι (আলোপ্রত্যাশীদের কাছে কাতেখেসিস)

Κατήχησις πρὸς τοὺς νεοφωτὶστους (সদ্য-আলোপ্রাপ্তদের কাছে কাতেখেসিস)

গ্রীক পাঠ্যের কেবল দু'টো লিং পাওয়া যায়: ৯ম কাতেখেসিস ও ১২শ কাতেখেসিস; বাকি যত গ্রীক পাঠ্য Wenger এর ইংগ্রেজি অনুবাদের উপর নির্ভর করে।

Translation: Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition: December 15, 2025

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

সাধু জন খ্রিসোস্তমোস

বাপ্তিস্ম বিষয়ক
কাতেখেসিস

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ভূমিকা

- সাধু জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী
- সাধু জনের লেখাসমূহ
- বাপ্তিস্ম বিষয়ক ১২টা কাতেখেসিস
- বাপ্তিস্ম তত্ত্ব
- আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানরীতি
- মিস্তাগোগিয়া, কাতেখেসিস ও দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা
- মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিসের বিস্তারিত ঐশতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

বাপ্তিস্ম বিষয়ক ১২টা কাতেখেসিস

- ১ম কাতেখেসিস
- ২য় কাতেখেসিস
- ৩য় কাতেখেসিস
- ৪র্থ কাতেখেসিস
- ৫ম কাতেখেসিস
- ৬ষ্ঠ কাতেখেসিস
- ৭ম কাতেখেসিস
- ৮ম কাতেখেসিস
- ৯ম কাতেখেসিস
- ১০ম কাতেখেসিস
- ১১শ কাতেখেসিস
- ১২শ কাতেখেসিস

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)
গণনা (গণনা পুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
১ শামু (শামুয়েল—১ম পুস্তক)
২ শামু (শামুয়েল—২য় পুস্তক)
১ রাজা (রাজাবলি—১ম পুস্তক)
২ রাজা (রাজাবলি—২য় পুস্তক)
১ বংশ (বংশাবলি—১ম পুস্তক)
২ বংশ (বংশাবলি—২য় পুস্তক)
নেহে (নেহেমিয়া)
যোব
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
উপ (উপদেশক)
পরমগীত (পরম গীত)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
সিরা (বেন সিরা)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
বিলাপ (বিলাপ-গাথা)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
যোয়েল

আমোস
হোশেয়া
ওবাদিয়া
যোনা
মিখা
নাহুম
হাবা (হাবাকুক)
জেফা (জেফানিয়া)
হগয়
জাখা (জাখারিয়া)
মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)
মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)
লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)
যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)
প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)
রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)
২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
যাকোব
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
২ পি (পিতরের ২য় পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

৫ম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য দু' ভাগে বিভক্ত ছিল: পশ্চিম ও প্রাচ্য রোম সাম্রাজ্য।

পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল রোম।
পোপের ধর্মাসন ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজাসন এই রোমেই ছিল।

প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্তান্তিনোপলিস (আজকালের ইস্তাম্বুল)।
রাজধানীর বিপরীতে ছিল সেই খাল্কেদন (আজকালের কাদিকে) যেখানে রাজ-আদালত বসত।

ভূমিকা

সাধু জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশপ জন ৩৪৭ সালে রোম-সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশে অবস্থিত আন্তিওখিয়ায় (আজকালের তুরস্কে অবস্থিত আন্তাকিয়ায়) সমৃদ্ধ একটা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন ঐশতত্ত্ববিদ মনে করেন, তাঁর মা আন্থুসা ছিলেন খ্রিষ্টিয়ান। তাঁর পিতা ছিলেন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা; তিনি জনের জন্মের কিছু দিন পরে মারা যাওয়ায় মা আন্থুসাই তাঁকে লালন-পালন করেন। তিনি ৩৬৮ (বা ৩৭৩) সালে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। আন্তিওখিয়ায় তাঁর মায়ের প্রভাবের ফলে তিনি ইতিমধ্যে, আপন ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেওদরসের সঙ্গে, লিবানিউস নামক নাম-করা একজন পৌত্তলিক অলঙ্কারশাস্ত্রবিদের পরিচালনায় বেশ কয়েক বছর ধরে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর আইনজীবী হন।

কিন্তু আঠারো বছর বয়সে আরও বেশি নিবেদিত খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন করার ইচ্ছায় তিনি, এবারও বন্ধু থেওদরসের সঙ্গে, তার্সসের দিওদোরুসের চালিত আন্তিওখিয়া ঐশবিদ্যালয়ে ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। তাতে তাঁর আগেকার শিক্ষক সেই লিবানিউস অসন্তোষ প্রকাশ করেন, ও সেই পরিপ্রেক্ষিতে শেষ জীবনে বলেন, ‘খ্রিষ্টিয়ানেরা যদি আমাদের কাছ থেকে তাকে না কেড়ে নিত, সেই আমার উত্তরসূরী হত’।

৩৭৫ সালে তিনি সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, পুনরায় বন্ধু থেওদরসের সঙ্গে, আন্তিওখিয়ার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে একটা সন্ন্যাস আশ্রমে বাস করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে পবিত্র শাস্ত্র মুখস্থ করতে করতে দুই বছর কাটান।

৩৮১ সালে তিনি আন্তিওখিয়ার বিশপ মেলেতিউস দ্বারা পরিসেবক পদে নিযুক্ত হন; এই মেলেতিউস রোম-আসনের সহভাগিতায় ছিলেন না, তাই তাঁর মৃত্যুর পরে জন মেলেতিউসের দল ত্যাগ করে কালক্রমে, ৩৮৮ সালে, আন্তিওখিয়ার কাথলিক বিশপ এবাগ্রিউস দ্বারা প্রবীণ (পুরোহিত) পদশ্রেণিতে শ্রেণির্ভুক্ত হন।

তিনি পরবর্তী এগারো বছরে (৩৮৬-৩৯৭) 'সোনার গির্জা' নামক আন্তিওখিয়ার মহাগির্জায় পবিত্র শাস্ত্র ভিত্তিক উপদেশ ও উপাসনা ও নীতি সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ফলে তাঁর বাক্‌পটুতার জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেন; তাঁর উপদেশ শুনে বহু পৌত্তলিক শ্রোতা খ্রিষ্টবিশ্বাস গ্রহণ করে। এই সময়ে তাঁর প্রধান লেখা হল বাইবেলের নানা পুস্তক ভিত্তিক উপদেশ; একই সময়ে গরিবদের আধ্যাত্মিক ও দৈনন্দিনের প্রয়োজন মেটান।

৩৯৭ সালের শেষের দিকে তিনি রোম-সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলিসের আর্চবিশপ পদে মনোনীত হয়ে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৩৯৮ সালে সেই ধর্মাসন গ্রহণ করেন। এই সময়ও তিনি গরিবদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির জন্য ও নানা হাসপাতাল নির্মাণের জন্য তাদের সমর্থন লাভ করেন, কিন্তু ধনী ও প্রভাবশালী শহরবসীদের ও মণ্ডলীসেবকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর কড়া উপদেশের কারণে তিনি তাদের অপ্রিয় হন; মণ্ডলীসেবকদের জীবন সংস্কারের প্রচেষ্টাও তাঁকে তাদের অসন্তোষের পাত্র করে তোলে।

৪০২ সালে মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া-আসনের বিশপ ১ম থেওফিলুস কনস্তান্তিনোপলিস-আসনের জন্য প্রবীণ জনের নিয়োগ প্রতিরোধ করেন; কারণটা এ যে, তিনি চারজন মিশরীয় সন্ন্যাসীকে অরিগেনেসের সমর্থক দায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলে তাঁরা কনস্তান্তিনোপলিসে পালিয়ে গেলে বিশপ জন তাঁদের আশ্রয় দেন; তাতে বিশপ থেওফিলুস বিশপ জনকে ভ্রান্তমতপন্থী বলে অভিযুক্ত করেন; একই সময়ে কনস্তান্তিনোপলিসের সম্রাট আর্কাদিউসের স্ত্রী আয়েলিয়া এউদোক্সিয়াও পোশাক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বিষয়ে বিশপ জনের একটা উপদেশ তাঁকেই উদ্দেশ করে মনে ক'রে তাঁর শত্রু হন; তাতে, বিশপ থেওফিলুস, রানী এউদোক্সিয়া ও বিশপ জনের অন্যান্য শত্রু ৪০৩ সালে অনুষ্ঠিত 'ওক গাছ' সিনোদোসে বিশপ জনকে অভিযুক্ত করার ফলে তিনি আসনচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হন; কিন্তু জনগণ রাজাজ্ঞার ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিধায় সম্রাট আর্কাদিউস তাঁকে সাথে সাথে কনস্তান্তিনোপলিসে ফিরিয়ে আনেন। তাছাড়া সেই রাতে ভূমিকম্প হয়েছিল বলে (বা, অন্য ইতিহাস-লেখকের বর্ণনা অনুসারে, রানী এউদোক্সিয়া মৃত একটি শিশুকে প্রসব করেছিলেন বলে) রানী এউদোক্সিয়া সম্রাটকে বিশপ জনকে ফিরিয়ে আনবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শান্তি বেশি দিন টেকেনি। মহাগির্জার কাছাকাছি স্থানে রানী এউদোক্সিয়ার একটা রুপোর মূর্তি উত্তোলিত হলে বিশপ জন উৎসর্গীকরণ-অনুষ্ঠানকে পৌত্তলিক ধরনের অনুষ্ঠান বলে নিন্দা করে কড়া কথা দিয়ে তাঁকে সেই হেরোদিয়ার সঙ্গে

তুলনা করেন যিনি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা দাবি করেছিলেন। বিশপ জন কৃষ্ণ সাগরের নিকটবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত আব্‌খাজিয়া অঞ্চলে নির্বাসিত হলে তাঁর সমর্থকেরা এমন বিপ্লব ঘটায় যার ফলে কনস্তান্তিনোপলিসের মহাগির্জা আগুনে পুড়িয়ে যায় (কালক্রমে, সেটার বদলে একই স্থানে নতুন মহাগির্জা নির্মাণ করা হয়, তথা সেই ‘হাগিয়া সফিয়া’ (পবিত্র প্রজ্ঞা) মহাগির্জা যা আজ ‘হাগিয়া সফিয়া’ মসজিদ বলে পরিচিত)।

৪০৪ সালে অস্পষ্ট কারণে তিনি কাপ্পাদোকিয়া অঞ্চলে অবস্থিত কুকুসুস শহরে নির্বাসিত হন; নির্বাসিত অবস্থায়ও তিনি চিঠি-পত্রের মাধ্যমে কার্যকর হয়ে থাকেন, কিন্তু ঠিক এই কারণে তিনি ৪০৭ সালে কুকুসুস থেকে কৃষ্ণ সাগরের ধারে অবস্থিত পিতিউন্তে নির্বাসিত হন; কিন্তু যাত্রাকালে তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বর ৪০৭ সালে কমানা পন্তিকার একটা গির্জায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শেষ কথা ছিল, ‘সবকিছুর জন্য ঈশ্বরের গৌরব’ (Δόξα τῷ θεῷ πάντων ἕνεκεν - দক্সা তো থেও পান্তন এনেকেন)।

একত্রিশ বছর পরে সম্রাট ২য় থেওদোসিউস সবার অনুরোধে সাড়া দিয়ে অনুমতি দেন যেন তাঁর মৃতদেহ কনস্তান্তিনোপলিসে ফিরিয়ে আনা হয়; সেই অনুসারে তাঁর দেহ ২৭শে জানুয়ারী ৪৩৮ সালে, রাত্রিবেলায়, কনস্তান্তিনোপলিসে এসে পৌঁছে, ও পরদিন, ২৮শে জানুয়ারীতে, ‘পবিত্র প্রেরিতগণ’ গির্জায় সমাহিত হয়।

বিশপ জন তাঁর বাক্‌পটুতার জন্য ‘খ্রিসোস্তমোস’ অর্থাৎ স্বর্ণমুখি বলে অভিহিত। খ্রিষ্টমণ্ডলী তাঁকে মণ্ডলীর আচার্য বলে শ্রদ্ধা করে ও তাঁর স্মরণদিবস ১৩ই সেপ্টেম্বরে পালন করে।

সাধু জনের লেখাসমূহ

তিনি যা কিছু লিখেছেন, তা থেকে কেবল ৭০০টা উপদেশ ও ২৪৬ পত্র বেঁচে গেল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আদিপুস্তক সংক্রান্ত ৬৭টা উপদেশ, সামসঙ্গীত সংক্রান্ত ৫৯টা উপদেশ, ইশাইয়া পুস্তকের ব্যাখ্যা, মথি-রচিত সুসমাচার সংক্রান্ত ৯০টা উপদেশ, যোহন-রচিত সুসমাচার সংক্রান্ত ৮৮টা উপদেশ, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী সংক্রান্ত ৫৫টা উপদেশ, সাধু পলের পত্রগুলো সংক্রান্ত কয়েক শত উপদেশ, বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত ১২টা কাতেখেসিস।

বাপ্তিস্ম বিষয়ক যে ১২টা কাতেখেসিস এই পুস্তকে প্রকাশিত, সেগুলোর মধ্যে কেবল দু'টোই (তথা ৯ম ও ১২শ কাতেখেসিস) পরিচিত ছিল; বাকি ১০টা শুধু গত শতাব্দীতেই আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়। সকলের আশা যেন বিশপ জনের আরও লেখা আবিষ্কার করা হয়।

বাপ্তিস্ম বিষয়ক ১২টা কাতেখেসিস

যেমনটা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, এই ১২টা কাতেখেসিসের মধ্যে দু'টো মোটামুটি ১৮শ শতাব্দী থেকে পরিচিত ছিল: যিনি এগুলো আবিষ্কার করেন, এগুলো তাঁর নাম দ্বারা "Montfaucon" কাতেখেসিস বলে পরিচিত; ১৯০৯ সালে Papadopoulos-Kerameus আরও চারটা কাতেখেসিস আবিষ্কার করেন, তাই এগুলো "পিকে" কাটেখেসিস বলে পরিচিত। অবশেষে, ১৯৫৫ সালে আথোস পর্বতের স্তাব্রনিকিতা নামক একটা মঠে "Wenger" আরও ৮টা কাতেখেসিস আবিষ্কার করেন, তাই এগুলো "স্তাব্রনিকিতা" কাতেখেসিস বলে পরিচিত। তাই দেখা যাচ্ছে, বিশপ জনের মোট ১৪টা কাতেখেসিস আছে, কিন্তু, যেহেতু দেখা গেল, এসমস্ত কাতেখেসিসের মধ্যে ক'টা অন্য ক'টার সমান, সেজন্য আজকালে কেবল এই ১২টা কাতেখেসিস, সাধারণত এই ক্রমে, প্রকাশিত হয়:

১ম কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ১
২য় কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ২
৩য় কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ৩ (যা পিকে ৪ এর সমান)
৪র্থ কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ৪
৫ম কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ৫
৬ষ্ঠ কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ৬
৭ম কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ৭
৮ম কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ৮
৯ম কাতেখেসিস = Montfaucon ১ (যা পিকে ১ এর সমান)
১০ম কাতেখেসিস = পিকে ২
১১শ কাতেখেসিস = পিকে ৩
১২শ কাতেখেসিস = Montfaucon ২

কালানুক্রমিক ক্রমে কাতেখেসিসগুলো :

১ম কাতেখেসিস = Montfaucon ২

২য় কাতেখেসিস = Montfaucon ১ (যা পিকে ১ এর সমান)

৩য় কাতেখেসিস = পিকে ২

৪র্থ কাতেখেসিস = পিকে ৩

৫ম-১২শ কাতেখেসিস = স্তাব্রনিকিতা ১-৮

যাই হোক, এই পুস্তকে কাতেখেসিসগুলো এই কালানুক্রমিক ক্রমে নয়, উপরে দেওয়া সাধারণত অনুসরণ করা ক্রমেই দেওয়া।

এই সমস্ত কাতেখেসিস ৩৮৭-৩৯০ সালের মধ্যে প্রদান করা হয়েছিল; তাতে এটা দাঁড়ায় যে, সেসময় বিশপ জন আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর প্রবীণবর্গের একজন নিযুক্ত প্রবীণ (পুরোহিত) ছিলেন।

বাপ্তিস্ম তত্ত্ব

বিশপ জন খ্রিসোস্তমোসের বাপ্তিস্ম তত্ত্ব এ ধারণার উপরে নির্ভর করে যে, বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ একেবারে বিনামূল্যেই দেওয়া অনুগ্রহ। যে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে আহূত, তাদের নৈতিক অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তারা ক্ষমার নয়, কেবল দণ্ডেরই যোগ্য। বাপ্তিস্মের দেওয়া অনুগ্রহ ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও কৃপা থেকে আগত পবিত্রতা দানকারী কর্মক্রিয়া দ্বারা এই নৈতিক অযোগ্যতার অবস্থা বাতিল করে দেয় (কাতেখেসিস ১:৩), যার ফলে যে প্রাণ ছিল অঙ্গবিহীন, বিশ্রী, জঘন্য ও নিজের পাপকর্মের স্বীয় কাদায় নিমগ্ন, সেই প্রাণ এমন সুন্দরী ও আকর্ষণীয় কনে হয়ে ওঠে যে রাজার যোগ্য। এটাই আধ্যাত্মিক বিবাহ রূপে বাপ্তিস্মের দেওয়া অনুগ্রহের ফলাফল (কাতেখেসিস ১:৩-৬)।

ব্যক্তি-বিশেষ ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সাধিত কর্মফল বাদে বিশপ জন বাপ্তিস্মের মণ্ডলীগত কর্মফলও তুলে ধরেন, কেননা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রাণ খ্রিষ্টের কনে সেই মণ্ডলীর অঙ্গ হয়ে উঠে সে নিজেও খ্রিষ্টের কনে হয়ে ওঠে (কাতেখেসিস ১:১৭)।

যখন ঈশ্বর আলোপ্রত্যাশীর (অর্থাৎ বাপ্তিস্মপ্রার্থীর) প্রাণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন, সেই ক্ষণে তিনি তাকে রাজকীয় উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বল

একটা পোশাক অর্পণ করেন। সাধু পলের কথা অনুসারে (গা ৩:২৭), পোশাকটা স্বয়ং খ্রিষ্ট (কাতেখেসিস ৪:৪)।

যিনি কনে-প্রাণকে বেছে নিয়েছেন, প্রাণ যেন তাঁর পবিত্রতার যোগ্য হতে পারে, সেজন্য খ্রিষ্ট বাপ্তিস্মের দেওয়া অনুগ্রহ দ্বারা তাকে তাঁর নিজের পবিত্রতায় উন্নীত করেন; তাই বাপ্তিস্মের দেওয়া অনুগ্রহই হল সেই নির্মল ও চমৎকার বিবাহ-পোশাক যা বর-খ্রিষ্ট কনে-প্রাণকে অর্পণ করেন যেন কনে বিবাহ-ক্ষণে শুধু নয় কিন্তু সবসময়ই ঐশ্বরিক ও রাজকীয় মর্যাদায় ভূষিতা হয়ে রাজার পাশে দাঁড়াতে পারে (কাতেখেসিস ৪:১৮; ৫:২৪; ৬:২৪)।

সাধারণ বিবাহ ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বাপ্তিস্ম-বিবাহ ক্ষেত্রেও বর-কনের মধ্যে একটা চুক্তি স্থির করা হয়। বর-খ্রিষ্টের দেওয়া উপহারগুলো আধ্যাত্মিক ধরনের উপহার, তথা শুচিতা ও পবিত্রতা: এ এমন উপহার যা তিনি নিজের রক্তমূল্যে অর্জন করেছেন। এবং কনের উপহার হবে খ্রিষ্টের শিক্ষার প্রতি ও তাঁর সুবহ জোয়ালের প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতা (কাতেখেসিস ১:২০-২২; ১:২৯-৩০)।

বিশপ জনের কাতেখেসিস অনুসারে, আধ্যাত্মিক বিবাহ ছাড়া বাপ্তিস্ম হল সামরিক সেবাকর্মে নিবন্ধন স্বরূপ: বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে মানুষ খ্রিষ্টের সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রভাবশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আহূত; শত্রু হল দিয়াবল ও তার যত আকর্ষণ (কাতেখেসিস ১:১)। তেমন যুদ্ধের জন্য খ্রিষ্ট নিজেই আপন সৈন্যদের উপযোগী অস্ত্র ব্যবস্থা করেন, তথা, বর্ম হিসাবে ধর্মময়তা, ঢাল হিসাবে বিশ্বাস ও খড়্গ হিসাবে ঈশ্বরের বাণী (কাতেখেসিস ১:১১-১২)।

বাপ্তিস্মের দেওয়া অনুগ্রহ সংক্রান্ত এই বিবিধ উপস্থাপনার মৌলিক ধারণা এটাই যে, ঈশ্বরের সেই বেছে নেওয়াটা যা আমাদের যোগ্যতার উপরে নয় কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরের কৃপা, মঙ্গলময়তা ও বদান্যতার উপরে নির্ভর করে। অন্য কথায়, বাপ্তিস্ম একেবারে বিনামূল্যে দেওয়া ও ঐশ্বর্যময় উপহার, এবং এজন্যই তা শিশুদেরও দেওয়া হয় (কাতেখেসিস ৩:৬)।

বিশপ জন অবশ্যই এবিষয়ে খুবই সচেতন যে, বাপ্তিস্মের দেওয়া অনুগ্রহ গ্রহীতার ইচ্ছাকে এমন নৈতিক জীবনযাপনে বাধ্য করে যেখানে হৃদয়বিদারণ ও অনুশোচনা হল সেই প্রধান উপায় যা সদ্য আলোপ্রাপ্ত মানুষের পবিত্রিত অবস্থা অক্ষুণ্ন অবস্থায় রক্ষা করার জন্য ও সেটার কার্যকারিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

এজন্যই এসমস্ত কাতেখেসিসে বিশপ জন বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের নৈতিক জীবনাচরণের উপর চাপ দেন।

এক্ষেত্রে, তথা বাপ্তিস্ম আমাদের যে নবীন অবস্থায় আমাদের স্থাপন করে সেই ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান পালনীয় নিয়ম হল খ্রিষ্টের অনুকরণ, অর্থাৎ খ্রিষ্টিয়ান মানুষকে হতে হবে খ্রিষ্টের মত কোমল ও নম্রহৃদয় (কাতেখেসিস ১:৩০-৩১); তাকে সমস্ত ধরনের কুসংস্কার (কাতেখেসিস ১:৩৯-৪০), শপথ (কাতেখেসিস ১:৪২), অশ্লীল প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে যোগদান (কাতেখেসিস ১:৪৩), মাতলামি (কাতেখেসিস ৫:৪-১৫), ও পরের হোঁচট খাওয়ানো (কাতেখেসিস ৬:১৬) ত্যাগ করতে হবে। বাহ্যিক জীবনাচরণ (কাতেখেসিস ৪:২৬), খাওয়া-দাওয়ার ভঙ্গি (কাতেখেসিস ৬:৯), বন্ধুত্ব (কাতেখেসিস ৬:১২), পারস্পরিক সংশোধন (কাতেখেসিস ৬:১৭-২০), এবং প্রার্থনা ও অর্থদান (কাতেখেসিস ৭:২৬-২৭): এসমস্ত কিছুও হল বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষের নৈতিক জীবনের সেই বিশিষ্ট দিক যা বিষয়ে বিশপ জন উপযোগী ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

বাপ্তিস্ম এমন জীবন ব্যক্ত করবে যা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত জীবন, ঠিক সেই ধার্মিকদের অনুকরণে তথা সেই আব্রাহাম (কাতেখেসিস ৮:৭), প্রেরিতদূত পল (কাতেখেসিস ৫:১৯), শতপতি কর্নেলিউস (কাতেখেসিস ৭:২৯) ইত্যাদি সৎমানুষদের অনুকরণে পবিত্র শাস্ত্র যাঁদের কথা উল্লেখ করে, ও সেই সাক্ষ্যমরদেরও অনুকরণে (কাতেখেসিস ৭:১-৫) মণ্ডলী যাঁদের দেহাবশেষ ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধা করে।

আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানরীতি

সেসময় বাপ্তিস্ম বছরে একবার মাত্র, পাস্কা-রাতে, সম্পাদন করা হত। তাতে অনুমান করা যায়, প্রার্থীদের সংখ্যা কম ছিল না, বাস্তবিকই ২য় কাতেখেসিসে বিশপ জন বলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ভিড় মহৎ ছিল। এরা ছিল সমাজের নানা স্তরের মানুষ, যেমন সাধারণ লোক, নানা শারীরিক দুর্বলতা-আক্রান্ত ব্যক্তি, গ্রামাঞ্চল থেকে আগত কৃষক, ও সেইসঙ্গে ধনশালী মানুষ, বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা (কাতেখেসিস ২:১২)।

এরা সবাই চল্লিশাকালীন সেই সমস্ত কাতেখেসিসে যোগ দিতে বাধ্য ছিল যার শীর্ষক্ষণ ছিল পুণ্য সপ্তাহের দৈনিক কাতেখেসিস: এই শেষ কাতেখেসিসগুলোতে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ভক্তজনও, বিশেষভাবে ধর্মপিতা-মাতাই, যোগ দিত (কাতেখেসিস ২:১৫)।

অনুষ্ঠানরীতি অনুসারে বাপ্তিস্ম পাস্কার নিশিজাগরণীতে এই অনুক্রমে পালিত ছিল,

১) অপশক্তি বিতাড়ন: উপযুক্ত সেবাকর্মীরা কাতেখেসিসের পর পরেই প্রার্থীদের বরণ করে নিয়ে নিজ নিজ উপযোগী কর্মক্রিয়া সম্পাদন করতেন (কাতেখেসিস ২:১২);

২) বিশপ ও প্রবীণদের সাক্ষাতে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি (কাতেখেসিস ২:২০-২১);

৩) খ্রিস্মাভিষেক: প্রতিটি প্রার্থীকে খ্রিস্মা মলম দিয়ে কপালে ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত করা হত ও বিবস্ত্র অবস্থায় সর্বাঙ্গে খ্রিস্মাভিষিক্ত করা হত (কাতেখেসিস ২:২২-২৩);

৪) বাপ্তিস্ম: প্রতিটি প্রার্থী সেই বিবস্ত্র অবস্থায় জলকুণ্ডে নামত ও সেইসঙ্গে বিশপ এই সূত্র উচ্চারণ করতেন, '[নাম] পিতা, ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে'। বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের প্রকৃত সেবাকর্মী হলেন বিশপ; সেটার পাশাপাশি কাতেখেসিস-প্রদানকারীগণ ও অপশক্তি বিতাড়কগণ নিজ নিজ ভূমিকা পালন করেন (কাতেখেসিস ২)। কিন্তু, বাপ্তিস্ম সম্পাদন-ক্ষণে তাঁদের উচ্চারিত কথা ও সম্পাদিত কাজ প্রকৃতপক্ষে হল খ্রিষ্ট ও পবিত্র আত্মার কথা ও কাজ (কাতেখেসিস ২:২৬)।

৫) জলকুণ্ড থেকে বের হলে পর সদ্য আলোপ্রাপ্তরা সবার অভিনন্দন গ্রহণ করে; পরে তাদের চকচকে পোশাকে (কাতেখেসিস ৪:১৮) পরিবৃত অবস্থায় এউখারিস্তীয় ভোজনপাটে আনা হয় তারা যেন খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করতে পারে।

তাতে স্পষ্ট দাঁড়ায়: বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান সেই এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ করে যা মণ্ডলীর সহভাগিতার সীল ও চিহ্ন স্বরূপ।

মিস্তাগোগিয়া, কাতেখেসিস ও দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা

ভূমিকার এই বিশেষ অংশ সাধু আম্ব্রোজ, যেরুশালেমের সাধু সিরিল, সাধু জন খ্রিসোস্তমোস ও মপ্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরসের লেখাগুলোর ভূমিকায় স্থান পায় যেহেতু বিশেষভাবে এই চারজনই 'মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস' লিখেছিলেন।

১। মিস্তাগোগিয়া

আজকালে 'মিস্তাগোগিয়া' শব্দটা সাক্রামেন্তগুলি বিষয়ক, বিশেষভাবে খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রামেন্তত্রয় তথা বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তত্রয় বিষয়ক

কাতেখেসিস, ও উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানরীতি সমূহের আধ্যাত্মিক অর্থ নির্দেশ করে। আজকালের এই অর্থ প্রাচীনকালের অর্থের চেয়ে কেবল এতেই ভিন্ন যে, প্রাচীনকালে খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রামেন্ত বলতে বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া বোঝাত না, শুধুমাত্র বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়াই বোঝাত, কেননা দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ত বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্তে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্যই, খ্রিষ্টমণ্ডলীর ইতিহাসে এমন সময়ও হল যখন 'মিস্তাগোগিয়া' শব্দ এমন বৃহত্তর অর্থ বহন করত যা উপাসনাকর্মের সমস্ত অনুষ্ঠানরীতি লক্ষ করত, যার ফলে প্রবীণ (পুরোহিত) শ্রেণিভুক্তি ও রুগীদের লেপনও মিস্তাগোগিয়া ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হল।

'মিস্তাগোগিয়া' শব্দ μυέω (মুয়েও বা মিয়েও) গ্রীক শব্দ থেকে আগত যা প্রাচীন গ্রিস দেশে, খ্রিষ্টমণ্ডলীর উদ্ভবের আগেও, সবসময় ধর্ম ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ছিল, ও অর্থ ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা দেওয়া ও ফলত ধর্মীয় রহস্যগুলিতে প্রার্থীদের প্রবেশ করানো বা দীক্ষা দেওয়া বোঝাত। এইভাবে 'মিস্তাগোগিয়া' শব্দটা সবসময়ই μυστήριον (মুস্তেরিওন বা মিস্তেরিওন) অর্থাৎ 'রহস্য', μυστικός (মুস্তিকোস বা মিস্তিকোস) অর্থাৎ 'রহস্য সংক্রান্ত' বা 'রহস্যময়', ও μύστης (মুস্তেস বা মিস্তেস) অর্থাৎ 'রহস্যগুলিতে দীক্ষিত' শব্দগুলোর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর আগমনে, গ্রীকভাষী পিতৃগণের মধ্যে 'মিস্তাগোগিয়া' শব্দটা নানা অর্থ বহন করত: আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের কাছে ও সাক্ষ্যদাতা বলে অভিহিত সাধু মাক্সিমোসের কাছে শব্দটার অর্থ ছিল, যেকোন ধর্মক্রিয়া উদ্‌যাপন করা; স্তুদিও-মঠের সন্ন্যাসী থেওদরসের কাছে উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা; অরিগেনেস ও সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের কাছে সার্বিক অর্থে খ্রিষ্টীয় দীক্ষায় সদ্য দীক্ষিতদের কাছে সেই দীক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদান; নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরি ও নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরির কাছে এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রে সদ্য দীক্ষাপ্রাপ্তদের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান; আন্তিওখিয়া ও আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীগুলোর কাছে, পবিত্র শাস্ত্রে আবৃত ও মণ্ডলীর উপাসনাকর্মে উদ্‌যাপিত রহস্যের লিখিত বা মৌখিক ব্যাখ্যা। উদাহরণ স্বরূপ, অরিগেনেস ও আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের কাছে 'মিস্তাগোগিয়া' বলতে পবিত্র শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করা, ও সেইসঙ্গে নূতন নিয়মে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত পুরাতন নিয়মের 'দৃষ্টান্তগুলো', ও মণ্ডলীর প্রচার করা চরমকালীন বাস্তবতা সমূহ ব্যাখ্যা করা বোঝাত।

২। কাতেখেসিস

‘কাতেখেসিস’ (κατήχησις): যে ধর্মশিক্ষা চল্লিশাকালে ও পাস্কাকালের প্রথম সপ্তাহ ধরে দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রদান করা হত, তা ‘কাতেখেসিস’ বলা হত; এ গ্রীক শব্দটার অর্থ এমন আলোচনা বা উপদেশ বোঝায় যা শ্রোতাদের কানে দীর্ঘ দিন ধরে ধ্বনিত হতে থাকবে; এই উদ্দেশ্যে যাঁরা উপদেশ দিতেন, তাঁরা নানা কথা-বিশেষ ব্যবহার করতেন; যেমন ‘ভয়ঙ্কর রহস্যগুলি’, ঈশ্বরের ‘অনির্বচনীয় অনুগ্রহ’, ‘সুশৃঙ্খলাবদ্ধ’ জীবনাচরণ, ঈশ্বরের মঞ্জুর করা ‘অগণন’ মঙ্গল বা আশীর্বাদ, ইত্যাদি। এইভাবে, সবসময় একই শব্দ-বিশেষ ব্যবহার করার ফলে, শব্দগুলো শ্রোতাদের কানে ধ্বনিত হতে থাকবে বলে আশা করা যেতে পারত।

কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু খ্রিষ্টীয় দীক্ষা (অর্থাৎ বিশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া) বিষয়ক ছিল।

যে কাতেখেসিস পাস্কাকালের প্রথম সপ্তাহ ধরে দেওয়া হত, সেগুলো ‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ (κατήχησις μυσταγωγική - কাতেখেসিস মিস্তাগোগিকে) বলে অভিহিত ছিল কারণ কেবলমাত্র বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়াই কেন্দ্র করে দেওয়া হত।

বাপ্তিস্ম বিষয়ক এই বারোটা কাতেখেসিস বাদে বিশপ জনের বাকি কাতেখেসিস সবগুলো হারিয়ে গেছে।

৩। দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ হল বাইবেল ব্যাখ্যা-পদ্ধতির একটা বিশেষ নাম যা বর্তমানকালের ব্যাখ্যাতাগণ প্রাচীনকালে প্রচলিত বাইবেল ব্যাখ্যা-পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য প্রবর্তন করলেন। যেহেতু প্রাচীনকালের ব্যাখ্যাতাগণ, ব্যাখ্যা দানকালে প্রায়ই τύπος (তুপোস বা তিপোস অর্থাৎ ‘দৃষ্টান্ত’) গ্রীক শব্দ ব্যবহার করতেন, সেজন্য তাঁদের সেই পদ্ধতি আজকালে ‘তিপোস ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ তথা ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ বলে অভিহিত।

প্রকৃতপক্ষে নূতন নিয়মের মধ্যেও শব্দটা এই অর্থে ব্যবহৃত, যেমন ‘আদম তাঁরই দৃষ্টান্ত’, অর্থাৎ আদম খ্রিস্টেরই τύπος (তুপোস) অর্থাৎ দৃষ্টান্ত (রো ৫:১৪); অন্যান্য পদ যা τύπος (তুপোস) / দৃষ্টান্ত শব্দটা ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করে, তা হল ১ করি ১০:৬, ১১।

আরও, ‘দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা’ ছাড়া, ‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ বলে পরিচিত আরও একটা ব্যাখ্যা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যা যিশুর জন্মের আগেও ইহুদীরা ব্যবহার করত ও নূতন নিয়মে সাধু পল দ্বারা ও পরবর্তীকালে মণ্ডলীর পিতৃগণ দ্বারাও ব্যবহৃত ছিল। সেবিষয়ে নিসার বিশপ সাধু গ্রেগরির লেখা দ্রষ্টব্য।

‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ এর বিস্তারিত ঐশতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

- আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর উপাসনা-তত্ত্ব
- মপ্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরস ও বিশপ জনের কাতেখেসিস
- বিশপ জনের সাক্রামেন্ত-তত্ত্বের বিশিষ্ট দিক
  - ১। কাতেখেসিসে নৈতিক দিক
  - ২। কাতেখেসিসে এউখারিস্তীয় দিক
- দীক্ষা-তত্ত্ব হিসাবে নৈতিকতা
- স্বর্গদূতগণ
- অনুষ্ঠানরীতিতে ব্যবহৃত নানা প্রতীক
- ‘রহস্য’ সম্পর্কে
- বিশপ জনের দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা
- বিশ্বাসের চোখ ও সাক্রামেন্তীয়তা

আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর উপাসনা-তত্ত্ব

যেহেতু বিশপ জন খ্রিসোস্তমোস ও মপ্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরস একসাথেই একই ঐশতাত্ত্বিক ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন ও একই আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর প্রবীণ (পুরোহিত) হিসাবে প্রায় একই সময়ে দীক্ষাপ্রার্থদের কাছে কাতেখেসিস প্রদানে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেজন্য, এই আলোচনায় উভয়েরই কথা উল্লিখিত, যাতে সেকালের আন্তিওখিয়া মণ্ডলীর বিশিষ্ট উপাসনা-তত্ত্ব সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা যেতে পারে।

মপ্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরস ও সাধু জনের কাতেখেসিস

বিশপ জন ও বিশপ থেওদরসের কাতেখেসিসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এটা যে, বিশপ থেওদরসের কাতেখেসিসগুলো উৎকৃষ্ট ধর্মতত্ত্বের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাঁর ব্যাখ্যা সাক্রামেন্তের সঙ্গে সেটার চরমকালীন সম্পর্ক সবসময়ই তুলে ধরে (অর্থাৎ তিনি সবসময় স্মরণ করিয়ে দেন, মর্তমণ্ডলী সেই স্বর্গীয় মণ্ডলীর উপাসনায় যোগ দেয় যা থেকে সে স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো অর্জন করে)। অন্যদিকে, কাতেখেসিস দানকালে বিশপ জন সাক্রামেন্তের পালকীয় দিক বেশি তুলে ধরেন, এবং এর ফলে উপযোগী নৈতিক শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করেন। এ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশপ জন ও তাঁর জীবন-বন্ধু বিশপ থেওদরস একই ধারায় ও কাঠামো অনুসারে চলেন: ১) বিষয়বস্তু উপস্থাপন, ২) সেটার বিষয়ে শাস্ত্রের সাক্ষ্য, ৩) নৈতিক উপসংহার।

সাধু জনের সাক্রামেন্ত-তত্ত্বের বিশিষ্ট দিক

১। কাতেখেসিসে নৈতিক দিক

বিশপ জনের মুখ্য চিন্তাই বাপ্তিস্মপ্রার্থীকে এমন ভাবে প্রস্তুত করা যাতে গ্রহীত সাক্রামেন্ত ফলদায়ী হতে পারে। এজন্য, বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠান হোক বা সেই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নানা অনুস্থানরীতি হোক তা ব্যাখ্যা করে তিনি সেই অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানরীতিগুলো থেকে প্রবাহমান নৈতিক দায়িত্ব-কর্তব্যের উপরে যথেষ্ট জোর দেন। তাঁর এ বৈশিষ্ট্য এমন যা সেকালের পিতৃগণের কাতেখেসিসেও সহজে দেখা যায় না; এ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল খ্রিষ্টীয় নৈতিক আচরণ বা জীবনধারণ।

বিশপ থেওদরসের মত বিশপ জনও খ্রিষ্টীয় দীক্ষা দু'টো বিষয়ের সঙ্গে খুবই সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন: যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞান ও যথার্থ আচরণ, দু'টোই সবসময় আবশ্যকীয়: বাপ্তিস্মের নৈতিক ফলাফলের উপরে তাঁর জোর দেওয়াটা তাঁর এই বাক্যে প্রতীয়মান, 'আমরা ইচ্ছা করি, মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে তোমরা ঠিক এধরনের কঠোরতাই দেখাবে, এবং আমরা ইচ্ছা করি, তোমরা সেই ধর্মতত্ত্বগুলো দৃঢ়ভাবেই মনে স্থির রাখবে। এটাও সমীচীন যে, যারা তেমন বিশ্বাস প্রকাশ করে তারা নিজেদের সদাচরণ দ্বারা উজ্জ্বল হবে। ফলত, যারা সেই রাজকীয় উপহার পাবার যোগ্য হতে যাচ্ছে, আমার পক্ষে এবিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন' (কাতেখেসিস ১:২৫)। বিশপ জন ও বিশপ থেওদরসের এই দৃষ্টিকোণে, বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা, তারা বাপ্তিস্মে গৃহীত যে 'প্রথমফল' ও 'বীজ' উৎপাদন করে ও বৃদ্ধিশীল করে, তা আপন বাস্তব জীবনে পরিপক্বতায় আনে; এইভাবেই তারা চরমকালীন মঙ্গলদানসমূহ প্রাপ্ত

হবে। কিন্তু এবিষয়ে বিশপ থেওদরসের ধারণা আরও বেশি করে ব্যাখ্যা করা দরকার, কেননা তাঁর দৃষ্টিকোণে, বাপ্তিস্মের ফল তথা বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত থেকে যা প্রবাহিত হয়, তা কেবল চরমকালীন মঙ্গলদানগুলোর সূচনা বলে গণ্য করা যায় না; একই যুক্তি অনুসারে, মানব জীবন শুধুমাত্র বাপ্তিস্ম ও চরমকালীন মঙ্গলদানগুলোর বা স্বর্গীয় বিষয়সমূহের মধ্যবর্তী সময়কাল নয়, কেননা বাপ্তিস্মের ফল বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষের জীবনের একটা অংশ হয়ে তার অন্তরকে নিজের বাসস্থান করে, ঠিক সেইভাবে যেভাবে একটা বীজ গাছকে নিজের বাসস্থান করে। কেননা বীজটা খ্রিষ্টীয় জীবনধারণ দ্বারাই এমনভাবে অঙ্গীভূত হয় ও পরিপক্ব হয়ে ওঠে যে, বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠান যে অদৃশ্য দান প্রদান করে, তা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষের বাস্তব জীবনে রূপান্তরিত হয়। এধারণা স্পষ্ট করার লক্ষ্যে বিশপ থেওদরস সেই বীজের উদাহরণ দেন যা মানব গর্ভধারণে মুখ্য ভূমিকা রাখে। সেই অনুসারে তিনি বলেন, 'এতে আমাদের বিস্মিত হতে নেই যে, আমরা দু'টো জন্ম গ্রহণ করব ও বর্তমান জন্ম থেকে ভাবী জন্মে পেরিয়ে যাব, কেননা মাংস অনুসারে আমাদের জন্মেও আমরা দ্বিবিধ জন্ম গ্রহণ করি তথা, একটা পুরুষ থেকে, ও এটার পরে, নারী থেকে। আমরা প্রথমে মানবীয় সেই বীজের আকারে পুরুষ থেকে জনিত যা মানব আকারের সদৃশ কোন চিহ্নও রাখে না; কেননা একথা সবার কাছে স্পষ্ট যে, মানবীয় বীজ কোন প্রকার মানবীয় রূপের অধিকারী নয়, ও আমাদের প্রকৃতির জন্য ঈশ্বরের জারীকৃত নিয়মবিধি অনুসারে মানবীয় প্রকৃতির রূপ তখনই গ্রহণ করে যখন তা গর্ভধারণ হয়, গড়া হয়, গঠিত হয় ও নারী থেকে সঞ্জাত হয়। আমাদের ঠিক এইভাবে জন্ম হল: আগে বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে বীজের আকারে, অর্থাৎ পুনরুত্থান দ্বারা জন্ম নেবার আগে ও যে স্বরূপে রূপান্তরিত হব বলে প্রত্যাশা রাখি আমরা সেই অমর স্বরূপে গঠিত হওয়ার আগে; কিন্তু যখন বিশ্বাস দ্বারা ও ভাবী বিষয়গুলোর প্রত্যাশা দ্বারা আমরা খ্রিষ্টীয় জীবনাচরণ অনুসারে গঠিত ও রূপিত হয়ে থাকি ও সেখানে পুনরুত্থানের সময় পর্যন্ত থেকে গিয়ে থাকি, তখন ঐশ্বরিক বিধি অনুসারে আমরা ধুলা থেকে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করব ও অমর ও অক্ষয়শীল স্বরূপ ধারণ করব, ও ধন্য পলের বাণীমত (ফিলি ৩:১১ দ্রঃ) 'আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্টের দ্বারা রূপান্তরিত হবে যাতে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ হয়ে ওঠে' (বিশপ থেওদরস, ১৪শ কাতেখেসিস, ২৮)।

এবং এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রেও বিশপ থেওদরস একই যুক্তি প্রয়োগ করেন, কেননা এউখারিস্তিয়া মূলত খাদ্য, এমন খাদ্য যা উপরে উল্লিখিত খ্রিষ্টীয় জীবনধারণের জন্যই

বিশেষভাবে উপযোগী: ‘সেই অনুসারে, তোমরা যারা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও আগমন দ্বারা বাপ্তিস্মে জন্ম নিয়েছ ও সেখান থেকে পবিত্রতা গ্রহণ করেছ, সেটার সদৃশ খাদ্যে, তথা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও আগমন থেকে আগত খাদ্যে সহভাগিতা করা তোমাদের পক্ষে ন্যায্য ও উপযোগী, যাতে, যে পবিত্রতা তোমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে, তোমরা তা দৃঢ় ও বৃদ্ধিশীল করতে পার ও সেই প্রত্যাশিত মঙ্গলদানগুলোকে সিদ্ধতাপ্রাপ্ত করে তুলতে পার’ (বিশপ থেওদরস, ১৬শ কাতেখেসিস, ২৩)। একই ধারণা এই কাতেখেসিসেও উপস্থিত, ‘আমাদের প্রভুর দেহ ও রক্ত, ও তা থেকে আমাদের উপরে মঞ্জুর করা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ শুভ জীবনাচরণে আমাদের দৃঢ় করবে ও আমাদের মন উদ্দীপিত করবে’ (বিশপ থেওদরস, ১৬শ কাতেখেসিস, ৩৪)।

বিশপ থেওদরস এখানে, উপাসনা ও চরমকাল-তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত খ্রিষ্টীয় জীবন বিষয়ক সত্যকার ও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব প্রদান করেন। তাঁর এধারণা অনুসারে, জীবন ও উপাসনার মধ্যকার সম্পর্কটা এতে সঙ্কুচিত করা যায় না যে, মানুষ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার জন্য যোগ্য কিনা। না, বিশপ থেওদরস বরং জীবনধারণ সংক্রান্ত ঐশতত্ত্বের উপরেই জোর দেন, যা অনুসারে, সাক্রামেন্তের ফলগুলো গ্রহণের মধ্য দিয়ে ফলদায়ী হয়ে ওঠা জীবনই মানুষকে চরমকালীন মঙ্গলদানগুলোতে চালনা করবে। কেননা সাক্রামেন্ত প্রত্যাশিত চরমকালীন মঙ্গলদানগুলোর সঙ্গে জড়িত, প্রত্যক্ষভাবে নয়, অবিলম্বেও নয় (কেমন যেন সাক্রামেন্ত হল সূচনা, ও মঙ্গলদান প্রাপ্তি হল সিদ্ধিলাভ), কিন্তু আমাদের যাপিত জীবনের মধ্য দিয়েই সাক্রামেন্ত সেই মঙ্গলদানগুলোর সঙ্গে জড়িত।

আমরা ইতিমধ্যে বলেছি, বিশপ জন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় তত সময় দেন না; তিনি সেটার নৈতিক দিকই বিশেষভাবে তুলে ধরেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ঐশতত্ত্ব ক্ষেত্রে জ্ঞানের অভাবী; বরং বিশপ থেওদরসের একই ঐশতত্ত্বই তাঁর নৈতিকতা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা চালনা করে; পার্থক্য হল, বিশপ জন তাত্ত্বিক বিষয়গুলো তত বিস্তারিত করেন না। এবং এই তত্ত্ব অনুসারেই তিনি নিজের মুখ্য ধারণা ব্যক্ত করেন: ঈশ্বর মানুষকে তার কোন পুণ্যকর্মের ভিত্তিতেই যে পরিত্রাণ করেন তা নয়, বরং মানুষের চরম দীনতায় ও পূর্ণ অযোগ্যতায় তাকে পরিত্রাণ করেন। বিশপ জন এই ধারণা তাঁর কাতেখেসিসগুলোতে প্রায়ই বারে বারে ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি দেখান, মানুষ পাপী অবস্থায় থাকতেই ঈশ্বর তার কাছে নিজের দয়া প্রকাশ করেন। তৃতীয়ত, কেবল এ

ধারণা দু'টো ব্যক্ত করার পরেই তিনি মানুষের আচরণ প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেন, এমন আচরণ যা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী: তেমন আচরণ দেখে ঈশ্বর অতিরিক্ত অনুগ্রহধারা দানে সাড়া দেন। এ তিনটা ধারণার উপরে ভিত্তি করেই বিশপ জন নিজের যুক্তি স্থাপন করেন, যা অনুসারে: যখন মানুষ পাপী অবস্থায় থাকাকালে ঈশ্বর দয়া দেখান, তখন মানুষ তাঁর ইচ্ছা পূরণে সচেষ্ট থাকাকালে তিনি অবশ্যই আরও বেশি দয়া দেখাবেন।

অতএব, মানুষের সাড়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তেমন সাড়া দেওয়াকে তিনি τὰ παρ΄ἑαυτου εἰσφερειν (তা পার এয়াউতু এইস্ফেরেইন) বলে 'দেয় অবদান রাখা' (বা সূক্ষ্মতর অনুবাদে: 'যা নিজস্ব সাধ্য অনুযায়ী অংশ, তাই রাখা') বলে চিহ্নিত করেন। ঐশ্বরিক মুক্তিকর্ম গ্রহণে মানুষ এমনিই নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নয়, বরং এক একজন নিজ নিজ প্রচেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে সেই ঐশকর্মে সহযোগিতা করবার কথা; তেমন ক্রিয়াশীল সহযোগিতাকেই নিজ নিজ 'দেয় অবদান' বলে: 'অতএব, তোমরা তোমাদের দেয় অবদান রাখ, তথা, তাঁর বিষয়ে শক্তিশালী বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ঘোষণা কর, তোমাদের ঠোঁটে শুধু নয় কিন্তু তোমাদের বুদ্ধির সঙ্গেও তা ঘোষণা কর' (কাতেখেসিস ১:১৯)। বিশপ জন 'দেয় অবদান' শব্দটা প্রায়ই ব্যবহার করেন। যেমন, 'আমাদের প্রভু তো কৃপাময়; তিনি যা ইতিমধ্যে তোমাদের দান করেছেন, যখন তিনি সেবিষয়ে তোমাদের কৃতজ্ঞতা দেখেন, আরও, তিনি যখন দেখেন তোমরা তাঁর মহা দানগুলো সংরক্ষণে খুবই তৎপর, তখন তিনি তোমাদের উপরে নিজের অনুগ্রহ অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষণ করেন। আমাদের অবদান ক্ষুদ্র হলেও তিনি আমাদের উপরে তার মহা দানগুলো অঝোরে বর্ষণ করেন' (কাতেখেসিস ৪:৬): এখানে বিশপ জন এমনটা বলেন, ঈশ্বর বাপ্তিস্ম দানে প্রার্থীদের অন্তরে যে কর্ম সম্পাদন করলেন, প্রার্থীরা নিজ নিজ দেয় অবদান রাখায় সেই কর্মে সহযোগিতা করবে।

কিন্তু অবদানটা কেবল কৃতজ্ঞতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা প্রকৃত আচরণকেও লক্ষ করে, 'যদিও তোমরা কখনও মঙ্গলকর কিছুই না করে থাক, যদিও তোমাদের পাপের বোঝা নিজেদের উপরে ভারী ছিল, তিনি [ঈশ্বর হিসাবে] নিজের মঙ্গলময়তা অনুকরণ করে তোমাদের এই সমস্ত মহৎ দানগুলোর যোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কেননা তিনি যে তোমাদের পাপকর্ম থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন ও নিজের অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদের কাছে ধর্মময়তা প্রদান করেছেন তা শুধু নয়, কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র বলেও প্রকাশিত করেছেন ও নিজের দত্তকপুত্র করে তুলেছেন। যখন তিনি তেমন দানগুলো

দেওয়ায় উদ্যোগ নিয়েছেন, তখন তোমরা তেমনটা গ্রহণ করার পর নিজেদের দেয় অবদান রাখতে আগ্রহী হলে ও গৃহীত দানগুলো সংরক্ষণ ও সুব্যবস্থা করায় মনোযোগী হলে কেমন করে তিনি তোমাদের আরও বেশি মহত্তর দানশীলতার যোগ্য বলে গণ্য করায় অবহেলা করবেন?' (কাতেখেসিস ৪:১১)।

এবিষয়ে বিশপ জন প্রেরিতদূত পলকেও এমন ব্যক্তিত্ব বলে উপস্থাপন করেন যিনি 'নিজের দেয় অবদান রেখেছিলেন'; ও বিশপ জনের বর্ণনায় সাধু পলের 'অবদান' এভাবে উপস্থাপিত: 'তুমি কি দেখতে পেয়েছ কেমন করে তিনি ঈশ্বরের বদান্যতার উপকার সংগ্রহ করেছিলেন ও পরে প্রচুর পরিমাণে নিজের অংশ অবদান রূপে যোগ করলেন তথা তাঁর ধর্মাগ্রহ, তাঁর উৎসাহ, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর সাহস, তাঁর সহিষ্ণুতা, তাঁর উচ্চ মন ও তাঁর অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি? এসব কিছুর জন্যই তিনি ঊর্ধ্ব থেকে মহত্তর পরিমাণ সাহায্যের যোগ্য বলে গণ্য হলেন' (কাতেখেসিস ৪:১০)।

অন্যদিকে, বিশপ থেওদরস বিশপ জনের 'দেয় অবদান' প্রিয় শব্দটা ব্যবহার না করলেও তবু এক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিকোণের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে: বিশপ থেওদরস সাক্রামেন্ত ও চরমকাল-তত্ত্বের মধ্যকার সম্পর্কের উপর জোর দিয়েই খ্রিষ্টবিশ্বাসীর বাস্তব জীবনাচরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন, এবং বিশপ জন প্রশংসনীয় নৈতিক আচরণের উপরে জোর দিয়ে একই ধারণা সমর্থন করেন। দু'জনের দৃষ্টিকোণ এক, যদিও সেই দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত করার পদ্ধতি ভিন্ন। বিশপ জন সম্ভবত নিজের সন্ন্যাস-জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন; বাস্তবিকই তিনি আপন শ্রোতাদের কাছে 'স্বর্গদূততুল্য জীবনকেই' আদর্শ জীবন বলে উপস্থাপন করেন (সেকালে সন্ন্যাসীদের বিষয়ে বলা হত, তাদের জীবন স্বর্গদূততুল্য); একই ক্ষেত্রে বিশপ থেওদরস তাঁর প্রিয় ধারণা তথা 'চরমকালীন স্বর্গীয় জীবন' ধারণটা উপস্থাপন করেন, সেই যে স্বর্গ দূতগণের আবাস।

যাই হোক, বিশপ জনের কাছে সন্ন্যাস-জীবন সত্যিই ছিল উত্তম জীবন, ও সেই অনুসারে, বাপ্তিস্মপ্রার্থী সবাইকে তেমন জীবন পালন করতে পরামর্শ দিতেন, এই কারণে যে, তাঁর মতে, যারা এখনও খ্রিষ্টিয়ান হয়নি, সন্ন্যাসীরাই খ্রিষ্টের কাছে তাদের আকর্ষণ করবে।

২। কাতেখেসিসে এউখারিস্তীয় দিক

বিশপ থেওদরস ও যেরুশালেমের সাধু সিরিলের মত যে যে পিতৃগণ রহস্যগুলি (সাক্রামেন্তগুলি) বিষয়ক কাতেখেসিসের রচয়িতা, তাঁরা বাপ্তিস্ম ব্যাখ্যা করার পর সাধারণত এউখারিস্তিয়া সম্পর্কে কথা বলেন। অন্যদিকে বিশপ জনের কাতেখেসিসগুলো প্রত্যক্ষভাবেই কেবল বাপ্তিস্ম বিষয়ক; এউখারিস্তিয়া যে কোথাও উল্লিখিত নয় এমন নয়, কিন্তু যে যে কাতেখেসিস বাপ্তিস্ম বিষয়ক, সেগুলোতে এউখারিস্তিয়া বিষয়ে কিছু থাকতে বা নাও থাকতে পারে। এর কারণ কী হতে পারে?

ক। খ্রিষ্টীয় দীক্ষা বিষয়ক, এবং এর ফলে বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া বিষয়ক কাতেখেসিস দুই ধরনের: ১) বাপ্তিস্ম সম্পাদনের আগে দেওয়া কাতেখেসিস; ২) বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তদ্বয় সম্পাদনের পরে দেওয়া কাতেখেসিস। যেমনটা ইতিমধ্যে উপরে বলা হয়েছে, সাধারণত সেগুলোই মাত্র ‘মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস’ (κατήχησις μυσταγωγική - ‘কাতেখেসিস মিস্তাগোগিকে’) বলে অভিহিত যেগুলো দীক্ষা-সাক্রামেন্তগুলি তথা বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সম্পাদনের পরেই দেওয়া।

সেই অনুসারে, সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত ‘রহস্যগুলি প্রসঙ্গ’ পুস্তকে আমরা এটা স্পষ্টই পড়ি যে, তাঁর সেই উপদেশগুলো দীক্ষাপ্রার্থীরা সাক্রামেন্তদ্বয় গ্রহণ করার পরেই দেওয়া হয়েছিল, এবং তেমন রহস্যগুলি বিষয়ক উপদেশ দেওয়ার আগে, চল্লিশাকাল ধরেই, দীক্ষাপ্রার্থীরা কেবল বাপ্তিস্ম বিষয়ক নানা দীর্ঘ উপদেশই গ্রহণ করেছিল যাতে সেই প্রার্থীরা ফলপ্রসূ ভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে পারে। যেরুশালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ‘বাপ্তিস্ম বিষয়ক কাতেখেসিসগুলোও’ প্রার্থীদের প্রস্তুতির লক্ষ্যেই বাপ্তিস্ম গ্রহণের আগে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিশপ থেওদরসের দুই ধাপে, অর্থাৎ, বিশ্বাস-সূত্র বিষয়ক ১০টা কাতেখেসিস, প্রভুর প্রার্থনা বিষয়ক একটা কাতেখেসিস, ও বাপ্তিস্ম বিষয়ক তিনটা কাতেখেসিস বাপ্তিস্ম গ্রহণের আগে; ও এউখারিস্তিয়া বিষয়ক দু’টো কাতেখেসিস বাপ্তিস্মের পরেই দেওয়া হয়েছিল। লক্ষণীয় বিষয়: গ্রীক ভাষী লেখকদের উপদেশ ‘কাতেখেসিস’ বলে পরিচিত যেহেতু কাতেখেসিস শব্দটা গ্রীক শব্দ; কিন্তু লাতিন ভাষী লেখকদের উপদেশগুলো প্রকৃতপক্ষে ‘কাতেখেসিস’ বলে নয়, কিন্তু উপদেশ বলে অভিহিত যেহেতু লাতিন ভাষায় ‘কাতেখেসিস’ শব্দ অপরিচিত ছিল।

এই অনুসারে গ্রীক ভাষী বিশপ জনের কাতেখেসিসও উপরে উল্লিখিত দুই ধাপে দেওয়া হয়েছিল: বাপ্তিস্ম বিষয়ক কাতেখেসিস বাপ্তিস্ম গ্রহণের আগে, পাস্কাপর্বের ত্রিশ দিনব্যাপী প্রস্তুতিকালে, দেওয়া হয়েছিল; ও বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নৈতিক জীবনাচরণ

বিষয়ক কাতেখেসিসগুলো পাস্কা পর্বের অষ্টাহে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি কাতেখেসিসের শুরুতে, টীকায়, সেটার সম্ভাব্য প্রদানের তারিখ উল্লিখিত।

খ। পাস্কা-অষ্টাহে বিশপ জনের দেওয়া সমস্ত কাতেখেসিস নৈতিকতা সংক্রান্ত। এই কাতেখেসিসগুলো 'সদ্য আলোপ্রাপ্তদের' অর্থাৎ সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের এমন উপদেশ দেয় যাতে তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণের প্রস্তুতিকালীন শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করে; তারা আলোপ্রাপ্ত মানুষদের মত আচরণ করবে; ও কেমন যেন নবীন ও অশেষ চল্লিশাকালেই পাপছাড়া অবস্থায় জীবন কাটায়। বাস্তবিকই, সেকালের পিতৃগণের মত বিশপ জনও একই ধারণা রাখতেন যে, চল্লিশাকালে পালিত আহারত্যাগ বিশেষভাবে পাপত্যাগেই চিহ্নিত কাল। অন্যান্য উপদেশমূলক কথার মধ্যে বিশপ জন এটা বলেন যে, খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে বাপ্তিস্মের প্রকৃত ফল হল, অবিরতই ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা (কাতেখেসিস ৫:১৫ দ্রঃ)। বিশপ জনের পদ্ধতি ও লক্ষ্য স্পষ্ট: দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তুতিকালে তিনি যে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই একই শিক্ষা দীক্ষাগ্রহণের পরেও পালনীয়, কেননা সাক্রামেন্ত গ্রহণের কার্যকারিতা সাময়িক নয়, বরং জীবনকালীনই কার্যকারিতা; উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের সারা জীবন ধরে, প্রতিনিয়তই, শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখতে হবে। তাই তাঁর কাতেখেসিস যে নৈতিকতা দ্বারা চিহ্নিত তা তত নয়, বরং সেই সাক্রামেন্তীয়তা দ্বারাই চিহ্নিত, কেননা কাতেখেসিস সেই সাক্রামেন্তেরই কার্যকারিতা তুলে ধরে যা নৈতিক আচরণ দাবি করে।

তাছাড়া, বাপ্তিস্মের পরবর্তীকালীন কাতেখেসিসে বিশপ জন কেবল সদ্য আলোপ্রাপ্তদের নয়, সকল বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদেরই উদ্দেশ করে কথা বলেন, কেননা তিনি জানেন, বাপ্তিস্মে নেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা পুরাতন বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের পক্ষেও কঠিন।

গ। বিশপ জনের শিক্ষা অনুসারে বাপ্তিস্ম পাপ মুছিয়ে দেয়, পবিত্র আত্মাকে দান করে, ও আমাদের খ্রিষ্টের দেহ করে তোলে। এউখারিস্তিয়া বিস্ময়কর এমন রাজকীয় ভোজ যা বিষয়ে আমাদের পক্ষে সারা জীবন ধরে যোগ্যতা দেখাতে হবে; কিন্তু সেইসঙ্গে এউখারিস্তিয়া হল সেই খাদ্য যা বাপ্তিস্ম ক্ষণে দূরীকৃত শয়তানের ও অপশক্তির বিরুদ্ধে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের দৈনিক সংগ্রামের জন্য তাদের শক্তিশালী করে তোলে। এজন্য বিশপ জনের মতে বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও অপশক্তি বিতাড়ন অনুষ্ঠানরীতি দু'টো অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, বিশপ জনের পুরো বাপ্তিস্ম-

ব্যাখ্যা এই ধারণার উপর জোর দেয় তথা আমাদের জীবন-শত্রু সেই শয়তানের বিরুদ্ধ সংগ্রাম।

সেই অনুসারে খ্রিষ্টীয় দীক্ষার দ্বিতীয় সাক্রামেন্ত সেই এউখারিস্তিয়া বিষয়ক ব্যাখ্যাও শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দ্বারা চিহ্নিত: এক্ষেত্রে বিশপ থেওদরস এমনটা বলেন, বাপ্তিস্মের নবজন্মের পরে মানুষের এমন খাদ্য দরকার যা তার নবীন অবস্থার উপযোগী খাদ্য। তাঁর এই ব্যাখ্যা সম্ভবত আন্তিওখিয়ায় ঐতিহ্যগত ও প্রচলিত ধর্মশিক্ষায়ই রোপিত ছিল, কেননা বিশপ জনও একই ধারায় বলেন, 'তুমি কি দেখেছ কেমন করে খ্রিষ্ট আপন কনেকে নিজের সঙ্গে আবদ্ধ করেন?. তুমি কি দেখেছ কোন্ খাদ্যে তিনি আমাদের সকলকে পরিপুষ্ট করেন? একই খাদ্য দ্বারা আমাদের গড়া হয়েছে ও পুষ্ট করা হয়। জননী যেমন আপন গর্ভের রক্ত দিয়ে ও আপন বুকের দুধ দিয়ে শিশুর পুষ্টিসাধন করে, তেমনি খ্রিষ্টও যাদের জনিত করেছেন, নিজের রক্ত দিয়ে অবিরতই তাদের পুষ্টিসাধন করে থাকেন' (কাতেখেসিস ৩:১৯)।

প্রকৃতপক্ষে, সেকালের অন্যান্য পিতৃগণ এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্তের নানা অনুষ্ঠানরীতি ব্যাখ্যায় যথেষ্ট সময় দেন; কিন্তু বিশপ জনের কাতেখেসিসে তেমন ব্যাখ্যা দেখা যায় না; তাঁর বাপ্তিস্ম বিষয়ক কাতেখেসিসে বরং এউখারিস্তিয়ার ফলাফলই বর্ণনা করা হয় ও বাপ্তিস্ম জনিত নবীন জীবনের অংশ বলেই তা পরিলক্ষিত, কেননা তাঁর দৃষ্টিকোণে বাপ্তিস্ম ও নৈতিক জীবন প্রত্যক্ষ ভাবেই সম্পর্কযুক্ত, সেই যে নৈতিক জীবনের জন্য খাদ্য হিসাবে এউখারিস্তিয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্য কথায়, শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাপ্তিস্মে শুরু হয় ও এউখারিস্তিয়া আমাদের সেই বল দান করে যা সেই সংগ্রাম চালাবার জন্য প্রয়োজন: সেই সংগ্রামে শয়তান আমাদের পরাজিত করার লক্ষ্যে বাপ্তিস্ম বিরুদ্ধ অনৈতিকতা ব্যবহার করে বিধায় বিশপ জন নৈতিক জীবনাচরণের উপরে জোর দেন। আরও, বাপ্তিস্মে গৃহীত নবজন্ম ক্ষেত্রেও আমাদের সেই উপরোল্লিখিত 'দেয় অবদান' রাখা দরকার, কিন্তু সেই অবদান রাখার জন্য এমন বল প্রয়োজন যা এউখারিস্তিয়াই প্রদান করে। এক কথায়, বিশপ থেওদরসের মত বিশপ জনের কাতেখেসিসেও বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া একান্তই সম্পর্কযুক্ত।

দীক্ষা-তত্ত্ব হিসাবে নৈতিকতা

ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, বিশপ থেওদরস চরমকাল-তত্ত্বের উপরে এমন মহৎ জোর দেন যার ফলে চরমকালীন বিষয়গুলোও সাক্রামেন্তের প্রকৃত বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। তেমন

জোর দেওয়াটা সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা ক্ষেত্রে ন্যূনতম নয় এমন সমস্যাদি সৃষ্টি করে, কেননা এই সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা বাস্তব হওয়ায়ই (অর্থাৎ তা পরিবর্তন প্রবণ মনের ব্যাপার না হওয়ায়) অপরিবর্তনশীল ভাবেই চরমকালীন হয়ে থাকে এবং অপরিবর্তনশীল হওয়ায় সেটার অনুষ্ঠানগত পূর্বাভাস মানে না; ধারণা একটু কঠিন হওয়ায় তা অন্য কথায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করা হোক: তাত্ত্বিক ভাষায়, যা বাস্তব তা পরিবর্তনশীল নয়, এর ফলে সেই সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা বাস্তব হওয়ায় অপরিবর্তনশীল, এবং অপরিবর্তনশীল হওয়ায় নিজের একক চরমকালীন বৈশিষ্ট্যকে তথা নিজের চরমকালীনতাকে সাক্রামেন্তীয় কোন অনুষ্ঠানে অগ্রিম রূপ ধারণ করতে দিতে পারে না। এক কথায়, সাক্রামেন্তের একক চরমকালীন বাস্তবতা সাক্রামেন্তীয় কোন অনুষ্ঠানে নিজেকে বর্তমান বা মূর্তমান করতে পারে না। এই ভিত্তিতে, যখন চরমকালে যা যা পাবার কথা, সেবিষয়গুলোর মধ্যে দেহের পুনরুত্থান, অপরিবর্তনীয়তা ও যন্ত্রনা-অনাক্রম্যতা অন্তর্ভুক্ত, তখন এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, সাক্রামেন্তীয় হোক বা সাধারণ অনুষ্ঠান হোক কোন অনুষ্ঠানই পুনরুত্থানের বা অপরিবর্তনীয়তার বা যন্ত্রণা-অনাক্রম্যতার অগ্রিম হতে পারে না।

অথচ বিশপ থেওদরস ঠিক তাই সমর্থন করেন, অর্থাৎ তিনি সমর্থন করেন, সেই সাক্রামেন্তীয় চরমকালীন বাস্তবতা সাক্রামেন্তীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত; এর ফলে তিনি চরমকালীন বিষয়ের উপরে নৈতিক ভূমিকা আরোপ করেন; তাই তিনি এটা সমর্থন করেন যে, মানুষ এই আমাদের, সেই স্বর্গীয় অদৃশ্য প্রতাপগুলোর (অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রাণীদের) মত হয়ে উঠতে হবে যেগুলো অবিরত ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেন। ব্যাপারটা বিশপ থেওদরসের 'কাতেখেসিস' পুস্তকে, ভূমিকায়, দীর্ঘ আলোচনার বিষয়বস্তু বলে আলোচিত।

কিন্তু বিশপ জন বিশপ থেওদরসের এই ব্যাখ্যার বৈষম্যে চরমকালীন দানগুলো এমন বিষয় বলে উপস্থাপন করেন যা কেবল চরমকালেই প্রাপ্য হতে পারে (অর্থাৎ, যেমন উপরে বলা হয়েছে, সেই স্বর্গীয় চরমকালীন দানগুলো এমর্তে অগ্রিম হিসাবেও প্রাপ্য নয়)। এর ফলে, যখন তিনি খ্রিষ্টের সাধিত মানব-মুক্তিকর্ম বর্ণনা করেন, তখন তা অমরতা-দান বলেই উপস্থাপন করেন: ঈশ্বর 'দিয়াবলকে দেখালেন তার যত প্রচেষ্টা কতই না মূর্খ ছিল, ও মানুষকে সেই মহা যত্ন দেখিয়ে দিলেন যা তিনি মানুষের প্রতি প্রকাশ করে থাকেন; কেননা তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষকে অমরতা প্রদান করলেন' (কাতেখেসিস ২:৭)। এইভাবে চরমকাল চরমকাল হয়ে থাকে ও বর্তমানকালে সেটার

কোন অগ্রিম হয় না, বরং সেই চরমকাল একটা আকর্ষণ-শক্তি ও জীবনাচরণের একটা আদর্শ বা নমুনার ভূমিকা রাখে যা সাক্রামেন্তগুলির বিষয়বস্তু থেকে পৃথক হয়ে থাকে, ফলত নিজের অপরিবর্তনীয়তা রক্ষা করে থাকে।

ব্যাপারটা এমনটা হলে, তবে কি, চরমকাল ও সাক্রামেন্তের মধ্যে আদৌ কোন সংযোজন নেই? অবশ্যই সংযোজন রয়েছে, কেননা খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবন সাক্রামেন্ত থেকে উৎপন্ন ও চরমকালীন মঙ্গদানগুলোর দিকে ধাবিত। সেজন্য বিশপ জন সাক্রামেন্ত ও চরমকালীনতার মধ্যে একটা সংযোজন রাখেন, কেননা খ্রিষ্টীয় জীবনের যা যথাযথ বৈশিষ্ট্য, চরমকালীন দানগুলোর দিকে সেই আকর্ষণ-শক্তি ঠিক দীক্ষা-সাক্রামেন্তগুলির বিষয়বস্তু থেকে প্রত্যক্ষভাবেই উৎসারিত। বিশপ জনের একটা কথা এবিষয়ে যথেষ্ট: জাগতিক সোনার ভূষণ, মণিমুক্তা ও খচিত পোশাকের বিরুদ্ধে কথা বলার পর ও এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত পলের একটা বাণী উপস্থাপন করার পর বিশপ জন, প্রেরিতদূত পল নারীদের উদ্দেশ করে যা বলেছিলেন (১ তি ২:৯), সেই বাণী আপন করে বলেন, ‘তোমরা তোমাদের বিশ্বাস-স্বীকারের যোগ্য হও ও শুভকর্মেই নিজেদের সজ্জিতা কর। যে যে শুভকর্ম তোমরা সাধন কর, সেগুলো তোমাদের বিশ্বাস-স্বীকারের অনুকরণ করুক; তোমরা যখন ভক্তি-ব্রতিনী, তখন তিনি যাতে প্রীত তাই কর অর্থাৎ শুভকর্ম সাধন কর’ (কাতেখেসিস ১:৩৬)। এখানে লক্ষণীয় শব্দটা হল ‘অনুকরণ’; তাই, বিশপ জনের মতে, খ্রিষ্টীয় জীবনধারণের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টকে অনুকরণ বাপ্তিস্মের সঙ্গে খুবই নির্দিষ্ট সংযোজন রাখে, কেননা তেমন সংযোজন বাপ্তিস্মে উচ্চারিত বিশ্বাস-স্বীকারের ‘অনুকরণ’ দাবি করে। তবে বিশপ জনের মতে ‘অনুকরণ’ বলতে কি বোঝায়? যখন তিনি ঈশ্বর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এমনটা বলেন যে, ঈশ্বর আপন সৃষ্টজীবদের প্রতি দয়াবান ও কৃপাময়, তখন বিশপ জন সাধারণত এই বাক্য ব্যবহার করেন, ‘দয়ালু প্রভু নিজের [ঐশ্বরিক] মঙ্গলময়তা অনুকরণ করেন’ (কাতেখেসিস ১:১৭ দ্রঃ)। অন্য কথায়: ঈশ্বরের নিজস্ব ও বিশিষ্ট মঙ্গলময়তাই হল আপন সৃষ্টজীবদের প্রতি তাঁর যত কর্মের ভিত্তি ও সেটার উৎস; তাই তিনি নিজের সেই অভ্যন্তরীণ মঙ্গলময়তা তাঁর বাহ্যিক কর্মকাণ্ডে প্রতিরূপিত করেন।

‘অনুকরণ’ শব্দটা তখনও একই অর্থ ধারণ করে যখন বিশপ জন এমনটা বলেন, বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের আচরণ তাদের বিশ্বাস-স্বীকারের অনুকরণ হওয়া চাই; অর্থাৎ তারাও নিজেদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডে তথা জীবনাচরণে বাপ্তিস্ম জনিত সেই মঙ্গলময়তা প্রতিরূপিত করবে যা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পাদিত চুক্তির প্রকৃত বিষয়বস্তু। তাতে এটা

দাঁড়ায় যে, খ্রিষ্টিয়ানদের শুভকর্ম হল তাদের গৃহীত বাপ্তিস্মের ফলাফল। তবে সেই শুভকর্ম কি? বিশপ জন নিজে উত্তরে বলেন, ‘আসন্ন জগতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা’ ও ‘আমাদের দৃষ্টি ঊর্ধ্বের দিকে নিবদ্ধ রাখা যাতে আমরা সবসময়ই স্বর্গের বিষয়ে চিন্তিত থাকি ও ভাবী গৌরবের বাসনা করি’ (কাতেখেসিস ১:৩৬)।

খ্রিষ্টিয়ানগণ শুধু এজন্যই এইভাবে আচরণ করতে সক্ষম, কারণ তারা বাপ্তিস্মে বিশ্বাসের সেই চোখ অর্জন করে যা তা দেখতে পায় যা দেহের চোখ দেখতে পায় না। এক্ষেত্রে এটাও বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে, আত্মিক চোখের চরমকালীন দিকও আছে, কেননা, সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা, তাদের দেওয়া মহৎ প্রত্যাশার খাতিরে, তাদের এখন থেকে অবিরতই চোখ স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে, সেইভাবে যেভাবে প্রেরিতদূত পল বলেন, ‘ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়’ (কল ৩:২)। যখন আমরা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়গুলো ভাবি, তখন ‘আমাদের চিন্তা মর্তলোক থেকে স্বর্গেরই চিন্তায়, দৃশ্যমান বিষয়গুলো থেকে অদৃশ্য বিষয়গুলোতে পরিবর্তন করি, কেননা আমরা দৈহিক চোখে দৃষ্টিগোচর বিষয়গুলো আত্মার চক্ষু দ্বারাই অধিক স্পষ্টতর ভাবে দেখতে পাই’ (কাতেখেসিস ২:২৮ দ্রঃ)। এখানে আমরা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনে নৈতিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তি দেখতে পাই; ভিত্তিটা সাক্রামেন্তের বিষয়বস্তু থেকে ও বিশ্বাস থেকে উদ্গত; বাস্তবিকই বিশপ জন বাপ্তিস্মের ফলগুলোর মধ্যে চরমকালীন একটা ফল অন্তর্ভুক্ত করেন; তাঁর বর্ণনা ক্রমবর্ধমান পদ্ধতি পালন করে, যা অনুসারে: মানুষ আগে পাপের বন্দি ছিল, এখন সে স্বাধীন, পবিত্র, ধর্মময়তাপ্রাপ্ত, সন্তান, উত্তরাধিকারী, খ্রিষ্টের ভাই, তাঁর সঙ্গে সহউত্তরাধিকারী, সহভাগী, মন্দির ও পবিত্র আত্মার যন্ত্র (কাতেখেসিস ৩:৫ দ্রঃ)। এই তালিকায় যা চরমকাল সংক্রান্ত তা ‘উত্তরাধিকারী’ শব্দ দ্বারা নির্দেশিত, কেননা এটা এমনটা বোঝায় যে, আমরা স্বর্গেরই উত্তরাধিকারী হব। এধারণা, বিশেষভাবে স্বর্গরাজ্যের কথা, অন্য স্থানেও প্রতীয়মান (কাতেখেসিস ১২:৬)।

অতএব, যারা খ্রিষ্টের ‘বিশ্বস্তজন’, তাদের সবসময় সেই চরমকালীন বিষয়গুলোর কথা ভাবতে হবে ও চরমকালীন অবস্থায় জীবনযাপন করতে হবে, কেননা তাদের জীবন আর পার্থিব নয় বরং স্বর্গীয়ই জীবন; সাক্ষ্যমরদের কথা কেন্দ্র করে বিশপ জন বলেন, ‘তাঁরা বর্তমান জীবনের সমস্ত কিছু অবজ্ঞা করলেন, (…) ও বিশ্বাসের চোখে স্বর্গের রাজাকে ও অগণন দূতবাহিনী দেখতে পাচ্ছিলেন, ও নিজেদের মনে স্বর্গ ও সেই স্বর্গীয় অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো চিত্রিত করছিলেন’ (কাতেখেসিস ৭:১৮)। বিশপ জন আরও বলেন, ‘যখন প্রাণ স্বর্গের অনির্বচনীয় মঙ্গল উপলব্ধি করে, তখন, বলতে গেলে, সেই

প্রাণ মাংসের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়। সেই অবস্থায় প্রাণ প্রত্যেক দিন নিজের মনে এই সমস্ত মঙ্গলদান চিত্রিত করে ও পৃথিবীর বিষয়গুলোর জন্য আর কোন চিন্তা রাখে না। প্রাণ সেই সমস্ত জাগতিক বিষয় স্বপ্ন ও ছায়াই যেন এড়িয়ে চ'লে মনকে অবিরতই স্বর্গের দিকে ধাবিত অবস্থায় রাখে। বিশ্বাসের চক্ষু দিয়ে প্রাণ এসব কিছু বিচার-বিবেচনা করে, কিন্তু ঊর্ধ্ব থেকে আগত মঙ্গল দে'খে প্রতিনিয়ত তা উপভোগ করতে অতিব্যস্ত' (কাতেখেসিস ৭:১৫)।

এই নতুন দৃষ্টিকোণ অর্জন করা তখনই সম্ভব, যখন মানুষ, বিশপ থেওদরসের বর্ণনা অনুসারে (এমন বর্ণনা যা এখানে বিশপ জনের বর্ণনার মত), স্বর্গীয় বিষয়গুলো 'মনে মনে চিত্রিত করে' ও 'নিজের চোখের সামনে তা স্থাপন করে'। কিন্তু সাবধান, 'মনে মনে এই চিত্রিত করাটা' কেবল কল্পনার চর্চা নয়, কেননা বাপ্তিস্ম প্রতিটি প্রার্থীকে সত্যিকারেই স্বর্গে নিবন্ধিত করেছে; তাই আমরা মনে বাস্তব স্বর্গ চিত্রিত করি ও তেমন দর্শন পার্থিব ঘটনাবলিতে অর্থাৎ আমাদের দৈনিক অভিজ্ঞতায় কেমন যেন রূপান্তরিতই করি: 'যে কেউ এখন দেহে বন্দি, তার পক্ষে পৃথিবীর সঙ্গে কোন কিছুতেই সম্পর্ক না রাখা, কিন্তু নিজের চোখের সামনে স্বর্গের সমস্ত আনন্দ রাখা ও সেই আনন্দ অবিরতই দর্শন করা সম্ভব' (কাতেখেসিস ৭:১১)।

আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি, এসমস্ত কথা প্রেরিতদূত পলের 'ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাবো' বাণীর সঙ্গে জড়িত; কিন্তু বিশপ জন এই 'ঊর্ধ্বলোক' শব্দটা খ্রিষ্টীয় অর্থে চিহ্নিত করেন, কারণ 'সেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন' (কল ৩:১); এক্ষেত্রে বিশপ জন আরও বলেন, 'আমি ইচ্ছা করি, তোমরা সেই বিষয়ের কথা ভাব যা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে ও যা জগতের চিন্তা থেকে তোমাদের কেড়ে নিতে পারে, কারণ 'তোমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে' (ফিলি ৩:২০ দ্রঃ)। কিন্তু এমনটা ধরে নিতে নেই যে, স্বর্গে সেই নাগরিকত্ব আপনা আপনিই সাক্রামেন্তের ফল; না, বরং স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো পাবার জন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের, আগে এমর্তে জীবনযাপন করতে হবে, কেননা প্রেরিতদূত পল এমনটা বলেন, 'তোমাদের সমস্ত মন শীঘ্রই সেই দেশে স্থানান্তর কর যেখানে তোমরা নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত, ও সেই সবকিছু করার মনস্থ কর যা দেখাতে পারে, তোমরা স্বর্গীয় নাগরিকত্বের উপযোগী' (কাতেখেসিস ৭:১২ দ্রঃ)।

চরমকাল-বিশিষ্ট যে আকর্ষণ-শক্তি সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্য হওয়ার কথা, সেটার চূড়ান্ত ভিত্তি প্রেরিতদূত পলের বাপ্তিস্ম-তত্ত্বে নির্দেশিত, এমন বাপ্তিস্ম-তত্ত্ব যা

মৃত্যু বলে গণিত; এক্ষেত্রে বিশপ জন বলেন, ‘ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়’ একথা বলার পর তিনি (অর্থাৎ ধন্য পল) বলে চললেন, ‘কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে’; (…) তোমাদের জীবন আর দেখা যায় না, কেননা তা লুক্কায়িত। সেজন্য তোমরা এজীবনের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না কেমন যেন তোমরা এখন জীবিত, কিন্তু এমনটা হও কেমন যেন তোমাদের মৃত্যু হয়েছে ও কেমন যেন তোমরা লাশ। আমাকে বল, এজীবনের দিক দিয়ে যার মৃত্যু হয়েছে, এজীবনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা তার পক্ষে কি সম্ভব? (…) কেননা, তিনি (তথা প্রেরিতদূত পল) বলেন (রো ৬:৬ দ্রঃ), তোমাদের পুরাতন আমি বাপ্তিস্ম দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে ও সমাহিত হয়েছে’ (কাতেখেসিস ৭:২১-২২ দ্রঃ)।

উপসংহার: বিশপ জনের চরমকাল-তত্ত্ব তাঁর বন্ধু সেই মহান ঐশতত্ত্ববিদ থেওদরসের চরমকাল-তত্ত্বের চেয়ে ভিন্ন, কেননা বিশপ থেওদরসের মতে পরিত্রাণ এমন বিষয় যা মূলত চরমকালীন বিষয়; তাছাড়া বিশপ জনের চরমকাল-তত্ত্ব বিশপ থেওদরসের তত্ত্বের তুলনায় তত বিকশিত নয়; কিন্তু তবুও বিশপ জনের বাপ্তিস্ম-তত্ত্বে চরমকাল-তত্ত্ব যথেষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত, কেননা তাঁর ধারণা অনুসারে, বাপ্তিস্ম জনিত খ্রিষ্টীয় জীবন চরমকালের দিকে লক্ষ করে, তাতে খ্রিষ্টবিশ্বাসীর নৈতিকতাও চিরকালীন স্বর্গীয় মঙ্গলদানগুলো উপভোগের প্রত্যাশায় চিহ্নিত বিধায় চরমকালের দিকে ধাবিত।

স্বর্গদূতগণ

চরমকাল-তত্ত্বে স্বর্গ ও স্বর্গীয় প্রতাপগুলো সংক্রান্ত বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, বিশপ জনের কাতেখেসিসে খ্রিষ্টীয় দীক্ষার প্রথম ধাপ এমন নিবন্ধন নিয়ে শুরু হয় যা সামরিক নিবন্ধন বলে উপস্থাপিত: ‘তারা যে যে অস্ত্র গ্রহণ করতে যাচ্ছে ও ঈশ্বর কৃপা করে মানবজাতির জন্য যে অনির্বচনীয় মঙ্গলময়তা দেখাচ্ছেন, এই সমস্তও তাদের কাছে আমাকে দেখাতে দেওয়া হোক’ (কাতেখেসিস ৩:১)। শয়তানকে প্রত্যাখ্যান এমন সামরিক নিবন্ধন (কাতেখেসিস ১:২০) বলে ব্যাখ্যা করা হয় যা ঈশ্বরের নগরীতে প্রবেশাধিকার বোঝায়: ‘তোমরা যারা এখানে নাগরিকত্বে প্রবেশাধিকার পাবার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছ, (…) সেই তোমরা সবাই এগিয়ে এসো’ (কাতেখেসিস ১:১৮)। যারা দীক্ষাগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত তারা কেমন যেন ‘স্বর্গের এই পুস্তকে নিবন্ধিত’ (কাতেখেসিস ২:৯)। বাপ্তিস্মও স্বর্গীয় নগরীর পুস্তকে নিবন্ধন বলে বারে বারে

উপস্থাপিত, যেমন, ‘তোমরা যারা খ্রিষ্টের নব সৈন্য, তোমরা যারা আজ স্বর্গের নাগরিকদের মধ্যে নিবন্ধিত হয়েছ, (ইত্যাদি)’ (কাতেখেসিস ৪:৬)।

বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানরীতিকেও একটা প্রতিযোগিতার সঙ্গে তুলনা করা হয়: যেমন লড়াইয়ের আগে লড়াইকারীদের গায়ে তেল মাখা হয়, তেমনি বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানে খ্রিষ্টিয়ানদের ‘আনন্দ-তেলে’ তৈলাভিষিক্ত করা হয় (কাতেখেসিস ৩:৯)। ক্রীড়া-মাঠে লড়াইকারীদের প্রতিযোগিতার উদাহরণের পরে যুদ্ধক্ষেত্রের উদাহরণ দেওয়া হয়, এমন উদাহরণ যা এফেসীয়দের কাছে সাধু পলের পত্র থেকে নেওয়া (এফে ৬:১৪-১৭)। সেই অনুসারে, বিশপ জন এমনটা বলেন, বক্ষস্ত্রাণ লোহায় নয় কিন্তু ধর্মময়তায়ই তৈরী; ঢাল ব্রোঞ্জে নয় কিন্তু বিশ্বাসেই তৈরী; ও ধারাল খড়্গ হল পবিত্র আত্মার বাণী (কাতেখেসিস ৩:১১ দ্রঃ)। রঙ্গভূমিতে অনুষ্ঠিত এ নতুন লড়াই দর্শকদের চোখের সামনে ঘটে, ‘লোকেরা লড়াই দেখছে তা শুধু নয়, স্বর্গদূতেরাও উপস্থিত আছেন’, এবং ‘যেখানে স্বর্গদূতেরা হলেন দর্শক, সেখানে স্বর্গদূতদের প্রভু বিচারক পদে হলেন প্রতিযোগিতার সভাপতি’ (কাতেখেসিস ৩:৮ দ্রঃ)।

তাতে বোঝা যায়, বিশপ জনের মতে, শয়তানকে প্রত্যাখ্যান অনুষ্ঠানরীতিতে স্বর্গীয় জগৎ উপস্থিত; এমনকি, এমনটা বলা যেতে পারে, স্বর্গদূতগণ সেই অনুষ্ঠানে অংশ নেন: ‘উপস্থিত স্বর্গদূতেরা ও অদৃশ্য পরাক্রমবৃন্দ তোমাদের মনপরিবর্তনে উল্লাস করেন, ও তোমাদের কথা তোমাদের জিহ্বা থেকে গ্রহণ ক’রে তা বিশ্বের অনন্য প্রভুর কাছে, উর্ধ্বে, বহন করেন। সেখানে তোমাদের সেই কথা স্বর্গের পুস্তকে লেখা হয়’ (কাতেখেসিস ২:২০)। ব্যাপারটা তেমনটা হলে, তবে এটা দাঁড়ায় যে, বিশপ জনের মতে, মর্তমণ্ডলীর উপাসনায় এমন সময় রয়েছে যখন স্বর্গদূতগণ উপাসনাকর্মে অংশ নেন, ও ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থ-ভূমিকা পালন করেন।

অনুষ্ঠানরীতিতে ব্যবহৃত নানা প্রতীক

বিশপ থেওদরসের মত বিশপ জনও নিজের মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেন: তিনি ইচ্ছা করেন, দীক্ষার্থীরা প্রতিটি সাক্রামেন্তীয় অনুষ্ঠানের ও সেটার প্রতিটি অনুষ্ঠানরীতির কারণ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হবে। তবেই বাপ্তিস্মপ্রার্থী নিশ্চিততর উপলব্ধিতে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এগিয়ে যাবে (কাতেখেসিস ২:১২ দ্রঃ)। সুতরাং, কাতেখেসিসে নানা অনুষ্ঠানরীতির যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত, তা খ্রিষ্টীয় দীক্ষার নানা লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে বিশপ জন কনে ও বরের কথা উপস্থাপন করেন, অর্থাৎ তিনি বাপ্তিস্ম বিবাহ বলে দেখেন: কাতেখেসিসের এই দৃষ্টান্ত করিন্থীয়দের কাছে ১ম পত্র ১১ অধ্যায় ২ পদে ভিত্তি করে (কাতেখেসিস ১:৩ দ্রঃ)। তিনি ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত সম্পর্কে এ মন্তব্য রাখেন, 'যুক্তি এমনটা দাবি করে যে, দেহ সংক্রান্ত বিষয় আত্মা সংক্রান্ত বিষয়কে অর্থাৎ ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম বিষয়কে স্থান দেবে' (কাতেখেসিস ১:১৬)। ভূমিকা হিসাবে একথা বলার পর তিনি বাপ্তিস্মের প্রতিটি অনুষ্ঠানরীতি বিবাহ-অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অনুসারে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করেন; সেই অনুসারে, যৌতুক-চুক্তিপত্র বলতে বাধ্যতা ও বরের সঙ্গে স্থির করা চুক্তি অর্থাৎ শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করা ও খ্রিষ্টের পক্ষে দাঁড়ানোকে বোঝায়; এই বিবাহে বরের উপহার হল সেই স্বয়ং খ্রিষ্ট যিনি মণ্ডলীর জন্য নিজেকে বিসর্জন দিলেন। একথা বলার পর, দৃষ্টান্তের উপরে আরও বেশি গভীরতা দেবার জন্য বিশপ জন সেই খ্রিষ্টের আত্মদানের মহত্ত্বের গুণকীর্তন করেন যিনি আপন কনে-মণ্ডলীর জন্য নিজের রক্ত প্রবাহিত করলেন (কাতেখেসিস ১:১৭ দ্রঃ)।

বাপ্তিস্মমুখী এই বিবাহ-দৃষ্টান্তের মধ্যে বিশপ জন এবার ঐশ দত্তকপুত্রত্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব বিকশিত করেন; সেই অনুসারে, কনে আদৌ সুন্দরী নয়, এবং তাকে যে তার কমনীয়তা বা দেহের স্বচ্ছলতার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে এমনটাও নয়; বরং সে 'অঙ্গবিহীন ও বিশ্রী, একেবারে লজ্জাকর ভাবে জঘন্য ও প্রকৃতপক্ষে নিজের পাপকর্মের স্বীয় কাদায় নিমগ্ন' (কাতেখেসিস ১:৩)। একথা বলার পরেই বিশপ জন মানুষের ধর্মময়তা লাভের ব্যাখ্যা হিসাবে ঈশ্বরের কৃপা উল্লেখ করেন। বিশপ জনের চোখে এটা দৃষ্টান্ত আর নয়; তিনি বরং বাপ্তিস্মকে সত্যকার ও আধ্যাত্মিক বিবাহ বলে গণ্য করেন: 'এজন্য আমি সেই শত্রুর ফন্দি-ফিকির ভয় করে তোমাদের বিবাহ-সজ্জা অক্ষুণ্ণই রক্ষা করার জন্য তোমাদের সবসময় অনুনয় করি, যেন সেটা পরে তোমরা চিরকালের মতই এই আধ্যাত্মিক বিবাহে প্রবেশ করতে পার। কেননা যা এখানে ঘটে, তা সত্যিই একটা আধ্যাত্মিক বিবাহ। নর-নারীর বিবাহে বিবাহোৎসব যেমন সাত দিনব্যাপী, তেমনি দেখ আমরাও কেমন করে তোমাদের সামনে রহস্যগুলির অগণন মঙ্গলদানে পূর্ণ ভোজনপাট সাজিয়ে তোমাদের বিবাহোৎসব সাত দিন ধরে পালন করি' (কাতেখেসিস ৬:২৪)।

বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানরীতি সমূহের জন্য বিশপ জন যুদ্ধ-দৃষ্টান্তও ব্যবহার করেন। এবিষয়ে উপরে যথেষ্ট কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তবুও এক্ষেত্রে বাপ্তিস্ম-প্রস্তুতির জন্য যাপিত দিনগুলোর ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছুটা বলা হোক। বস্তুতপক্ষে ৯ম কাতেখেসিস পাস্কাপর্বের ত্রিশ দিন আগে প্রদান করা হয়েছিল; এই ভিত্তিতে, যেহেতু বাপ্তিস্ম

উপলক্ষে প্রশিক্ষণ ত্রিশ দিনব্যাপী চলত, সেজন্য বিশপ জন প্রতিযোগিতার জন্য লড়াইকারীদের ত্রিশ দিনব্যাপী অনুশীলনের সঙ্গে তুলনা করেন: ‘একই প্রকারে তোমাদেরও জন্য হয়: এই ত্রিশ দিন হল কোন একটা কুস্তি ব্যায়ামাগারে চর্চা ও দৈহিক অনুশীলনের দিন। এসো, এই দিনগুলোতে শিখে নিই কি ভাবে আমরা সেই ধূর্ত অপদুতের উপরে প্রাধান্য অর্জন করতে পারি’ (কাতেখেসিস ৯:২৯)। এক্ষেত্রেও বিশপ জন ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় থেকে শুরু করে ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার জন্য শ্রোতাদের চালনা করেন।

‘অপশক্তি-বিতাড়ন’ অনুষ্ঠানরীতিতে বাপ্তিস্মপ্রার্থীরা বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে থাকত; বিশপ জন এই প্রথার বিষয়ে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তা বিশপ থেওদরসের একই ব্যাখ্যা, যা অনুসারে দীক্ষা-অনুষ্ঠানরীতি বন্দিদশার প্রতীক স্বরূপ: সেই অনুসারে ‘রাজা যুদ্ধে বিজয়ী হলেন ও বন্দিদের সঙ্গে করে নিলেন; এবং এটা জানা কথাই যে বন্দিরা বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে চলে’ (কাতেখেসিস ১০:১৪)। আরও, ‘খালি পা ও প্রসারিত হাত সংক্রান্ত এই দৃশ্য বন্দিদশা নির্দেশ করে, কেননা মানবজাতি প্রকৃতপক্ষে দিয়াবলের বন্দি ও দাস’। বন্দিদশার এই অবস্থা তিনটা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ব্যক্ত: ‘এখানে, পুনরায়, বন্দি-তোমাদের সেই বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি লক্ষ কর। যাজকগণ তোমাদের ভিতরে নিয়ে আসেন। তাঁরা সর্বপ্রথমে তোমাদের, স্বর্গের দিকে প্রসারিত হাতে ও জানুপাত করা অবস্থায় প্রার্থনা করতে (…) আদেশ করেন’ (কাতেখেসিস ২:১৮)।

১০ম কাতেখেসিসও বাপ্তিস্মের পরবর্তীকালকে বন্দিদশা বলে ব্যাখ্যা করে, কারণ বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা তারা এখন খ্রিষ্টেরই বন্দি হয়ে উঠেছে। তাতে বিশপ জনের মন উপলব্ধি করা যায় যা অনুসারে অনুষ্ঠানরীতি সবসময় বন্দিদশা বোঝায়: হয় দিয়াবলের অধীনে বন্দিদশা, না হয় খ্রিষ্টের অধীনে বন্দিদশা; এক একটা বন্দিদশায় প্রবেশ করে মানুষ নতুন অবস্থায় দাঁড়ায়: দিয়াবলের বন্দিদশা ঘটিত অবস্থা উলঙ্গতা ও খালি পা দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু খ্রিষ্টের বন্দিদশার অবস্থা স্বর্গীয়ই অবস্থা, যার জন্য সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজনের পোশাকও এ নতুন জীবনকে নির্দেশ করে, ‘এই বন্দিদশা একজনকে বিদেশী মাটি থেকে বের করে আনে ও তাকে তার প্রকৃত মাতৃভূমি সেই যেরুশালেমে চালনা করে। (…) এই বন্দিদশা ঊর্ধ্বস্থিত নাগরিকদের কাছে তোমাদের চালনা করে, কেননা প্রেরিতদূত (এফে ২:১৯) বলেন, ‘তোমরা পবিত্রজনদের সহনাগরিক’। তবে এটাই সেই কারণ যার জন্য তোমরা (অপশক্তি বিতাড়ন অনুষ্ঠানরীতিতে) বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে উপস্থিত হও’ (কাতেখেসিস ১০:১৫)।

জানু পেতে থাকা অবস্থার একটা অর্থ আছে, এমনকি, সেটা দু'টো অর্থ বহন করে, কেননা তেমন অঙ্গভঙ্গি দিয়াবলের অধীনে দাসত্ব ব্যক্ত করতে পারে, কিন্তু খ্রিষ্টের প্রভুত্ব স্বীকারও নির্দেশ করতে পারে, 'পবিত্র প্রথা এমনটা দাবি করে, তোমরা জানু পেতে থাকবে, যেন নিজেদের অঙ্গভঙ্গি দ্বারাও তাঁর পরম কর্তৃত্ব স্বীকার কর, কেননা জানু পাত করা তাদেরই চিহ্ন যারা নিজেদের দাসত্ব স্বীকার করে। শোন ধন্য পল এবিষয়ে (ফিলি ২:১০) কী বলেন, যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়' (কাতেখেসিস ১১:২২)।

দীক্ষাপ্রার্থীদের খ্রিস্মাভিষেকও বিশপ থেওদরসের ব্যাখ্যার সদৃশ ব্যাখ্যা অনুসারে উপস্থাপিত; উভয় ব্যাখ্যাতা এমনটা তুলে ধরেন যে, সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের কপালে ক্রুশের চিহ্ন-বহনকারী খ্রিস্মাভিষেক দেখে শয়তান পালাতে বাধ্য (কাতেখেসিস ২:২২ দ্রঃ)।

বিশপ জনের কাতেখেসিসে বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত অন্যান্য অনুষ্ঠানরীতি তত স্থান পায় না। কিন্তু জলকুন্ড থেকে বের হওয়া ক্ষেত্রে বিশপ জন এই ব্যাখ্যা দেন: জলকুন্ড থেকে বের হয়ে তোমরা প্রভুকে 'মিনতি কর তিনি যেন তোমাদের মিত্র হন, যাতে করে, তিনি যে সমস্ত দান তোমাদের প্রদান করেছেন, তোমরা যেন তা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করে রাখতে পার, এবং তোমরা যেন সেই ধূর্তজনের প্রতারণা দ্বারা পরাজিত না হও' (কাতেখেসিস ২:২৯)।

বস্তুতপক্ষে, বিশপ জন যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, সেটা হল বাপ্তিস্ম ক্ষণে গৃহীত পোশাককে অক্ষুণ্ন অবস্থায় রক্ষা করা। এবং যখন তিনি এই পোশাকের কথা তুলে ধরেন, তখন তিনি সবসময়ই এটার উপর জোর দিতে ইচ্ছা করেন যে, সেই চকচকে পোশাকটাই বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে রাখে। কেননা তাঁর মতে, বাপ্তিস্ম-পোশাকটা খ্রিষ্টের সঙ্গে এমন সম্পর্কের চিহ্ন হয়ে ওঠে যা যথার্থ নৈতিক আচরণের মধ্য দিয়ে সংরক্ষণ করা দরকার।

বিশপ জন 'পোশাক' প্রসঙ্গটা ৪র্থ কাতেখেসিসে উপস্থাপন করেন যা হয় পাস্কাপর্বের পরবর্তী সোমবারে, না হয় পাস্কা পর্বদিনেই প্রদান করা হয়েছিল। যারা পাস্কা-জাগরণীর রাতে বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করার ফলে 'সদ্য দীক্ষিত' হয়ে উঠেছিল, তারা এমন উপযোগী পোশাক পরিধান করে যা বিশপ জন ও বিশপ থেওদরস দু'জনেরই বর্ণনায় 'চকচকে' পোশাক বলে চিহ্নিত। বিশপ জন এ পোশাকের কথা

উপস্থাপন করা মাত্রই সেই পোশাক যে কিসের চিহ্ন তা-ই ব্যাখ্যা করেন: ‘যে কাপড় তোমরা পরে আছ, তা ও তোমাদের চকচকে পোশাক সকলের চোখ আকর্ষণ করে; তাই, সেই অনুসারে, তোমাদের রাজ-সজ্জা এখন যেভাবে উজ্জ্বল, সেটার চেয়ে আরও বেশি উজ্জ্বল করে রাখলে, তা দ্বারা, ও তোমাদের ভক্তিময় জীবনাচরণ ও তোমাদের সূক্ষ্ম সুশৃঙ্খলা দ্বারা তোমরা তেমনটা করতে ইচ্ছুক হলে তবে, যারা তোমাদের লক্ষ করে তোমরা তাদের সকলকে সবসময় আকর্ষণ করতে পরবে যাতে তারাও প্রভুর প্রতি সমান ধর্মাগ্রহ দেখাতে ও তাঁর স্তুতিবাদ করতে পারে’ (কাতেখেসিস ৪:১৮)। উল্লিখিত ‘রাজ-সজ্জা’ বাপ্তিস্মের ফল তথা খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নির্দেশ করে। কাতেখেসিসে এমন স্থান আছে যেখানে বিশপ জন বাপ্তিস্ম-পোশাকের কথা দিয়ে শুরু করার পর সাথে সাথে আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে তথা খ্রিষ্টতত্ত্বের দিকেই চলেন, ‘বিশেষভাবে সেই তোমরাই, যাদের সম্প্রতিকালে ঐশদীক্ষার যোগ্য বলে পরিগণিত করা হয়েছে, যারা তোমাদের পাপকর্মের বোঝা ফেলে দিয়ে উজ্জ্বল সজ্জা পরিধান করেছ, (এবং উজ্জ্বল সজ্জা বলতে আমি কি বোঝাতে চাই?), সেই তোমরাই, যারা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ ও বিশ্বপ্রভুকে গ্রহণ করে নিয়েছ তিনি যেন তোমাদের অন্তরে বসবাস করেন, সেই তোমরা, যিনি তোমাদের অন্তরে বসবাস করেন, তাঁরই যোগ্য জীবনাচরণ দেখাও’ (কাতেখেসিস ৫:১৮)। বাপ্তিস্ম-পোশাক থেকে খ্রিষ্টতত্ত্বে যাওয়াটা প্রেরিতদূত পলেরই একটা পদ্ধতি বিশেষ। বাস্তবিকই বিশপ জন ছিলেন ‘বিশ্বগুরু’ সাধু পলের ভক্ত; এজন্য তাঁর ৪র্থ কাতেখেসিস প্রকৃতপক্ষে সাধু পলের এবাণীর ব্যাখ্যা, ‘কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে’ (২ করি ৫:১৭)। বিশপ জন সাধু পলের এই বাণীর অর্থ তাঁর আর একটা বাণী দ্বারা স্পষ্ট করে তোলেন, তথা ‘তোমরা যারা খ্রিষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ’ (গা ৩:২৭)। বিশপ জন এই বাণী দু’টো একত্র করে এইভাবে নিজের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, ‘তোমরা যারা খ্রিষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ’ (গা ৩:২৭)। তাই আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম এমনভাবে সম্পাদন কর কেমন যেন সবকিছুর স্রষ্টা ও আমাদের মানবজাতির প্রভু স্বয়ং খ্রিষ্টই তোমাদের অন্তরে বসবাস করছেন’ (কাতেখেসিস ৪:৪)। তাই, ব্যাপারটা এই আলোতে দে’খে ঐশঅনুগ্রহ প্রসঙ্গটা আমাদের অন্তরে বসবাসকারী খ্রিষ্ট প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে, কেননা বাপ্তিস্ম-পোশাক হল ঐশঅনুগ্রহের চিহ্ন ও ফলত স্বয়ং খ্রিষ্টেরই চিহ্ন; এজন্য বিশপ জন বলেন, ‘আমি

কেমন করে একথা ব্যক্ত করব? তিনি নিজেকেই একটা পোশাকের মত আমাদের গায়ে জড়ালেন: কারণ তোমরা যারা খ্রিষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ' (গা ৩:২৭) (কাতেখেসিস ১১:৭)। তাই বিশপ জন সাধু পলের 'খ্রিষ্টকে পরিধান করা' বাণীকে অধিক বাস্তব অর্থেই ব্যাখ্যা করেন, যার ফলে 'খ্রিষ্টকে পরিধান করা' বলতে 'খ্রিষ্টেতে থাকা' বোঝায়; এবং এই অর্থ অনুসারে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষ খ্রিষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত: তাই, যখন বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষ খ্রিষ্টে বসবাস করে ও খ্রিষ্ট বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে বসবাস করেন, তখন, বিশপ জনের মতে, এটা দাঁড়ায় যে, বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষের মধ্যে ত্রিত্বই বসবাস করেন; বিশপ জনের কথা এ: 'কেননা আমি যখন 'খ্রিষ্ট' বলি, তখন আমি পিতা ও পবিত্র আত্মার কথাও বলি। কারণ খ্রিষ্ট নিজেই ঠিক তাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন বলেছিলেন, 'যদি কেউ আমাকে ভালবাসে ও আমার বাণী মেনে চলে, তবে আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান' (যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ) (কাতেখেসিস ৪:৪)। এসমস্ত কথার পর আমাদের মেনে নিতে হবে যে, বিশপ জনের মতে, বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠানরীতির প্রতীকগুলো কেবল বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের ধর্মশিক্ষামূলক কাল্পনিক উদাহরণ নয়; বরং প্রতিটা অনুষ্ঠানরীতিতে নিহিত প্রতীক সত্যকার বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করে: 'কারণ তোমরা যারা খ্রিষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ' (গা ৩:২৭)। হ্যাঁ, দেখ, তিনি কেমন করে তোমাদের পোশাক হয়েছেন। তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর, তিনি কেমন করে তোমার খাদ্যও হয়ে ওঠেন? খ্রিষ্ট বলেন, 'যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে'; তিনি তোমাদের বাসস্থানও হন: 'যে কেউ আমার মাংস খায়, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি' (যোহন ৬:৫৭, ৫৬)। এবং তিনি দেখান, তিনি আমাদের শিকড় ও ভিত্তি, কেননা তিনি বলেন, 'আমি হলাম আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা' (যোহন ১৫:৫)। তিনি যে আমাদের ভাই, বন্ধু ও বর, তা দেখাবার জন্য তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ তোমরা আমার বন্ধু' (যোহন ১৫:১৫ দ্রঃ)। আরও, ধন্য পাল বলেন, 'আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রিষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান করেছি' (২ করি ১১:২)। ধন্য পল আরও বলেন, সেই খ্রিষ্ট যেন 'বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত বলে স্বীকৃত হন' (রো ৮:৯)। আমরা শুধু তাঁর ভাই হই না,

বরং তাঁর সন্তানও হই, কেননা তিনি বলেন, 'এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, প্রভু যাদের আমাকে দিয়েছেন' (ইশা ৮:১৮)। আমরা শুধু তাঁর সন্তান হই না, কিন্তু তাঁর অঙ্গগুলো ও তাঁর দেহও হয়ে উঠি (এফে ১:২২-২৩ দ্রঃ)। তিনি আমাদের প্রতি যে ভালবাসা ও কৃপা দেখান, এখানে ইতিমধ্যে উল্লিখিত কথা কেমন যেন তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়, সেজন্য তিনি এমন আরও একটা বিষয় উপস্থাপন করলেন যা উল্লিখিত কথাগুলোর চেয়েও মহত্তর ও আরও বেশি অন্তরঙ্গ; তিনি তেমনটা তখনই করলেন যখন নিজের বিষয়ে বললেন, তিনি আমাদের মাথা (এফে ১:২২ দ্রঃ)। প্রিয়জনেরা, যেহেতু তোমরা এসমস্ত কিছু জান, সেজন্য তোমাদের জীবনাচরণের শ্রেষ্ঠতা দিয়ে তোমাদের উপকর্তাকে সাড়া দাও' (কাতেখেসিস ১২:১৩-১৫)। বিশপ জনের এই দৃষ্টান্তমূলক ব্যাখ্যা অনুযায়ী খ্রিষ্ট সত্যিকারে হলেন পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান, শিকড়, ভাই, বন্ধু, বর ও মাথা। অবশ্যই, আমাদের কাছে যদি এই দৃষ্টান্তমূলক ব্যাখ্যা বাস্তবমুখী না হয়, তবে বিশপ জনের ব্যাখ্যা কাল্পনিক ও সাহিত্যিক ব্যাপার মাত্র; অপরদিকে, আমরা তাঁর ব্যাখ্যা বাস্তবমুখী গণ্য করলে, তবে সাক্রামেন্তের নানা অনুষ্ঠানরীতির সমস্ত চিহ্ন ও প্রতীক বাস্তব ও কার্যকর। ফলত, রহস্যগুলি তথা সাক্রামেন্তগুলি সত্যকার বাস্তবতা ও কার্যকারিতা বহন করে।

'রহস্য' সম্পর্কে

বিশপ জন 'রহস্য' শব্দটা প্রায়ই কেবল এউখারিস্তিয়ার জন্যই ব্যবহার করেন, যদিও একথা সত্য যে, তিনি সময় সময় বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানের বা সেটার নানা অনুষ্ঠানরীতির জন্যও শব্দটা ব্যবহার করেন: 'এখন আমাকে খোদ রহস্যগুলি সম্পর্কে ও সেই চুক্তি সম্পর্কে কথা বলতে দেওয়া হোক যা তোমাদের ও প্রভুর মধ্যে স্থির করা হবে' (কাতেখেসিস ২:১৭)। কিন্তু এক্ষেত্রে সতর্কতা চাই, কেননা আমরা যা আজ 'সাক্রামেন্ত' বলে থাকি, বিশপ জন তা লক্ষ করেন না; অর্থাৎ, 'রহস্য' বলতে বাপ্তিস্ম দেওয়াটা বোঝায় না, তিনি বরং অনুষ্ঠানের সেই সমস্ত অনুষ্ঠানরীতি (যেমন অপশক্তি বিতাড়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানরীতি) নির্দেশ করেন যেগুলো মিলে পুরা অনুষ্ঠান হয়। সেই অনুসারে, 'সেই চুক্তি (...) যা স্থির করা হবে', তা শয়তানকে প্রত্যাখ্যানে ও খ্রিষ্টে আঁকড়ে থাকায় একেবারে বাস্তব রূপ লাভ করে। তেমনটা হলে তবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানরীতি প্রাণ ও খ্রিষ্টের মধ্যে একটা চুক্তি স্থির করা হয়ে ওঠে: এটাই 'রহস্য' বলে। এবং এই রহস্য নিজস্ব এমন কার্যকারিতা রাখে যার ফলে রহস্যটা নিজস্ব

সাক্রামেন্তীয়তাও রাখে। চুক্তিটা ‘বিশ্বাসে’ স্থির করা হয়, যার অর্থ এক্ষেত্রে হল ‘একজনের উপর নিজেকে সঁপে দেওয়া’। এবিষয়ে বিশপ জন নিজে ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘এই চুক্তি বিশ্বাস বলেও অভিহিত, কেননা তা দৃশ্যগত কোন বিষয় সংক্রান্ত বিষয় নয়, কিন্তু এমন বিষয়াদি সংক্রান্ত যা সবগুলোই আত্মার চক্ষু দ্বারা দর্শনীয়। চুক্তিতে আবদ্ধ পক্ষ দু’টোর মধ্যে একটা সম্মতি থাকা চাই। তথাপি, তেমন সম্মতিটা কাগজে স্থিত নয়, কালিতে লেখাও নয়; না, সম্মতিটা ঈশ্বরে স্থিত ও [পবিত্র] আত্মা দ্বারা লিখিত’ (কাতেখেসিস ২:১৭)। তাই, যখন চুক্তির সম্মতি ঈশ্বরে স্থিত, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে, যাকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে, সে, বিশ্বাসে, ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়।

‘রহস্য’ শব্দটা বিশেষণ হিসাবেও ব্যবহৃত তথা ‘রহস্যময়’। কিন্তু এক্ষেত্রে দু’টো কথা বলা বাঞ্ছনীয়, কেননা ‘রহস্যময়’ শব্দটা বৈধ দু’টো অর্থ বহন করতে পারে: ১) গুপ্ত অর্থেই রহস্যময়; ২) সাক্রামেন্তীয় অর্থেই রহস্যময়। সুতরাং কাতেখেসিস অনুবাদে, যখন পাঠ্যে ‘রহস্যময়’ শব্দের অর্থ হল ‘সাক্রামেন্তীয়’, তখন ‘রহস্যময় সাক্রামেন্তীয়]’ বা ‘রহস্যময় [সাক্রামেন্ত বিষয়ক]’ বলে অনূদিত হবে, অর্থাৎ ‘রহস্যময়’ শব্দটা বাদ না দিয়ে সেটার পাশাপশি ‘সাক্রামেন্তীয়’ বা ‘সাক্রামেন্ত বিষয়ক’ শব্দটাও যুক্ত, কারণ যা ’সাক্রামেন্ত বিষয়ক’ বা ‘সাক্রামেন্তীয়’, তা সেইসঙ্গে সত্যিই ‘রহস্যময়’ অর্থাৎ ‘গুপ্ত’ অর্থও বহন করে থাকে: ‘আগামীকাল, শুক্রবারে, বিকাল তিনটায়, দরকার আছে, তোমাদের কাছে ক’টা বিশেষ প্রশ্ন রাখা হবে, ও তোমাদের, প্রভুর সঙ্গে তোমাদের চুক্তিপত্র উপস্থাপন করতে হবে। আমি যে বিনা কারণে সেই দিনের ও সেই সময়ের কথা উল্লেখ করছি তাও নয়। সেগুলো থেকে রহস্যময় [সাক্রামেন্ত বিষয়ক] একটা শিক্ষা শিখে নেওয়া যেতে পারে’ (কাতেখেসিস ১১:১৯)। এখানে, ‘রহস্যময় শিক্ষার’ অর্থ এই নয় যে, শিক্ষাটা বুঝতে কঠিন, বরং ‘রহস্যময় শিক্ষা’ হল বাপ্তিস্ম-রহস্য বিষয়ক এমন শিক্ষা যা বাপ্তিস্ম-রহস্য বিষয়ক হওয়ায় ‘রহস্যময়’ অর্থাৎ বুঝতে পারাও আরও বেশি কঠিন ব্যাপার। বাস্তবিকই বিশপ জন, অনুষ্ঠানের সময়ের (‘বিকাল তিনটা’) সাক্রামেন্তীয়তা যে কিসেতে স্থিত, তা স্পষ্ট করে তোলেন, ‘কেননা শুক্রবারে, বিকাল তিনটায়, সেই চোর পরমদেশে প্রবেশ করলেন; যে অন্ধকার দুপুর বারোটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তা ঘুচে গেছিল; এবং দেহ ও মন দ্বারা উপলব্ধ সেই আলো [তথা খ্রিষ্টকে] গোটা জগতের যজ্ঞ রূপে তুলে নেওয়া হল। কেননা সেই ক্ষণে খ্রিষ্ট বললেন, ‘পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই’ (কাতেখেসিস ১১:১৯)। তাই, সেই শুক্রবারে বিকাল তিনটায় যা ঘটেছিল, তা ‘রহস্যময় [সাক্রামেন্ত

বিষয়ক] শিক্ষা' দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে: খ্রিষ্টের পাশে ক্রুশে বিদ্ধ সেই চোর পরিত্রাণ পেয়েছিল।

তবু প্রশ্ন দাঁড়ায়: এসব কিছুতে বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের পরিত্রাণ কেমন করে সম্পন্ন হয়? উত্তর: তারা শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করে ও খ্রিষ্টের পক্ষে দাঁড়াবে বলে প্রতিজ্ঞা করে, কেননা এটাই প্রভুর সঙ্গে তাদের 'চুক্তি'; তারপর বিশপ জন বলে চলেন, 'বিকাল তিনটায় যখন তোমরা [গির্জায়] চালিত হতে উদ্যত হবে, তখন তোমাদের অগণন সৎকর্ম স্মরণ কর ও সেই দানগুলো গণনা কর যা তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে; সেসময় তোমরা আর পৃথিবীতে থাকবে না, কিন্তু তোমাদের প্রাণ নিজেকে উত্তোলিত করবে ও স্বর্গকেই ধারণ করবে' (কাতেখেসিস ১১:২০)। আমরা যেমন আগে (কাতেখেসিস ২:১৭) দেখতে পেয়েছি, সেই অনুসারে, শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টের পক্ষে দাঁড়ানোটার অনুষ্ঠানরীতি নিজস্ব একটা সাক্রামেন্তীয়তা রাখে, ও সেজন্য তা যথার্থই 'রহস্য' (সাক্রামেন্ত) বলে গণ্য। বাস্তবিকই, এবিষয়ে বিশপ জনের শেষ কথা এ, 'তোমাদের এখানে উচ্চারিত সমস্ত কথা স্বর্গে লিপিবদ্ধ করা হয়, ও তোমাদের জিহ্বায় স্থির করা সম্মতিটা অমোচনীয় ভাবে প্রভুর কাছে সংরক্ষিত থাকে' (কাতেখেসিস ২:১৭)।

বিশপ জনের দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা

ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, বিশপ জনের মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস নৈতিকতার উপরে যথেষ্ট জোর দেয়। কিন্তু আরও একটা কথা বলার আছে, কেননা একটা কাতেখেসিস তখনই প্রকৃতই 'মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস' যখন তা পদ্ধতিগত ভাবে সাক্রামেন্ত ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা আরোপ করে। পদ্ধতি এরূপ: ১) যিনি কাতেখেসিস উপস্থাপন করেন, তিনি সর্বপ্রথমে রহস্যের তথা সাক্রামেন্তের গুণ বা প্রতাপ ঘোষণা করেন; ২) পর পরেই, এটা বোঝাবার জন্য যে সাক্রামেন্ত সত্যিই সেই গুণ বা প্রতাপের অধিকারী, সেজন্য তিনি প্রমাণ স্বরূপ পুরাতন নিয়মের একটা বাণী উপস্থাপন করেন, কেননা তিনি পুরাতন নিয়মেই একটা 'দৃষ্টান্ত' পান যা সাক্রামেন্তীয় অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানরীতি ক্ষেত্রে আরোপণীয়; ৩) এই পর্যায়ে তিনি উপস্থাপিত দৃষ্টান্তগুলোর পরিত্রাণদায়ী প্রতাপ ব্যাখ্যা করেন। এর কারণ এটা যে, সেই কালের ঐশতত্ত্ব অনুসারে, পুরাতন নিয়মের কোন দৃষ্টান্ত নূতন নিয়মের সত্যের বাস্তবতার ভাগী বলে গণ্য ছিল যেহেতু আগেকার অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের বিষয় হওয়া

সত্ত্বেও সেগুলো নূতন নিয়মের ভাবী বিষয়গুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের জোরেই অস্তিত্বশীল ছিল ও সেই ভাবী বিষয়গুলোর ভাগী ছিল। এই পর্যায়ের পরে, অর্থাৎ পুরাতন নিয়ম মণ্ডলীর সাক্রামেন্তগুলির গুণ ও প্রতাপ বুঝিয়ে দেওয়ার পর, পদ্ধতিটা নূতন নিয়মকে উদ্দেশ করে শ্রোতার সামনে সেই ঘটনাগুলো আনে যা দেখায় কেমন করে খ্রিষ্টই হলেন পুরাতন নিয়মে পূর্বলক্ষিত সেই পরিত্রাণের সাধক যা বর্তমানকালে মণ্ডলী দ্বারা উদ্‌যাপিত। এটাই প্রকৃত κατήχησις μυσταγωγική (কাতেখেসিস মিস্তাগোগিকে) অর্থাৎ 'মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস'।

মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস ছাড়া, সেইকালে 'আধ্যাত্মিক' ব্যাখ্যা বলে পরিচিত আরও একটা পদ্ধতি ছিল যা বিশেষভাবে মিশরে অবস্থিত আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীতে প্রচলিত ছিল। যাই হোক, সেকালের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে একথা বলার পর, আসুন, এবার দেখি, এ পদ্ধতিদ্বয় পালন করে বিশপ জন পুরাতন নিয়ম ক্ষেত্রে কেমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

৩য় কাতেখেসিসে ১৩ অধ্যায়ে তিনি বিষয়টা একটা প্রশ্ন দিয়ে উপস্থাপন করেন, 'তুমি কি খ্রিষ্টের রক্তের প্রতাপ জানতে ইচ্ছা কর?' তিনি এইভাবে সেই এউখারিস্তিয়া-তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করেন যা বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের কাছে সম্প্রদান করতে অভিপ্রেত। তেমনটা করার পর তিনি উপরোল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে পুরাতন নিয়মের একটা ঘটনা উপস্থাপন করে তা দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করেন, 'এসো, তার দৃষ্টান্ত তথা মিশর সংক্রান্ত সেই প্রাচীন নানা বিবরণীতে ফিরে যাই', ও তেমনটা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, 'দৃষ্টান্তের প্রতাপ শিখে নাও, তবেই তুমি সত্যের শক্তি শিখতে পারবে'।

এউখারিস্তিয়া বিষয়ক এই উদাহরণের পরে বিশপ জন একই পদ্ধতি পালন করে বাপ্তিস্ম ও নৈতিক আচরণের জন্য সেটার ফলাফল ব্যাখ্যা করেন: যারা বাপ্তিস্মে চুক্তি দ্বারা খ্রিষ্টের সঙ্গে নিজেদের আবদ্ধ করেছে, তারা নিজেদের প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাতে বাধ্য, অর্থাৎ তাদের পক্ষে পাপ এড়ানো দরকার। এবিষয়ে বিশপ জন শ্রোতাদের উদ্দেশ করে যাত্রাপুস্তকের দৃষ্টান্তগুলো (যাত্রা ১:১৩-১৪) তাদের ক্ষেত্রে আরোপ করেন: সদ্য আলোপ্রাপ্ত (অর্থাৎ সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত) যারা, তারা সত্যিই মিশর থেকে বেরিয়ে গেছে, সুতরাং তাদের পক্ষে অনুশোচনা করে পিছনের দিকে তাকানো উচিত নয়: 'তুমি মিশর থেকে বেরিয়ে গেছ। সেই মিশরকে আর কখনও খোঁজ করো না। মিশরের সমস্ত অনিষ্টও নয়। সেই কাদা ও ইট-তৈরির কথা আর ভেবো না।

বর্তমান জীবনের বিষয়গুলোই সেই কাদা ও সেই ইট-তৈরি, কেননা সোনায় রূপান্তরিত হবার আগে সোনা নিজেও মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়' (কাতেখেসিস ৩:২৩)।

এটার পরে বিশপ জন যাত্রাপুস্তকের নানা ঘটনা উপস্থাপন করেন (যাত্রা ১১:১-১১ ও ১২:১-২০)। এ ঘটনাগুলো সবই পাস্কা সংক্রান্ত, তাই বিশপ জন দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা অনুসরণ করে এটা দেখান যে, পুরাতন নিয়মের পাস্কা মণ্ডলীর এউখারিস্তিয়াতেই 'সত্য' অর্থাৎ বাস্তব সিদ্ধি লাভ করে। তিনি মিশরীয়দের উপরে ঈশ্বরের চাপিয়ে দেওয়া দশম আঘাত উল্লেখ করার পর পরেই সেই যুক্তিক্ষমতা বিহীন মেষশাবককে খ্রিষ্টের দৃষ্টান্ত বলে সন্নিবিষ্ট করেন: 'ঈশ্বরের প্রেরিত আঘাত ঊর্ধ্ব থেকে সজোরে পড়তে যাচ্ছিল, ও সংহারক দূত ঘরের পর ঘর আক্রমণ করছিলেন। তখন মোশি কি করলেন? তিনি বললেন, তোমরা খুঁতবিহীন একটা মেষশাবক জবাই কর ও তার রক্ত দিয়ে দরজাগুলো লেপে দাও। মোশি, আপনি কী বলছেন? যুক্তিক্ষমতা বিহীন একটা পশুর রক্ত কি যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মানুষকে ত্রাণ করতে পারে? তিনি (মোশি) উত্তরে বলেন, অবশ্যই, কিন্তু তা যে রক্ত এজন্য নয়, কিন্তু এজন্যই যে, সেই রক্ত প্রভুরই রক্তের দৃষ্টান্ত স্বরূপ (কাতেখেসিস ৩:১৩-১৪)।

এতে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, পুরাতন নিয়মের সবকিছুই নিজ নিজ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কেবল খ্রিষ্টের সঙ্গেই অর্থপূর্ণ হয়ে সিদ্ধিলাভ করে; তেমন সম্পর্ক না থাকলে, সেই সবকিছু মূল্যহীন। এমনকি, পুরাতন নিয়মের দৃষ্টান্তগুলো যতই দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ, খ্রিষ্টেতে সেগুলোর সিদ্ধি ততখানি মূল্যবান হয়ে ওঠে ও উৎকৃষ্টতা অর্জন করে। এধারণা স্পষ্ট করার জন্য বিশপ জন একটা উদাহরণ দেন, 'যদিও সম্রাটের নানা মূর্তি জীবন বিহীন ও অনুভূতি বিহীন, তবু যে মানুষেরা আশ্রয় নেবার জন্য সেগুলোর কাছে পালায় সেই মূর্তিগুলো অনুভূতিসম্পন্ন ও জীবন-সম্পন্ন সেই মানুষদের ত্রাণ করতে পারে: সেগুলো যে ব্রোঞ্জের, এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, সেগুলো হল সম্রাটের ছবি। একই প্রকারে, জীবন ও অনুভূতি বিহীন সেই রক্তও জীবনসম্পন্ন মানুষদের ত্রাণ করল, সেটা যে রক্ত এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, সেই রক্ত ছিল প্রভুর রক্তের দৃষ্টান্ত' (কাতেখেসিস ৩:১৪)। যার অর্থ হল: মেষশাবকের রক্ত পরিত্রাণ করার ক্ষমতা রাখে: কিন্তু তা যে মেষশাবকের রক্ত, এজন্য নয়, বরং এজন্যই যে, তা খ্রিষ্টের রক্তের দৃষ্টান্ত। 'সেদিন মিশরে সেই সংহারক দূত দরজাগুলোতে মাখা রক্ত দেখে ভিতরে সজোরে প্রবেশ করতে সাহস করতেন না। আজ যখন দিয়াবল দরজাগুলোতে মাখা দৃষ্টান্তের রক্ত নয় কিন্তু বিশ্বস্তদের মুখে মাখা প্রকৃত রক্ত দেখে, তখন সে, মহত্তর কারণে, কি আরও

দূরে পিছটান দেবে না? কেননা এই সমস্ত মুখ হয়ে উঠেছে এমন মন্দিরের দরজা যা খ্রিষ্টকে ধারণ করে। যখন সেই দূত দৃষ্টান্তটা দেখে ভয়ে অভিভূত হয়ে থামলেন, তখন মহত্তর কারণেই কি এমনটা ঘটবে না যে দিয়াবল সত্যকার রক্ত দেখে পালিয়ে যাবে?' (কাতেখেসিস ৩:১৫)।

পুরাতন নিয়মের উদাহরণ ছেড়ে এবার সাক্রামেন্ত-তত্ত্ব লক্ষ করা হোক, কেননা সাক্রামেন্তগুলি, ও সেই সাক্রামেন্তগুলিতে নূতন নিয়মের যে পরিত্রাণদায়ী ঘটনাদি পরিলক্ষিত, সেইক্ষেত্রে কোন দৃষ্টান্ত আর দরকার হয় না; অর্থাৎ, বিশপ জনের ধারণায়, সাক্রামেন্তগুলি ও নূতন নিয়মের পরিত্রাণদায়ী ঘটনাগুলো একই। যে পরিত্রাণদায়ী ঘটনা বিশপ জন উপস্থাপন করেন তা যোহন ১৯:৩৩-৩৪ লক্ষ করে: 'তুমি কি চাও আমি এই রক্তের প্রতাপের প্রমাণ হিসাবে আর একটা ঘটনা উল্লেখ করব? লক্ষ কর সেই রক্ত প্রথম কোথা থেকে প্রবাহিত হল ও সেটার উৎস কোথায়। সেই রক্ত ক্রুশ থেকে, প্রভুর বুকের পাশ থেকেই প্রবাহিত হল। সুসমাচারে ধন্য যোহন বলেন, খ্রিষ্ট মৃতই ছিলেন কিন্তু তখনও ক্রুশে ঝুলানো ছিলেন এমন সময় এক সৈন্য কাছে গিয়ে তাঁর বুকের পাশটি একটা বর্শা দিয়ে বিঁধিয়ে দিল, ও সাথে সাথে তা থেকে জল ও রক্ত নিঃসৃত হল। জল হল বাপ্তিস্মের, ও রক্ত হল [এউখারিস্তীয়] রহস্যগুলির প্রতীক' (কাতেখেসিস ৩:১৬)। এক্ষেত্রে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হল এটা যে, সুসমাচার বলে, প্রভুর বুকের পাশ থেকে 'রক্ত ও জল নিঃসৃত হল', কিন্তু বিশপ জন বলেন, 'জল ও রক্ত নিঃসৃত হল'। তবে কেনই বা বিশপ জন রক্তের কথা জলের কথার পরে উল্লেখ করেন? কারণটা সম্ভবত এটা: তিনি সুসমাচারের পাঠ্য নিজের ব্যাখ্যার সঙ্গে উপযোগী করতে চাইলেন, কেননা মণ্ডলীর বাস্তব জীবনে আগে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, পরেই এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করা হয়। এবং সেই অনুসারে নিজের ব্যাখ্যা চালিয়ে তিনি বলেন, 'এজন্য তিনি এমনটা বলেননি, জল ও রক্ত নিঃসৃত হল, কিন্তু আগে জল, পরে রক্ত নিঃসৃত হল, যেহেতু প্রথম আসে সেই বাপ্তিস্ম, ও পরে আসে সেই রহস্যগুলি। তবে সেই সৈন্যই খ্রিষ্টের বুকের পাশ খুলে দিল ও পবিত্র মন্দিরের দেওয়াল ফাটিয়ে দিল, কিন্তু আমিই মহাধন খুঁজে পেয়ে লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে গেলাম' (কাতেখেসিস ৩:১৬)।

দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যার একটা বৈশিষ্ট্যই যে পুরাতন নিয়ম থেকে নেওয়া কোন একটা ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন নানা অর্থ বের করতে পারে। সেই অনুসারে আমরা দেখতে পাই, খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে নিঃসৃত জল ও রক্তের ব্যাখ্যা বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া সাক্রামেন্ত দু'টোর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া ছাড়া আদমের নিদ্রা ও আদি

নারীর সৃষ্টির সঙ্গেও সম্পর্কিত (কাতেখেসিস ৩:১৭-১৮ দ্রঃ)। তুলনামূলক সম্পর্ক এরূপ: ১) নারীর সৃষ্টি ক্ষণে আদম নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন - খ্রিষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু-নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন; ২) আদমের বুকের পাশ থেকে প্রথম নারী সেই হবা জন্ম নিলেন - খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে মণ্ডলী জন্ম নিল; ৩) হবা ছিলেন আদমের কনে - মণ্ডলী হল খ্রিষ্টের কনে; ৪) হবাকে আদমের বুকের একটা পাশ থেকে গড়া হয়েছিল - মণ্ডলীকে খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে নিঃসৃত জল ও রক্ত দিয়ে গড়া হল, কেননা জল ও রক্ত সেই রহস্য দু'টোকে (বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া) নির্দেশ করে যা দ্বারা মানবজাতি মণ্ডলীর জীবন্ত অঙ্গ হয়ে ওঠে।

আদম-হবা ও মণ্ডলী সংক্রান্ত ব্যাখ্যার পরে বিশপ জন একই ঘটনা বিষয়ে নিজের দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা দানে ভিন্ন আরও একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে বলেন, 'এজন্য মোশি আদিমানুষের কথা বলতে গিয়ে আদমকে একথা বলান, আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস (আদি ২:২৩)। এতে তিনি আমাদের জন্য প্রভুর বুকের পাশের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করছিলেন' (কাতেখেসিস ৩:১৮): এখানে প্রথম আদমের উপরে দ্বিতীয় আদমকে আরোপ করা হয়, তাই আদিপুস্তকের সৃষ্টি-কাহিনী সুসমাচারের নবসৃষ্টি তথা মুক্তি-কাহিনীতে সিদ্ধিলাভ করে; অর্থাৎ আদিপুস্তকের বর্ণনায় আদম সংক্রান্ত যা কিছু ঘটেছিল, সেই সমস্ত কিছু খ্রিষ্টকেও আরোপণীয়।

এই ৩য় কাতেখেসিসে, ১৬ অধ্যায়ে, বিশপ জন এউখারিস্তিয়া বিষয়ক আরও একটা দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন, 'সেসময় মোশি স্বর্গের দিকে হাত প্রসারিত করে সেখান থেকে স্বর্গদূতদের খাদ্য সেই মান্না নামিয়ে এনেছিলেন; এই অন্য মোশি স্বর্গের দিকে হাত প্রসারিত করে অনন্ত জীবনের খাদ্য নামিয়ে আনেন। সেই মোশি শৈল আঘাত করে তা থেকে নানা জলস্রোত প্রবাহিত করেছিলেন, এ অন্য মোশি ভোজনপাট স্পর্শ করেন, ও বেদির আধ্যাত্মিক পাথর আঘাত করে (পবিত্র) আত্মার উৎসধারা প্রবাহিত করেন'। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বেদিতে যাজক যে কর্ম সম্পাদন করেন, ও খ্রিষ্টের যে কর্ম মোশিতে সূচিত দৃষ্টান্তের সিদ্ধি ঘটায়, সেই কর্ম দু'টো একীভূত হয় ও সেইসঙ্গে দৃষ্টান্ত সেই মোশির ভূমিকার উপরে খ্রিষ্টের ভূমিকা আরোপিত হয়।

তবে, সেকালের পিতৃগণের দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যা কি আজকালেও প্রযোজ্য? পরবর্তী অধ্যায় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে।

বিশ্বাসের চোখ ও সাক্রামেন্তীয়তা

রহস্যগুলি (সাক্রামেন্তগুলি) উদ্‌যাপন এমন অনুষ্ঠানরীতি যা অঙ্গভঙ্গি ও কথা দিয়ে গঠিত, ফলত সেই অনুষ্ঠানরীতি ইন্দ্রিয়গোচরই অনুষ্ঠানরীতি। বিশপ জনের ব্যাখ্যা উপাসনাকর্মে বর্তমান দৃশ্য উপাদান নিয়ে শুরু করে; বাস্তবিকই তিনি প্রায়ই 'যা দেখা যায়' বলায় শ্রবণের চেয়ে দৃষ্টির উপরে প্রাধান্য দেন। মপ্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরসও একই 'ভাষা' ব্যবহার করেন, যদিও তাঁর কাছে দৃষ্টি যে প্রায়ই শ্রবণের চেয়ে প্রাধান্য পায় তা সবসময় তত স্পষ্ট নয়। যাই হোক, বিশপ আম্ব্রোজ ও বিশপ থেওদরসে যেমন, তেমনি বিশপ জনেও উপাসনাকর্মে 'যা দেখা যায়' ও 'যা দেখা যায় না' এ দু'টোর মধ্যকার পার্থক্যের উপরে জোর দেওয়া হয়। এজন্য বিশ্বাসী যারা, তারা দু'ধরনের চোখের অধিকারী তথা দেহের চোখ ও বিশ্বাসের চোখ। কেননা, খ্রিষ্টিয়ানদের যা আলাদা করে, তা ঠিক এটাই যে, তারা এমন বিশ্বাসের চোখের অধিকারী যা তাই তাদের দেখতে দেয় যা দেহের চোখ দেখতে অক্ষম। বিশপ জনের মতে, বিশ্বাসীদের মূল পরিস্থিতি এটাই, বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হওয়ায় তারা, যা ইন্দ্রিয়গোচর, তারা সেটার বাইরেও দেখতে পায়, এবং যত ক্ষেত্র রয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানরীতি সমূহই হল সেই ক্ষেত্র যেখানে তারা এধরনের কর্ম অনুশীলন করতে পারে। খ্রিষ্টীয় জীবনের এ দৃষ্টিকোণ তখনই বিশেষ ভাবে ভেসে ওঠে যখন বিশপ জন 'বিশ্বস্ত' নামটা ব্যাখ্যা করেন। 'কারা বিশ্বস্ত?' বিশপ জনের উত্তর হল, তারাই 'বিশ্বস্ত' যারা বিশ্বাসের চোখের অধিকারী। এবং নিজের এই উত্তর তিনি বাপ্তিস্মের উপরে আরোপ করে বলেন, 'তবে, আমরা কেন সেইভাবে (অর্থাৎ বিশ্বস্ত বলে) অভিহিত? বিশ্বস্ত এই আমরা এমন বিষয়ে বিশ্বাস রেখেছি যা আমাদের দৈহিক চোখ দেখতে পায় না। এই বিষয়গুলো মহৎ ও ভয়ঙ্কর, এবং আমাদের প্রকৃতিকে অতিক্রম করে। (…) কেবল বিশ্বাসের দেওয়া শিক্ষাই সেগুলো উত্তম রূপে উপলব্ধি করে। সেইজন্য ঈশ্বর আমাদের জন্য দু' ধরনের চোখ ব্যবস্থা করলেন: মাংসের চোখ ও বিশ্বাসের চোখ। যখন তোমরা পবিত্র দীক্ষার প্রতি অগ্রসর হও, তখন মাংসের চোখ জল দেখে, বিশ্বাসের চোখ [পবিত্র] আত্মার সংদর্শন করে' (কাতেখেসিস ১১:১১-১২)।

রহস্যগুলি (সাক্রামেন্তগুলি) উদ্‌যাপন কালে 'বিশ্বস্তরা' তা দিয়ে শুরু করে যা দৃশ্যগত, কিন্তু তারা এগিয়ে চলে মনে মনে রহস্যগুলির প্রকৃত সাধক ঈশ্বরকে চিত্রিত করে, এমনকি, এটা বলা যেতে পারে, তারা সেই ঈশ্বরকে দেখে যিনি সাক্রামেন্ত সম্পাদন করছেন। এ এমন বিষয় যা বিশ্বাসের চোখের অধিকারী না হলে সম্ভব নয়।

এটা কেমন হয়? বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজনের অভ্যন্তরীণ সক্রিয়তাই দৃশ্য বিষয় থেকে অদৃশ্য বিষয়েতে তাকে পার করায়; তেমন সক্রিয়তা হল, অনুষ্ঠানরীতিতে স্থিত বাস্তবতা 'মনে মনে চিত্রিত করা' ও 'নিজের চোখের সামনে তা স্থাপন করা' (এবিষয়ে আলোচনা উপরেও দ্রঃ); আজকালের পরিভাষায় এটা 'উপাসনাকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ [করা]' বা 'সক্রিয় যোগদান [করা]' বলে অভিহিত। সুতরাং, এই গোটা প্রক্রিয়ায় অত্যাবশ্যক ও গঠনমূলক বিষয়টা হল বিশ্বাস: 'এখানে যা ঘটছে, তার জন্য বিশ্বাস ও প্রাণের চক্ষু দরকার আছে যাতে করে, যা দৃশ্যগত, সেবিষয়েই মনোযোগ দাও শুধু নয়, কিন্তু যা দৃশ্যগত তা থেকে তোমরা যেন যা অদৃশ্য তা দৃশ্যগত করতে পার: বিশ্বাসের চোখ ঠিক তাই করতে পারে। দেহের চোখ তাই মাত্র দেখতে পায় যা চোখের উপলব্ধিতে আসে, কিন্তু বিশ্বাসের চোখ সম্পূর্ণ রূপে বিপরীত ধরনের। কারণ এই চোখ দৃশ্যগত কিছুই দেখে না, কিন্তু অদৃশ্য সমস্ত কিছু এমনভাবেই দেখে কেমন যেন তা তাদের চোখের সামনে উপস্থিত' (কাতেখেসিস ২:৯)।

১ম কাতেখেসিস ৩১ অধ্যায়েও বিশপ জন বলেছিলেন, বিশ্বাস আমাদের এমন 'আলাদা চোখ' দেয় যা তা দেখতে পায়, যা ইন্দ্রিয়গুলো এড়ায়। বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, ও তা দুই ভাবে উপযোগী করা যেতে পারে, যা বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হয়।

ক) বিশ্বাসীর নৈতিক জীবনে বিশ্বাসের চোখ

'আত্মার চোখ' বিষয়বস্তুটা নীতি-তত্ত্ব চরমকাল-তত্ত্বে পরিণত করে। যে মহৎ প্রত্যাশা তাদের দেওয়া হয়েছে, সেটার খাতিরে সদ্য আলোপ্রাপ্ত (অর্থাৎ বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত) জনদের পক্ষে, প্রেরিতদূত পলের কথামত (কল ৩:২ দ্রঃ), এখন থেকে নিজেদের চোখ স্বর্গে নিবদ্ধ রাখা কর্তব্য। উর্ধ্বলোকের বিষয়-সন্দর্শন দৃশ্যগত বিষয় থেকে সেই অদৃশ্য বিষয়েই এমন স্থানান্তর দাবি করে যা আত্মার চোখ একেবারে সুস্পষ্ট ভাবেই দেখতে পায় (কাতেখেসিস ২:২৮ দ্রঃ)। ঠিক এইখানে বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের জীবনের দিকে নৈতিক অগ্রগমন শুরু হয়; এমন অগ্রগমন যা রহস্যগুলির (সাক্রামেন্তগুলির) বিষয়বস্তুরই দিকে, ও তাতে সেই 'ফলপ্রসূ' যোগদানেরও দিকে অগ্রগমন যা বিশ্বাসীদের কাছে অদৃশ্য বিষয়গুলো 'মনে মনে চিত্রিত করতে' ও 'নিজের চোখের সামনে তা স্থাপন করতে' দাবি রাখে।

খ) উপাসনাকর্মের অনুষ্ঠানগুলোতে বিশ্বাসের চোখ

এটার উপযোগীকরণ প্রক্রিয়ায়, বিষয়টা সাক্রামেন্ত-তত্ত্বে স্থান পায়। ১১শ কাতেখেসিসের একটা অংশ বিষয়টা ভাল মত বুঝতে সাহায্য করে, কেননা এখানে 'দেখা' ধারণাটা রহস্যগুলির (সাক্রামেন্তগুলির) গভীরতর 'বাস্তবতা' ধারণায় চালনা করে: 'সেইজন্য ঈশ্বর আমাদের জন্য দু' ধরনের চোখ ব্যবস্থা করলেন: মাংসের চোখ ও বিশ্বাসের চোখ। (...) দেহের চোখ সেই দেহকে দেখে যা জল থেকে বের হয়; বিশ্বাসের চোখ সেই নতুন মানুষকে দেখে যে পবিত্র শুদ্ধিকরণ থেকে উজ্জ্বলভাকে দীপ্তিমান হয়ে বের হচ্ছে। আমাদের দৈহিক চোখ সেই যাজককে দেখে যিনি উপর থেকে ডান হাত মাথার উপরে রাখেন ও তাকে স্পর্শ করেন যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে; আমাদের আধ্যাত্মিক চোখ সেই মহান মহাযাজককে দেখে যিনি নিজের অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে আমাদের মাথা স্পর্শ করেন' (কাতেখেসিস ১১:১১-১২)। অন্য কথায়, দেহের চোখ যা দেখতে পায় তা নয়, কিন্তু কেবল বিশ্বাসের চোখ যা দেখতে পায়, তা-ই হল রহস্যের (সাক্রামেন্তের) প্রকৃত বিষয়বস্তু।

বিশপ জন যে উপাসনা-তত্ত্ব উপস্থাপন করেন, তা যথেষ্ট স্পষ্ট: প্রতিটি উপাসনাকর্ম হল পরিত্রাণদায়ী বিষয়গুলোর 'প্রতিমূর্তি'। দৃষ্টান্ত ভিত্তিক ব্যাখ্যার ভাষা অনুসারে, যে কর্মক্রিয়া 'প্রতিমূর্তি' ভূমিকা ধারণ করে, সেই কর্মক্রিয়া সত্যিই সেই বাস্তবতারই ভাগী, কর্মক্রিয়াটা যার 'প্রতিমূর্তি'। প্রাচীন সাক্রামেন্ত-তত্ত্বে এই ধারণা 'সাক্রামেন্তীয়তা' বলে অভিহিত ছিল। এবং সেই অনুসারে বিশপ জনের মতে, প্রতিটি সাক্রামেন্ত-অনুষ্ঠানে যত 'উপাদান' রয়েছে সেগুলো নিজ নিজ 'সাক্রামেন্তীয়তা' রাখে, কেননা এক একটা 'উপাদান' হল সেই বিশিষ্ট পরিত্রাণদায়ী বাস্তবতার 'প্রতিমূর্তি'। এসমস্ত তাত্ত্বিক ও দুরূহ বিষয় সম্ভবত বিশপ জনের নিজের ব্যাখ্যায় একটু বেশি বোধগম্য হয়ে যাবে; তিনি বলেন, 'যখন তোমরা পবিত্র দীক্ষার প্রতি অগ্রসর হও, তখন মাংসের চোখ জল দেখে, বিশ্বাসের চোখ [পবিত্র] আত্মার সংদর্শন করে। সেই চোখ এমন দেহ দেখে যা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে; এই চোখ সেই পুরাতন মানুষকে দেখে যে সমাহিত হচ্ছে। মাংসের চোখ সেই মাংস দেখে যা ধৌত হচ্ছে; আত্মার চোখ সেই প্রাণ দেখে যা শুচীকৃত হচ্ছে। দেহের চোখ সেই দেহকে দেখে যা জল থেকে বের হয়; বিশ্বাসের চোখ সেই নতুন মানুষকে দেখে যে পবিত্র শুদ্ধিকরণ থেকে উজ্জ্বলভাকে দীপ্তিমান হয়ে বের হচ্ছে। আমাদের দৈহিক চোখ সেই যাজককে দেখে যিনি উপর থেকে ডান হাত মাথার উপরে রাখেন ও তাকে স্পর্শ করেন যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে; আমাদের আধ্যাত্মিক চোখ সেই মহান মহাযাজককে দেখে যিনি নিজের অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে তারই

মাথা স্পর্শ করেন যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে। কেননা সেই ক্ষণে যিনি বাপ্তিস্ম প্রদান করছেন তিনি একটা মানুষ নন কিন্তু তিনি হলেন ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত পুত্র' (কাতেখেসিস ১১:১১-১২)।

'প্রতিমূর্তি' ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসারে যা বলা হয়েছে, তা 'অনুকরণ' পদ্ধতি দ্বারাও অনুধাবিত হতে পারে। এখানে বিশপ জন আমাদের বাপ্তিস্মকে যর্দন নদীতে প্রভুর বাপ্তিস্মের 'অনুকরণ' বলে উপস্থাপন করেন: 'এবং আমাদের প্রভুর দেহ ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, তা আমাদের দেহ ক্ষেত্রেও ঘটে। যদিও দেখা যাচ্ছিল, যোহন মাথা দিয়ে তাঁর দেহই ধরছিলেন, আসলে ঐশ্বরিক বাণীই তাঁর দেহকে যর্দনের জলস্রোতে নামিয়ে দিলেন ও তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। প্রভুর দেহ (ঐশ) বাণী দ্বারা, যে কণ্ঠ স্বর্গ থেকে বলল 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র' (মথি ৩:১৭), তাঁর পিতার সেই কণ্ঠ দ্বারা, ও যিনি তাঁর উপরে নামলেন, সেই পবিত্র আত্মার অভিব্যক্তি দ্বারা বাপ্তিস্ম পেল। তোমাদের দেহ ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটা ঘটে। বাপ্তিস্ম পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে সম্পাদিত। তাই আমাদের শিক্ষার খাতিরে বাপ্তিস্মদাতা যোহন আমাদের বললেন, মানুষ নয়, ঈশ্বরই বাপ্তিস্ম দেন: 'আমার পরে একজন আসছেন যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন' (মথি ৩:১৬ দ্রঃ)। এই কারণেই যাজক যখন বাপ্তিস্ম সম্পাদন করছেন তখন তিনি '[নাম] ...-কে আমি বাপ্তিস্ম দিচ্ছি' বলেন না, কিন্তু বলেন, '[নাম] ...-কে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে'। এইভাবে তিনি দেখান, তিনি নয়, কিন্তু যাঁদের নাম করা হয়েছে সেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাই বাপ্তিস্ম সম্পাদন করছেন। অতএব, আমার উপদেশ আজ 'বিশ্বাস' বলে অভিহিত' (কাতেখেসিস ১১:১৩-১৫)।

'প্রতিমূর্তি' ভিত্তিক ও 'অনুকরণ' ভিত্তিক এ ধর্মতত্ত্বের সাক্রামেন্তীয় বাস্তবতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কেননা উপরের অংশে বিশপ জন বাপ্তিস্ম বিষয়ক সত্যকার ও উপযোগী তত্ত্ববিদ্যা উপস্থাপন করেন, যেইভাবে তাঁর দৃঢ় শেষ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট প্রকাশ পায়: 'আমাদের আধ্যাত্মিক চোখ সেই মহান মহাযাজককে দেখে যিনি নিজের অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে তারই মাথা স্পর্শ করেন যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে। কেননা সেই ক্ষণে যিনি বাপ্তিস্ম প্রদান করছেন তিনি একটা মানুষ নন কিন্তু তিনি হলেন ঈশ্বরের [সেই] একমাত্র জনিত পুত্র' (কাতেখেসিস ১১:১২)।

এক্ষেত্রে বিশপ জনের আরও একটা ব্যাখ্যা উপযোগী। তিনি বলেন, ‘আমি যা বলছি তা কি? এবং কেনই বা আমি এমনটা বলেছি যেন দৃশ্যগত বিষয়েই মনোযোগ না দিয়ে বরং যেন আত্মার চোখের অধিকারী হই?। আমি একথা বলছি যাতে করে, যখন তুমি সেই জলকুন্ড দেখবে ও সেই যাজকের হাত তোমার মাথা স্পর্শ করতে দেখবে, তখন যেন এমনটা না ভাব যে, এটা এমনিই সাধারণ জল, ও এটাও না ভাব যে, তোমার মাথার উপরে রাখা সেই হাত তা হল কেবল মহাযাজকেরই [অর্থাৎ বিশপেরই] হাত। কেননা সেসময়ে যা ঘটে, তা যে একটা মানুষই তা করে এমন নয়, কিন্তু [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহই জলের প্রকৃতি পবিত্রিত করে ও যাজকের হাতের সঙ্গে মিলে তোমার মাথা স্পর্শ করে’ (কাতেখেসিস ২:১০)। এ শেষ দু’টো ব্যাখ্যার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে: প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে যা খ্রিষ্টের উপরে আরোপ করা হয়, দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় তা পবিত্র আত্মার উপরে আরোপিত হয়। কিন্তু এ পার্থক্য তত ভারী নয়, কারণ বিশপ জনের ত্রিত্বতত্ত্ব নিজেই পার্থক্যটা বিলীন করে, ‘আমি যখন ‘খ্রিষ্ট’ বলি, তখন আমি পিতা ও পবিত্র আত্মার কথাও বলি। কারণ খ্রিষ্ট নিজেই ঠিক তাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন বলেছিলেন, ‘যদি কেউ আমাকে ভালবাসে ও আমার বাণী মেনে চলে, তবে আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান’ (যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ) (কাতেখেসিস ৪:৪)।

সুতরাং, এসমস্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য, ও যথার্থ সাক্রামেন্ত-তত্ত্ব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, যা অনুসারে প্রতিটি ‘রহস্য’ (সাক্রামেন্ত) হল খ্রিষ্টেরই সাধিত কর্ম, যার ফলে স্বয়ং খ্রিষ্টের উপস্থিতি ‘রহস্যের’ (সাক্রামেন্তের) সেই কার্যকারিতা নিশ্চিত করে যা খ্রিষ্টের পরিত্রাণদায়ী কর্মও উপস্থিত করে। অর্থাৎ, সাক্রামেন্তীয় কার্যকারিতা সুনিশ্চিত, কারণ ‘রহস্যটা’ (সাক্রামেন্ত) এমনিই কোন একটা মানুষের সাধিত কর্ম নয় বরং স্বয়ং ‘খ্রিষ্টের সাধিত কর্ম’। ধারণাটা বাপ্তিস্মে ব্যবহৃত সূত্র দ্বারা প্রমাণিত, যা বিষয়ে বিশপ জনের ব্যাখ্যা এ, ‘যখন যাজক বলেন, ‘[নাম]…-কে পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে’, তখন তিনি তোমার মাথা তিনবার জলে ডুবিয়ে দেন ও পুনরায় তিনবার তা বের করেন: এই রহস্যময় অনুষ্ঠানরীতি দ্বারা তিনি [পবিত্র] আত্মার অবতরণ গ্রহণ করার জন্য তোমাকে প্রস্তুত করেন। কেননা যাজকই মাত্র যে সেই মাথা স্পর্শ করেন তা নয়, কিন্তু খ্রিষ্টের ডান হাতও তা স্পর্শ করে, এবং এটা বাপ্তিস্মদাতার উচ্চারিত কথা দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি তো এমনটা বলেন না, ‘[নাম]…-কে আমি

বাপ্তিস্ম দিচ্ছি', কিন্তু বলেন, '[নাম]…-কে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে' (কাতেখেসিস ২:২৬)।

তাই এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, 'রহস্যগুলি' (সাক্রামেন্তগুলি) নিজ নিজ কার্যকারিতা ও বিষয়বস্তু এ থেকেই পায় যে, সেগুলো একেবারে আক্ষরিক অর্থেই হল 'খ্রিস্টের সাধিত কর্ম'। বাস্তবিকই আমরা দেখেছি, রহস্যের (সাক্রামেন্তের) দৃশ্য অনুষ্ঠাতা হলেন খ্রিস্টের প্রতিমূর্তি, যার ফলে অনুষ্ঠাতা নয় বরং খ্রিস্টই প্রকৃতপক্ষে কর্মটা সম্পাদন করেন।

অবশেষে একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়: বিশপ জনের সাক্রামেন্ত-তত্ত্ব কি সম্পূর্ণ রূপে মণ্ডলীর যথার্থ শিক্ষা অনুযায়ী? উত্তরে এটা বলা যেতে পারে যে, সেই ৪র্থ শতাব্দীর শেষাংশে তাঁর সাক্রামেন্ত-তত্ত্ব যথার্থ ছিল বটে; কিন্তু এটা স্মরণ করতে হয় যে, কালক্রমে মণ্ডলী ঐশতাত্ত্বিক যত ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে, ও সেবিষয়ে অবগত হবার জন্য বর্তমানকালের সাক্রামেন্ত-তত্ত্ব অধ্যয়ন করা দরকার; তবেই পাঠক / পাঠিকা দেখতে পাবেন, বিশপ জন, মপ্সুয়েস্তিয়ার বিশপ থেওদরস, যেরুশালেমের সাধু সিরিল ও সাধু আম্ব্রোজের সাক্রামেন্ত-তত্ত্বের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের (যেমন 'প্রতিমূর্তি' ও 'অনুকরণ' ধারণার) দুর্বলতা সংস্কার করা হয়েছে ও নতুন নতুন কিছু যোগ করা হয়েছে, সেইভাবে যেভাবে নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্রও কনস্তান্তিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্রতে কিছু কিছু যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এঁরা সবাই মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বে মহা মহা তত্ত্ববিদ বলে গণ্য; তাঁরাই সেই স্তম্ভ যার উপরে মণ্ডলীর বর্তমান সাক্রামেন্ত-তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত।

খ্রিসোস্তমোস বলে অভিহিত
কনস্তান্তিনোপলিসের আর্চবিশপ
আমাদের পবিত্র পিতা জনের
১২টা কাতেখেসিস

১ম কাতেখেসিস

প্রবীণ (পুরোহিত) জন খ্রিসোস্তমোস ৩৯৭ সালে কনস্তান্তিনোপলিসের বিশপ পদে উন্নীত হন। যেহেতু এই ১২টা কাতেখেসিস আন্তিওখিয়ায়, মোটামুটি ৩৮৮-৩৯০ সালের মধ্যে, প্রদান করা হয়েছিল, সেজন্য এটা দাঁড়ায় যে, এই কাতেখেসিসগুলো প্রদান কালে তিনি তখনও প্রবীণ (পুরোহিত) ছিলেন।

এই ১ম কাতেখেসিস (স্তাব্রনিকিতা ১) আন্তিওখিয়ায়, চল্লিশাকালের ১০ম দিনে অর্থাৎ পাস্কাপর্বের ৩০ দিনের আগে, সম্ভবত ২০শে মার্চ ৩৯০ সালে প্রদান করা হয়।

কাতেখেসিস উপস্থাপনায় বিশপ জন খ্রিসোস্তমোস এমন পদ্ধতি পালন করেন যা পরবর্তী সমস্ত কাতেখেসিসেও পালিত, তথা: ১) বিষয়বস্তুটা কম-বেশি বিস্তারিত ভাবে ও বিকল্প ক'টা দৃশ্য বা উদাহরণ সহ উপস্থাপিত; ২) উপস্থাপিত বক্তব্য পবিত্র শাস্ত্র দ্বারা (সাধারণত সাধু পলের কোন না কোন উক্তি দ্বারাই) সমর্থিত; ৩) প্রাথমিক উপস্থাপনা সমাপ্তি।

সেই অনুসারে আমরা দেখতে পাই, ১) এই প্রথম কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু হল বাপ্তিস্ম, যা দু'টো উদাহরণ তথা আধ্যাত্মিক বিবাহ ও সামরিক সেবাকর্মে নিবন্ধন দ্বারা চিহ্নিত; ২) উদাহরণ দু'টো সাধু পলের দু'টো বচন দ্বারা সমর্থিত; ৩) সমাপ্তি যা সাধারণত এ ধরনের বাক্য দ্বারা চিহ্নিত, 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ (ইত্যাদি)'।

এক্ষেত্রে একথা স্বরণযোগ্য যে, এই পদ্ধতি ৪র্থ শতাব্দীর শেষাংশের অন্যান্য লেখকদের দ্বারাও পালিত, যেমন মপ্সুয়েস্তিার বিশপ থেওদরস, যেরুশালেমের সাধু সিরিল ও সাধু আম্ব্রোজ।

আলোপ্রার্থীদের উদ্দেশ করা কাতেখেসিস

দীক্ষাপ্রার্থী আধ্যাত্মিক বিবাহে নিমন্ত্রিত

১। এই সময় আত্মার আনন্দ-ফুর্তির সময়। দেখ, আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার দিনগুলো, আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহের দিনগুলো কাছে এসে গেছে। আজ যা ঘটতে যাচ্ছে তা বিবাহ বলা ভুল নয়; বাস্তবিকই আমরা তা শুধু বিবাহ বলে নয়, কিন্তু তা একটা বিস্ময়কর ও অতি অস্বাভাবিক প্রকার সামরিক নিবন্ধনও বলতে পারি। প্রকৃতপক্ষে বিবাহ ও সৈন্য-জীবনের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। অসঙ্গতি যে রয়েছে, যাতে এমন কেউ না থাকে যে তা মনে করতে পারে, সেজন্য, সে সার্বজনীন শিক্ষাগুরু সেই ধন্য পালের কথা শুনুক, কেননা তিনি এ উপমা দু'টোই ব্যবহার করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেছেন, *আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রিষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান করেছি* (১)। অন্য একটা স্থানে তিনি সৈন্যদের অস্ত্রসজ্জিত করছেন এমন একজনের মত কথা বলেন যারা যুদ্ধ-সংগ্রামে যেতে উদ্যত; তিনি বলেন, *ঈশ্বরের রণসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার* (২)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে সাধু পল একই প্রসঙ্গে সেই উপমা দু'টো ব্যবহার করেন?

২। হ্যাঁ, আজ স্বর্গে ও মর্তে সত্যিই আনন্দ হয়। কেননা একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে যখন তেমন আনন্দ হয় (৩), তখন, যখন দূতগণ ও মহাদূতগণ এ মহৎ ভিড়কে হঠাৎ করে দিয়াবলকে অবজ্ঞা করতে ও খ্রিষ্টের মেষপালে নিবন্ধিত হবার জন্য একাগ্রতা সহকারে আকাঙ্ক্ষা করতে দেখেন, তখন সেই দূতগণের, মহাদূতগণের, ঊর্ধ্বলোকের সমস্ত প্রতাপবৃন্দের ও সেইসঙ্গে পৃথিবীরও সমস্ত প্রাণীদের আনন্দ আর কতই না মহত্তর হবে।

৩। সুতরাং এসো, আমাকে তোমাদের কাছে সেইভাবেই বলতে দাও যেভাবে আমি এমন কনের কাছে কথা বলতাম যে পবিত্র বিবাহ-কক্ষে আনীতা (৪)। উপরন্তু, আমাকে বরেরও অতিশয় ঐশ্বর্যের ও নিজের কনের প্রতি তাঁর দেখানো অনির্বচনীয় কৃপার একটা চিহ্ন দিতে দাও। আমাকে কনের কাছে সেই জঘন্য পুরাতনকালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে দাও যা থেকে পালিয়ে সে আশ্রয় পেতে যাচ্ছে, ও সেই গৌরবময় ভাবীকালের দিকেও আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে দাও যা সে উপভোগ করতে যাচ্ছে। এবং তোমরা এটা ইচ্ছা করলে তবে এসো, প্রথমে আমরা তার থেকে তার সজ্জা ফেলে দিয়ে, সে যে দুরবস্থায় ভোগে, তা লক্ষ করি। তার দুর্দশা সত্ত্বেও বর এখনও তাকে নিজের কাছে আসতে দেন। এতে আমাদের সকলের প্রভুর সীমাহীন কৃপা আমাদের কাছে স্পষ্টই দেখা দিচ্ছে। তিনি যে তার লাবণ্যের বা তার সৌন্দর্যের জন্য বা তার দেহের স্বচ্ছলতার জন্যই তাকে নিজের কনে রূপে নিজের কাছে আসতে দিচ্ছেন এমন নয়। পক্ষান্তরে, যাকে তিনি বিবাহ-কক্ষে আনয়ন করেছেন, সেই কনে অঙ্গবিহীন ও বিশ্রী, একেবারে লজ্জাকর ভাবে জঘন্য ও প্রকৃতপক্ষে নিজের পাপকর্মের স্বীয় কাদায় নিমগ্ন।

৪। কিন্তু এসো, যে কেউ আমার এ কথা শোনে, সে যেন সেই কথার নিতান্ত বাহ্যিক ব্যাখ্যায় পতিত না হয়। আমি তো প্রাণ ও সেই প্রাণের পরিত্রাণেরই কথা বলছি। যখন যত প্রাণের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাণ সেই প্রেরিতদূত বলেছেন, *আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রিষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান করেছি* (৫), তখন তিনি এটাই বলতে অভিপ্রায় করছিলেন যে, যে সমস্ত প্রাণ ভক্তির দিকে অগ্রগতি প্রাপ্ত হয়েছে, তিনি এ সমস্ত প্রাণকেই সুচরিত্রা কুমারী রূপে খ্রিষ্টের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

৫। তাই, যেহেতু এবিষয়ে সূক্ষ্ম উপলব্ধি প্রাপ্ত হয়েছি, সেজন্য এবার এসো, স্পষ্ট ভাবে নিশ্চিত হই সেই কনে আগে কেমন অঙ্গবিহীন ছিল; পরেই আমরা প্রভুর কৃপার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করব। যে প্রাণ নিজের স্বকীয় মর্যাদা ত্যাগ করেছে, ঊর্ধ্ব থেকে লব্ধ নিজের উৎকৃষ্ট জন্মের কথা ভুলে গেছে, পাথর ও কাঠের, পাশবিক জন্তুদের ও এ সবকিছুর নিচতম মর্যাদারও যোগ্য প্রতিমা পূজার প্রত্যক্ষ প্রদর্শনি করেছে; হ্যাঁ, যে প্রাণ দগ্ধ চর্বির দুর্গন্ধ দ্বারা, রক্তের কলুষ দ্বারা ও যজ্ঞের ধোঁয়া দ্বারা নিজের কদর্যতা বৃদ্ধি

করেছে, সেই প্রাণের চেয়ে বেশি কদর্য আর কীবা থাকতে পারে? কেননা এসমস্ত উৎস থেকেই উৎপন্ন হয় কামনা-বাসনার সেই জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর, সেইসব মেলা, সেই মাতলামি, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও সেই সমস্ত লজ্জাকর কাজকর্ম যা সেই অপদূতদেরই আনন্দিত করে তোলে যাদের সেই প্রাণ উপাসনা করে।

৬। কিন্তু, যখন মঙ্গলময় সেই প্রভু নিজের কনেকে তেমন দুরবস্থায় দেখলেন, যখন তিনি দেখলেন কনে উলঙ্গ অবস্থায় ও অশোভন বেশে এমন কিছুতে ভেসে যাচ্ছে যা আমি অপকর্মের স্বীয় রসাতল বলে চিহ্নিত করতে পারি, তখন তিনি তার কদর্যতাও গণ্য করলেন না, তার সম্পূর্ণ দীনতাও ও তার সমস্ত অনিষ্টের বিশালতাও গণ্য করলেন না, বরং নিজের অতিক্রান্ত কৃপা দেখালেন ও নিজের উপস্থিতিতে তাকে গ্রহণ করে নিলেন। এটাই সেই মনোভাব যা তিনি তখনই প্রকাশ করেন যখন নবীর মুখ দিয়ে বলেন, *শোন কন্যা, দেখ, কান পেতে শোন: তোমার স্বজাতি ও তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও; তবেই রাজা তোমার সৌন্দর্য অধিক বাসনা করবেন* (৬)।

৭। লক্ষ কর কেমন করে তিনি একেবারে শুরু থেকেই সেই মঙ্গলময়তা প্রকাশ করেন যা তাঁরই স্বকীয়, কেননা যে তত বিদ্রোহিণী ছিল ও অশুচি অপদূতদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল, তাকে তিনি ‘কন্যা’ নাম দ্বারা ডাকায় প্রসন্নতা দেখান। আর শুধু তা নয়, কিন্তু এটাও বিবেচনা কর যে, তার অপরাধের জন্য তিনি কোন হিসাব দাবি করেন না, বিচারও দাবি করেন না, তিনি বরং শুধু পরামর্শই দেন ও তাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানান সে যেন তাঁর উপদেশ ও প্রতিবাদ শোনে ও মেনে নেয়, এবং পুরাতন কাল ভুলে যাবার জন্য তাকে উৎসাহিত করেন।

৮। তুমি কি তাঁর অনির্বচনীয় কৃপা দেখতে পেয়েছ? তাঁর মঙ্গলময় যত্ন দেখতে পেয়েছ? যখন ধন্য দাউদ সেই বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তখন তিনি জগতের দুঃখময় দুরবস্থার জন্য গোটা জগৎকে উদ্দেশ করেই সেই বাণী উচ্চারণ করেছিলেন; এখন আমাদের পক্ষে এটাই সমীচীন যেন আমরা সেই বাণী তাদেরই উদ্দেশ করে ঘোষণা করি যারা খ্রিষ্টের জোয়ালের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা করেছে ও এই আধ্যাত্মিক নিবন্ধনের দিকে ছুটে এসেছে; এখন তো সেই সময় যে সময়ে আমি কণ্ঠ উত্তোলন ক’রে নবীর বাণী কিছুটা মাত্রই পরিবর্তন ক’রে এখানে উপস্থিত তোমাদের প্রত্যেককে বলব,

‘তোমরা যারা খ্রিস্টের নব সৈন্য, সেই তোমরা পুরাতন কাল ভুলে যাও, তোমাদের সমস্ত অন্যায় পথ বিস্মৃত হও। শোন, কান পেতে শোন ও এই উত্তম উপদেশ গ্রহণ করে নাও।’ দাউদ তো বলেছিলেন, *শোন কন্যা, দেখ, কান পেতে শোন: তোমার স্বজাতি ও তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও* (৭)।

৯। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, আমি তোমাদের প্রেমপূর্ণ সমাবেশকে সেই একই উপদেশ দিচ্ছি যা নবী গোটা জগৎকে দিয়েছিলেন। কেননা ‘তোমার স্বজাতিকে ভুলে যাও’ বলতে তিনি প্রতিমাপূজা, ভুলভ্রান্তি, অপদূত-উপাসনা বোঝাচ্ছিলেন; এবং ‘তোমার পিতৃপৃহ’ অর্থাৎ তোমার সেই আগেকার আচার-ব্যবহার ভুলে যাও যা তোমাকে এই লজ্জাকর অবস্থায় চালিত করেছিল। সেই সবকিছু ভুলে যাও, ও যা কিছু অতীতকাল ফিরিয়ে আনতে অভিপ্রেত, তোমার মন থেকে সেইসব দূরে ফেলে দাও। কেননা তুমি যদি এটুকু মাত্রও কর, তুমি যদি তোমার স্বজাতি ও পিতৃগৃহ থেকে অর্থাৎ আগেকার সেই ক্ষয় ও সেই অনিষ্ট থেকে দূরে থাক যার মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত ছিলে ও তোমার দেহের সৌন্দর্যের সঙ্গে তোমার প্রাণেরও সৌন্দর্য নষ্ট করেছিলে, তাহলেই রাজা তোমার সৌন্দর্য অধিক বাসনা করবেন।

১০। হে প্রিয়জন, তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, আমার কথা প্রাণকেই কেন্দ্র করছে। কেননা দেহের শারীরিক কদর্যতা কখনও সৌন্দর্যে পরিবৃত হতে পারবেই না; প্রভুই তো স্থির করেছেন, প্রকৃতি গতি ও পরিবর্তনের অধীন হবে না। কিন্তু প্রাণের বেলায় তেমন পরিবর্তন সহজ ও খুবই অনায়াসে লব্ধ। তেমনটা কেনই বা হয়? তা কেমন করে সম্ভব? প্রয়োজনীয়তার অধীন প্রকৃতির চেয়ে, প্রাণ ক্ষেত্রে বরং তা স্বাধীন বেছে নেওয়ারই ব্যাপার (৮)। অতএব, অঙ্গবিহীন ও একেবারে কদর্য প্রাণ হঠাৎ করে তা করতে ইচ্ছা করলে তবে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে; হ্যাঁ, সেই প্রাণ সৌন্দর্যের চূড়ায় আরোহণ করতে পারে ও পুনরায় শোভন ও কমনীয় হয়ে উঠতে পারে; প্রাণ আবার অমনোযোগী হলে তবে পুনরায় চরম নিচু কদর্যতায় নিমজ্জিত হতে পারে। তাই, নবীর কথামত তুমি তোমার অতীতকাল, তোমার স্বজাতি ও তোমার পিতৃগৃহ ভুলে গেলে তবেই রাজা তোমার সৌন্দর্য অধিক বাসনা করবেন (৯)।

বিবাহ মহান রহস্য

১১। তুমি কি প্রভুর মঙ্গলময়তা দেখতে পেয়েছ? তবে, এখানে যা ঘটছে, তা যে আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি আধ্যাত্মিক বিবাহ বলে চিহ্নিত করেছি, তা এমনিই বা অকারণে হয়নি। কেননা, যে বিবাহ দৈহিক চোখে দেখা যেতে পারে, সেই বিবাহের ক্ষেত্রে, কনের পক্ষে কোন স্বামীর সঙ্গে মিলিতা হওয়া একেবারে সম্ভব নয় যদি-না কনে নিজের পিতামাতাকে ও যারা তাকে লালন-পালন করেছে তাদের কথা ভুলে না যায়; হ্যাঁ, ব্যাপারটা একেবারে সম্ভব নয়, যদি-না কনে নিজের সম্পূর্ণ ও গোটা ইচ্ছাকে তারই হাতে তুলে না দিয়ে থাকে যে তার বর হিসাবে তার সঙ্গে মিলিত হবে। এজন্য, বিবাহ ক্ষেত্রে, প্রেরিতদূত তা রহস্য বলে অভিহিত করলেন। কেননা, 'এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীতে আঁকড়ে থাকবে এবং সেই দু'জন এক-মাংস হবে' বলার পর তিনি এই বন্ধনের শক্তি বিষয়ে ভেবে বিস্ময়ে বলে উঠলেন, *এই রহস্য মহান* [১০]।

১২। হ্যাঁ, কেননা বিবাহ সত্যিই মহান। বিবাহে যা ঘটে সেটার প্রকৃতি যে কি, কোন্ মানব-বিবেচনা তা ধরতে পারবে যখন একজন এটা ভাবে যে, যাকে মাতৃ দুধে পোষণ করা হয়েছে ও ঘরে রাখা হয়েছে ও তেমন যত্নপূর্ণ লালন-পালনের যোগ্য হয়েছে, সেই যুবতী স্ত্রীলোক সহসা, এক ক্ষণেই, বিবাহ-ক্ষণে এসে পোঁছেই নিজের মাতৃ প্রসবযন্ত্রণা ও বাকি সমস্ত চিন্তা ভুলে যায়, নিজের পরিবার-জীবন ও ভালবাসার বন্ধন ভুলে যায়, এক কথায়, সবই ভুলে যায় ও নিজের সমস্ত ইচ্ছা তারই উপরে তুলে দেয় যাকে সে সেই রাতের আগে কখনও দেখেওনি? তার জীবন এত সম্পূর্ণরূপেই বদলে গেছে যে, সেসময় থেকে তার কাছে সেই পুরুষই সব; সে মনে করে সে-ই তার পিতা, তার মাতা, তার স্বামী ও সে-ই যেকোন আত্মীয় যার কথা উল্লেখ করা হোক না কেন। যাঁরা এত বছর ধরে তাকে যত্ন করে এসেছিলেন, সে তাঁদের কথা আর মনে করে না। এই দু'জনের মিল এমন অন্তরঙ্গ যা সেসময় থেকে তারা আর দু'জন নয়, তারা এক।

১৩। প্রথম গড়া মানুষ সেই আদম নবীতুল্য চোখ দিয়ে ঠিক তাই পূর্বদর্শন করে বলেছিলেন, *এর নাম নারী হবে, কেননা নর থেকেই তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীতে আঁকড়ে থাকবে এবং সেই দু'জন এক-*

মাংস হবে [১১]। একই কথা স্বামীর বেলায়ও বলা যেতে পারবে, কারণ সেই রাতে যে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তার সেই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ও সেই স্ত্রীতে আঁকড়ে থাকবার জন্য সেও নিজের পিতামাতা ও পিতৃগৃহ ভুলে গেছে। আরও, এই সংযোগের অন্তরঙ্গতা তুলে ধরার লক্ষ্যে পবিত্র শাস্ত্র 'সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে' না বলে বরং বলল, 'সে নিজের স্ত্রীতে আঁকড়ে থাকবে'। পবিত্র শাস্ত্র এতেও তুষ্ট হয়নি, বরং একথাও যোগ করল, 'এবং সেই দু'জন এক-মাংস হবে'। এজন্য খ্রিষ্টও এই সাক্ষ্য উপস্থাপন করে বললেন, '*সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু এক-মাংস* [১২]। এই সংযোগ ও আঁকড়ে থাকাটা এত অন্তরঙ্গ যে, সেই দু'জন এক-মাংস হয়। আমাকে বল, কোন্ বিচার-বিবেচনা একথা আবিষ্কার করতে পারবে? যা ঘটছে, কোন্ ধীশক্তি তা উপলব্ধি করতে পারবে? সারা বিশ্বের সেই ধন্য শিক্ষাগুরু যখন বলেছিলেন, এটা একটা রহস্য, তখন তিনি কি সঠিক ছিলেন না? এবং তিনি এমনিই বলেননি, এটা একটা রহস্য, কিন্তু বলেছিলেন, 'এই রহস্য মহান'।

১৪। তাই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার জগতে যখন এটা একটা রহস্য এমনকি মহান একটা রহস্য, তখন এই আধ্যাত্মিক বিবাহ ক্ষেত্রে একজন যথাযত ভাবে কী বলতে পারবে? যেহেতু এখানে সবকিছুই আধ্যাত্মিক ক্রম অনুযায়ী, সেজন্য তুমি এখন সতর্কতার সঙ্গে এটা লক্ষ কর যে, এখানে সবকিছু এমন ভাবে ঘটে যা ইন্দ্রিয়-ক্রমের চেয়ে একেবারে বিপরীত। দৈহিক চোখে দেখা বিবাহে কোন মানুষ নিজের স্ত্রী বলে কোনও স্ত্রীলোককে নিতে নিজেকে দিত না যদি-না প্রথমে সূক্ষ্মভাবে তার সৌন্দর্য ও দৈহিক কমনীয়তা বিষয়ে শুধু নয়, কিন্তু এর চেয়ে অধিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথা তার ধন-সম্পদই বিষয়ে নিজেকে অবগত না করত।

১৫। আধ্যাত্মিক বিবাহ ক্ষেত্রে এধরনের কিছুই নেই। কেন? কারণ এই রীতি-নীতি আধ্যাত্মিক ক্রম অনুযায়ী। নিজের কৃপায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের বর আমাদের প্রাণ পরিত্রাণ করতে ত্বরা করেন। একজন বিশ্রী বা দেখতে কমনীয় নয় বা গরিবের চেয়েও গরিব বা নিম্নজাত বা দাস বা সমাজচ্যুত বা পঙ্গু বা নিজের পাপের বোঝায় আক্রান্ত হলেও বর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভেদ করেন না, অতি জিজ্ঞাসুও হন না, কোন জবাবদিহিও দাবি করেন না। তিনি যে যে উপহার দান করেন, তা সবই হল প্রভুরই যোগ্য বদান্যতা

ও অনুগ্রহ। আমাদের কাছে তিনি কেবল একটা জিনিস চান, আমরা যেন অতীতকাল ভুলে যাই ও ভাবীকালের জন্য সদিচ্ছা প্রকাশ করি।

আধ্যাত্মিক বিবাহের চুক্তিপত্র ও উপহার

১৬। তুমি কি দেখতে পেয়েছ তাঁর অনুগ্রহ কেমন উদার? তুমি কি দেখতে পেয়েছ, যারা তাঁর আহ্বান শোনে তারা কোন্ ধরনের বরের সঙ্গে বিবাহিত? কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে তবে এসো, এই আধ্যাত্মিক বিবাহের ফলাফলও দেখি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রমে বিবাহ ক্ষেত্রে যেমন যৌতুক সংক্রান্ত দলিল কার্যকর করা হয় ও নানা উপহার আদান-প্রদান করা হয়, তথা বর উপহার আনে ও ভাবী কনে যৌতুক বিষয়ক চুক্তিপত্র আনে, তেমনি আধ্যাত্মিক বিবাহ ক্ষেত্রেও এটাই স্বাভাবিক যে, সেধরনের কিছু না কিছু ঘটবে। কেননা যুক্তি এমনটা দাবি করে যে, দেহ সংক্রান্ত বিষয় আত্মা সংক্রান্ত বিষয়কে অর্থাৎ ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম বিষয়কে স্থান দেবে (১৩)। তাই, সেই অনুসারে, এই বিবাহে যৌতুক-চুক্তিপত্র কী? বাধ্যতা ও বরের সঙ্গে স্থির করা চুক্তি ছাড়া অন্য কিছুই নেই। এবং বিবাহের আগে সেই বর যে যে উপহার আনেন, সেই উপহারগুলো কি? ধন্য পলের কথা শোন। তিনি তখনই তা দেখান যখন বলেন, 'স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য, যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই, বরং পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কই এক মণ্ডলী (১৪)।

১৭। তুমি কি তাঁর উপহারগুলোর বিশালতা দেখতে পেয়েছ? তুমি কি তাঁর ভালবাসার অনির্বচনীয় উদারতা দেখতে পেয়েছ? হ্যাঁ, খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন। কোন মানুষই তেমনটা করতে রাজি হত না, অর্থাৎ, যে তার কনে হতে যাচ্ছে, কোন মানুষই সেই স্ত্রীলোকের জন্য নিজের রক্ত প্রবাহিত করতে রাজি হত না। কিন্তু সেই দয়ালু প্রভু নিজের [ঐশ্বরিক] মঙ্গলময়তা অনুকরণ ক'রে কনের প্রতি নিজের একাগ্রতার খাতিরে এই মহৎ ও বিস্ময়কর যজ্ঞ মেনে নিলেন যাতে নিজের রক্ত দ্বারা তাকে পবিত্রা কনে করে তুলতে পারেন; যাতে বাপ্তিস্মের

জলপ্রক্ষালন দ্বারা তাকে পরিশুদ্ধ ক'রে নিজের সামনে গৌরবে সম্পূর্ণই বিভূষিতা মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন। এই লক্ষ্যে তিনি নিজের রক্ত প্রবাহিত করলেন ও ক্রুশ মেনে নিলেন, যাতে তা দ্বারা তিনি আমাদেরও কাছে বিনামূল্যেই পবিত্রতা দান করতে পারেন, নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারা আমাদের পরিশুদ্ধও করতে পারেন, ও যারা আগে সম্মানবিহীন ছিল ও ভরসার সঙ্গে কথা বলতে অক্ষমই ছিল কিন্তু এখন গৌরবময়, বিনা কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত-বিহীন হয়ে উঠেছে, তাদের তিনি যেন নিজের সামনে উপস্থিত করতে পারেন।

১৮। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, মণ্ডলীকে 'পরিশুদ্ধ ক'রে পবিত্র করে তোলার জন্য' ও 'নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা, ও কলঙ্ক বা বলিরেখা বিহীন মণ্ডলীকে উপস্থিত করার জন্য' বলায় তিনি আমাদের এ শিক্ষা দেন যে, এসব কিছুর আগে মণ্ডলী অশুচি অবস্থায়ই ছিল। তাই, হে খ্রিস্টের নব সৈন্যেরা, তোমরা এসব কিছু বিবেচনা কর ও তোমাদের নিজ নিজ অপকর্মের বিশালতা লক্ষ করো না, তোমাদের পাপকর্মের অত্যাধিকতাও গণনা করো না, বরং এসমস্ত বাণী চিন্তা কর ও যা কিছু কর তাতে টলমান হয়ো না। তোমরা তো প্রভুর দানশীলতা, তাঁর অনুগ্রহের প্রাচুর্য, তাঁর দানের মহত্ত্ব ভাল করেই জান। তোমরা যারা এখানে নাগরিকত্বে প্রবেশাধিকার পাবার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছ, এসো, সেই তোমরা সবাই সদিচ্ছার প্রাচুর্য দেখিয়ে এগিয়ে এসো। এখন পর্যন্ত যা কিছু করে এসেছ, তা সবই তোমাদের কাছ থেকে দূর করে দাও ও তোমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রমাণ কর, অতীতকাল বিষয়ে তোমরা একেবারে বিমুক্ত।

বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন

১৯। তবে তোমরা তো ভালই জান তোমরা কেমন মানুষ ও এটাও জান, প্রভু যখন নিজের কাছে তোমাদের এগিয়ে যেতে দেন, তখন তিনি তোমাদের কেমন অবস্থায় পান; তিনি তো আমাদের পাপকর্মও অনুসন্ধান করেন না, তোমাদের ভুলত্রুটির জন্যও বিচার আদায় করেন না। অতএব, তোমরা তোমাদের দেয় অবদান রাখ (১৫), তথা, তাঁর বিষয়ে শক্তিশালী বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ঘোষণা কর, তোমাদের ঠোঁটে শুধু নয় কিন্তু তোমাদের বুদ্ধির সঙ্গেও তা ঘোষণা কর। কেননা তিনি বলেন, *ধর্মময়তা লাভের জন্য মানুষ হৃদয়ে*

বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ লাভের জন্য সে মুখে স্বীকার করে [১৬]। কেননা এটাই দরকার যে, উপলব্ধি ভক্তিময় বিশ্বাসে শক্ত হয়ে স্থির হবে ও জিহ্বা নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারা মনের শক্ত দৃঢ়তাকে উপস্থাপন করবে।

২০। তাই, যেহেতু বিশ্বাস হল ধর্মভক্তির ভিত্তি, সেজন্য আমাকে এ বিশ্বাস সম্পর্কে তোমাদের কিছু কথা বলতে দাও যেন আমরা অবিনাশী ভিত্তি স্থাপন করতে পারি। তবেই আমরা নিরাপদে গোটা ঘর গাঁথতে পারব। তাই এটা সমীচীন যে, যারা আত্মার এই বিশেষ সৈন্যদলে নিবন্ধিত হয়েছে তারা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা যিনি, যিনি সবকিছুর কারণ, যিনি অনির্বচনীয় ও বোধগম্য নন, যাঁকে কথা দ্বারাও ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারাও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যিনি নিজের কৃপা ও মঙ্গলময়তায় সবই সৃষ্টি করেছেন, তারা বিশ্বের সেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবে [১৭]।

২১। যিনি তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র, আমাদের প্রভু, যিনি সব দিক দিয়ে পিতার এমন সাদৃশ্যে সদৃশ ও সমতুল্য যা অপরিবর্তনীয়, যিনি পিতার সমসত্তার অধিকারী কিন্তু নিজের হিপোস্তাসিসে [আমাদের কাছে] জানা, যিনি পিতা থেকে এমন ভাবে বের হয়ে এগিয়ে চলেন যা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, যিনি কাল শুরু হওয়ার পূর্বে ছিলেন ও সমস্ত যুগের স্রষ্টা, যিনি পরবর্তী কালে আমাদের পরিত্রাণের জন্য দাসের অবস্থা ধারণ করলেন ও মানুষ হলেন, মানব স্বরূপে বসবাস করলেন, ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন, তারা সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করবে [১৮]।

২২। বিশ্বাসের এই সূত্রগুলো তোমাদের মনে সঠিক ভাবে স্থির করা দরকার যাতে তোমরা দিয়াবলের প্রতারণা দ্বারা সহজে পরাভূত না হও। কিন্তু, আরিউসপন্থীরা তোমাদের ভোলাতে ইচ্ছা করলে তবে তোমাদের এবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে জানা উচিত যে, ওরা যা বলে, ওদের সেই সমস্ত কথায় তোমাদের কান একেবারে বন্ধ করা দরকার। ওদের কথায় তোমরা আশ্বাস ভরে উত্তর দাও, ও ওদের দেখাও যে, পুত্র সত্তায় পিতার সমতুল্য। কেননা সেই পুত্র নিজেই বলেছিলেন, *পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন* [১৯], এবং সবকিছুতে তিনি দেখান, তিনি পিতার সঙ্গে একই প্রতাপের অধিকারী। এবং অপর দিকে যদি সাবেল্লিউস ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা হিপোস্তাসিস ত্রয়

একটামাত্র হিপোস্তাসিসে একীভূত করে যথার্থ ধর্মতত্ত্ব ধ্বংস করতে ইচ্ছা করে, তাহলে, হে আমার প্রিয়জনেরা, তার বিরুদ্ধেও তোমাদের কান রুদ্ধ কর ও তাকে শেখাও যে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সত্তা এক, কিন্তু তিনটা হিপোস্তাসিস আছেন। কেননা পিতাকেও পুত্র বলে ও পুত্রকেও পিতা বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়, এবং পবিত্র আত্মাকেও পবিত্র আত্মা বলে ছাড়া অন্য কিছু বলে অভিহিত করা সম্ভব নয়। এক একজন নিজ নিজ হিপোস্তাসিসে থেকে যান, কিন্তু এক একজন সমপ্রতাপের অধিকারী (২০)।

২৩। এটাও তোমাদের দৃঢ়ভাবে মনে রাখা দরকার যে, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রের সমযোগ্যতার অধিকারী। খ্রিষ্ট নিজের শিষ্যদের বললেন, *সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* (২১)।

২৪। তুমি কি সেই যথার্থতা লক্ষ করেছ যা দিয়ে খ্রিষ্ট এই সত্য বিষয়ে সাক্ষ্য দেন? তুমি কি লক্ষ করেছ তাঁর শিক্ষা কেমন দ্ব্যর্থহীন? কেউই যেন এখন থেকে তোমার মন বিরক্ত না করে, কেননা এমন কেউ আছে যে, নির্ভুল ও যথার্থ সত্য উলট পালট করার লক্ষ্যে তার নিজের যুক্তির যত অনুসন্ধান মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বে আনে (২২)। তোমাকে ধ্বংস করতে পারে তেমন নেশা তুমি যেমন এড়াও, তেমনি সেই ধরনের মানুষদের সাহচর্যও এড়াও। কেননা এই মানুষেরা বিষাক্ত নেশার চেয়ে আরও বেশি বিপজ্জনক। নেশা কেবল দেহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে; এই মানুষেরা প্রাণের প্রকৃত পরিত্রাণ ধ্বংস করে। এজন্যই এই মানুষদের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু থেকেই এড়ানো উচিত, বিশেষভাবে সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত তোমরা, কালক্রমে, আত্মার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তথা পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্যবাণী দিয়ে নিজেদের দৃঢ় করে তোলার পর তাদের নির্লজ্জ জিহ্বা কেটে ফেলতে সক্ষম হও।

খ্রিষ্টের জোয়াল আঁকড়িয়ে ধর

২৫। আমরা ইচ্ছা করি, মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্ব ক্ষেত্রে তোমরা ঠিক এধরনের কঠোরতাই দেখাবে, এবং আমরা ইচ্ছা করি, তোমরা সেই ধর্মতত্ত্বগুলো দৃঢ়ভাবেই মনে স্থির রাখবে। এটাও সমীচীন যে, যারা তেমন বিশ্বাস প্রকাশ করে তারা নিজেদের সদাচরণ দ্বারা

উজ্জ্বল হবে। ফলত, যারা সেই রাজকীয় উপহার পাবার যোগ্য হতে যাচ্ছে, আমার পক্ষে এবিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন, যেন তোমরা জানতে পার যে, গুরুতম এমন কোন পাপকর্ম নেই যা প্রভুর বদান্যতা জয় করতে পারে। একজন দুশ্চরিত্র হোক, বা ব্যভিচারী বা কামুক বা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কামললুপ বা বেশ্যার সঙ্গী, বা চোর বা পরের প্রতারক বা পানাসক্ত, বা মূর্তিপূজক হোক না কেন, সেই পাপী মানুষ কেবলমাত্র যথার্থ সঙ্কল্প দেখালেও সেই উপহারের প্রভাব ও প্রভুর ভালবাসা এসমস্ত পাপকর্ম বিলীন করার জন্য ও যেকোন পাপীকে সূর্যের রশ্মিমালার চেয়েও উজ্জ্বলতর করার জন্য যথেষ্টই মহৎ।

২৬। তাই তোমরা বিবেচনা করে দেখ দয়ালু ঈশ্বরের এই উপহার যে কেমন অপরিসীম, ও অসৎ কর্ম পরিহার করার জন্য আগে থেকে নিজেদের তৈরি করে সৎকর্মই কর। নবী নিজে আমাদের প্রেরণা দিয়ে বলেন, *কুকর্ম থেকে সরে যাও, সৎকর্ম কর* (২৩)। এমনকি খ্রিষ্ট নিজেই গোটা মানবজাতিকে উদ্দেশ করে বললেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* (২৪)।

২৭। তোমরা কি তাঁর মঙ্গলময়তার প্রাচুর্য দেখতে পেয়েছ? তাঁর আহ্বানের বদান্যতা দেখতে পেয়েছ? তিনি বলেন, 'তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো'। তাঁর আহ্বান কৃপাই জনিত আহ্বান, তাঁর মঙ্গলময়তা বর্ণনার অতীত। তোমরা সকলে আমার কাছে এসো: শাসনকর্তারা শুধু নয় তাদের অধীনস্থেরাও আহূত, ধনী যারা তারা শুধু নয়, কিন্তু গরিবেরাও আহূত, স্বাধীন মানুষ শুধু নয় কিন্তু ক্রীতদাস যারা তারাও আহূত, পুরুষলোক শুধু নয় কিন্তু স্ত্রীলোকেও আহূত, যুবকেরা শুধু নয় কিন্তু বৃদ্ধেরাও, সুস্থ যারা তারা শুধু নয় কিন্তু পঙ্গু ও অঙ্গহীন যারা তারাও আহূত: তিনি বলেন, তোমরা সকলেই এসো। কেননা এগুলোই হল প্রভুর উপহার; তিনি ক্রীতদাস ও স্বাধীন মানুষের বা ধনী ও গরিবের মধ্যকার ব্যবধান রাখেন না বরং সেসমস্ত অসমঞ্জস্য দূর করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, 'তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলেই এসো'।

২৮। এবং তুমি লক্ষ কর তিনি কাকে ডাকেন। যারা আইন ভাঙতে ভাঙতে নিজেদের শক্তি বিলীন করে এসেছে, যারা নিজেদের পাপকর্মে ভারাক্রান্ত, যারা

নিজেদের মাথা উঁচু করতে আর সক্ষম নয়, যারা লজ্জায় ভরা, যারা আর কথা বলতে পারে না, তাদেরই তিনি ডাকেন। তিনি কেন এদেরই ডাকেন? তিনি তাদের কাছে কৈফিয়ত দাবি করেন এমন নয়, তাদের বিচারালয়ে দাঁড় করাবেন এমনও নয়। তবে কেন? তাদের ব্যথা থেকে তাদের নিস্তার করার জন্য, তাদের ভারী বোঝা হরণ করার জন্যই তিনি তাদের ডাকেন। কেননা পাপের বোঝা বাদে আর কোন্ বোঝা বেশি গুরুতর? আমরা এ বোঝা বিষয়ে আমাদের চোখ সহস্রবার অন্ধ করলেও, আমরা আমাদের এ বোঝা জগতের চোখ থেকে লুকোতে চেষ্টা করলেও পাপের এই বোঝা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিবেক জাগায়, সেই যে বিবেক এমন বিচারক যাকে ঘুষ দেওয়া চলে না। তেমন বিচারক-ভূমিকায় বিবেক আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় [২৫] ও আমাদের উপরে অশেষ ব্যথা হানা কখনও শেষ করে না, ঠিক এমন জল্লাদের মত যে মনেই আমাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও শ্বাসরুদ্ধ করে ও তেমনটা ক'রে আমাদের দেখায় আমাদের পাপকর্ম কেমন বিশাল। তিনি বলেন, 'তোমরা যারা পাপের দ্বারা মাটিতে চাপা, যারা বোঝার নিচেই যেন অবনমিত, আমি তোমাদের স্বস্তি দেব; তোমাদের পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করব। তোমরা শুধু আমার কাছে এসো।' করুণাপূর্ণ এই ডাকে বধির কান দেবার মত কার্ হৃদয় এত কঠিন ও অদম্য?

২৯। তারপর, তিনি কেমন করে বিশ্রাম দেন তেমন শিক্ষা আমাদের দান করার জন্য তিনি বলে চলেন, *আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও* [২৬]। তিনি বলেন, তোমরা আমার জোয়ালের নিচে এসে। কিন্তু 'জোয়ালের' কথা শুনে ভয় পেয়ো না; কেননা সেই জোয়াল ঘাড়ে ঘসে না, তোমাদের মাথাও নত করে না, বরং এই জোয়াল তোমাদের উচ্চচিন্তা ধারণ করতে শেখায় ও প্রজ্ঞার সত্যকার অনুসন্ধান সম্পর্কে তোমাদের সুশিক্ষিত করে তোলে। আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও ও শিখে নাও। তোমরা শুধু আমার জোয়ালের নিচে এসো, তবেই শিখবে। শিখে নাও, অর্থাৎ কান পেতে শোন যাতে আমার কাছ থেকে শিখতে সক্ষম হতে পার। আমি তোমাদের কাছ থেকে খুবই দুর্বহ কিছুই খোঁজ করি না। দাস যে তোমরা প্রভু এই আমার অনুকরণ কর; তোমরা যারা মাটি ও ছাই, সেই আমারই অনুকারী হও, সেই আমি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি

করেছি ও তোমাদের গড়েছি। তিনি বলেন, *আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়* (২৭)।

কোমল ও নম্রহৃদয় মানুষের পরিচয়

৩০। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, প্রভু কেমন করে আমাদের কাছে নেমে আসেন? তুমি কি তাঁর অসীম কৃপা দেখতে পেয়েছ? তিনি তো আমাদের কাছে দুর্বহ বা পীড়াকর কোন দাবি রাখেন না। তিনি তো বলেননি, 'আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি অলৌকিক কাজ সাধন করেছি, মৃতদের জাগিয়ে তুলেছি, বিস্ময়কর কর্ম দেখিয়েছি': এসব এমন কিছু যা কেবল তাঁর প্রতাপেরই অধিকার। তবে তিনি কি বললেন? *আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে* (২৮)। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ এই জোয়াল কেমন বড় আশীর্বাদ ও সুবিধা? তাই, যে কেউ এই জোয়ালের অধীনে আসতে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে, যে কেউ প্রভুর কাছ থেকে কোমল ও নম্রহৃদয় হতে শিখেছে, সেই নিজের প্রাণের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম পাবে। কেননা এটাই পরিত্রাণের সার কথা। যে কেউ এ সদ্‌গুণ অর্জন করেছে, সে এখনও মাংসে জড়ানো থাকলেও জড়-নয় এমন প্রভাব দ্বারা জয়ী হতে ও নিজের বর্তমান জীবনের সঙ্গে যত সংযোগ থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হবে।

৩১। কেননা যে কেউ প্রভুর কোমলতা অনুকরণ করে সে ধৈর্য হারাবে না, নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াবে না। কেউ তাকে আঘাত করলেও সে বলবে, *অন্যায় যদি বলে থাকি, তবে অন্যায় কোথায়, তার সাক্ষ্য দাও; কিন্তু যদি ন্যায্য কথা বলে থাকি, তবে আমাকে কেন মারছ?* (২৯)। যে কেউ তাকে বলে, তাকে অপদূতে পেয়েছে, সে উত্তরে বলবে, *আমাকে কোন অপদূতে পায়নি* (৩০); এবং তার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ তুলে দেওয়া হয়েছে সেগুলোর একটাও তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। তেমন মানুষ বর্তমান জীবনের সমস্ত গৌরব অবজ্ঞা করবে; দৃশ্য জগতের কোন কিছুই তার উপর জয়ী হতে পারবে না, কেননা এখন থেকে সে আলাদা চোখ দিয়েই সবকিছু দেখবে। যে মানুষ নম্রহৃদয়, সে নিজের প্রতিবেশীর সম্পদ কখনও ঈর্ষার চোখে দেখতে পারবে না। সে চুরি করবে না, প্রতারণাও করবে না, ঐশ্বর্যকেও আকাঙ্ক্ষা করবে না, কিন্তু নিজের

প্রতিবেশীর প্রতি মহা করুণা দেখিয়ে নিজের অধিকৃত সম্পদও ত্যাগ করবে। তেমন মানুষ পরের বিবাহও বিপন্ন করবে না। যেহেতু সে খ্রিষ্টের জোয়াল কাঁধে নিয়েছে এবং কোমল ও নম্রহৃদয় হতে শিখেছে, সেজন্য সে প্রভুর পদক্ষেপে তাঁর অনুসরণ করবে ও সমস্ত বিষয়ে সমস্ত সদ্‌গুণ প্রকাশ করবে।

৩২। সুতরাং, এসো, সেই সুবহ জোয়াল কাঁধে তুলে নিই ও নিজ নিজ লঘুভার বোঝা উচ্চ করি, যাতে আমরাও বিশ্রাম পেতে পারি। যে কেউ এই জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছে, তার পক্ষে অতীত জীবনাচরণ ভুলে যাওয়া ও নিজের চোখের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা প্রভু বলেন, *যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে* [৩১]। তাই আমাদের উচিত চোখের উপরে প্রহরী দেওয়া পাছে মৃত্যু চোখের মধ্য দিয়ে অনুপ্রবেশ করে। আমাদের চোখের উপরে শুধু নয়, আমাদের জিহ্বার উপরেও কড়া লক্ষ রাখা উচিত। কেননা *অনেকে খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল, কিন্তু আরও বেশি মারা পড়ল জিহ্বার কারণে* [৩২]। অন্যান্য ভাবাবেগ জন্ম নেওয়া মাত্র আমাদের সেগুলো উচ্ছেদ করতে হবে ও আমাদের মন শান্ত করতে হবে; উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ, ক্ষোভ, শত্রুভাব, শঠতা, অন্যায় বাসনা-কামনা ও সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের দূর করে দিতে হবে; মাংসের সেই সমস্ত কর্মফলও দূর করে দিতে হবে যা প্রেরিতদূত অনুসারে হল *যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, অন্যায় কামনা-বাসনা, মাতলামি, নেশা* [৩৩]।

৩৩। সুতরাং আমাদের উচিত আমাদের প্রাণ থেকে এই সমস্ত রিপু জোর করে দূর করে দেওয়া ও [পবিত্র] আত্মার ফল তথা ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, শালীনতা, আত্মসংযম অর্জন করার জন্য আগ্রহী হওয়া [৩৪]। আমরা যদি ধর্মভক্তির শিক্ষা [৩৫] গান করতে করতে আমাদের মন অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশুদ্ধ করি, তাহলে আগে থেকে নিজেদের প্রস্তুত ক'রে এখন থেকে তাঁর সেই মহাদান গ্রহণ করার জন্য ও দেওয়া সেই সমস্ত কিছু রক্ষা করার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলব।

নারীর প্রকৃত সাজসজ্জা

৩৪। তারপর, বাহ্যিক অলঙ্করণ ও দামী কাপড় বিষয়ে যেন আর কোন চিন্তা না থাকে, বরং আমাদের সমস্ত আগ্রহ আমাদের প্রাণ সুন্দর করার জন্য ধাবিত হোক, যাতে আমাদের প্রাণ উজ্জ্বলতর সৌন্দর্যে দীপ্তিময় হয়। রেশমী সুতোর কাপড়ের দিকে মনোযোগ দিয়ো না, সোনার কণ্ঠহারের দিকেও নয়। কেননা সারা বিশ্বের সেই শিক্ষাগুরু যিনি নারীদের স্বভাবের দুর্বলতা ও তাদের ইচ্ছাশক্তির অস্থিরতার সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন, তিনি এসমস্ত বিষয়ে আদেশ দেওয়ায় দ্বিধা করেননি। তিনি যে এবিষয়ে শিক্ষা দান করায় অস্বীকার করেননি, কেন আমি একথা বলছি? নারী তোমাদেরই কাছে তোমাদের সাজসজ্জা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গিয়ে তিনি কি চিৎকার করে একথা বললেন না? তথা, *চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়* (৩৬)। এসব কিছু কি এমন একটা শিক্ষা নয় যা নিজেদের সজ্জিতা করার বাসনা সংক্রান্ত ও যারা তোমাদের দিকে তাকায় তাদের কাছ থেকে প্রশংসা অর্জন করা সংক্রান্ত? তোমাদের প্রশংসা ও সম্মান করার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গী মানুষদের শুধু নয়, কিন্তু বিশেষভাবে বিশ্বপ্রভুকেই আহ্বান করব।

৩৫। যেহেতু পল চুল বাঁধার কায়দা, সোনা-মুক্তা, দামী কাপড়ের উপর নির্ভরশীল নারী-সাজসজ্জা বাদ দিয়েছেন, সেজন্য এসো, এবার দেখি কোন্ অলঙ্কারে তিনি নারীদের সজ্জিত করেন। কেননা, সেই যে সোনার অলঙ্কার ও কাপড় দিয়ে নারীরা নিজেদের সজ্জিত করে, যারা সেগুলো পরিধান করে সেগুলো যদিও তাদের ক্ষণিক আনন্দ আনে, তবু সেগুলো কি অল্পক্ষণের পরে জীর্ণ হয় না? কেন আমি বলছি, সেগুলো জীর্ণ হয়ে যায়? সময়কাল সেগুলোকে জীর্ণ করার আগেও সেগুলো হিংসুকদের চোখ উত্তেজিত করে ও অপকর্মাদের হাত চুরির দিকে ফেরায়। কিন্তু যে অলঙ্কারে পল নারীদের সজ্জিত করেন, সেটা চুরি হতে পারে না, জীর্ণও হয় না, বরং আমাদের সঙ্গে ইহলোকে বসবাস ক'রে ও পরবর্তীকালে আমাদের সঙ্গে চলে গিয়ে চিরকাল ধরে থেকে যায়। হ্যাঁ, সেই পরিচ্ছদ আমাদের প্রচুর ভরসা যুগিয়ে দেয়।

৩৬। তথাপি আমাদের উচিত প্রেরিতদূতের প্রকৃত কথা শোনা। তবে তিনি কি বলেন? *ভক্তি-ব্রতিনী নারীদের যেমন শোভা পায়, শুভকর্মেই তারা সজ্জিতা হোক* (৩৭)।

তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের বিশ্বাস-স্বীকারের যোগ্য হও ও শুভকর্মেই নিজেদের সজ্জিতা কর। যে যে শুভকর্ম তোমরা সাধন কর, সেগুলো তোমাদের বিশ্বাস-স্বীকারের অনুকরণ করুক; তোমরা যখন ভক্তি-ব্রতিনী, তখন তিনি যাতে প্রীত তাই কর অর্থাৎ শুভকর্ম সাধন কর। 'শুভকর্ম' শব্দের অর্থ কি? তিনি সদ্‌গুণাবলির সেই গোটা সংগ্রহকেই বোঝান যেমন, এজগতের প্রতি অবজ্ঞা, আসন্ন জগতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বর্যের প্রতি ঘৃণা, গরিবদের প্রতি দানশীলতা, শালীনতা, কোমলতা, প্রজ্ঞা-অনুসরণ, শান্তি-প্রশান্তিতে আমাদের প্রাণ রক্ষা করা, এ বর্তমান জীবনের গৌরবের সামনে উদ্বিগ্ন না হওয়া বরং আমাদের দৃষ্টি ঊর্ধ্বের দিকে নিবদ্ধ রাখা যাতে আমরা সবসময়ই স্বর্গের বিষয়ে চিন্তিত থাকি ও ভাবী গৌরবের বাসনা করি [৩৮]।

৩৭। যেহেতু আমি বিশেষভাবে নারীদেরই উদ্দেশ করে কথা বলছি, সেজন্য আমি তাদের কাছে অন্য ক'টা সুপারিশ রাখতে ইচ্ছা করি। আমি ইচ্ছা করি, নারী যে তোমরা যেন যত ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে বিরত থাক; কেমন যেন তোমরা বাড়তি কিছু যোগ না করলে নির্মাণকর্তার কাজ অপূর্ণ থেকে যায়, এইভাবে নির্মাণকর্তাকে অপমান করো না। কেননা, হে নারী, তুমি আসলে কি করতে চেষ্টা করছ? লাল রং ও কাজল লাগিয়ে তুমি তো তোমার প্রকৃতিগত সৌন্দর্যও বাড়াতে পার না, তোমার প্রকৃতিগত কদর্যতাও পরিবর্তন করতে পার না, তাই না? এসমস্ত কিছু তোমার মুখের সৌন্দর্যকে কিছু যোগ করে না, কিন্তু তোমার প্রাণের সৌন্দর্যকে নষ্ট করবেই। কেননা এই সমস্ত কৃত্রিমতা তোমার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া, যুবকদের দৃষ্টি উত্তেজিত করায় ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের চোখ নিজের দিকে আকর্ষণ করায় তুমি তো নিজের উপরে প্রচুর আগুন জমাচ্ছ; সেই সকলকে পূর্ণ ব্যভিচারী করায় তুমি তাদের অধঃপতন নিজের মাথায় আনছ।

৩৮। এ অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা সমীচীন ও উপকারী। কেননা যে যে নারী এই অনিষ্টকর অভ্যাসের থাবায় ধরা পড়ে রয়েছে তারা যদি এ প্রসাধনী-ব্যবহার বন্ধ করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে, যখন তারা প্রার্থনালয়ে আসে, তখন অন্তত তারা যেন সেইসব ব্যবহার না করে। আমাকে বল, যখন তুমি গির্জায় আস, তখন কেন তুমি এইভাবে নিজেকে সাজাও? তুমি তো ঈশ্বরের উপাসনা করতে ও তোমার পাপকর্মের

প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করতেই এসেছ [৩৯]। তিনি কি এই সৌন্দর্যকে দাবি করছেন? না। তিনি অভ্যন্তর থেকেই আগত সৌন্দর্যকে খোঁজ করছেন, তিনি তোমার সৎকর্মে ব্যক্ত সক্রিয়তাকেই দাবি করছেন, তিনি অর্থদান, আত্মসংযম, অনুতাপ ও কড়া বিশ্বাসই বাসনা করছেন। কিন্তু তুমি এসমস্ত সদ্‌গুণ ছেড়ে দিয়েছ; তুমি গির্জাঘরেও অসতর্ক বহুজনকে হোঁচট খাওয়াতে চেষ্টা করছ। এ ধরনের কর্ম কোন্‌ বাজের শাস্তির যোগ্য? তুমি বন্দরে এসে পৌঁছেছ ও তোমার নিজের নৌকাডুবি ঘটাচ্ছ। তোমার ক্ষত যেন নিরাময় হয় তুমি সেজন্য চিকিৎসকের কাছে আসছ ও সেই ক্ষতগুলো আরও গুরুতর করার পর চলে যাচ্ছ। এর পর তোমার জন্য আর কেমন ক্ষমা থাকবে? অতীতকালে যদি কোন নারী নিজের পরিত্রাণ বিষয়ে অসতর্ক হয়ে থাকে, এখন অন্তত তাদের পরামর্শ দেওয়া হোক যেন এই লজ্জাকর অভ্যাস বন্ধ করে দেয়। যখন প্রেরিতদূত দামী কাপড় ব্যবহার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা করেছিলেন, তখন তিনি অবশ্যই প্রসাধনী ও কাজল ব্যবহার আরও বেশি নিষেধ করতেন।

লক্ষণ, শপথ ও প্রদর্শনী-অনুষ্ঠানের বিপক্ষে

৩৯। এরপর আমি সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যেন নর-নারী উভয়েই লক্ষণ ও কুসংস্কার একেবারে পরিহার করে। গ্রীকদের, ও ভ্রান্তির থাবায় যারা এখনও বন্দি, তাদের এই নির্বোধ অভ্যাস, যেমন কাকের ডাক, ইঁদুরের চিঁ-চিঁ, ও কড়িকাঠের ক্যাঁচক্যাঁচের শব্দ বিষয়ে তোমাদের এই মাথা ঘামানো; যারা লজ্জাকর জীবন যাপন করে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে আনন্দ করা কিন্তু ধর্মপ্রাণ ও ভক্তপ্রাণ মানুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পরিহার করা কেমন যেন সেই ধর্মপ্রাণেরাই তোমার অগণন অমঙ্গলের কারণ! দেখ কতগুলোই না সেই দিয়াবলের ফন্দি। সে তো শুধু এতে তুষ্ট নয় যে আমরা সদ্‌গুণাবলি-বঞ্চিত ও রিপু-প্রবণ হব, কিন্তু তাছাড়া সে আমাদের অন্তরে সদ্‌গুণাবলির প্রতি এমন বিতৃষ্ণা অনুপ্রবেশ করাতে চেষ্টা করে যা তাদেরই কাছ থেকে আমাদের সরিয়ে দেবে যারা সেই সদ্‌গুণাবলির অন্বেষণ করে। আরও, আমরা যে দুষ্টামির অনুসরণ করব, সে শুধু তা ইচ্ছা করে না, কিন্তু দুষ্টামির সঙ্গে দেখা করায় আমাদের খুশি করার মাধ্যমে সে সেই দুষ্টামিতে আমাদের অভ্যস্ত করায় আগ্রহী ও চিন্তিত।

৪০। তোমরা এমনটা মনে করো না যে এসব কিছু অর্থশূন্য ও খুঁটিনাটি ব্যাপার মাত্র। না, এসমস্ত কিছু তোমাদের প্রাণকে অন্ধকারময় ক'রে অনিষ্টের গহ্বরে নিমজ্জিত করতে পারে। ছোট-খাটো বিষয়ে তোমাদের হোঁচট খাওয়ানো, এটাই দুষ্ট অপদূতের পরিকল্পনা। কিন্তু হে খ্রিষ্টের নব সৈন্য নর-নারী যে তোমরা, (হ্যাঁ, খ্রিষ্টের সেনাদল লিঙ্গের কোন পার্থক্য মানে না), এখন থেকে তোমরা এধরনের যেকোন অভ্যাস প্রত্যাহার কর, কারণ তোমরা বিশ্বের রাজাকে গ্রহণ করতে উদ্যত হচ্ছ। নিজেদের মন এমনভাবেই পরিশুদ্ধ কর যাতে কোন অশুচিতা তোমাদের চিন্তা অন্ধকারাচ্ছন্ন না করে।

৪১। কারও শত্রু থাকলে, সে পুনর্মিলিত হোক; তত পাপকর্ম-সাগরে বিহ্বল হয়েও সে সেই মহৎ মঙ্গল বিবেচনা করুক যা প্রভুর কাছ থেকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে; নিজের বিরুদ্ধে কৃত তার প্রতিবেশীর অপরাধ সবই ক্ষমা করুক। কেননা পবিত্র শাস্ত্র বলে, *প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কেউই মনে মনে দুরভিসন্ধি করবে না* [৪০]। তাই, যে কেউ সঞ্চিত সুদ সহ ঋণপত্রের অধিকারী, সে সেটাকে টুকরো টুকরো করুক; কেননা লেখা আছে, *অন্যায্য চুক্তি টুকরো টুকরো কর* [৪১]। ব্যাপারটা সহজ ভাষায় বললে, নিজের দানশীলতা দেখানোতেই সে-ই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, যাতে প্রভুর কাছ থেকে মহৎ দানশীলতা গ্রহণ করতে পারে।

৪২। সর্বোপরি, শপথ ক্ষেত্রে তোমাদের জিহ্বাকে নিজেকে শুচি রাখতে শেখাও। আমি শুধু এমন শপথের কথা বলছি না যেগুলো মিথ্যা শপথ, কিন্তু সেগুলোর কথাও বলছি যেগুলো চিন্তা-ভাবনা না করে ও বৃথাই করা শপথ, কেননা এগুলো তাদেরও ক্ষতি করে যারা সেই শপথ করে। *বলা হয়েছিল, প্রভু আমাদের বলেন, "তুমি মিথ্যা শপত করবে না" ইত্যাদি; কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, আদৌ শপথ করো না* [৪২]। তুমি তো শুনেছ, প্রভু আদৌ শপথ না করতে বলেছেন; সুতরাং, প্রভু যা আদেশ করেছেন, এখন থেকে তোমরা সেই বিষয়ে তর্ক করা পরিহার কর, কিন্তু যিনি সেই আদেশ করেছেন তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাও ও তোমাদের মন সম্পূর্ণরূপে শুচীকৃত কর।

৪৩। এমন কেউই যেন না থাকে যে ঘোড়দৌড় ও নাট্যশালার ধর্মবিরুদ্ধ প্রদর্শনীর সপক্ষে কথা বলে, কেননা এসব কিছু উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ইন্ধন যোগায়; সেই নিষ্ঠুর পছন্দের কথাও বর্জিত হোক যা বন্যজন্তু ও মানুষদের মধ্যে লড়াই থেকে উদ্গত।

কেননা তোমার মত একই প্রকৃতির অংশভাগী একটা মানুষ যে হিংস্র পশু দ্বারা অঙ্গহীন হবে, তেমন দৃশ্যে কেমন পছন্দ থাকতে পারে? এবিষয়ে বলা যেতে পারে, তুমি নিজেই সেই পশুর দাঁত ধারাল করছ। তোমার চিৎকারে তুমিই সেই নরহত্যায় ব্যক্তিগত অংশ নিচ্ছ; হ্যাঁ, হয় তো তোমার হাত দিয়ে নয়, কিন্তু তোমার জিহ্বা দিয়ে তুমিও তাতে দায়ী।

খ্রিষ্টিয়ান নাম সম্মান কর

৪৪। আমি অনুনয় করছি: তোমাদের পরিত্রাণ বিষয়ে অসতর্ক হয়ো না। তোমার মর্যাদার কথা ভেবে লজ্জায় লাল হও। যখন মানুষ মানব মর্যাদা সম্মান করে, তখন, যা কিছু সেই মর্যাদার উপর অসম্মান চাপিয়ে দেয়, সে সেইসব কিছু বারে বারেই প্রত্যাখ্যান করে। সেই অনুসারে, তুমি যখন তেমন মহৎ মর্যাদা অর্জন করতে যাচ্ছ, তখন তোমাকে কি এতে চিন্তিত হতে হবে না যে, তুমি তেমন মর্যাদার যোগ্য হবে? এবং এই মর্যাদা মহৎ একটা মর্যাদা; এমন মর্যাদা যা এ বর্তমান জীবনকালের সঙ্গে থাকবে ও পরকালে তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে। এ মর্যাদা কী? এখন থেকে তুমি ঈশ্বরের কৃপায় খ্রিষ্টিয়ান ও বিশ্বস্তদের একজন বলে অভিহিত হবে (৪৩)। এখানে একটামাত্র মর্যাদা রয়েছে এমন নয়, দু'টোই রয়েছে। সম্প্রতিকালে তুমি খ্রিষ্টকে পরিধান করবে। তোমাকে সবকিছুতে এই চেতনায় ব্যবহার করতে হবে ও সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তিনি সর্বস্থানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

৪৫। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, গণপ্রশাসনে নিযুক্ত যাঁরা, যেহেতু তাঁরা এমন পোশাক পরেন যা তাঁদের মর্যাদার অনুযায়ী রাজকীয় চিহ্ন বহন করে, সেজন্য তাঁরা সবার উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র হন ও সসম্মান-দেহরক্ষী-সুবিধা উপভোগ করেন। তাই, যখন তেমন মানুষেরা নিজেদের পোশাকে রাজকীয় চিহ্নাদি বহন করেন বলে শ্রদ্ধার পাত্র হতে ইচ্ছা করেন, তখন তোমার বেলায় এটা আরও কতই না বেশি হওয়া উচিত, তুমি যে স্বয়ং খ্রিষ্টকে পরিধান করতে যাচ্ছ। পবিত্র শাস্ত্র বলে, *আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন ঈশ্বর* (৪৪)।

৪৬। তাই তোমরা দিয়াবলের এসমস্ত অনিষ্টকর ফাঁদ এড়াও ও মণ্ডলীতে তোমাদের প্রবেশের চেয়ে অন্য কিছুই যোগ্যতর বলে গণ্য করো না। আহারত্যাগ ও অনিষ্টত্যাগের পাশাপাশি, এসো, সদ্‌গুণের প্রতি মহৎ আগ্রহ পোষণ করি। এসো, সারা দিন প্রার্থনা ও ধন্য-স্তুতিবাদে, পাঠে ও হৃদয়বিদারণে (৪৫) উদ্‌যাপন করি; আমাদের সমস্ত ধর্মাগ্রহ এমনভাবে ধাবিত হোক যার ফলে আমাদের কথাবার্তা আধ্যাত্মিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। আমাদের অধিক সতর্ক হতে হবে পাছে সেই ধূর্তজনের ফাঁদে ধরা পড়ি (৪৬)। কেননা যখন একটামাত্র অসার কথার জন্য আমাদের বিচারাধীন হতে হবে, তখন অসময় অসারতা ও জাগতিক কথাবার্তার জন্য ব্যাপারটা আরও কতই না গুরুতর হবে?

৪৭। তাই, যদি তোমাদের এই চিন্তা থাকে ও তোমরা তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণের জন্য যত্নশীল হও, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই তোমাদের উপর মহত্তর কৃপা বর্ষণ করবেন ও তোমরা মহত্তর আশ্বাস উপভোগ করবে। তোমাদের আরও কাতেখেসিস দেবার জন্য আমরা আরও বেশি আগ্রহী হব, একথা জেনে যে, আমরা যা কিছু বলি সেই সমস্ত কথা উপযোগী কানে গৃহীত হবে, এবং এটাও জেনে যে, আমরা এই সমস্ত বীজ উর্বর ও সমৃদ্ধ মাটিতে বপন করছি। এমনটা হোক, তোমরা যেন বদান্যতা সহকারে ঈশ্বরের সেই দান পাবার যোগ্য হয়ে ওঠ ও তাঁর কাছ থেকে আমরা যেন তাঁর ভালবাসা অর্জন করতে পারি, তাঁর সেই একমাত্র জনিত পুত্রের অনুগ্রহ ও দয়া গুণে, যাঁর দ্বারা পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব, পরাক্রম ও সম্মান হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল ধরে। আমেন।

---

(১) ১ করি ১১:২।

(২) এফে ৬:১১।

(৩) লুক ১৭:৭ দ্রঃ।

(৪) ‘পবিত্র বিবাহ-কক্ষে আনীতা’ কনে: সার্বিক অর্থে খ্রিষ্টের কনে হলো সেই মণ্ডলী যা খ্রিষ্টের বিদ্ধ বুকের পাশ থেকে গড়া; বাপ্তিস্ম প্রতিটি প্রাণকে খ্রিষ্টের কনে, ফলত মণ্ডলীর অঙ্গ, ও ফলত মণ্ডলীর সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অংশী করে তোলে। লক্ষণীয় বিষয়, বর খ্রিষ্টই সেই ‘বিশ্রী, জঘন্য ও কাদায় নিমগ্ন’ কনে-প্রাণের কাছে গিয়ে তাকে বিবাহ-কক্ষে আনয়ন করেন।

বিশপ জন খ্রিসোস্তমোস প্রায়ই অযোগ্য মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অতুলনীয় কৃপা তুলে ধরেন। বলা যেতে পারে, এটা বিশপ জনের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম।

(৫) ১ করি ১১:২।

(৬) সাম ৪৫:১১-১২ সত্তরী পাঠ্য।

(৭) সাম ৪৫:১১-১২ সত্তরী পাঠ্য।

(৮) এখানে বিশপ জনের নীতি সংক্রান্ত প্রচারের প্রধান একটা ধারণা উপস্থাপিত যা অনুসারে মানব প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্তনশীল, কিন্তু প্রাণের ইচ্ছা (বা বেছে নেওয়াটা) স্বাধীন। অতএব, যতদিন প্রাণ এজগতে বসবাস করে, ততদিন ধরে সেই প্রাণ যেকোন মুহূর্তে নিজের পতন ঘটাতে পারে বা নিজেকে পুনরায় উত্তোলিত করতে পারে। বাপ্তিস্ম তথা মনপরিবর্তন ক্ষেত্রে সবকিছু পাপীর উপরে নির্ভর করে: সে ইচ্ছা করলে নিজেকে বাঁচাতে পারে যেহেতু ঈশ্বর নিজেই মনপরিবর্তন করার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন ও তার পরিত্রাণ সাধন করেন।

(৯) সাম ৪৫:১১-১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(১০) এফে ৫:৩১-৩২।

(১১) আদি ২:২৩-২৪।

(১২) মথি ১৯:৬।

(১৩) বিশপ জনের সাক্রামেন্ত-ধর্মতত্ত্বের এটাই একটা মূল নিয়ম, যা অনুসারে, আত্মিক মঙ্গলদান বর্ষণ করার জন্য ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো ব্যবহার করেন। অন্য কথায়, সেটাই সাক্রামেন্ত যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-নয় এমন বিষয়গুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে।

(১৪) এফে ৫:২৫-২৭।

(১৫) 'তোমরা তোমাদের দেয় অবদান রাখ': বাক্যটা পরিত্রাণকর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের নিজস্ব অবদান বা সহযোগিতা তুলে ধরে; অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষের দেয় অবদান অর্থাৎ তার ধর্মাগ্রহ, ভক্তি ইত্যাদি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সহযোগিতা দাবি করেন। এ 'দেয় অবদান' ধারণাও বিশপ জনের নানা কাতেখেসিসে বারে বারে ধ্বনিত (২য় কাতেখেসিস ১; ৪র্থ কাতেখেসিস ৬, ১০, ১১, ৩১; ৫ম কাতেখেসিস ১৯; ৭ম কাতেখেসিস ৪, ১০, ২৪ দ্রঃ)।

(১৬) রো ১০:১০।

(১৭) পিতা সংক্রান্ত এই বিশ্বাস-সূত্র খুবই সংক্ষিপ্ত: (১) ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে এতেই স্থাপিত যে, তিনি হলেন প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা; (২) ঈশ্বর মানবীয় ধারণার অতীত; (৩) সৃষ্টিকর্মটা সম্পূর্ণরূপে ও কেবল তাঁরই ইচ্ছার ফল।

(১৮) পুত্র সংক্রান্ত বিশ্বাস-সূত্রও খুবই সংক্ষিপ্ত, ও নিকেয়া ও কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র অনুযায়ী: (১) হিপোস্তাসিস তথা অস্তিত্বের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র হয়েও তবু পুত্র পিতার সমসত্তার অধিকারী (অর্থাৎ, পিতা ও পুত্র একই ঈশ্বরত্বের অধিকারী, কিন্তু পিতা পুত্র নন, ও পুত্রও পিতা নন); (২) তাঁর সাধিত মুক্তিকর্ম-রহস্য তিনটা কারণ দ্বারা চিহ্নিত তথা, তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য 'মানুষ হলেন', 'ক্রুশবিদ্ধ হলেন' ও 'তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন'।

(১৯) যোহন ৫:২১।

(২০) পুত্রের ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত যে বিবাদ ৪র্থ শতাব্দী চিহ্নিত করেছিল, সেই বিবাদ সেই শতাব্দীর শেষে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল। যে আরিউস-ভ্রান্তমত পুত্রকে একটা সৃষ্টজীব মাত্র গণ্য করত, তা বিলীন করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু 'হমোইউসিওস' (ὁμοιούσιος) ভ্রান্তমতপন্থীদের নানা উপদলের মধ্যে আরিউস-ভ্রান্তমতের একটা চিকন রূপান্তর বিরাজ করত: এরা নাকি পিতার সঙ্গে পুত্রের পূর্ণ ও সিদ্ধ সমসত্তা অস্বীকার করত (ὁμοιούσιος-হমোইউসিওস ভ্রান্তমত সম্পর্কে সাধু বাসিল, নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরি ও সাধু হিলারিউসের লেখা দ্রঃ)। বিশপ জন সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিবাদ করেন না, কিন্তু, নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্র অনুসারে, স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, পুত্র পিতার সমসত্তার অধিকারী। তিনি এটাও চান না, তাঁর শ্রোতারা সাবেল্লিউসের সমর্থিত সেই ভ্রান্তমতে পতিত হবে যা ঐশ্বরিক হিপোস্তাসিস ত্রয় (ব্যক্তি ত্রয়) একটামাত্র হিপোস্তাসিসে (ব্যক্তিতে) একীভূত করত (সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমত সম্পর্কে সাধু বাসিল, যেরুশালেমের সাধু সিরিল, সাধু হিলারিউস ও রুফিনুসের লেখা দ্রঃ)। তাই, এক দিকে আরিউস অনুসারে তিন হিপোস্তাসিস (তিন ব্যক্তি) সমর্থিত কিন্তু পুত্রের ঈশ্বরত্ব অস্বীকৃত; অপরদিকে সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমত সেই তিন হিপোস্তাসিস (তিন ব্যক্তি) এর স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্রতা প্রত্যাখ্যান করে। তেমন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে যথার্থ খ্রিষ্টবিশ্বাস এক সত্তায় (এক ঈশ্বরত্বে) তিন হিপোস্তাসিস (তিন ব্যক্তি) স্বীকার করে; এক্ষেত্রে বিশপ জন যে প্রমাণ উপস্থাপন করেন তা খুবই সহজ, তথা, ঈশ্বর দ্বারা প্রকাশিত সেই তিনটা নামই ('পিতা', 'পুত্র', 'পবিত্র আত্মা') হিপোস্তাসিস (ব্যক্তি) ত্রয়ের স্বীয় স্বীয় স্বতন্ত্রতা দেখায়, কেননা পিতা পুত্র নন, পবিত্র আত্মাও পিতাও নন ও পুত্রও নন।

(২১) মথি ২৯:১৯। পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত বিশ্বাস-সূত্রও অধিক সংক্ষিপ্ত: বিশপ জন পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব বাপ্তিস্ম-সূত্রের দেওয়া সেই প্রমাণেই ঘোষণা করেন যা স্বয়ং প্রভুই মথির সুসমাচারে (২৯:১৯) ঘোষণা করেছিলেন।

(২২) 'এমন কেউ আছে যে, নির্ভুল ও যথার্থ সত্য উলট পালট করার লক্ষ্যে তার নিজের যুক্তির যত অনুসন্ধান মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বে আনে': ভ্রান্তমতপন্থীদের বৈশিষ্ট্যই ছিল মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বে নিজেদের ভ্রান্তমত অনুপ্রবিষ্ট করানো।

(২৩) সাম ৩৭:২৭।

(২৪) মথি ১১:২৮।

(২৫) ‘তেমন বিচারক-ভূমিকায় বিবেক আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়’: বিবেক যে এমন ন্যায়বিচারক যা কোন ঘুষ গ্রাহ্য করে না ও পাপীদের পীড়ন করে, এটাও বিশপ জনের বারে বারে ধ্বনিত ধারণা বিশেষ।

(২৬) মথি ১১:২৯।

(২৭) মথি ১১:২৯।

(২৮) মথি ১১:২৯।

(২৯) যোহন ১৮:২৩।

(৩০) যোহন ৮:৪৮-৪৯।

(৩১) মথি ৫:২৮।

(৩২) সিরা ২৮:১৮।

(৩৩) গা ৫:১৯-২০।

(৩৪) গা ৫:২২-২৩ দ্রঃ।

(৩৫) ‘ধর্মভক্তির শিক্ষা’ অর্থাৎ পবিত্র শাস্ত্রই প্রাণের সমস্ত রোগ নিরাময় করে।

(৩৬) ১ তি ২:৯।

(৩৭) ১ তি ২:১০।

(৩৮) এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত খ্রিষ্টীয় জীবনের পদ্ধতি খ্রিষ্টীয় সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

(৩৯) ‘তুমি … তোমার পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করতেই এসেছ’: বাক্যটা সাক্রামেন্তীয় পাপস্বীকারের কথা নির্দেশ করে না। যখন বিশপ জন প্রবীণের (অর্থাৎ পুরোহিতের) কাছে পাপস্বীকারের কথা বলেন, তখন অন্য শব্দ ব্যবহার করেন।

(৪০) জাখা ৮:১৭।

(৪১) ইশা ৫৮:৬ সত্তরী পাঠ্য।

(৪২) মথি ৫:৩৩-৩৪।

(৪৩) ‘তুমি … খ্রিষ্টিয়ান … বলে অভিহিত হবে’: এই কাতেখেসিস সেই আন্তিওখিয়াতেই দেওয়া হচ্ছিল যেখানে প্রভু যিশুর শিষ্যেরা প্রথম বারের মত ‘খ্রিষ্টিয়ান’ বলে অভিহিত হয়েছিল (প্রেরিত ১১:২৬)। বিশপ জন জানতেন, তাঁর শ্রোতামণ্ডলী তাদের এ সম্মানসূচক

নাম বিষয়ে সচেতন ছিল ও তাতে গর্বও করত; সেজন্য তাদের এই কথাও মনে করিয়ে দেন যে, লোকদের দ্বারা খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত হওয়া একটা জিনিস, কিন্তু ঈশ্বর দ্বারা খ্রিষ্টিয়ান বলে স্বীকৃত হওয়ার জন্য খ্রিষ্টীয় জীবনাচরণ দরকার।

(৪৪) লেবীয় ২৬:১২।

(৪৫) 'হৃদয়বিদারণ': শব্দটা পাপের কারণে তীব্র অনুশোচনা ও মনের কষ্ট বোঝায়।

(৪৬) 'পাছে সেই ধূর্তজনের ফাঁদে ধরা পড়ি': নূতন নিয়মে সেই ধূর্তজনের প্রকৃত নাম হল 'দিয়াবল' (διάβολος, দিয়াবলোস) যার অর্থ নিন্দাকারী বা নিন্দুক; পুরাতন নিয়মে তার নাম হল শয়তান (שָׂטָן, সাতান) যার অর্থ অভিযোক্তা ও প্রতিদ্বন্দ্বী। সে যে 'ধূর্ত' বা 'সেই ধূর্তজন' বলেও অভিহিত (আদি ৩:১ ইত্যাদি), এর কারণ হল যে, মানুষের পতন ঘটাবার জন্য তার মত কেউই নেই। বিশপ জনের সমস্ত কাতেখেসিসে দিয়াবল বা শয়তানের সঙ্গে লড়াই প্রায়ই উপস্থাপিত, বিশেষভাবে বাপ্তিস্মের 'অপশক্তি বিতাড়ন' নামক অনুষ্ঠানরীতি ও 'শয়তানকে প্রত্যাখ্যান' প্রশ্নের সময়ে।

২য় কাতেখেসিস

এই কাতেখেসিস (স্তাব্রনিকিতা ২) আন্তিওখিয়ায়, সম্ভবত পুণ্য সপ্তাহের শনিবারে, নিশিজাগরণীতে, অথবা পাস্কাপর্বের কিছু দিন আগেই, ৪-৮ এপ্রিল ৩৯০ সালে প্রদান করা হয়।

কাতেখেসিসটা প্রথমটার বিষয়বস্তুর সঙ্গে ধারাবাহিকতা রাখে, অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় দীক্ষা অনুষ্ঠানরীতি বিষয়ক কাতেখেসিস। বিশপ জনের কথা থেকে অনুমান করা যায়, কাতেখেসিসটা প্রার্থীরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার অল্প দিন আগেই প্রদান করা হয়েছিল; কিন্তু বিশপ জনের পরবর্তী আর একটা কথা অনুসারে, কাতেখেসিসটা পুণ্য শনিবারেই প্রদান করা হয়েছিল। বিষয়বস্তু এরূপ:

১) ঈশ্বর আদম ও হবার পতনের পরেও নিজের মঙ্গলময়তা দেখান;

২) অপশক্তি বিতাড়ন অনুষ্ঠানরীতির ব্যাখ্যা ও ধর্মপিতা-মাতাদের গুরু দায়িত্ব সংক্রান্ত উপদেশ;

৩) বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানরীতি-বর্ণনা: শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টের সঙ্গে চুক্তি; বাপ্তিস্মের পূর্বকালীন খ্রিস্মাভিষেক ও নবজন্মদানকারী অনুষ্ঠানরীতি। অনুষ্ঠানরীতির সূত্রগুলো আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে সেকালে প্রচলিত সূত্রগুলো যা আজকালে প্রচলিত সূত্রগুলো থেকে কিছুটা ভিন্ন।

৪) জলকুণ্ড থেকে বের হওয়ার পর দীক্ষিতরা প্রভুর দেহ-রক্ত গ্রহণ করেন; কিন্তু এউখারিস্তিয়া রহস্য বিষয়ে বিশপ জন অতিরিক্ত কোন ব্যাখ্যা অর্পণ করেন না, দৃঢ়ীকরণ বিষয়ক খ্রিস্মাভিষেকের কথাও উল্লেখ করেন না।

৫) কাতেখেসিস উপসংহারে তিনি মণ্ডলীর শান্তির জন্য, পথভ্রষ্টরা যেন ফিরে আসে তার জন্য ও পাপীদের মনপরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে শ্রোতাদের আহ্বান করেন।

যারা আলোকিত হতে যাচ্ছে, তাদেরই উদ্দেশ করা কাতেখেসিস। পবিত্র বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানসমূহের প্রতীকমূলক ও রহস্যময় [সাক্রামেন্তীয়] অর্থের স্পষ্ট ব্যাখ্যা।

১। যারা খ্রিষ্টের বিশেষ সেনাদলে নিজেদের নিবন্ধিত করেছে, আমাকে পুনরায় তাদের কাছে কিছু কথা বলতে দেওয়া হোক। তারা যে যে অস্ত্র গ্রহণ করতে যাচ্ছে ও ঈশ্বর কৃপা করে মানবজাতির জন্য যে অনির্বচনীয় মঙ্গলময়তা দেখাচ্ছেন, এই সমস্তও

তাদের কাছে আমাকে দেখাতে দেওয়া হোক যাতে তারা মহত্তর বিশ্বাস ও পূর্ণ আশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হতে পারে ও তিনি মহত্তর বদান্যতায় যে সম্মান বর্ষণ করছেন, তারা যেন তা ভোগ করতে পারে। ঈশ্বর আমাদের কাছে যে মঙ্গলময়তা দেখিয়েছেন, হে প্রিয়জন, একেবারে শুরু থেকে বিবেচনা কর সেই মঙ্গলময়তা কেমন মহৎ। যারা কখনও কষ্টভোগ করেনি ও কোনও উৎকৃষ্টতার প্রমাণ দেয়নি, তাঁর বিচারমতে তারাও এই মহৎ দান পাবার যোগ্য, এবং তারা তাদের গোটা অতীত জীবনকালে যত পাপ করেছে, তিনি তাদের সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। তিনি যে মহৎ সম্মান বর্ষণ করেন, সেই সম্মানের কথা ভেবে তোমাদের পক্ষে মনের সদিচ্ছা, ও তোমাদের দেয় অবদান রাখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখানো উচিত। তোমরা তেমনটা করলে, তবে, তোমার বিবেচনায়, প্রেমময় ঈশ্বর তোমাদের কেমন উদার প্রতিদানের যোগ্য মনে করবেন? [১]।

২। মানব জীবনাচরণে এর মত কিছুই কেউই কখনও দেখেনি। কেননা বহু মানুষ বহু সময় প্রতিদানের আশায় বহু কষ্ট ও দুর্দশা মেনে নিয়েছে, কিন্তু তারা খালি হাতে বাড়ি ফিরে গেছে। যাদের কাছ থেকে সেই মানুষ প্রতিদান প্রত্যাশা করত, হয় দেখা গেল, তারা তার বহু কষ্ট সত্ত্বেও তার প্রতি নিজেদের অকৃতজ্ঞ দেখিয়েছে, না হয় এমনটা হয়েছে যে, মৃত্যু অকালেই তাকে আমাদের মধ্য থেকে কেড়ে নিয়েছে; ফলে সেই মানুষ নিজের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রভুর সেবায় আমরা তেমন ব্যর্থতা ভাবতেও পারি না। আমরা কষ্টভোগ করতে বা আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে শুরু করার আগেই তিনি আমাদের সাড়া সম্পর্কে দূরদৃষ্টি রাখেন, ও তিনি যে সম্মান প্রদান করেন তা আমাদের প্রকাশ করেন। এইভাবে, তাঁর বহু অনুগ্রহ আমাদের নিজেদের পরিত্রাণের বিষয়ে চিন্তা করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

প্রথম মানুষের প্রতি ঈশ্বরের উপকার

৩। তাই, ঈশ্বর এইভাবেই আদি থেকে অবিরতই মানবজাতির প্রতি কৃপা দেখিয়ে এসেছেন। কেননা যেই তিনি সেই প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করলেন, সাথে সাথে ও সর্বপ্রথমে তাকে পরমদেশেই স্থান দিলেন, চিন্তামুক্ত জীবনের দান মঞ্জুর করলেন, ও সেই পরমদেশে, একটা বৃক্ষ ছাড়া, বাকি সবকিছুই উপভোগ করতে দিলেন। যেহেতু সেই

মানুষ ভোগবিলাসিতা [২] দ্বারা নিজেকে চালিত হতে দিল ও দিয়াবল দ্বারা পথভ্রষ্ট হল, সেজন্য, ঈশ্বর তার উপর যে আজ্ঞা স্থির করেছিলেন, সে সেই আজ্ঞা পায়ে মাড়িয়ে দিল, এবং ঈশ্বর তার উপরে যে সম্মান প্রদান করেছিলেন, সে সেই মহৎ সম্মানের বিরুদ্ধে অপমানজনক কর্ম সাধন করল।

৪। তুমি কিন্তু এখানেও ঈশ্বরের কৃপার বিশালতা লক্ষ কর। কেননা, অর্জিত নয় এমন নানা উপকারিতার প্রতি যে নিজেকে ততখানি অকৃতজ্ঞ দেখিয়েছিল, ঈশ্বর তাকে কোন ক্ষমার যোগ্য বলে আর বিচার করতে বাধ্য ছিলেন না, কিন্তু উচিত ছিল, তিনি তাকে তাঁর নিজের দূরদৃষ্টির সীমার বাইরেই রাখবেন। কিন্তু তিনি সেইভাবে ব্যবহার করলেন না। আর শুধু তা নয়, কিন্তু অবাধ্য ছেলের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহের খাতিরে চালিত একটা প্রেমময় পিতার মত তিনি নিজের তিরস্কার সেই পাপের অনুপাত অনুযায়ী পরিমাপ করেন না, অন্যদিকে তাকে পুরাপুরি ক্ষমা করেন না, কিন্তু মাত্রা রেখেই তাকে শাস্তি দেন যাতে ছেলেটা একটা নৌকার মত মহত্তর অনিষ্টের পাথুরে জায়গায় আটকে না যায়। ঈশ্বর ঠিক এইভাবেই ব্যবহার করেন। যেহেতু মানুষ মহৎ অবাধ্যতা দেখিয়েছিল, সেজন্য ঈশ্বর মানুষকে পরমদেশে তার সেই জীবন থেকে দূর করে দিলেন। ঈশ্বর মানুষের আত্মা ভবিষ্যতের জন্য খর্ব করে দিলেন যাতে মানুষ তার চেয়ে বেশি দূরে আর লাফ দিতে না পারে, ও কষ্ট ও শ্রমের জীবনে তাকে দণ্ডিত করলেন: সেসময় তিনি মানুষকে মোটামুটি এ ধরনের কথা বলেছিলেন,

৫। *যে আরাম* [৩] *ও নিরাপত্তার প্রাচুর্যই তোমার ছিল, তা তোমাকে এই মহৎ অবাধ্যতায় চালিত করল। সেই আরাম ও সেই নিরাপত্তার প্রাচুর্যের ফলে তুমি আমার আজ্ঞাসকল ভুলে গেছ। করার মত তোমার কিছুই ছিল না, ঠিক এই অবস্থাই তোমাকে তোমার প্রকৃতি বিষয়ে অতিরিক্ত উদ্ধত ভাবনা ভাবতে প্ররোচিত করেছে, কেননা ‘শিথিলতা যত কুকর্ম শেখায়* [৪]। তাই আমি তোমাকে কষ্ট ও শ্রমে দণ্ডিত করি, যাতে করে তুমি মাটি চাষ করতে করতে তোমার অবাধ্যতা ও তোমার স্বভাবের হীনতার কথা কখনও ভুলে যেতে না পার। যেহেতু তুমি অতিশয় উচ্চতায় নিজেকে উন্নীত করেছ ও তোমার নিজের সীমাবদ্ধতায় থাকতে অস্বীকার করেছ, সেইজন্য আমি তোমাকে আদেশ

করছি, *যে মাটি থেকে তোমাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, তুমি পুনরায় সেই মাটিতে ফিরে যাও, কেননা তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার ফিরে যাবে* (৫)।

৬। তাছাড়া, মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি করার জন্য ও মানুষ যেন নিজের পতন সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে, ঈশ্বর পরমদেশ থেকে অধিক দূরবর্তী একটা জায়গায় তাকে বসবাস করতে পাঠাননি, বরং নিকটবর্তী একটা স্থানে পাঠালেন (৬)। তথাপি তিনি পরমদেশের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে দিলেন যাতে মানুষ বাধ্যতা-পালনে নিজের ব্যর্থতা দ্বারা যা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিল, সে যেন ক্ষণে ক্ষণে সেই আনন্দ দেখতে পায়; এর ফলে সে যেন এই অবিরত সতর্কবাণী দ্বারা উপকৃত হয় ও ভবিষ্যতে ঈশ্বরের দেওয়া আজ্ঞাগুলো যত্ন সহকারে পালন করতে পারে। কেননা যখন আমরা [ঈশ্বরের] আশীর্বাদ এমন ভাবে উপভোগ করি যার ফলে সেই উপকারিতা যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করি না এবং এর ফলে তা থেকে বঞ্চিত হই, তখনই আমরা সেই সমস্ত আশীর্বাদের পূর্ণতর উপলব্ধি প্রাপ্ত হই ও সেইসঙ্গে সেই আশীর্বাদ হারাবার জন্য আরও বেশি ব্যথাও ভোগ করি। প্রথম মানুষের বেলায় ঠিক তাই ঘটেছিল।

৭। কিন্তু তবু, তুমি যেন দিয়াবলের চাতুরি ও সেইসঙ্গে আমাদের প্রভুর প্রজ্ঞাময় সুবুদ্ধিও জানতে পার, সেজন্য, সেই দিয়াবল নিজের প্রতারণা দ্বারা মানুষের সর্বনাশে যে কি ঘটাতে চেষ্টা করল, ও সেইসঙ্গে আমাদের প্রভু ও রক্ষাকর্তা যে কেমন কৃপা মানুষের প্রতি দেখালেন, তা তুমি বিবেচনা কর। কেননা সেই ধূর্তজন, সেই দিয়াবল, পরমদেশে মানুষের জীবন ঈর্ষা করেছিল, এবং মানুষের আয়ত্তে যত আশীর্বাদ ছিল, সে মহত্তর অঙ্গীকারের প্রত্যাশা দ্বারা তাকে সেই সমস্ত আশীর্বাদ থেকে আরও বেশি দূরে তাড়িয়ে দিল। কেননা এমনটা ক'রে যাতে মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ বলে মনে করে, সেই দিয়াবল মানুষকে মৃত্যু-দণ্ডে চালিত করল। হ্যাঁ, দিয়াবলের সেই ছলনা এমন যে, সে সেই আশীর্বাদ থেকে আমাদের দূরে চালিত করে; আর শুধু তা নয়, সে আরও বেশি বিপজ্জনক বিপদে আমাদের চালিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঈশ্বর আপন ভালবাসায় মানবজাতির প্রতি দৃষ্টি রাখায় ব্যর্থ হননি, তিনি বরং দিয়াবলকে দেখালেন তার যত প্রচেষ্টা কতই না মূর্খ ছিল, ও মানুষকে সেই মহা যত্ন দেখিয়ে দিলেন যা তিনি মানুষের প্রতি প্রকাশ করে থাকেন; কেননা তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষকে অমরতা প্রদান

করলেন। তাই, দিয়াবল মানুষকে পরমদেশ থেকে তাড়িয়ে দিল; ঈশ্বর মানুষকে স্বর্গে চালনা করলেন। তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভই অনেক বেশি।

৮। কিন্তু, আমি শুরুতে যেমনটা বলেছিলাম, এমনকি, আমি ঠিক এই কারণেই এসমস্ত বিষয়ে কথা বলতে চালিত হয়েছিলাম, সেই অনুসারে, যে মানুষ এই সমস্ত মহৎ উপকারিতা বিষয়ে নিজেকে অকৃতজ্ঞ দেখিয়েছিল, ঈশ্বর সেই মানুষকেই নিজের মহৎ কৃপার যোগ্য বলে বিচার করলেন। তাই, খ্রিষ্টের নব সৈন্য যে তোমরা, সেই তোমরা যদি এই আসন্ন অনির্বচনীয় দানগুলো বিষয়ে কৃতজ্ঞ হবার জন্য তোমাদের তৎপরতা দেখাও, যদি ইতিমধ্যে আগত দানগুলো রক্ষা করায় সতর্ক থাক, তাহলে তাঁর দানগুলো তত সুন্দর ভাবে রক্ষা করার ফলে তোমরা কেমন মহৎ বিশালতা জয় করতে পারবে? কেননা প্রভু নিজেই বলেছেন, *যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে* (৭) অর্থাৎ, যে মানুষ নিজেকে ইতিমধ্যে-প্রাপ্ত দানগুলোর যোগ্য বলে প্রমাণ করে, সেই মানুষ মহত্তর দানগুলো উপভোগ করার জন্যও উপযোগী।

বিশ্বাসের চোখে দেখা

৯। তাই, তোমরা যারা স্বর্গের এই পুস্তকে নিবন্ধিত হতে উপযোগী হয়েছ, সেই তোমরা সবাই উদার বিশ্বাস ও দৃঢ় যুক্তি উপস্থাপন কর। এখানে যা ঘটছে, তার জন্য বিশ্বাস ও প্রাণের চক্ষু দরকার আছে যাতে করে, যা দৃশ্যগত, সেবিষয়েই মনোযোগ দাও শুধু নয়, কিন্তু যা দৃশ্যগত তা থেকে তোমরা যেন যা অদৃশ্য তা দৃশ্যগত করতে পার (৮): বিশ্বাসের চোখ ঠিখ তাই করতে পারে। দেহের চোখ তাই মাত্র দেখতে পায় যা চোখের উপলব্ধিতে আসে, কিন্তু বিশ্বাসের চোখ সম্পূর্ণ রূপে বিপরীত ধরনের। কারণ এই চোখ দৃশ্যগত কিছুই দেখে না, কিন্তু অদৃশ্য সমস্ত কিছু এমনভাবেই দেখে কেমন যেন তা তাদের চোখের সামনে উপস্থিত। প্রেরিতদূত বলেন, *বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি* (৯)।

১০। আমি যা বলছি তা কি? এবং কেনই বা আমি এমনটা বলেছি যেন দৃশ্যগত বিষয়েই মনোযোগ না দিয়ে বরং যেন আত্মার চোখের অধিকারী হই? (১০)। আমি একথা বলছি যাতে করে, যখন তুমি সেই জলকুন্ড দেখবে ও সেই যাজকের হাত তোমার মাথা

স্পর্শ করতে দেখবে, তখন যেন এমনটা না ভাব যে, এটা এমনিই সাধারণ জল, ও এটাও না ভাব যে, তোমার মাথার উপরে রাখা সেই হাত তা হল কেবল মহাযাজকেরই [অর্থাৎ বিশপেরই] হাত। কেননা সেসময়ে যা ঘটে, তা যে একটা মানুষই তা করে এমন নয়, কিন্তু [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহই জলের প্রকৃতি পবিত্রিত করে (১১) ও যাজকের হাতের সঙ্গে মিলে তোমার মাথা স্পর্শ করে। আমি যখন বলেছিলাম, আমাদের বিশ্বাসের চোখ দরকার, তখন আমি কি সঠিক কথা বলছিলাম না? এ চোখ দ্বারাই আমরা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস করি; এ চোখ দ্বারাই আমরা দৃশ্যগত বিষয়ে মনোযোগ দিই না।

১১। বাপ্তিস্ম সত্যিকারে হল সমাধিদান ও পুনরুত্থান। কেননা পুরাতন মানুষ তার নিজের পাপ সমেত সমাহিত হয়, ও *নিজের সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে নবীকৃত হয়ে* (১২) নব মানুষ পুনরুত্থান করে। যে পুরাতন পোশাক আমাদের পাপকর্মের প্রাচুর্যে মলিন হয়েছে, আমরা সেই পুরাতন পোশাক ত্যাগ করি; আমরা সেই নতুন পোশাক পরিধান করি যা যেকোন দাগ থেকে মুক্ত। আমি কি বলছি? আমরা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করি। প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা যারা খ্রিস্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ* (১৩)।

অপশক্তি বিতাড়নের উদ্দেশ্য ও প্রতীকতা

১২। এবার তোমরা প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছ; অল্পক্ষণের মধ্যে তোমরা তত দানগুলোর উপকারিতা উপভোগ করবে। তাই আমাকে, আমার সাধ্যমত, বর্তমান অনুষ্ঠানরীতিগুলোর প্রত্যেকটা কারণ বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিতে দাও, যেন তোমরা সেগুলো উত্তমরূপে জানতে পার ও সেবিষয়ে নিশ্চিততর উপলব্ধি অর্জন ক'রে এ পর্যায় ছেড়ে এগিয়ে যেতে পার। তোমাদের বুঝতে হবে কেনইবা এই দৈনিক কাতেখেসিসের পরে আমরা তোমাদের অপশক্তি বিতাড়কের কাছে পাঠাই। কেননা এই অনুষ্ঠানরীতি লক্ষ্যহীন ও উদ্দশ্যবিহীন ভাবে ঘটছে না; বাস্তবিকই তোমরা সেই স্বর্গের রাজাকে বরণ করতে যাচ্ছ যিনি তোমাদের হৃদয়ে বসবাস করবেন। এজন্যই আমরা তোমাদের উপদেশ দেওয়ার পর, যাঁরা এ কর্মে নিযুক্ত তাঁরা তোমাদের গ্রহণ ক'রে ও কেমন যেন রাজকীয় দেখা-সাক্ষাতের জন্য ঘর প্রস্তুত করতে গিয়ে সেই ভয়ঙ্কর বাণী দ্বারা (১৪) সেই

ধূর্তজনের যত ষড়যন্ত্র দূর করে দিয়ে, ও তোমাদের হৃদয়কে রাজকীয় উপস্থিতির যোগ্য করে তুলে তোমাদের মন শুচীকৃত করেন। কেননা সেই অপদূত উগ্র ও নিষ্ঠুর হলেও, এই ভয়ঙ্কর বচনের পরে ও বিশ্বের অনন্য প্রভুর প্রতি এই মিনতির পরে তাকে তোমাদের হৃদয় থেকে যত গতিবেগেই প্রস্থান করতে হবেই। এটার পাশাপাশি অনুষ্ঠানরীতিটা প্রাণের উপরে মহৎ ধর্মভক্তি চাপিয়ে দেয় ও প্রাণকে প্রচুর হৃদয়বিদারণে চালনা করে।

১৩। এটা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর ও প্রত্যাশার বিপরীত ব্যাপার, কিন্তু এই অনুষ্ঠানরীতি সামাজিক পদ সংক্রান্ত সমস্ত পার্থক্য ও ব্যবধান বর্জন করে। একটা মানুষ জাগতিক সম্মানের পাত্র হলেও, ঐশ্বর্যে জাজ্বল্যমান হলেও, নিজের উচ্চবংশে বা এজগতে প্রাপ্ত গৌরবে গর্ব করলেও সেই মানুষ তারই পাশে পাশে দাঁড়ায় যে ভিক্ষুক বা ছেঁড়া জামাকাপড় পরা মানুষ এমনকি অন্ধ ও খোঁড়া মানুষ। এবং সে যে এবিষয়ে ঘৃণা বোধ করে তাও নয়, কেননা সে জানে, এসমস্ত পার্থক্য আত্মার জগতে স্থান পায় না, কেননা এই জগতে কেবল উত্তম মনোভাবের অধিকারী প্রাণকেই অনুসন্ধান করা হয় [১৫]।

১৪। লক্ষ কর, সেই সমস্ত কথা ও সেই ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়কর মিনতিগুলো সঙ্গে করে কেমন উপকারিতা আনে। কিন্তু খালি পা ও প্রসারিত হাত সংক্রান্ত এই দৃশ্য আমাদের কাছে অন্য কিছুও নির্দেশ করে। যারা দেহগত দিক দিয়ে বন্দি, তারা যেমন নিজেদের অঙ্গভঙ্গিতে নিজ নিজ দশার অবমাননা দেখায়, তেমনিভাবে, যখন দিয়াবলের বন্দিরা তার প্রভুত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতে ও মঙ্গলময়তার জোয়ালের অধীনে আসতে যাচ্ছে, তখন তারাও, সর্বপ্রথমে, এই বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি দ্বারা নিজেদের কাছে নিজেদের আগেকার দশা মনে করিয়ে দেয়। তারা তেমনটা করে যাতে সচেতন হতে পারে তারা কেমন অনিষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করতে যাচ্ছে ও কেমন মঙ্গলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তারা এজন্যও তেমনটা করে, যাতে সেই চেতনাটা হয়ে ওঠে মহত্তর কৃতজ্ঞতার ভিত্তি ও যেন নিজেরা নিজেদের প্রাণকে আরও উত্তমরূপে প্রস্তুত করতে পারে।

ধর্মপিতা-মাতাদের প্রতি উপদেশ

১৫। তোমরা কি ইচ্ছা কর, আমি তোমাদের ধর্মপিতামাতাদের কাছে দু'টো কথা বলি যেন তাঁরাও জানতে পারেন, তোমাদের উত্তমরূপে দেখাশোনা করলে তাঁরা কেমন মজুরির যোগ্য হবেন, কিন্তু এ দায়িত্ব পূরণে উদাসীন হলে কেমন দণ্ড তাঁদের অনুসরণ করবে? হে প্রিয়জন, ভেবে দেখ, অর্থ ক্ষেত্রে যারা কোন একজনের জামিন হয়, তারা তারও চেয়ে মহত্তর ঝুঁকিতে দাঁড়ায় যে অর্থ ধার করে ও সেটার জন্য দায়ী হয়। ঋণগ্রহীতা সৎমানুস হলে তবে সে নিজের জামিনটার জন্য বোঝাটা লঘুভার করে; কিন্তু তার মনোভাব অসৎ হলে তবে সে নিজের ঝুঁকিটা আরও বেশি কঠিন করে। এর ফলে সেই প্রজ্ঞাবান আমাদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, *তুমি যদি জামিন হয়ে থাক, তা শোধ করতে প্রস্তুত থাক* (১৬)। তাই যারা অর্থ ক্ষেত্রে পরের জামিন হয়, তারা যখন ধার করা পুরো টাকার জন্য দায়ী হয়, তখন আত্মা ক্ষেত্রে ও সদ্‌গুণ সংক্রান্ত ব্যাপার ক্ষেত্রে যারা পরের জামিন হয়, তাদের আরও বেশি সতর্ক থাকা উচিত। তারা যাদের জামিন হতে যাচ্ছে, তাদের উচিত, উৎসাহ ও পরামর্শ দানে ও সংশোধন করায় তাদের প্রতি নিজেদের পিতৃ ভালবাসা দেখানো।

১৬। তাঁরা যেন মনে না করেন, যা ঘটতে যাচ্ছে, তা সামান্য ব্যাপার; কিন্তু তাঁরা যেন স্পষ্টই দেখেন যে, তাঁদের তত্ত্বাবধানে যাদের রাখা হয়েছে, তাঁরা যদি উচিত উপদেশ দানে সদ্‌গুণ পথে তাদের চালনা করেন, তাহলে তাঁরা লাভের অংশী হবে। আরও, যাদের তাঁরা ধর্মপিতামাতা হন, তারা যদি উদাসীন হয়, তাহলে ধর্মপিতামাতা নিজেরাই মহৎ দণ্ড ভোগ করবেন। এজন্যই তেমন ধর্মপিতামাতা রীতিমত 'আধ্যাত্মিক পিতা' বলে অভিহিত, যাতে নিজেদের এ দায়িত্ব দ্বারা তাঁরা জানতে পারেন, আধ্যাত্মিক উপদেশ দানে যাদের তাঁরা ধর্মপিতামাতা হলেন, তাদের প্রতি কেমন মহৎ পিতৃ ও মাতৃ স্নেহ দেখাতে হবে। যাঁরা আমাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা-সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত নন, যখন সদ্‌গুণ সংক্রান্ত আগ্রহের দিকে তাঁদের চালনা করা প্রশংসনীয় কাজ, তখন, যাকে আমরা আধ্যাত্মিক সন্তান বলে গ্রহণ করি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে এর চেয়ে আরও বেশিই এই আদেশ পূরণ করা উচিত। তোমরা, যারা ধর্মপিতামাতা, এটা শিখেছ যে, তোমরা শিথিল হলে তোমাদের মাথার উপরে সামান্য বিপদ বর্তে না।

শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টকে আঁকড়ে থাকা

১৭। এখন আমাকে খোদ রহস্যগুলি (১৭) সম্পর্কে ও সেই চুক্তি সম্পর্কে কথা বলতে দেওয়া হোক যা তোমাদের ও প্রভুর মধ্যে স্থির করা হবে। জাগতিক কর্মকাণ্ডে, যখন একজন অন্য একজনের হাতে নিজের ব্যবসা ন্যস্ত করতে ইচ্ছা করে, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে লিখিত চুক্তি পূরণ করা দরকার। একই কথা তখনই সত্য যখন প্রভু বিনাশ ও মৃত্যুর বশীভূত বিষয় নয়, কিন্তু এমন আধ্যাত্মিক বিষয় তোমাদের হাতে ন্যস্ত করতে যাচ্ছেন যা অনন্তকাল সংক্রান্ত। এজন্য এই চুক্তি বিশ্বাস বলেও অভিহিত (১৮), কেননা তা দৃশ্যগত কোন বিষয় সংক্রান্ত বিষয় নয়, কিন্তু এমন বিষয়াদি সংক্রান্ত যা সবগুলোই আত্মার চক্ষু দ্বারা দর্শনীয়। চুক্তিতে আবদ্ধ পক্ষ দু'টোর মধ্যে একটা সম্মতি থাকা চাই। তথাপি, তেমন সম্মতিটা কাগজে স্থিত নয়, কালিতে লেখাও নয়; না, সম্মতিটা ঈশ্বরে স্থিত ও [পবিত্র] আত্মা দ্বারা লিখিত। তোমাদের এখানে উচ্চারিত সমস্ত কথা স্বর্গে লিপিবদ্ধ করা হয়, ও তোমাদের জিহ্বায় স্থির করা সম্মতিটা অমোচনীয় ভাবে প্রভুর কাছে সংরক্ষিত থাকে।

১৮। এখানে, পুনরায়, বন্দি-তোমাদের সেই বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি লক্ষ কর। যাজকগণ তোমাদের ভিতরে নিয়ে আসেন (১৯)। তাঁরা সর্বপ্রথমে তোমাদের, স্বর্গের দিকে প্রসারিত হাতে ও জানুপাত করা অবস্থায় প্রার্থনা করতে, ও তোমরা তেমন অঙ্গভঙ্গিতে যে কেমন অমঙ্গল থেকে মুক্তিলাভ করছ ও কেমন মঙ্গলের দিকে তোমাদের আত্মনিয়োজিত হতে হবে তা মনে করতে আদেশ করেন। পরে যাজক তোমাদের এক একজনের কাছে এসে, তোমাদের চুক্তি ও স্বীকারোক্তি চেয়ে এই ভয়ঙ্কর ও ভীতিকর কথা উচ্চারণ করার জন্য তোমাদের প্রস্তুত করেন, 'হে শয়তান, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি'।

১৯। এখন অশ্রু ও তিক্ত আর্তনাদ আমাকে আক্রমণ করে। কেননা আমি সেই দিনের কথা ভাবছি যখন আমাকেও সেই কথা বলার যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছিল। যখন আমি সেই সমস্ত পাপকর্মের বোঝার কথা ভাবি যা সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত জমিয়ে এসেছি, তখন আমার মন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; পরবর্তীকালে অবহেলা করায় আমি কেমন লজ্জা নিজের উপরে ডেকে এনেছি, তা যখন ভাবি, তখন আমার যুক্তিক্ষমতা একেবারে ভেঙে যায়। সেজন্য আমি তোমাদের সকলকে অনুনয় করি যেন তোমরা

আমার প্রতি কোন রকম উদারতা দেখাও, বিশেষভাবে এই কারণে যে, তোমরা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছ। তিনি অধিক আগ্রহের সঙ্গে তোমাদের গ্রহণ করে নেবেন; সেই রাজ-সজ্জা পরাবেন; সেই দানগুলো দেবেন, যতখানি ও যা কিছু চাও তা ততখানিই, কিন্তু কেবল এ শর্তে যে, তোমরা আধ্যাত্মিক বিষয় প্রার্থনা কর। তোমরা আমার হয়েও অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমার কাছে আমার পাপের হিসাব আদায় না করে বরং আমাকে ক্ষমা মঞ্জুর করে এখন থেকে আমাকে তাঁর অনুগ্রহের যোগ্য গণ্য করেন। তোমরা আমার জন্য তেমনটা করবে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, কারণ যাঁরা তোমাদের উপদেশ প্রদান করেন তাঁদের প্রতি তোমাদের গভীর স্নেহ প্রকাশ্য।

২০। এখন এসো, পুনরায় আমাদের উপদেশের বিষয়ধারায় ফিরে যাই। পরে যাজক তোমাদের এই বচন উচ্চারণ করতে বলেন, 'শয়তান, আমি তোমাকে, তোমার সমস্ত আকর্ষণ, তোমার সেবাকর্ম ও তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান করি'। কথাগুলো স্বল্প, কিন্তু সেগুলোর প্রভাব মহৎ। উপস্থিত স্বর্গদূতেরা ও অদৃশ্য পরাক্রমবৃন্দ তোমাদের মনপরিবর্তনে উল্লাস করেন, ও তোমাদের কথা তোমাদের জিহ্বা থেকে গ্রহণ ক'রে তা বিশ্বের অনন্য প্রভুর কাছে, উর্ধ্বে, বহন করেন। সেখানে তোমাদের সেই কথা স্বর্গের পুস্তকে লেখা হয়।

২১। তোমরা কি সেই চুক্তির শর্তগুলো ভাল মত লক্ষ করেছ? সেই ধূর্তজনকে ও তার কাছে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাও প্রত্যাখ্যান করার পর যাজক পুনরায় তোমাদের একথা উচ্চারণ করতে আদেশ করেন, 'এবং আমি, হে খ্রিষ্ট, তোমার সেবাকর্মে যোগ দিই'। তুমি কি তাঁর অপর্যাপ্ত মঙ্গলময়তা দেখতে পেয়েছ? তোমার কাছ থেকে কেবল সেই কথাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে তিনি তোমার হাতে তেমন অসঙ্খ্য ধন-ঐশ্বর্য ন্যস্ত করেন। তিনি তোমার আগেকার অকৃতজ্ঞতা ভুলে গেছেন ও তোমার অতীতের কোন কর্মের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে না দিয়ে এই স্বল্প কথায় তুষ্ট।

দীক্ষাপ্রার্থীদের খ্রিস্মাভিষেক ও তাদের বাপ্তিস্ম

২২। প্রত্যাখ্যান ও অধীনতা সংক্রান্ত সেই চুক্তির পরে, তুমি তাঁর আধিপত্য স্বীকার করার পর ও তোমার উচ্চারিত কথা দ্বারা খ্রিষ্টকে আঁকড়ে ধরার পর, পরবর্তী পর্যায়ে

যাজক, তুমি আধ্যাত্মিক ক্রীড়াঙ্গনের জন্য বেছে নেওয়া লড়াইকর যেন সেই তোমাকে কপালে আত্মার খ্রিস্মা দ্বারা খ্রিস্মাভিষিক্ত [২০] করেন ও এ বলতে বলতে [ক্রুশের চিহ্নে] তোমাকে চিহ্নিত করেন, '[নাম], তোমাকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে খ্রিস্মাভিষিক্ত করা হচ্ছে'।

২৩। যাজক জানেন, এখন থেকে সেই শত্রু ক্রুদ্ধ, দাঁতে দাঁত ঘষে, ও গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেহেতু সে দেখছে, যারা আগে তার প্রভুত্বের অধীন ছিল তারা হঠাৎ করে বিদ্রোহ করছে, তাকে যে প্রত্যাখ্যান করছে শুধু নয়, কিন্তু খ্রিস্টের পক্ষেই চলে যাচ্ছে। সেজন্য যাজক কপালে তোমাদের খ্রিস্মাভিষিক্ত করেন ও তোমাদের [ক্রুশের চিহ্নে] চিহ্নিত করেন যাতে সেই শত্রু সেই চিহ্ন থেকে নিজের চোখ অন্য দিকে ফেরায়। কেননা সে যখন সেই বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে যা সেই চিহ্ন থেকে লাফিয়ে তাকে অন্ধ করে ফেলে, তখন সে তোমাদের মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতে আর সাহস করে না। এখন থেকে, সেদিন থেকেই, তার সঙ্গে যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, ও সেইজন্য যাজক এই খ্রিস্মাভিষেক গুণে তোমাদের খ্রিস্টের প্রতিযোগী রূপে আধ্যাত্মিক ক্রীড়াঙ্গনে চালনা করেন।

২৪। এরপর, রাতের পূর্ণ অন্ধকারের সময়ে [২১], তিনি তোমাদের কাপড় খুলে দেন ও এই অনুষ্ঠানরীতি দ্বারা কেমন যেন তোমাদের স্বর্গেই চালনা করে তোমাদের সর্বাঙ্গে আত্মার খ্রিস্মা-মলমে খ্রিস্মাভিষিক্ত করেন যেন তোমাদের সমস্ত অঙ্গ বলবান হয়ে উঠতে পারে ও সেই তীরগুলো থেকে অপরাজিত হতে পারে যা সেই প্রতিদ্বন্দ্বী তোমাদের লক্ষ করে ছুড়ে মারে।

২৫। এই তৈললেপনের পরে যাজক তোমাদের পবিত্র জলকুণ্ডে নামিয়ে দেন [২২], এতে পুরাতন মানুষকে সমাহিত করেন ও একইসময়ে সেই নব মানুষকে উত্তোলন করেন যে-মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে নবীকৃত [২৩]। ঠিক এই ক্ষণেই পবিত্র আত্মা যাজকের বাণী ও হাতের মধ্য দিয়ে তোমাদের উপরে নেমে আসেন। যে মানুষ জলে নেমে গেছিল, তার বদলে ভিন্ন এক মানুষ এগিয়ে আসে, এমন মানুষ যে নিজের পাপকর্মের সমস্ত কলুষ ধুয়ে নিয়েছে ও পাপের পুরানো পোশাক ত্যাগ করে রাজ-সজ্জা পরিধান করেছে।

২৬। এ থেকে তুমি যেন এটাও জানতে পার যে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সত্তা এক সত্তা, সেজন্য বাপ্তিস্ম এই ভাবে সম্পাদিত হয়: যখন যাজক বলেন, '[নাম] ...-কে পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে', তখন তিনি তোমার মাথা তিনবার জলে ডুবিয়ে দেন ও পুনরায় তিনবার তা বের করেন: এই রহস্যময় অনুষ্ঠানরীতি দ্বারা তিনি [পবিত্র] আত্মার অবতরণ গ্রহণ করার জন্য তোমাকে প্রস্তুত করেন। কেননা যাজকই মাত্র যে সেই মাথা স্পর্শ করেন তা নয়, কিন্তু খ্রিষ্টের ডান হাতও তা স্পর্শ করে, এবং এটা বাপ্তিস্মদাতার উচ্চারিত কথা দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি তো এমনটা বলেন না, '[নাম] ...-কে আমি বাপ্তিস্ম দিচ্ছি', কিন্তু বলেন, '[নাম] ...-কে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে'। এতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে তিনি হলেন অনুগ্রহের সেবাকর্মী মাত্র ও এমনি নিজের হাত অর্পণ করেন কারণ তাঁকে পবিত্র আত্মা দ্বারা এই লক্ষ্যে তেমনটা করতে আজ্ঞা করা হয়েছে। যিনি এসমস্ত কিছু পূরণ করছেন, তিনি হলেন অবিচ্ছিন্ন ত্রিত্ব সেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তেমন বিশ্বাসই পাপক্ষমার অনুগ্রহ দান করে; এই স্বীকারোক্তিই দত্তকপুত্রত্ব প্রদান করে।

২৭। পরে যা কিছু হয়, তা দেখাবার জন্য এটা যথেষ্ট যে, যারা এই রহস্যময় অনুষ্ঠানরীতির যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে, তাদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে; আবার, তারা যে কী লাভ করেছে, তাও এতে প্রকাশিত। কেননা তারা যেই মাত্র সেই পবিত্র জলকুণ্ড থেকে বের হয়, উপস্থিত সবাই তাদের আলিঙ্গন করে, শুভেচ্ছা জানায়, চুম্বন করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ করে ও তাদের অভিনন্দন জানায়, কারণ যারা একটু আগে ছিল দাস ও বন্দি, তারা হঠাৎ করে স্বাধীন মানুষ ও পুত্র হয়ে উঠেছে ও রাজকীয় ভোজনপাটে নিমন্ত্রিত হয়েছে [২৪]। কারণ জলকুণ্ড থেকে বের হওয়া মাত্রই তারা অগণন অনুগ্রহে ভরা সেই ভয়ঙ্কর ভোজনপাটে চালিত হয় যেখানে তারা প্রভুর দেহ ও রক্ত আস্বাদ করে ও পবিত্র আত্মার বাসস্থান হয়ে ওঠে। যেহেতু তারা স্বয়ং খ্রিষ্টকে পরিধান করেছে, সেজন্য তারা যেইখানে যায় না কেন তারা পৃথিবীতে স্বর্গদূত স্বরূপ: তারা সূর্যের রশ্মিমালার উজ্জ্বলতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

শেষ কথা : খ্রিষ্টীয় মর্যাদা

২৮। আমি যে আসন্ন ঘটনাগুলোর পূর্ববর্ণনা দিয়েছি ও এসমস্ত বিষয়ে তোমাদের স্নেহময় জনসমাবেশকে উদ্বুদ্ধ করেছি, তা এমনিই বা অকারণে তো করিনি ; কিন্তু আমি তেমনটা করেছি যেন তোমাদের প্রত্যাশার পাখায় বহন করা হয় ও তোমরা প্রকৃত উপকারিতা উপভোগ করার আগে সেটার মাধুর্য ভোগ করতে পার। আমি তেমনটা এজন্য করেছি, যেন তোমরা এমন মনোভাব অর্জন করতে পার যা অনুষ্ঠানরীতির উপযোগী, ও ধন্য পলের মিনতি ক্রমে ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব [২৫] ও তোমাদের চিন্তা মর্তলোক থেকে স্বর্গেরই চিন্তায়, দৃশ্যমান বিষয়গুলো থেকে অদৃশ্য বিষয়গুলোতে পরিবর্তন কর, কেননা আমরা দৈহিক চোখে দৃষ্টিগোচর বিষয়গুলো আত্মার চক্ষু দ্বারাই অধিক স্পষ্টতর ভাবে দেখতে পাই।

২৯। কিন্তু, যেহেতু তোমরা রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত, ও দানগুলোর বণ্টনকারী রাজা যেখানে আসীন যেহেতু তোমরা তাঁর সেই সিংহাসন অভিমুখে অগ্রসর হতে চলেছ, সেজন্য তোমাদের মিনতিতে তোমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখাও। শুধু একথা, তোমরা যেন জাগতিক ও মানবীয় কিছুই মিনতি না কর। যিনি দানগুলো মঞ্জুর করেন, তোমাদের মিনতি যেন তাঁরই যোগ্য হয়। তোমরা যখন সেই জলকুন্ড থেকে বের হও যা তোমাদের ঘটিত পুনরুত্থানের প্রতীক, তখন তাঁকে মিনতি কর তিনি যেন তোমাদের মিত্র হন, যাতে করে, তিনি যে সমস্ত দান তোমাদের প্রদান করেছেন, তোমরা যেন তা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করে রাখতে পার, এবং তোমরা যেন সেই ধূর্তজনের প্রতারণা দ্বারা পরাজিত না হও। তাঁর কাছে মণ্ডলীগুলোর মধ্যকার শান্তি যাচনা কর, যারা পথভ্রষ্ট হচ্ছে তাদের হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যারা পাপে লিপ্ত তাদের খাতিরে উপুড় হও, যেন আমরা কোন না কোন মাত্রায় দয়ার যোগ্য পরিগণিত হতে পারি। কারণ তিনি তোমাদের মহৎ আশ্বাস মঞ্জুর করেছেন, তিনি তোমাদের তাঁর বন্ধুদের প্রথম শ্রেণিতে নিবন্ধিত করেছেন, ও তোমরা যারা আগে ছিলে এমন বন্দি ও দাস যারা কথা বলারও অধিকার-বঞ্চিত, তিনি তোমাদের দত্তকপুত্রত্বে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি তোমাদের মিনতি ফিরিয়ে দেবেন না ; বরং এব্যাপারেও নিজের মঙ্গলময়তা অনুকরণ ক'রে তিনি, তোমরা যা কিছু চাও তা তোমাদের মঞ্জুর করবেন।

৩০। তোমরা বিশেষ করে এইভাবেই তাঁকে অধিকতর মহত্তর প্রসন্নতা দেখাতে আকর্ষণ করবে। কেননা যখন তিনি এমনটা লক্ষ করেন, তোমরা তোমাদের সম-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিষয়ে তৎপর ও অন্যদের পরিত্রাণের জন্য খুবই চিন্তিত, তখন তিনি এই ভিত্তিতে বিচার করবেন, তোমরা আরও বেশি আশ্বাস নিয়েই কথা বলার যোগ্য। যারা একই দেহের অঙ্গ, তাদের প্রতি আমাদের ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব, আমাদের ভাইদের প্রতি আমাদের প্রচুর স্নেহ-প্রদর্শন, আমাদের প্রতিবেশীর পরিত্রাণের বিষয়ে আমাদের মহৎ চিন্তা: এসব কিছুর চেয়ে তাঁর কাছে আনন্দদায়ক বলতে আর কিছুই নেই।

৩১। তবে, হে আমার প্রিয়জনেরা, এটা জেনে আত্মার আনন্দ-ফুর্তি সহ এই অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত কর, যেন এই দানের প্রচুর উপকারিতা উপভোগ করতে পার। আমাদের জীবনাচরণ এই অনুগ্রহের যোগ্য করে তুলে আমরা সবাই মিলে যেন সেই অনন্ত ও অনির্বচনীয় দানগুলো গ্রহণ করার যোগ্য হতে পারি, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও ভালবাসা গুণে, যাঁর দ্বারা পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব, পরাক্রম ও সম্মান হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল ধরে। আমেন।

---

(১) ‘ঈশ্বর তোমাদের কেমন উদার প্রতিদানের যোগ্য মনে করবেন?’: যারা ইতিমধ্যে বিশেষ কোন সৎকর্ম সাধন করেনি, যেহেতু ঈশ্বর তাদের নিজের মঙ্গলদানে সম্মানিত করেন, সেজন্য, যারা বাপ্তিস্মের প্রথম অনুগ্রহ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে, তিনি মহত্তর কারণেই নিজের অনুগ্রহ তাদের উপর বর্ষণ করেন।

(২) ‘ভোগবিলাসিতা’: সাধু ইরেনেউস ও নিসার সাধু গ্রেগরি গ্রীক দর্শন অনুসারে শব্দটা মানব-প্রকৃতির সহজাত দুর্বলতা বা অপূর্ণতা বলে ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু আন্তিওখিয়ার ব্যাখ্যাতাগণের মত বিশপ জন দার্শনিকদের ধারণা অনুসরণ করেন না; তাঁর কাছে ভোগবিলাসিতা (বা আত্মসংযম) বলতে পেটুকতা ও সুরামত্ততা বোঝায়।

(৩) ‘আরাম’: বিশপ জনের মতে আরাম প্রাণের জন্য খুবই ক্ষতিকর, কেননা আরাম থেকে আসে সেই শিথিলতা যা প্রাণকে শক্তিহীন করে ফেলে।

(৪) সিরা ৩৩:২৮।

(৫) আদি ৩:১৯।

(৬) মানুষের পতনের পরে ঈশ্বর তাকে পরমদেশের ‘নিকটবর্তী একটা স্থানে পাঠালেন’: এবিষয়ে বিশপ জন অন্যত্র বলেন, ঈশ্বর তেমন শাস্তি দিলেন যেন হারানো সুখ সবসময়ই

মানুষের চোখের সামনে থাকতে পারে, ও নিকটবর্তী সেই সুখ দেখা সত্ত্বেও মানুষ যেন তা উপভোগ করতে না পারে।

(৭) মথি ২৫:২৯।

(৮) 'যা দৃশ্যগত তা থেকে তোমরা যেন যা অদৃশ্য তা দৃশ্যগত করতে পার': দীক্ষা-রহস্যগুলি দৃশ্যগত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। ধর্মানুষ্ঠানে উচ্চারিত কথা ও সম্পাদিত অঙ্গভঙ্গি সেই অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রতীক স্বরূপ যা কেবল বিশ্বাসের চোখ দেখতে পারে।

(৯) হিব্রু ১১:১।

(১০) 'আত্মার চোখ' দীক্ষা-রহস্যগুলির আত্মিক বাস্তবতা উপলব্ধি করে; অর্থাৎ আত্মার চোখ উপলব্ধি করবে, ঈশ্বর নিজেই বাপ্তিস্ম দেন।

(১১) 'পবিত্র আত্মার অনুগ্রহই জলের প্রকৃতি পবিত্রিত করে' যাতে সেই জল দেহকে ধৌত করতে পারে ও প্রাণকে পবিত্র করে তুলতে পারে।

(১২) কল ৩:১০।

(১৩) গা ৩:২৭।

(১৪) 'সেই ভয়ঙ্কর বাণী দ্বারা': অপশক্তি বিতাড়ন অনুষ্ঠানরীতিতে কোন্ 'ভয়ঙ্কর বাণী' উচ্চারণ করা হত, তা বিশপ জনের কোন কাতেখেসিসে উল্লিখিত নয়। তবু, 'আর্মেনীয় অনুষ্ঠানরীতি' নামক এক প্রাচীন পুস্তক অনুসারে অপশক্তি বিতাড়ন ক্ষণে বিশপ এই সূত্র ব্যবহার করতেন, 'আমরা যাঁকে আতঙ্কের সঙ্গে সম্মান করি, যিনি আপন কর্মকাণ্ডে ও শক্তিতে বোধগম্য নন, যিনি অনুসন্ধানের অতীত, সেই পবিত্র ঈশ্বর পূর্বকাল থেকে তোমাকে, হে শয়তান, অনন্তকালীন শাস্তির প্রতিশোধে নিরূপণ করেছেন। তাঁর নগণ্য দাস এই আমাদের মধ্য দিয়ে তিনি তোমাকে ও তোমার সহযোগী যত প্রতাপকে আমাদের সত্যকার ঈশ্বর আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের নামে ক্রুশের চিহ্নে চিহ্নিত এই মানুষদের থেকে দূরে থাকতে আদেশ দিচ্ছেন। তাই, হে ধূর্ত, অশুচি, কলুষিত, ঘৃণ্য ও বিরোধী আত্মা, স্বর্গমর্তের সমস্ত প্রতাপের অধিকারী সেই যিশু খ্রিষ্টের পরাক্রম দ্বারা আমি এই পবিত্র বাপ্তিস্ম প্রার্থীদের থেকে চলে যেতে আদেশ করছি' (ইত্যাদি)।

(১৫) খ্রিষ্টীয় দীক্ষায় ও রহস্যগুলি উদ্‌যাপনে মণ্ডলী ব্যক্তি-পার্থক্য রাখে না: ধনী-নির্ধন, স্বাধীন মানুষ ও দাস, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই নির্বিশেষেই তার চোখে সমান। এটাও বিশপ জনের প্রিয় ধারণাগুলোর মধ্যে অন্যতম, কেননা, তাঁর মতে, তেমন ব্যবহার মণ্ডলীকে অধিক সম্মাননীয় করে তোলে।

(১৬) সিরা ৮:১৩।

(১৭) বিশপ জন 'রহস্যগুলি' শব্দটা সাধারণত কেবলমাত্র খ্রিষ্টের দেহ-রক্ত সাক্রামেন্ত ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেন; কিন্তু এই অধ্যায়ে তিনি 'রহস্যগুলি' শব্দ দ্বারা সেই পবিত্র কর্মক্রিয়াগুলো

নির্দেশ করেন যা দীক্ষা অনুষ্ঠানকে চিহ্নিত করে। প্রথম পবিত্র কর্মক্রিয়া হল শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টকে আঁকড়ে থাকা তথা খ্রিষ্ট ও প্রাণের মধ্যে স্থাপিত চুক্তি, এবং এই চুক্তির প্রকৃত নাম হল বিশ্বাস: এবং চুক্তি-বিশ্বাসের আত্মিক অর্থাৎ প্রকৃত দাবি হল, যা অদৃশ্য তাতেই আঁকড়ে থাকা।
'রহস্যগুলি': যদিও 'রহস্য' শব্দটা যেকোন সাক্রামেন্ত বোঝাতে পারে, তবু এটাও স্মরণযোগ্য যে, বিশপ জনের মত সেকালের অন্যান্য লেখকগণও 'রহস্যগুলি' শব্দটা এউখারিস্তিয়া ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে সাধারণ ভূমিকায় 'রহস্য' শব্দের ব্যাখ্যাও দ্রঃ।

(১৮) 'এই চুক্তি বিশ্বাস বলেও অভিহিত': এই অনুষ্ঠানরীতি নিঃসন্দেহে 'শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টকে আঁকড়ে থাকা' অনুষ্ঠানকে লক্ষ করে। যখন চুক্তিটা বিশ্বাস বলে অভিহিত, তখন একটা প্রশ্ন ওঠে: 'বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ' অনুষ্ঠানটা কবে ঘটত? আসুন, আগে এ বিশেষ অনুষ্ঠান বিষয়ে দু'টো কথা বলা হোক। প্রাচীনকাল থেকেই দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রশিক্ষণ বিশেষ দু'টো ক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত ছিল, বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান ক্ষণ ও বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ ক্ষণ। বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান ক্ষণে শিক্ষাগুরু বিশ্বাস-সূত্রের একটা সূত্র (অথবা একটা সূত্রের একটা বা একাধিক অংশ) সম্প্রদান করতেন, অর্থাৎ তা ব্যাখ্যা করতেন; এবং প্রার্থীরা তা মুখস্থ করে অন্তরে গেঁথে রাখত। বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ ক্ষণ সাধারণত পুণ্য শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত হত। প্রার্থীরা প্রশিক্ষণে যা যা পেয়েছিল (অর্থাৎ যা যা শিখে এসেছিল), তা সেই অনুষ্ঠানে ফেরৎ দিত, অর্থাৎ তা শিক্ষাগুরুর সামনে আবৃত্তি করত। স্থানীয় মণ্ডলীগুলো বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ ক্ষণ নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে অন্য দিনেও পালন করতে পারত। এবার, আসুন, আমাদের প্রশ্নে ফিরে আসি, আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে, বিশপ জনের সময়ে, 'বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ' অনুষ্ঠানটা কবে ঘটত? এবিষয়ে বিশপ জন কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। তাই অনেক ব্যাখ্যাতা মনে করেন, 'বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ' অনুষ্ঠানটা ও 'শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টকে আঁকড়ে থাকা' অনুষ্ঠান একই অনুষ্ঠান ছিল; অন্য ব্যাখ্যাতা মনে করেন, 'বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ' অনুষ্ঠান পুণ্য বৃহস্পতিবারে হত; ও অন্য ব্যাখ্যাতা মনে করেন, তা বাপ্তিস্ম গ্রহণের পূর্বক্ষণেই হত।

(১৯) 'যাজকগণ তোমাদের ভিতরে নিয়ে আসেন': লক্ষ করার বিষয় এটা যে, যাজকগণ প্রার্থীদের ভিতরে নিয়ে আসেন, কিন্তু পরে একজনমাত্র যাজকই তাদের এক একজনের কাছে তাদের চুক্তি ও স্বীকারোক্তি আদায় করেন। সেসময়ে 'যাজক' বলতে বিশপ বোঝাত।

(২০) এই কাতেখেসিসে কয়েকটা শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয় তথা: তেল, মলম, খ্রিস্মা ও খ্রিস্মাভিষেক। এবং শব্দগুলোর মধ্যে "খ্রিস্মা" ও "খ্রিস্মাভিষেক" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। "খ্রিস্মা" গ্রীক শব্দটা এমন মলম বোঝায় যা জলপাই তেল ও সুরভী দ্রব্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত করা। সেই অনুসারে, যেমন "তেল" শব্দ থেকে "তৈলাভিষেক" ও "তৈলাভিষিক্ত" শব্দ দু'টো ব্যবহৃত, তেমনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐশতত্ত্বে ও উপাসনা সংক্রান্ত পরিভাষায় আজও "খ্রিস্মা" শব্দ থেকে "খ্রিস্মাভিষেক" ও "খ্রিস্মাভিষিক্ত" শব্দ দু'টো ব্যবহৃত। তবে "খ্রিস্মাভিষেক" ও "খ্রিস্মাভিষিক্ত" শব্দ দু'টো কেনই বা গুরুত্বপূর্ণ? কারণ "খ্রিস্মা" ও "খ্রিষ্ট" শব্দদ্বয় একান্ত সম্পর্কযুক্ত যেহেতু উভয় শব্দের ধাতু এক, তথা "খ্রিষ"। ফলে, খ্রিস্মা-

মলমে অভিষিক্ত হওয়ায় “খ্রিষ্ট” বলতে প্রকৃতপক্ষে “তৈলাভিষিক্ত” নয় বরং খ্রিস্মাভিষিক্তই বোঝায়। ঠিক এই ভিত্তিতেই বিশপ সিরিল বলেন, “তেমন পবিত্র খ্রিস্মা গ্রহণের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে তোমরা খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত হয়েছ”; অর্থাৎ খ্রিস্মাভিষিক্ত হওয়ায় মানুষ সেই “খ্রিষ্ট” নামের যোগ্য হয়ে ওঠে যার অর্থ “খ্রিস্মাভিষিক্ত”।

(২১) ‘রাতের পূর্ণ অন্ধকারের সময়ে’: তাতে অনুমান করা যায়, এই অনুষ্ঠানরীতি পুণ্য শনিবার রাতে পালিত হচ্ছিল যেহেতু পাঠ্যটা এমন ইঙ্গিত দেয় যে, জলপাই তেলে লেপনের পর পরেই বাপ্তিস্ম দেওয়া হত, ও বাপ্তিস্ম কেবল পুণ্য শনিবার রাতে দেওয়া হত।

(২২) ‘যাজক তোমাদের পবিত্র জলকুণ্ডে নামিয়ে দেন’: এই অনুষ্ঠানরীতিও খুবই অর্থপূর্ণ: বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষ আদমকে পোশাকের মত ত্যাগ করে খ্রিষ্টকে পরিধান করে; সমাহিত হওয়ার পর সে সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তিতে নবীকৃত হয়ে পুনরুত্থান করে। সেকালের পিতৃগণ আদম ও খ্রিষ্টের মধ্যকার সম্পর্ক এবং মানবসৃষ্টি ও বাপ্তিস্মের মধ্যকার সম্পর্ক প্রায়ই তুলে ধরতেন।

(২৩) কল ৩:১০ দ্রঃ।

(২৪) ‘তারা … রাজকীয় ভোজনপাটে নিমন্ত্রিত হয়েছে’: এউখারিস্তিয়া গ্রহণের ফলাফল এখানে স্পষ্ট, যাতে নব বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষ পবিত্র আত্মার বাসস্থান হয়ে ওঠে।

(২৫) কল ৩:২ দ্রঃ।

৩য় কাতেখেসিস

এই ৩য় মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস (স্তাব্রনিকিতা ৩) আন্তিওখিয়ায়, সম্ভবত পাস্কা-পর্বদিনের সকালবেলায়, অর্থাৎ প্রার্থীরা বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া গ্রহণ করার পরেই, ৯ই এপ্রিল ৩৯০ (অথবা ৩৮৮ সালে) সালে প্রদান করা হয়েছিল। বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত গ্রহণের পরে সেবিষয় সংক্রান্ত যে যে কাতেখেসিস পাস্কা-অষ্টাহ ধরে দেওয়া হত, সেগুলো মিস্তাগোগীয় কাতেখেসিস বলা হত।

১) বিশপ জন সদ্য আলোপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানাবার পর তাদের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের জন্য আহ্বান করেন। তারা লড়াইয়ের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করতে করতে স্বয়ং খ্রিষ্টই তাদের সঙ্গে ও তাদের অন্তরে রয়েছেন; তিনি তাদের শুধু অস্ত্র দেননি, খাদ্য রূপে নিজের দেহ ও রক্তও দান করেছেন।

২) বিশপ জন খ্রিষ্টের রক্তের প্রতাপ দেখাবার জন্য তাদের কাছে সেই রক্তেরই প্রতাপ ব্যাখ্যা করেন যে রক্ত হয়েছিল খ্রিষ্টের রক্তের দৃষ্টান্ত: যেমন একসময় পাস্কা-মেষশাবকের রক্ত সংহারক দূতকে সরিয়ে দিয়েছিল, তেমনি এখন খ্রিষ্টের যে রক্ত সদ্য আলোপ্রাপ্তদের ঠোঁট রক্তলাল করে তোলে সেই রক্ত তাদের প্রাণের শত্রুকে দূর করে দেয়।

৩) খ্রিষ্টের রক্তের শক্তি সেই রক্তের উৎস থেকেই আসে: সেই শতপতির বর্শা ক্রুশে বিদ্ধ খ্রিষ্টের বুকের পাশ খুলে দিয়েছিল, ও সেখান থেকে জল ও রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল: জল হল বাপ্তিস্মের, ও রক্ত হল এউখারিস্তিয়ার প্রতীক।

৪) যেমন হবাকে ঘুমন্ত আদমের বুকের পাশ থেকে গড়া হয়েছিল, তেমনি মণ্ডলীকে ক্রুশে মৃত্যু-নিদ্রায় নিদ্রিত খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে গড়া হয়েছিল। একটি মা যেমন নিজের দুধ দানে নবজাত শিশুর পুষ্টিসাধন করেন, তেমনি খ্রিষ্ট নিজের সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব দিয়ে আমাদের পুষ্টিসাধন করেন।

৫) সদ্য আলোপ্রাপ্তরা খ্রিষ্টের সেবা করার যে ব্রত নিয়েছে, তারা যেন সেই ব্রতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে; তারা যেন পুনরায় পাপে পতিত না হয়, কেননা দ্বিতীয় কোন বাপ্তিস্ম না থাকায় দ্বিতীয় কোন নবজন্মও নেই।

৬) খ্রিষ্টবিশ্বাসীগণ মোশির দেওয়া সেই মান্নার চেয়ে শ্রেয়তর খাদ্যের অধিকারী; তাছাড়া খ্রিষ্টবিশ্বাসী সেই খ্রিষ্টের ও সেই বেদিরও অধিকারী যা সমস্ত আশীর্বাদের অফুরন্ত উৎস।

সদ্য আলোপ্রাপ্তদের উদ্দেশ করা উপদেশ।

নব তারকারাজির সঙ্গে সদ্য আলোপ্রাপ্তদের তুলনা

১। ধন্য ঈশ্বর! দেখ, এখানেও, এই পৃথিবীতেও, তারকারাজি রয়েছে, আর আকাশের তারকারাজির চেয়ে এগুলোই বেশি দীপ্তিময় [১]। পৃথিবীতে তারকারাজি রয়েছে, তাঁরই কারণে যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন ও পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয়েছিলেন। এই তারকারাজি কেবল পৃথিবীতেই রয়েছে এমন নয়, কিন্তু, আহা দ্বিতীয় বিস্ময়কর ব্যাপার, এই তারকারাজি এমন যা দিনের স্পষ্ট আলোতেও বিদ্যমান। রাতের বেলায় দীপ্তিময় তারকারাজির চেয়ে দিনমানের তারকারাজি বেশি দীপ্তি ছড়ায়। কেননা রাতের তারা সূর্যোদয়ের আগে নিজেদের লুকোয়, কিন্তু যখন ধর্মময়তার সূর্য দীপ্তি ছড়ান, তখন দিনমানের এ তারকারাজি আরও বেশি দীপ্তি ছড়িয়ে আরও বেশি উজ্জ্বল হয়। তোমরা কি কখনও এমন তারা দেখেছ যেগুলো সূর্যের আলোতে দীপ্তি ছড়ায়?

২। হ্যাঁ, রাতের তারকারাজি যুগের অবসানে অদৃশ্য হয়; কিন্তু দিনমানের এ তারকারাজি অবসানের আগমনে নিজ নিজ দীপ্তি বৃদ্ধি করে। সুসমাচার রাতের তারকারাজির বিষয়েই কথা বলছিল, *আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে, সেইভাবে যেভাবে আঙুরলতা থেকে পাতার পতন হয়* [২]; কিন্তু দিনমানের তারকারাজির বিষয়ে সুসমাচার বলে, *ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* [৩]।

৩। আঙুরলতা থেকে যেভাবে পাতার পতন হয় সেইভাবে আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হয়, এর অর্থ কি? যতক্ষণ আঙুরলতা আঙুরগুচ্ছকে পুষ্টি দেয়, ততক্ষণ পাতাগুলোর দেওয়া আশ্রয় তার প্রয়োজন আছে; তা যখন নিজের ফল ত্যাগ করে, তখন পাতাগুলোকেও ত্যাগ করে। সেই অনুসারে, যতক্ষণ গোটা বিশ্ব মানবজাতিকে নিজেতে ধারণ করে থাকে, ততক্ষণ আকাশমণ্ডলও নিজের তারাগুলোর অধিকারী হয়ে থাকবে, ঠিক সেইভাবে যেভাবে আঙুরলতা নিজের পাতাগুলোর অধিকারী। কিন্তু যখন আর কোন রাত থাকবে না, তখন তারাগুলোর কোন দরকার হবে না।

৪। আকাশের তারাগুলোর প্রকৃতি অগ্নিময়; পৃথিবীতে বসবাসকারীদের সত্তাও অগ্নিময়। কিন্তু আকাশে যে আগুন, তা দেহের চোখ দিয়ে দেখা যেতে পারে; অপরদিকে এই অন্য আগুনটা প্রাণের চক্ষু দ্বারাই উপলব্ধ হয়। মথি বলেন, *তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন* (৪)। তুমি কি এই দুই ধরনের তারার নাম জানতে ইচ্ছা কর? গগনতলের তারাগুলো মৃগশীর্ষ, সপ্তর্ষি, স্বাতি ও প্রভাতী তারা। আমাদের মাঝে বিদ্যমান তারাগুলোর মধ্যে কোন স্বাতি নেই; সবগুলোই প্রভাতী তারা।

বাপ্তিস্মের বহু অনুগ্রহ

৫। এসো, পুনরায় বলি, *ধন্য ঈশ্বর, তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক* (৫), তিনিই সবকিছু নির্মাণ করেন ও সেই সবকিছু রূপান্তরিত করেন। গতকালের আগে তোমরা বন্দি ছিলে, কিন্তু এখন স্বাধীন ও মণ্ডলীর নাগরিক; অতীতে তোমরা তোমাদের পাপকর্মের লজ্জায় জীবনযাপন করছিলে, কিন্তু এখন স্বাধীনতা ও ধর্মময়তায় জীবনযাপন করছ। তোমরা শুধু স্বাধীন নয়, তোমরা পবিত্রও; শুধু পবিত্র নয়, তোমরা ধর্মময়তাপ্রাপ্তও; শুধু ধর্মময়তাপ্রাপ্ত নয়, তোমরা সন্তানও; শুধু সন্তান নয়, তোমরা উত্তরাধিকারীও; শুধু উত্তরাধিকারী নয়, তোমরা খ্রিস্টের ভাইও; শুধু খ্রিস্টের ভাই নয়, তোমরা সহউত্তরাধিকারীও; শুধু সহউত্তরাধিকারী নয়, তোমরা সহভাগীও; শুধু সহভাগী নয়, তোমরা মন্দিরও; শুধু মন্দির নয়, তোমরা [পবিত্র] আত্মার যন্ত্রও (৬)।

৬। *ধন্য ঈশ্বর, তিনিই আশ্চর্য কর্মকীর্তির একমাত্র সাধক* (৭)। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি বাপ্তিস্মের দানগুলো কেমন বহুসংখ্যক। যদিও কোন মানুষ মনে করে, বাপ্তিস্ম যে একমাত্র দান আরোপ করে তা হল পাপের ক্ষমা, তবু আমরা বেশ দশ দশটা গুণ গণনা করেছি। এজন্যই আমরা যাদের কোন পাপ নেই সেই শিশুদেরও বাপ্তিস্ম দিয়ে থাকি যেন তাদের কাছে বাকি দানগুলো তথা পবিত্রতা, ধর্মময়তা, দত্তকপুত্রত্ব ও উত্তরাধিকার দেওয়া হয়, আরও, যেন তারা খ্রিস্টের ভাই ও সহভাগী হতে পারে ও [পবিত্র] আত্মার বাসস্থান হয়ে উঠতে পারে।

৭। আমি যদি তোমাদের আমার ভাই বলে সম্বোধন করতে পারি, তবে, হে আমার প্রিয় ভাই: আমি তোমাদের সঙ্গে একই জন্মের সহভাগী একথা সত্য, কিন্তু আমার

অবহেলার কারণে আমাদের আত্মীয়তার প্রকৃত সিদ্ধতা ধ্বংস করেছি। তা সত্ত্বেও, আমার মহৎ ভালবাসার খাতিরে তোমরা আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করতে দাও ও আমাকে তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাতে দাও যেন তোমাদের উপরে যে মহৎ সম্মান বর্ষণ করা হয়েছে তোমরা সেটার শামিল মহৎ ধর্মাগ্রহ দেখাও।

দিয়াবলের বিরুদ্ধে লড়াই

৮। গতকাল পর্যন্ত তোমরা এমন প্রশিক্ষণ ও ব্যায়াম কেন্দ্রে ছিলে যেখানে তোমাদের পতন ক্ষমার চোখে দেখা হত। কিন্তু আজ থেকে রঙ্গভূমি উন্মুক্ত, প্রতিযোগিতা সন্নিকট, দর্শকেরা নিজ নিজ আসনে আসীন। লোকেরা লড়াই দেখছে তা শুধু নয়, স্বর্গদূতেরাও উপস্থিত আছেন, যেইভাবে করিন্থীয়দের কাছে লিখে পল চিৎকার করে বলেন, *আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি* (৮)। তবে যেখানে স্বর্গদূতেরা হলেন দর্শক, সেখানে স্বর্গদূতদের প্রভু বিচারক পদে হলেন প্রতিযোগিতার সভাপতি। এটা আমাদের জন্য সম্মান শুধু নয়, কিন্তু আমাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করে। যখন প্রতিযোগিতার বিচারক এমন একজন যিনি আমাদের জন্য নিজের জীবন সঁপে দিয়েছেন, তখন তা কি আমাদের জন্য সম্মান ও নিরাপত্তার ব্যাপার নয়?

৯। অলিম্পিক লড়াইতে বিচারক লড়াইকারীদের থেকে নিরপেক্ষ ভাবে একাই থাকেন, এভাবে তিনি একে বা অন্যের পক্ষপাতিত্ব করেন না কিন্তু ফলাফল অপেক্ষা করেন। তিনি মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, কারণ তাঁর বিচার নিরপেক্ষ। কিন্তু দিয়াবলের সঙ্গে আমাদের লড়াইতে খ্রিষ্ট একা একা নিরপেক্ষ থাকেন না কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে আমাদের পক্ষেই দাঁড়ান। খ্রিষ্ট যে নিরপেক্ষ থাকেন না বরং তিনি যে সম্পূর্ণ রূপে আমাদের পক্ষে তা তুমি এতে দেখতে পাও: আমরা লড়াইয়ের দিকে এগোবার সময়ে তিনি আমাদের গায়ে তেল মাখিয়েছেন, কিন্তু দিয়াবলকে শেকলাবদ্ধ করেছেন; তিনি আনন্দ-তেলে আমাদের তৈলাভিষিক্ত করেছেন, কিন্তু দিয়াবলকে এমন অভঙ্গুর শেকলে আবদ্ধ করেছেন যাতে লড়াইতে তাকে হাত-পায়েই আটকিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু যদি দৈবাৎ আমি পিছলে পড়ি, তিনি নিজের হাত বাড়ান, আমার পতন থেকে আমাকে

উত্তোলন করেন ও আমাকে পুনরায় পায়ে দাঁড় করান। কেননা সুসমাচার বলে, *তোমরা সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবে, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার রাখবে* (৯)।

১০। বিজয়ের পরে দিয়াবলকে জাহান্নাম-দণ্ডে হুমকি দেওয়া হয়। আমি জিতলে একটা মালা পাব; সে জিতলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। তুমি যেন জানতে পার, সে যখন জয়ী হয় তখন মহত্তর শাস্তি পায়, সেজন্য, যা ঘটেছে, আমি তা প্রকাশ্যেই তোমাকে প্রমাণ দেব। সে আদমকে হোঁচট খাওয়াল ও তার পতন ঘটাল। এই বিজয়ের জন্য পুরস্কার কেমন হল? *তোমাকে বুকেই হাঁটতে হবে, ও তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধরে ধুলো খেতে হবে* (১০)। যখন ঈশ্বর সেই দৃশ্যগত সাপকে তত কড়া শাস্তি দিলেন, তখন যে সাপ কেবল প্রাণের চক্ষুতে দৃশ্য হতে পারে, তাকে ঈশ্বর কেমন শাস্তি দেবেন? যখন কারিগরের ব্যবহৃত যন্ত্রের উপরে তেমন রায় দেওয়া হয়েছে, তখন কারিগরের জন্য অবশ্যই আরও বেশি কড়া শাস্তি অপেক্ষায় রয়েছে। যখন একজন প্রেমময় পিতা নিজের ছেলের খুনিকে পান, তখন পিতা সেই খুনিকে শাস্তি দেন শুধু নয়, ব্যবহৃত যন্ত্রও ধ্বংস করেন। একই প্রকারে, যখন খ্রিষ্ট দেখেন, দিয়াবল একটা মানুষকে খুন করেছে, তখন তিনি দিয়াবলকে শাস্তি দেন শুধু নয়, কিন্তু তার যন্ত্রও ধ্বংস করেন।

১১। সুতরাং এসো, সাহস ধরে প্রতিযোগিতার জন্য কাপড় খুলে দিই। খ্রিষ্ট আমাদের এমন বর্মে আমাদের সজ্জিত করেছেন যা সোনার চেয়েও দীপ্তিময়, লোহার চেয়েও কঠিন, আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত ও তীব্রতম, ও হাওয়ার চেয়েও হালকা। এই বর্মের প্রকৃতি আমাদের হাঁটু ভারী না ক'রে ও বাঁকাও না ক'রে বরং আমাদের অঙ্গগুলোকে কেমন যেন পাখাযুক্ত ক'রে উচ্চতেই উত্তোলন করে। তুমি স্বর্গে উড়তে ইচ্ছা করলে তবে এই বর্ম কোন বাধা সৃষ্টি করে না; বর্মটা নতুন ধরনেরই, কেননা এই লড়াই নতুন ধরনেরই লড়াই। আমি মানুষ হয়েও আমাকে অপদূতদেরই লক্ষ করে আঘাত হানতে হয়; আমি কাদায় পরিবৃত হলেও আমার লড়াই বিদেহী পরাক্রমসমূহেরই বিরুদ্ধে। এজন্য ঈশ্বর আমার বক্ষস্ত্রাণ লোহায় নয় কিন্তু ধর্মময়তায়ই গড়েছেন; তিনি আমার জন্য এমন ঢাল প্রস্তুত করেছেন যা ব্রোঞ্জের নয় কিন্তু বিশ্বাসেরই ঢাল। আমার একটা ধারাল খড়্গাও আছে, তা হল [পবিত্র] আত্মার বাণী। দিয়াবল তীর মারে, কিন্তু

আমার খড়্গ আছে; তার ধনুক আছে, কিন্তু আমি ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য। তাছাড়া তুমি ইতিমধ্যে দিয়াবলের কৌশল জানতে পেরেছ: তীরন্দাজেরা যেমন, তেমনি সেও কাছাকাছি এসে লড়াই করে না; সে দূর থেকেই তীর মারে।

এউখারিস্তীয় খাদ্যই দিয়াবলের বিরুদ্ধে প্রকৃত অস্ত্র

১২। তবে কি বলব? ঈশ্বর কি কেবল বর্মটাই প্রস্তুত করেছেন? না। তিনি এমন ভোজনপাটও প্রস্তুত করেছেন যা যেকোন বর্মের চেয়েও প্রতাপশালী, যাতে করে লড়াইয়ের সময়ে তোমার ক্লান্তি না লাগে ও তুমি যেন আনন্দের সঙ্গে খাওয়ার পর এই সুযোগে সেই ধূর্তজনের উপরে জয়ী হতে পার। দিয়াবল যদি এমনিই দেখে, তুমি প্রভুর ভোজসভা থেকে ফিরে আসছ, তাহলে সে যেকোন বাতাসের চেয়েও দ্রুত বেগে পালাবে, হ্যাঁ, কেমন যেন সে এমন সিংহ দেখে থাকে যা মুখ থেকে অগ্নিশ্বাস ফেলে। তুমি তাকে সেই মূল্যবান রক্তে রক্তাক্ত জিহ্বা দেখাও, সে আদৌ দাঁড়াতে পারবে না; তুমি যদি তাকে তোমার মুখ একেবারে রক্তলাল রঙে রঞ্জিত দেখাও, সে ভীতু পশুর মত সাথে সাথে পালিয়ে যাবে।

খ্রিষ্টের রক্তের প্রতাপ

১৩। তুমি কি খ্রিষ্টের রক্তের প্রতাপ জানতে ইচ্ছা কর? এসো, তার দৃষ্টান্ত তথা মিশর সংক্রান্ত সেই প্রাচীন নানা বিবরণীতে ফিরে যাই। ঈশ্বর মিশরীয়দের উপর দশম আঘাত আনছিলেন; মিশরীয়েরা তাঁর প্রথমজাত জনগণকে বন্দি অবস্থায় রাখছিল বিধায় তিনি সেই মিশরীয়দের প্রথমজাতদের ধ্বংস করতে ইচ্ছা করছিলেন। যেহেতু মিশরীয়েরা ও ইহুদীরা উভয়েই একই স্থানে জন্ম নিয়েছিল, সেজন্য, ইহুদীরা পাছে মিশরীয়দের সঙ্গে নিপাতিত হয় তিনি কী করলেন? দৃষ্টান্তের প্রতাপ শিখে নাও, তবেই তুমি সত্যের শক্তি শিখতে পারবে। ঈশ্বরের প্রেরিত আঘাত ঊর্ধ্ব থেকে সজোরে পড়তে যাচ্ছিল, ও সংহারক দূত ঘরের পর ঘর আক্রমণ করছিলেন।

১৪। তখন মোশি কি করলেন? তিনি বললেন, 'তোমরা খুঁতবিহীন একটা মেষশাবক জবাই কর ও তার রক্ত দিয়ে দরজাগুলো লেপে দাও।' মোশি, আপনি কী

বলছেন? যুক্তিক্ষমতা বিহীন একটা পশুর রক্ত কি যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মানুষকে ত্রাণ করতে পারে? তিনি উত্তরে বলেন, 'অবশ্যই, কিন্তু তা যে রক্ত এজন্য নয়, কিন্তু এজন্যই যে, সেই রক্ত প্রভুরই রক্তের দৃষ্টান্ত স্বরূপ'। যদিও সম্রাটের নানা মূর্তি জীবন বিহীন ও অনুভূতি বিহীন, তবু যে মানুষেরা আশ্রয় নেবার জন্য সেগুলোর কাছে পালায় সেই মূর্তিগুলো অনুভূতিসম্পন্ন ও জীবন-সম্পন্ন সেই মানুষদের ত্রাণ করতে পারে: সেগুলো যে ব্রোঞ্জের, এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, সেগুলো হল সম্রাটের ছবি। একই প্রকারে, জীবন ও অনুভূতি বিহীন সেই রক্তও জীবনসম্পন্ন মানুষদের ত্রাণ করল, সেটা যে রক্ত এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, সেই রক্ত ছিল প্রভুর রক্তের দৃষ্টান্ত।

১৫। সেদিন মিশরে সেই সংহারক দূত দরজাগুলোতে মাখা রক্ত দেখে ভিতরে সজোরে প্রবেশ করতে সাহস করতেন না। আজ যখন দিয়াবল দরজাগুলোতে মাখা দৃষ্টান্তের রক্ত নয় কিন্তু বিশ্বস্তদের মুখে মাখা প্রকৃত রক্ত দেখে, তখন সে, মহত্তর কারণে, কি আরও দূরে পিছটান দেবে না? কেননা এই সমস্ত মুখ হয়ে উঠেছে এমন মন্দিরের দরজা যা খ্রিষ্টকে ধারণ করে। যখন সেই দূত দৃষ্টান্তটা দেখে ভয়ে অভিভূত হয়ে থামলেন, তখন মহত্তর কারণেই কি এমনটা ঘটবে না যে দিয়াবল সত্যকার রক্ত দেখে পালিয়ে যাবে?

মণ্ডলী খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে গড়া

১৬। তুমি কি চাও আমি এই রক্তের প্রতাপের প্রমাণ হিসাবে আর একটা ঘটনা উল্লেখ করব? লক্ষ কর সেই রক্ত প্রথম কোথা থেকে প্রবাহিত হল ও সেটার উৎস কোথায়। সেই রক্ত ক্রুশ থেকে, প্রভুর বুকের পাশ থেকেই প্রবাহিত হল। সুসমাচারে ধন্য যোহন বলেন, খ্রিষ্ট মৃতই ছিলেন কিন্তু তখনও ক্রুশে ঝুলানো ছিলেন এমন সময় এক সৈন্য কাছে গিয়ে তাঁর বুকের পাশটি একটা বর্শা দিয়ে বিঁধিয়ে দিল, ও সাথে সাথে তা থেকে জল ও রক্ত নিঃসৃত হল (১১)। জল হল বাপ্তিস্মের, ও রক্ত হল [এউখারিস্তীয়] রহস্যগুলির প্রতীক (১২)। এজন্য তিনি এমনটা বলেননি, জল ও রক্ত নিঃসৃত হল, কিন্তু আগে জল, পরে রক্ত নিঃসৃত হল, যেহেতু প্রথম আসে সেই বাপ্তিস্ম, ও পরে আসে সেই রহস্যগুলি। তবে সেই সৈন্যই খ্রিষ্টের বুকের পাশ খুলে দিল ও পবিত্র মন্দিরের দেওয়াল

ফাটিয়ে দিল [১৩], কিন্তু আমিই মহাধন খুঁজে পেয়ে লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে গেলাম। একই প্রকারে মেষশাবকের বেলায় ঘটেছে: ইহুদীরা বলিটা জবাই করল, কিন্তু আমি তাদের সেই বলি থেকে আমার পরিত্রাণ লাভ করলাম।

১৭। *তাঁর বুকের পাশ থেকে নিঃসৃত হল জল ও রক্ত* [১৪]। হে শ্রোতা, চিন্তা না করে এই রহস্য পাশ কাটিয়ে যেয়ো না, কেননা দেওয়ার মত আমার রহস্যময় [সাক্রামেন্তীয়] ব্যাখ্যার আর একটা বাণী বাকি রয়েছে। আমি বলেছি, সেই জল ও রক্ত হল বাপ্তিস্মের ও [এউখারিস্তীয়] রহস্যগুলির প্রতীক। এ দু'টো থেকেই মণ্ডলী নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারা ও [পবিত্র] আত্মার নবীকরণ দ্বারা তথা বাপ্তিস্ম ও [এউখারিস্তীয়] রহস্যগুলি দ্বারা উৎসারিত হল [১৫]। কিন্তু বাপ্তিস্মের ও [এউখারিস্তীয়] রহস্যগুলির প্রতীক খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকেই আসে। সুতরাং, নিজেরই বুকের পাশ থেকে খ্রিষ্ট নিজের মণ্ডলীকে গড়লেন, সেইভাবে যেভাবে তিনি হবাকে আদমের বুকের পাশ থেকে গড়েছিলেন।

১৮। এজন্য মোশি আদিমানুষের কথা বলতে গিয়ে আদমকে একথা বলান, *আমার হাড়ের হাড় ও আমার মাংসের মাংস* [১৬]। এতে তিনি আমাদের জন্য প্রভুর বুকের পাশের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করছিলেন। সেসময় ঈশ্বর যেমন আদমের পাঁজর নিয়ে একটি নারীকে গড়েছিলেন, তেমনি খ্রিষ্ট নিজের বুকের পাশ থেকে রক্ত ও জল উৎসারিত করে মণ্ডলীকে গড়লেন। সেসময় তিনি যেমন আদমের গভীর নিদ্রাবস্থায়ই তাঁর থেকে পাঁজর নিয়েছিলেন, তেমনি এখন তিনি আপন মৃত্যুর পরে নিজের রক্ত ও জল আমাদের দান করলেন: আগে জল, পরে রক্ত। কিন্তু সেসময় যা ছিল গভীর তন্দ্রা তা এখন হল মৃত্যু, যাতে তুমি জানতে পার যে, আমাদের মৃত্যুও এখন থেকে নিদ্রা স্বরূপ।

১৯। তুমি কি দেখেছ কেমন করে খ্রিষ্ট আপন কনেকে নিজের সঙ্গে আবদ্ধ করেন?. তুমি কি দেখেছ কোন্ খাদ্যে তিনি আমাদের সকলকে পরিপুষ্ট করেন? একই খাদ্য দ্বারা আমাদের গড়া হয়েছে ও পুষ্ট করা হয়। জননী যেমন আপন গর্ভের রক্ত দিয়ে ও আপন বুকের দুধ দিয়ে শিশুর পুষ্টিসাধন করে, তেমনি খ্রিষ্টও যাদের জনিত করেছেন, নিজের রক্ত দিয়ে অবিরতই তাদের পুষ্টিসাধন করে থাকেন।

২০। যেহেতু আমরা তেমন মহৎ দান থেকে উপকৃত হয়েছি, সেজন্য এসো, প্রচুর ধর্মাগ্রহ দেখাই ও সেই চুক্তি স্মরণ করি যা তাঁর সঙ্গে স্থাপন করেছি [১৭]। এখন আমি সদ্য আলোপ্রাপ্ত ও বহুদিন থেকে, এমনকি বহু বছর আগেই, দীক্ষাপ্রাপ্ত, উভয়কেই উদ্দেশ করে কথা বলছি। কেননা কাতেখেসিস আমাদের সকলের জন্য সমান যেহেতু আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে কালিতে নয় আত্মায়ই, কলমে নয় আমাদের জিহ্বায়ই লিখিত সেই চুক্তি স্থির করেছিলাম। কেননা জিহ্বা হল সেই কলম যা দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সেই চুক্তি লিখেছি। এজন্যই দাউদ বলেছিলেন, *আমার জিহ্বা যেন ক্ষিপ্র লেখকের লেখনীর* মত [১৮]। আমরা তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেছি; আমরা দিয়াবলের কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করেছি। এটাই স্বাক্ষর, এটাই সম্মতি, এটাই চুক্তি।

২১। এমনটা কর পাছে আমরা সেই প্রাচীন চুক্তির কাছে পুনরায় ঋণী হই। খ্রিষ্ট একবার এলেন; আদম যে ঋণপত্র লিখেছিলেন ও স্বাক্ষরিত করেছিলেন, খ্রিষ্ট আমাদের সেই পৈতৃক ঋণপত্র পেলেন। আদম সেই ঋণ শুরু করে দিয়েছিলেন; আমরা আমাদের পরবর্তী পাপকর্ম দ্বারা সেই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি [১৯]। এই চুক্তিতে একটা অভিশাপ, একটা পাপ, ও মৃত্যু লেখা রয়েছে, বিধানের নিন্দাও লেখা রয়েছে। খ্রিষ্ট সেইস কব কিছু বাতিল করলেন ও সবই ক্ষমা করে দিলেন। পল মুক্তকণ্ঠে বলেন, *সেই লিখিত ঋণপত্র যা আমাদের প্রতিকূল ছিল, তিনি তা ছিঁড়ে ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন* [২০]। তিনি এমনটা বলেননি, তিনি তা মুছে ফেলেছেন, কিন্তু বললেন, তা ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে টুকরো টুকরো করেছেন যেন সেটার অংশটুকুও না থেকে যায়। এজন্যই তিনি তা মুছে দেননি কিন্তু তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছেন। ক্রুশের সেই পেরেকগুলোই ঋণপত্রটা ছিঁড়ে ফেলল ও একেবারে ধ্বংস করল যেন সেটা ভাবীকালের জন্য মূল্যহীন হয়।

২২। তিনি আমাদের সেই ঋণপত্র কোন একটা গোপন স্থানে নয় বরং জগতের সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচরে, উচ্চস্থিত একটা মঞ্চ থেকেই বিনাশ করলেন। তিনি বলেন, স্বর্গদূতেরা দেখুক, মহাদূতেরা ও ঊর্ধ্বস্থিত প্রতাপসমূহও লক্ষ করুক; ধূর্ত অপদূতেরা ও দিয়াবল নিজেও দেখুক। এই ধূর্তেরাও আমাদের ঋণগুলোর জন্য আমাদের ঋণদাতাদের

কাছে দায়ী করে ফেলেছিল, কিন্তু এখন সেই চুক্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে, ফলত ওরা আমাদের আর আক্রমণ করতে পারে না।

মিশর থেকে প্রস্থানের সঙ্গে বাপ্তিস্মের তুলনা

২৩। যেহেতু সেই প্রাচীন ঋণপত্র বিনষ্ট, সেজন্য এসো, আমরা সতর্ক থাকি পাছে দ্বিতীয় একটা ঋণপত্র হয়। কেননা দ্বিতীয় কোন ক্রুশও নেই, নবজন্মদানকারী দ্বিতীয় কোন জলপ্রক্ষালনও নেই। পাপক্ষমা রয়েছে, কিন্তু বাপ্তিস্ম দ্বারা সাধিত দ্বিতীয় কোন পাপক্ষমা নেই (২১)। আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি: আমরা যেন বেশি অসতর্ক না হই। তুমি মিশর থেকে বেরিয়ে গেছ। সেই মিশরকে আর কখনও খোঁজ করো না। মিশরের সমস্ত অনিষ্টও নয়। সেই কাদা ও ইট-তৈরির কথা আর ভেবো না। বর্তমান জীবনের বিষয়গুলোই সেই কাদা ও সেই ইট-তৈরি, কেননা সোনায় রূপান্তরিত হবার আগে সোনা নিজেও মাটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৪। ইহুদীরা নানা অলৌকিক কাজ দেখেছিল; মিশর থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ে তারা যা যা দেখেছিল, তার চেয়ে তুমি মহত্তর ও উজ্জ্বল কিছু দেখতে পাবে। তুমি তো ফারাওকে তার সমস্ত রথ সহ জলে নিমজ্জিত হতে দেখনি, তবু তুমি দেখেছ, দিয়াবল তার সমস্ত সেনাদল সহ ডুবে গেছে। ইহুদীরা সাগর পার হল, তুমি মৃত্যু-সাগর পেরিয়ে গেলে। তারা মিশরীয়দের হাত থেকে, তুমি অপদূতদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ; তারা বর্বর দাসত্ব ছেড়ে চলে গেছিল, তুমি পাপের অধিক কষ্টকর দাসত্ব ছেড়ে চলে এসেছ।

২৫। তুমি কি অন্যভাবেই জানতে চাও কীভাবে তুমি মহত্তর বিস্ময়কর কাজগুলোর যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ? মোশি তাদের স্বজাতির মানুষ ও তাদের মত দাস হলেও সেসময়ের ইহুদীরা তাঁর রূপান্তরিত মুখমণ্ডলের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে অক্ষম ছিল। তুমি কিন্তু খ্রিষ্টের রূপান্তরিত মুখমণ্ডল তাঁর পূর্ণ গৌরবেই দেখতে পেয়েছ। পলও বলে ওঠেন, *আমরা অনাবৃত মুখে প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করছি* (২২)। সেসময় খ্রিষ্ট ইহুদীদের সঙ্গে সঙ্গে চলতেন, তিনি কিন্তু এখন আরও সত্যকার ভাবেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেন। সেসময় খ্রিষ্ট মোশির পুণ্যে তাদের অনুসরণ করতেন; এখন কিন্তু তিনি মোশির পুণ্যে ছাড়া আমাদের তৎপর বাধ্যতার পুণ্যেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেন।

ইহুদীদের বেলায়, মিশরের পর প্রান্তর এল, এই প্রবাসভূমি প্রস্থান করার পরে তুমি স্বর্গই পাবে। পরিচালক ও উত্তম নেতা হিসাবে তাদের সেই বিখ্যাত মোশি ছিলেন, আমাদের কিন্তু অন্য মোশি তথা সেই স্বয়ং ঈশ্বর আছেন যিনি আমাদের পরিচালক ও অগ্রনায়ক।

২৬। আগেকার সেই মোশির স্বভাব কেমন ছিল? *তিনি মর্তবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে নম্র মানুষ ছিলেন* [২৩]। যে কেউ এই অন্য মোশিকে একই কথায় বর্ণনা করত সে ভুল করত না, কারণ তিনি সেই নম্রতাপূর্ণ [পবিত্র] আত্মার অধিকারী ছিলেন যিনি তাঁর সমসত্তাময় ও অনন্তকালীন প্রজননে তাঁর সমকক্ষ। সেসময় মোশি স্বর্গের দিকে হাত প্রসারিত করে সেখান থেকে স্বর্গদূতদের খাদ্য সেই মান্না নামিয়ে এনেছিলেন; এই অন্য মোশি স্বর্গের দিকে হাত প্রসারিত করে অনন্ত জীবনের খাদ্য নামিয়ে আনেন। সেই মোশি শৈল আঘাত করে তা থেকে নানা জলস্রোত প্রবাহিত করেছিলেন, এ অন্য মোশি ভোজনপাট স্পর্শ করেন, ও বেদির আধ্যাত্মিক পাথর আঘাত করে [পবিত্র] আত্মার উৎসধারা প্রবাহিত করেন। এজন্যই ভোজনপাট জলের উৎসের মত মাঝখানেই বসানো হয়, যাতে মেষগুলি তার পরিত্রাণদায়ী জলস্রোতে নামবার জন্য সবদিক দিয়ে তার কাছে আসতে পারে।

২৭। তাই, যখন আমাদের তেমন জলের উৎস, তেমন জীবন-ঝরনা ও তেমন ভোজনপাট রয়েছে যা অসংখ্য মঙ্গলদানের প্রাচুর্যে ও আত্মিক দানগুলির আতিশয্যে পূর্ণ, তখন এসো, সরল অন্তরে ও শুচীকৃত মনে এগিয়ে আসি, যেন প্রয়োজনের দিনে তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া পেতে পারি—সেই একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও দয়া গুণে, যাঁর দ্বারা পিতা ও জীবনদায়ী আত্মার গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম হোক এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) মথি ১৩:৪৩ দ্রঃ।

(২) মথি ২৪:২৯ দ্রঃ।

(৩) মথি ১৩:৪৩।

(৪) মথি ৩:১১।

(৫) সাম ৭২:১৮ দ্রঃ।

(৬) বিশপ জন বাপ্তিস্মের ফল হিসাবে যে দশটা গুণ উল্লেখ করেন, সবগুলোই হয় সুসমাচার থেকে, না হয় সাধু পলের পত্রাবলি থেকে নেওয়া: স্বাধীন (যোহন ৮:৩৬), পবিত্র (রো ১:৭), ধর্মময়তাপ্রাপ্ত (রো ২:১৩), সন্তান (রো ৮:১৪), উত্তরাধিকারী (রো ৮:১৭), ভাই (মথি ১২:৫০); সহউত্তরাধিকারী (রো ৮:১৭), সহভাগী (১ করি ৬:১৫), মন্দির (১ করি ৩:১৬)। কেবল 'পবিত্র আত্মার যন্ত্র' শব্দটাই পবিত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত নয়, কিন্তু তা সরাসরি মন্দির উল্লেখ থেকেই আসে কেননা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহই আমাদের খ্রিষ্টের মন্দির করে তোলে।

(৭) সাম ৭২:১৮ দ্রঃ।

(৮) ১ করি ৪:৯।

(৯) লুক ১:১৯ দ্রঃ।

(১০) আদি ৩:১৪।

(১১) 'জল ও রক্ত নিঃসৃত হল' (যোহন ১৯:৩৪): খ্রিষ্টের এউখারিস্তীয় রক্তের প্রতাপ এটাই যে, সেই প্রতাপ ক্রুশে বিদ্ধ খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে উৎসারিত।

(১২) 'রক্ত হল [এউখারিস্তীয়] রহস্যগুলির প্রতীক': রহস্যগুলি বলতে এউখারিস্তিয়া বোঝায় (২য় কাতেখেসিস ১৭ ক টীকা দ্রঃ)।

(১৩) 'পবিত্র মন্দিরের দেওয়াল': আন্তিওখিয়া মন্ডলীর ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যা অনুসারে 'মন্দির' হল খ্রিষ্টের সেই মানবতা বা মানব-স্বরূপ যার মধ্যে ঐশবাণী ছাড়া অন্য কেউই নেই। সুতরাং 'মন্দির' শব্দটা যথার্থ খ্রিষ্টতত্ত্বের প্রমাণ বলে ব্যবহৃত ছিল: যে কেউ সমর্থন করত, সে সেই মন্দির-মানবস্বরূপে ঐশবাণী থেকে ভিন্ন একজনকে দেখত, তাকে ভ্রান্তমতপন্থী বলে চিহ্নিত করা হত, যেহেতু সেই মন্দির-মানবস্বরূপের একমাত্র বাসিন্দা হলেন ঈশ্বরের বাণী।

(১৪) যোহন ১৯:৩৪ দ্রঃ।

(১৫) 'এ দু'টো থেকেই মণ্ডলী নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারা ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারা …': তীত ৩:৫ দ্রঃ। যে জল ও রক্ত খ্রিষ্টের বুকের পাশ থেকে প্রবাহিত, তা কেবল খ্রিষ্টীয় দীক্ষার রহস্যগুলির অর্থাৎ এউখারিস্তিয়ার প্রতীক নয়; সেই রক্ত ও জল হল সেই নব আদমের কনে-মণ্ডলীর জন্মেরও প্রতীক, কেননা, যেমন হবাকে ঘুমন্ত আদমের বুকের পাশ থেকে গড়া হয়েছিল, তেমনি মণ্ডলীকে ক্রুশের উপরে নিদ্রিত নব আদমের বুকের পাশ থেকে গড়া হয়েছে। সাধু আগস্তিনও বিশপ জনের এই ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছিলেন।

(১৬) আদি ২:২৩।

(১৭) 'সেই চুক্তি স্মরণ করি যা তাঁর সঙ্গে স্থাপন করেছি': চুক্তিটা হল শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টের সঙ্গে স্থাপন করা বিশ্বাস-সন্ধি (২য় কাতেখেসিস ১৭-২১ দ্রঃ]।

(১৮) সাম ৪৫:২।

(১৯) 'আদম সেই ঋণ শুরু করে দিয়েছিলেন; আমরা আমাদের পরবর্তী পাপকর্ম দ্বারা সেই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি': এই উক্তিতে বিশপ জন আদিপাপ-ধারণাটা সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেন। সাধু আগস্তিন এই ব্যাখ্যাও নিজের লেখায় ব্যবহার করলেন।

(২০) কল ২:১৪ দ্রঃ।

(২১) 'পাপক্ষমা রয়েছে, কিন্তু বাপ্তিস্ম দ্বারা সাধিত দ্বিতীয় কোন পাপক্ষমা নেই': বিশপ জন এটা বলেন যে, বাপ্তিস্মের পরে দ্বিতীয় এমন কোন বাপ্তিস্ম নেই যা পাপক্ষমা মঞ্জুর করবে, কিন্তু এটাও বলেন যে, বাপ্তিস্মের পরে পাপক্ষমা আছে, যদিও এই পাপক্ষমা কী ধরনের পাপক্ষমা এসম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন না; তিনি অন্যত্র বলেন, ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত স্বীকারোক্তি, মনপরিবর্তন, অশ্রুজল, প্রার্থনা ও অর্থদান আমাদের জন্য পাপের ক্ষমা অর্জন করে; কিন্তু তবুও এবিষয়ে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে।

(২২) ২ করি ৩:১৮ দ্রঃ।

(২৩) গণনা ১২:৩ দ্রঃ।

৪র্থ কাতেখেসিস

৪র্থ মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস (স্তাব্রনিকিতা ৪)। আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে, জাগতিক জীবনে যেমন বিবাহোৎসব সাত দিন ধরে চলত, তেমনি সদ্য আলোপ্রাপ্তদের উৎসব সাত দিন ধরে চলত। সদ্য আলোপ্রাপ্তরা প্রত্যেক দিন প্রার্থনার জন্য সম্মিলিত হত ও বিশপ জন পাস্কা-অষ্টাহ ধরে তাদের জন্য বিশেষ উপদেশ দিতেন। সুতরাং, এই ৪র্থ কাতেখেসিস পাস্কার পরবর্তী সোমবারে অথবা পাস্কা পর্বদিনেই, সম্ভবত ৩৯০ সালের, হয় ২২শে এপ্রিল অথবা ২১শে এপ্রিলে প্রদান করা হয়েছিল।

লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, বিশপ জন পূর্ববর্তী কাতেখেসিসে যেভাবে সাক্রামেন্ত বিষয়ক ব্যাখ্যা প্রদান করতেন, এবার তিনি সেইভাবে সাক্রামেন্ত বিষয়ক কিছুই না বলে নীতি বিষয়কই উপদেশ প্রদান করেন: তাঁর বিবেচনায় বাপ্তিস্মের পরে খ্রিষ্টিয়ানদের আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

সেই অনুসারে তিনি শুরুতে সদ্য আলোপ্রাপ্তদের সেই সাধু পলের অনুকারী হবার জন্য আহ্বান করেন যিনি বাপ্তিস্মের পর নিজের জীবন আমূলে পরিবর্তন করেছিলেন। তথাপি, বাপ্তিস্মের মাধ্যমে ঈশ্বর নবসৃষ্টজনের প্রকৃতি পরিবর্তন করেন না, তার ইচ্ছার মনোভাবই পরিবর্তন করেন; তার বিচার-শক্তি পরিবর্তন করেন না, কিন্তু তার চোখ শুদ্ধ করেন। এর ফলে সদ্য আলোপ্রাপ্ত যারা, তারা যেন দেখায়, তারা সদ্য গৃহীত বাপ্তিস্মের যোগ্য, ও যাঁকে তারা পরিধান করেছে, দুষ্ট জীবনাচরণ দ্বারা যেন সেই খ্রিষ্টকে কষ্ট না দেয়। বরং তাদের সৎকর্ম যেন তাদের উজ্জ্বল কাপড়ের চেয়েও আরও বেশি উজ্জ্বলতর হয়, তারা যেন জগতের কাছে নিজেদের ক্রুশবিদ্ধ করে, ও স্বর্গীয় যেরুশালেমের যোগ্য নাগরিক বলে পরিচয় দেয়।

'কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে' (১)*, প্রেরিতদূতের এ বচন ভিত্তি ক'রে সদ্য আলোপ্রাপ্তদের উদ্দেশ করা কাতেখেসিস।*

সদ্য আলোপ্রাপ্তরাই মণ্ডলীর আনন্দ

১। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের জনসমাবেশ অন্যান্য দিনের চেয়ে আজই অধিক উজ্জ্বল, এবং মণ্ডলী নিজের সন্তানদের নিয়ে আনন্দিত। একজন স্নেহময়ী মাতা

তখনই আনন্দিতা যখন দেখতে পায়, তার সন্তানেরা তাকে ঘিরে আছে; সেই উল্লাসে সে এমন লাফে লাফিয়ে ওঠে যে-লাফ তাকে কেমন যেন আকাশে-বাতাসে উত্তোলিত করে। সেই অনুসারে আধ্যাত্মিক মাতা সেই মণ্ডলীও নিজের সন্তানদের দিকে তাকাচ্ছে, আনন্দ করছে, ও এই আধ্যাত্মিক ফসল নিয়ে সবুজ ও উর্বর মাঠ বলে নিজেকে দে'খে অধিক খুশি বোধ করছে। হে প্রিয়জন, ভেবে দেখ এই আধ্যাত্মিক মাতা হঠাৎ করে ও এক রাতেই কতগুলো সন্তানকে প্রসব করেছে। কিন্তু এতে আমাদের বিস্মিত হওয়ার নেই। আধ্যাত্মিক সন্তানোৎপাদন এমন কিছু যার জন্য কালও দরকার হয় না, মাসকালও প্রয়োজন হয় না।

২। সুতরাং এসো, তার সঙ্গে আনন্দ করি ও তার উল্লাসের অংশী হই। একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে যখন স্বর্গে আনন্দ হয়, তখন এত বৃহত্তর ভিড় নিয়ে আমাদের পক্ষে মেতে ওঠা ও ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর এই অনির্বচনীয় উপহারের জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করা আরও বেশি সমীচীন। কেননা ঈশ্বরের দানের বিশালতা সত্যিই সমস্ত কথা অতিক্রম করে। কোন্ উপলব্ধি, কোন্ চিন্তাশক্তি, কোন্ যুক্তি ঈশ্বরের কৃপার বাহুল্য ও তাঁর সেই অনির্বচনীয় উপহারের বিশালতা ধারণ করতে পারে যা তিনি মানবজাতির উপরে বিনামূল্যে বর্ষণ করেন?

৩। কেবল গতকাল ও তার আগের দিনেই এরা ছিল এমন পাপের দাস যাদের কথা বলারও স্বাধীনতা ছিল না, এরা ছিল দিয়াবলের প্রভুত্বের অধীন; বন্দির মত তারা এস্থান ওস্থানে চালিত হত। আজ তারা সন্তান পদে গৃহীত হয়েছে। তারা তাদের পাপের বোঝা ফেলে দিয়েছে ও রাজ-সজ্জা পরিধান করেছে; তারা উজ্জ্বলতায় প্রায় স্বর্গের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যারা তাদের দিকে তাকায়, তারা যখন তাদের দিকে নিজেদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা তারকারাজির চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে দীপ্তিমান; কেননা সেগুলো কেবল রাতের বেলায়ই দীপ্তিময় হয়, ও দিনমানের আলোতে সেগুলোকে দেখা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু এরা রাতে ও দিনে সমানভাবে দীপ্তিমান, কারণ এরা এমন আধ্যাত্মিক তারা যা সূর্যেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এমনকি সূর্যকে অতিক্রম করে। আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট এজন্যই সূর্যের উদাহরণ ব্যবহার করলেন যাতে সেই উজ্জ্বলতা দেখাতে পারেন যা আসন্ন জগতে ধার্মিকদের চিহ্নিত

করবে; সেসময় তিনি বলেছিলেন, *সেসময় ধার্মিকেরা সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* [2]। তিনি সূর্যের দীপ্তির সঙ্গে ধার্মিকদের দলের তুলনা করলেন: ধার্মিকদের দীপ্তি যে তত উজ্জ্বল এজন্য শুধু নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি সূর্যের চেয়ে আরও বেশি উজ্জ্বল জড় পদার্থের কোন উদাহরণ পাচ্ছিলেন না।

৪। তবে, আমাকে এদিনে আমাদের এই ভাইদের আলিঙ্গন করতে দাও যারা দীপ্তিতে তারকারাজিকে ছাপিয়ে যায় ও ঔজ্বল্যে সূর্যের রশ্মিমালার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আমাকে শুধু এই দৈহিক হাত দিয়ে এদের আলিঙ্গন করতে দিয়ো না, কিন্তু আমাকে এই আধ্যাত্মিক উপদেশ দানেই এদের কাছে আমার ভালবাসা দেখাতে দাও, ও আমাকে এদের আবেদন করতে দাও যেন তারা প্রভুর দানশিলতার আতিশয্যের কথা ভাবে, ও তারা যে সজ্জা পরিধান করার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে, সেই সজ্জার উজ্জ্বলতার কথাও যেন ভাবে। কেননা শাস্ত্রে বলে, *তোমরা যারা খ্রিষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ* [3]। তাই আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা তোমাদের সমস্ত কাজকর্ম এমনভাবে সম্পাদন কর কেমন যেন সবকিছুর স্রষ্টা ও আমাদের মানবজাতির প্রভু স্বয়ং খ্রিষ্টই অন্তরে তোমাদের বসবাস করছেন। কেননা আমি যখন ‘খ্রিষ্ট’ বলি, তখন আমি পিতা ও পবিত্র আত্মার কথাও বলি। কারণ খ্রিষ্ট নিজেই ঠিক তাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন বলেছিলেন, *যদি কেউ আমাকে ভালবাসে ও আমার বাণী মেনে চলে, তবে আমার পিতা তাকে ভালবাসবেন, এবং আমরা তার কাছে আসব ও তার কাছে করব আমাদের নিজেদের বাসস্থান* [4]।

৫। যদিও এই মানুষ পৃথিবীতে হাঁটতে থাকে, তবু যে কেউ স্বর্গে বসবাস করে, সে তারই একই মনোভাবের অধিকারী হবে, কারণ সে নিজের মন ও চিন্তা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়গুলোতে রাখবে ও সেই ধূর্ত অপদূতের ষড়যন্ত্র আর কখনও ভয় পাবে না। কারণ যখন দিয়াবল এত উদার পরিবর্তন দেখে ও এটাও দেখে, যারা সেইক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের স্বৈরশাসনের অধীন ছিল তারা তত উচ্চতে উন্নীত হয়েছে ও প্রভুর তেমন ভালবাসার যোগ্য হয়েছে, তখন সে লজ্জাভরে চলে যাবে ও তাদের মুখের দিকে তাকাতে সাহস করবে না। তাদের মুখমণ্ডল থেকে যে ঝলকানি দীপ্তি নির্গত হয়, সে তা

সহ্য করতে পারে না, ও তাদের চোখ যে আলোর রশ্মিমালা ছড়ায় তার চোখ সেই রশ্মিমালায় এত অন্ধ হয়ে যায় যে সে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়।

৬। তাই তোমরা যারা খ্রিষ্টের নব সৈন্য, তোমরা যারা আজ স্বর্গের নাগরিকদের মধ্যে নিবন্ধিত হয়েছ, তোমরা যারা আত্মিক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়েছ ও রাজ-ভোজনপাটে (৫) সমস্ত উপকার উপভোগ করতে যাচ্ছ, সেই তোমরা এমন ধর্মাগ্রহ দেখাও যা তাঁর দানগুলোর বিশালতার যোগ্য যাতে করে তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে মহত্তর অনুগ্রহও অর্জন করতে পার। আমাদের প্রভু তো কৃপাময়; তিনি যা ইতিমধ্যে তোমাদের দান করেছেন, যখন তিনি সেবিষয়ে তোমাদের কৃতজ্ঞতা দেখেন, আরও, তিনি যখন দেখেন তোমরা তাঁর মহা দানগুলো সংরক্ষণে খুবই তৎপর, তখন তিনি তোমাদের উপরে নিজের অনুগ্রহ অপর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষণ করেন। আমাদের অবদান ক্ষুদ্র হলেও তিনি আমাদের উপরে তার মহা দানগুলো অঝোরে বর্ষণ করেন।

সদ্য আলোপ্রাপ্ত জনের সিদ্ধ আদর্শ সেই পল

৭। আদর্শ হিসাবে আমাদের সেই পল আছেন যিনি বিশ্বমণ্ডলীর শিক্ষাগুরু। প্রথমে তিনি মণ্ডলীকে নির্যাতন করলেন: তিনি সর্বস্থানে যেতেন, নর-নারী নির্বিশেষে সবাইকে বিচারে কেড়ে নিতেন, সমস্যা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতেন, ও উন্মাদের মত দৌড়াদৌড়ি করতেন। যখন তিনি প্রভুর উপকার গ্রহণ করলেন ও আত্মার আলো দ্বারা আলোকিত হলেন, তখনই, তিনি যে অন্ধকারে চলেছিলেন সেই অন্ধকার দূর করে দিলেন ও সত্যের কাছে চালিত হলেন। তিনি আর দেরি না করে বরং সাথে সাথে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তাঁর আগেকার যত পাপকর্ম ধৌত করলেন। এবং যিনি আগে সবকিছুতে ইহুদীদের হয়ে কাজ করেছিলেন ও মণ্ডলীকে উল্টপাল্ট করেছিলেন, তিনি হঠাৎ করে একথা প্রচার ক'রে যে, সেই ক্রুশবিদ্ধজনই হলেন সত্যকার ঈশ্বরপুত্র, দামাস্কের ইহুদীদের দিশেহারা করলেন।

৮। তুমি কি পলের মনের বিশ্বস্ততা লক্ষ করেছ? তুমি কি দেখতে পেয়েছ, তিনি এসমস্ত কর্ম দ্বারা আমাদের কাছে এটা প্রমাণিত করছেন যে, তাঁর আগেকার কর্ম অজ্ঞতাজনিত ছিল? তুমি কি দেখতে পেয়েছ, এবিষয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি কেমন করে আমাদের সকলকে এটা শিখিয়ে দিলেন যে, তিনি ঊর্ধ্ব থেকে কৃপা

পাবার যোগ্য বলে গণ্য হবার ও সত্যপথে চালিত হবার যোগ্য হয়েছিলেন? যখন ঈশ্বর নিজের মঙ্গলময়তায় দেখেন, সঠিক মনোভাবের মানুষ অজ্ঞতাবশত পথভ্রষ্ট হচ্ছে, তখন তিনি সেই প্রাণ উপেক্ষা করেন না, তার সেই মহৎ উন্মাদনার হাতেও তাকে ফেলে রাখেন না, কিন্তু তাকে সেই সমস্ত মঙ্গলদান দেখান যা তাঁর কাছ থেকে আসে, এবং ধন্য প্রেরিতদূত যেমন করেছিলেন, যদি আমরা সেইভাবে ঊর্ধ্ব থেকে আগত অনুগ্রহের উপকারিতা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার জন্য নিজেদের যোগ্য করে তুলি, তাহলে আমাদের পরিত্রাণের জন্য যা যা প্রয়োজন, প্রভু তা দান করায় ব্যর্থ হন না।

৯। অবশ্যই, যখন পল বিধান-রক্ষার ধর্মাগ্রহে চালিত হয়ে বহু মানুষকে তত অমঙ্গল ঘটিয়ে নিজেকে তেমন সমস্যার দায়ী করেছিলেন, তখন তিনি অজ্ঞতাবশতই তেমনটা করেছিলেন। তথাপি, যখন স্বয়ং বিধানকর্তার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন, তিনি বিপথে চলছিলেন এমনকি সর্বনাশেরই দিকে চলছিলেন, তখন তিনি দ্বিধা না করে দেরি করলেন না, বরং আত্মার আলোতে আলোকিত হওয়া মাত্রই নিজের ভুলভ্রান্তি সরিয়ে দিয়ে সত্যের প্রচারক হয়ে উঠলেন। এবং যাদের তিনি সর্বপ্রথমে ধর্মভক্তির পথে চালনা করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তারা হল সেই ব্যক্তিরা যাদের কাছে তিনি মহাযাজকদের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিপত্র আনছিলেন। বাস্তবিকই তিনি নিজে ইহুদীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, *এবিষয়ে স্বয়ং মহাযাজক ও সমস্ত প্রবীণবর্গও আমার সাক্ষী। তাঁদের কাছ থেকে ভাইদের জন্য পত্র নিয়ে আমি দামাস্কে যাচ্ছিলাম, যারা সেখানে ছিল, দণ্ডিত হবার জন্য তাদেরও যেন বেঁধে যেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারি* (৬)।

১০। তুমি কি তাঁকে সিংহের মত গর্জন করতে ও সর্বস্থানে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছ? তুমি এবার দেখ তিনি হঠাৎ করে সাথে সাথেই নম্র একটা মেষশিশুতে পরিণত হচ্ছেন। যারা খ্রিস্টে বিশ্বাস রেখেছিল, যে মানুষ আগে তাদের সকলকে বেঁধে কারাগারে পুঁতে রাখছিলেন, নির্যাতন করছিলেন ও ধাওয়া করছিলেন, সেই মানুষকে এখন খ্রিস্টের খাতিরে সহসা ইহুদীদের ষড়যন্ত্র এড়াবার লক্ষ্যে একটা ঝুড়িতে করে একটা প্রাচীর থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরও, তাঁকে দেখ যখন রাতের বেলায় তাঁকে কায়েসারিয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ও সেখান থেকে তার্সসে পাঠানো হচ্ছে যাতে ইহুদীদের উন্মাদনায় তাঁকে ছিন্নভিন্ন করা না হয়। হে প্রিয়জন, তুমি কি দেখতে পেয়েছ তাঁর কেমন

বিশাল পরিবর্তন হয়েছিল? তুমি কি দেখতে পেয়েছ তিনি কেমন ভিন্ন মানুষ হলেন? তুমি কি দেখতে পেয়েছ কেমন করে তিনি ঈশ্বরের বদান্যতার উপকার সংগ্রহ করেছিলেন ও পরে প্রচুর পরিমাণে নিজের অংশ অবদান রূপে যোগদান করলেন তথা তাঁর ধর্মাগ্রহ, তাঁর উৎসাহ, তাঁর বিশ্বাস, তাঁর সাহস, তাঁর সহিষ্ণুতা, তাঁর উচ্চ মন ও তাঁর অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি? এসব কিছুর জন্যই তিনি ঊর্ধ্ব থেকে মহত্তর পরিমাণ সাহায্যের যোগ্য বলে গণ্য হলেন। এসব কিছুর জন্যই তিনি করিন্থীয়দের কাছে পত্র লিখে বলেন, *তাঁদের সকলের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি—আসলে আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ যা আমার সঙ্গে আছে* (৭)।

১১। তাই আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা তাঁর অনুকরণ কর। তোমরা এখন খ্রিষ্টের জোয়াল কাঁধে তুলে নেবার যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ ও দত্তকপুত্রত্বের উপকারিতা উপভোগ করেছ; তাই এখন, ঠিক এই শুরু থেকেই, এমন উৎসাহ ও খ্রিষ্টে এমন বিশ্বাস দেখাও যাতে ঊর্ধ্ব থেকে নিজেদের উপর অধিক ঐশ্বর্যময় অনুগ্রহধারা আকর্ষণ করতে, তোমাদের কাছে দেওয়া পোশাকটা আরও উজ্জ্বলতর ভাবে দীপ্তিময় করে তুলতে, ও প্রভুর প্রচুর প্রসন্নতা উপভোগ করতে পার। যদিও তোমরা কখনও মঙ্গলকর কিছুই না করে থাক, যদিও তোমাদের পাপের বোঝা নিজেদের উপরে ভারী ছিল, তিনি [ঈশ্বর হিসাবে] নিজের মঙ্গলময়তা অনুকরণ করে তোমাদের এই সমস্ত মহৎ দানগুলোর যোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কেননা তিনি যে তোমাদের পাপকর্ম থেকে তোমাদের মুক্ত করেছেন ও নিজের অনুগ্রহ দ্বারা তোমাদের কাছে ধর্মময়তা প্রদান করেছেন তা শুধু নয়, কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র বলেও প্রকাশিত করেছেন ও নিজের দত্তকপুত্র করে তুলেছেন। যখন তিনি তেমন দানগুলো দেওয়ায় উদ্যোগ নিয়েছেন, তখন তোমরা তেমনটা গ্রহণ করার পর নিজেদের দেয় অবদান রাখবার আগ্রহী হলে ও গৃহীত দানগুলো সংরক্ষণ ও সুব্যবস্থা করায় মনোযোগী হলে কেমন করে তিনি তোমাদের আর বেশি মহত্তর দানশীলতার যোগ্য বলে গণ্য করায় অবহেলা করবেন?

বাপ্তিস্মের সাধিত সেই বিস্ময়কর পরিবর্তন

১২। তোমরা আজ [৮] এমনটা শুনেছ যে, মণ্ডলীর শিক্ষাগুরু সেই ধন্য পল করিন্থীয়দের কাছে পত্রে আমাদের বলেছেন, *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি* [৯]। পাছে আমরা সেই কথা ব্যাখ্যা করে তা দৃশ্যগত সৃষ্টিতে আরোপ করি, সেজন্য তিনি স্পষ্ট বলেছেন, 'কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে'। এভাবে তিনি আমাদের শেখান যে, যে কেউ খ্রিষ্টের অনুসারীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, সে নতুন সৃষ্টি। আমাকে বল, আমরা যদি নতুন আকাশ ও তাঁর সৃষ্টির অন্য কোন নতুন অংশ দেখি, তাহলে তাতে কি লাভজনক এমন কিছু রয়েছে যা সেই উপকারেরই সঙ্গে তুলনাযোগ্য যা তখনই হয় যখন আমরা দেখতে পাই, একটা মানুষ অনিষ্ট ছেড়ে সদ্‌গুণের দিকে পা বাড়ায় ও ভুলভ্রান্তি ছেড়ে সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়? এটাই ধন্য পল নতুন সৃষ্টি বলে ডাকলেন, ও সেজন্য তিনি বলে চললেন, 'প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে'। এতে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে এটা দেখালেন যে, যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা নিজেদের পাপকর্ম জীর্ণ পোশাকের মত ছেড়ে দিয়েছে, যাদের ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা হয়েছে ও ধর্মময়তার আলো দ্বারা আলোকিত করা হয়েছে, তারাই এই নতুন ও উজ্জ্বল পোশাক অর্থাৎ এই রাজ-সজ্জা পরিধান করেছে। এজন্য তিনি বলেছিলেন, 'কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে!'

১৩। যে মানুষ গতকাল ও তার আগের দিন ভোগবিলাসিতায় ও পেটুকতায় দিন কাটাত, সেই মানুষ যখন হঠাৎ করে আত্মসংযমী ও সরলতাপূর্ণ জীবন ধারণ করে, তখন তেমনটা কেমন করে নতুন ও অবিশ্বাস্য বলে গণ্য হবে না? যে মানুষ আগে ছিল অসংযমী ও এজীবনের আমোদ-প্রমোদে অতিব্যস্ত, সেই মানুষ যখন হঠাৎ করে নিজের কামাসক্তির উপরে ওঠে ও দেহবিহীন প্রাণীই যেন মিতাচারী ও শুচি জীবন অনুসরণ করে, তখন তেমনটা কেমন করে নতুন ও একেবারে অবিশ্বাস্য বলে গণ্য হবে না?

১৪। তুমি কি দেখতে পেয়েছ কেমন করে একটা নতুন সৃষ্টি সত্যিকারে ঘটেছে? ঈশ্বরের অনুগ্রহ এসমস্ত প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে সেই সমস্ত প্রাণ নতুন করে গড়েছে, নবসৃষ্ট করেছে, ও সেই সমস্ত প্রাণ আগে যেমন ছিল তা থেকে ভিন্নই করে তুলেছে। সেই অনুগ্রহ সেই সমস্ত প্রাণের সত্তা পরিবর্তন করেনি, কিন্তু মনের চক্ষুর আদালতকে

ভ্রান্তিজনক ব্যাপার উপভোগ করা নিষেধ ক'রে তাদের ইচ্ছা সংস্কার করেছে; এবং যে কুয়াশা তাদের চোখ অন্ধ করছিল সেই কুয়াশা উড়িয়ে দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের চোখকে অনিষ্টের কদর্য বিকৃতি ও সদ্‌গুণের দীপ্তিময় সৌন্দর্য সেটার প্রকৃত চেহারায় দেখতে দিয়েছে।

১৫। তুমি কি দেখতে পেয়েছ কেমন করে প্রভু প্রতিদিন একটা নতুন সৃষ্টি উপস্থাপন করেন? কেননা, আমাকে বল: যে মানুষ এজগতের ভোগবিলাসিতায় সারা জীবন কাটিয়েছে ও পাথর ও কাঠকে ঈশ্বর বলে গণ্য করে পূজা করে এসেছে, কেইবা সেই মানুষের মন জয় করেছে সে যেন হঠাৎ করে সদ্‌গুণের এমন উচ্চতম পর্যায়ে ওঠে যার ফলে সে এখন সেই সমস্ত বিলাসিতা তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করে ও দেখতে পায় যে সেই পাথর তো পাথর মাত্র ও একই প্রকারে সেই কাঠ তো কাঠ মাত্র। ফলত, সেই মানুষ এখন সবকিছুর স্রষ্টাকে উপাসনা করে ও নিজের জীবনের সমস্ত কিছুর উপরে সেই স্রষ্টাতেই বিশ্বাস রাখে।

১৬। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেনই বা খ্রিস্টে বিশ্বাস ও সদ্‌গুণের কাছে প্রত্যাগমন নতুন সৃষ্টি বলে অভিহিত? অতএব আমি তোমাদের তথা আগেকার দীক্ষাপ্রাপ্ত যারা ও প্রভুর উদারতা এইমাত্র উপভোগ করেছ যারা, সেই তোমাদের আবেদন জানাচ্ছি: এসো, সবাই মিলে প্রেরিতদূতের উপদেশ শুনি; তিনি আমাদের উদ্দেশ করে বলেন, *প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (১০)। এসো, গোটা অতীতকাল ভুলে যাই, ও নতুন জগতে বসবাসকারী নাগরিকদের মত, এসো, আমাদের জীবন সংস্কার করি, ও আমাদের প্রতিটি কথায় ও কর্মে তাঁরই মর্যাদা স্মরণ করি যিনি আমাদের সঙ্গে বসবাস করেন।

খ্রিস্টের মহত্ত্ব বিষয়ে জীবনেই সাক্ষ্যদান

১৭। যারা জনসেবায় নিযুক্ত, তারা প্রায়ই নিজেদের পোশাকে সম্রাটের প্রতিকৃতির চিহ্ন বহন করে, ও সেই হিসাবে সবার চোখে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান। এই মানুষেরা এমন কিছুই কখনও করবে না যা রাজকীয় চিহ্নাদির বহনকারী সেই পোশাকের অযোগ্য। এমনকি, তেমন করতে চেষ্টা করলেও, অনেকে তাদের তেমনটা করতে বাধা

দেবে। এবং এমন কেউ থাকলে যে এই মানুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তারা যে পোশাক পরে, সেই পোশাকই এমনটা করে যাতে তারা কোন অপমানের পাত্র না হয়। তেমনি ভাবে, যারা পোশাকে নয় কিন্তু প্রাণেই খ্রিষ্টকে অতিথি বলে বহন করে, ও তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতা ও আত্মপ্রকাশকারী পবিত্র আত্মাকেও বহন করে, সেই মানুষদের পক্ষে মহত্তর আশ্বাস ব্যক্ত করা উচিত, এবং তাদের পক্ষে নিজেদের যথার্থ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনাচরণ দ্বারা সবার কাছে এটা স্পষ্ট করা উচিত যে, তারাও সম্রাটের প্রতিকৃতি পরে আছে।

১৮। যারা সম্রাটের প্রতিকৃতি পোশাকের অগ্রভাগে, বুকেই, বহন করে, তারা সবার চোখে পড়ে ও সকলের কাছে পরিচিত। আমরা তেমনটা করব বলে মনস্থ করলে, তবে আমরা যখন একবার চিরকালের মত খ্রিষ্টকে পরিধান করেছি ও আমাদের অন্তরে তাঁকে বসবাস করাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছি, তখন কোন কথাও উচ্চারণ না করেও আমরা আমাদের জীবনের সুশৃঙ্খলা দ্বারা সবার কাছে তাঁরই প্রতাপ দেখাতে সক্ষম হয়ে উঠব যিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন। তাছাড়া, যে কাপড় তোমরা পরে আছ, তা ও তোমাদের চকচকে পোশাক (১১) সকলের চোখ আকর্ষণ করে; তাই, সেই অনুসারে, তোমাদের রাজ-সজ্জা এখন যেভাবে উজ্জ্বল, সেটার চেয়ে আরও বেশি উজ্জ্বল করে রাখলে, তা দ্বারা, ও তোমাদের ভক্তিময় জীবনাচরণ ও তোমাদের সূক্ষ্ম সুশৃঙ্খলা দ্বারা তোমরা তেমনটা করতে ইচ্ছুক হলে তবে, যারা তোমাদের লক্ষ করে তোমরা সবসময় তাদের সকলকে আকর্ষণ করতে পরবে যাতে তারাও প্রভুর প্রতি সমান ধর্মাগ্রহ দেখাতে ও তাঁর স্তুতিবাদ করতে পারে।

১৯। ঠিক এবিষয়েই খ্রিষ্ট বলেছিলেন, *তোমাদের আলো মানুষদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (১২)। তুমি কি দেখতে পেয়েছ তিনি কেমন করে আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছেন যেন আমরা পোশাক দিয়ে নয় কিন্তু সৎকর্ম দিয়েই আমাদের অন্তরের আলোর উজ্জ্বলতা ছড়াতে দিই? (১৩)। 'তোমাদের আলো উজ্জ্বল হোক' একথা বলার পর তিনি বলে চলেছিলেন, 'যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখতে পায়'। এই আলো দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলোর পর্যায়ে বন্ধ হয় না, কিন্তু তাদেরই প্রাণ ও উপলব্ধি-শক্তি আলোকিত করে

যারা তা দেখতে পায়; অনিষ্টের অন্ধকার দূর করে দেওয়ার পর এই আলো, যারা তা পায়, তাদের আকর্ষণ করে তারাও যেন নিজ নিজ আলোতে উজ্জ্বল হয় ও সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন অনুকরণ করে।

২০। তিনি বলছেন, 'তোমাদের আলো মানুষদের সামনে উজ্জ্বল হোক'। তিনি 'মানুষদের সামনে' বলায় ঠিকই বলেছিলেন। তিনি বলছেন, 'তোমাদের আলো এতই উজ্জ্বল হোক যেন তা কেবল তোমাদেরই আলোকিত করে শুধু নয়, কিন্তু যেন সেই মানুষদেরই সামনে উজ্জ্বল হয় যাদের চালিত করার জন্য সেটার দরকার আছে। যেমন দৈহিক চোখের জন্য যে আলো, তা অন্ধকারকে পালাতে বাধ্য করে ও পার্থিব রাস্তায় চলে যারা তাদের সঠিক পথে রাখে, তেমনি মনের জন্য যে আলো তোমাদের সদাচরণ থেকে আসে, সেই আলো তাদেরই পথ আলোকিত করে যাদের মনের চক্ষু ভ্রান্তিজনিত অন্ধকার দ্বারা এতই অপরিষ্কার যে, তারা সদ্‌গুণের পথ দেখতে পায় না। এই আলো এই পথিকদের আধ্যাত্মিক চোখ থেকে কুয়াশা দূর করে দেয়, তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে, ও এখন থেকে তাদের সদ্‌গুণের পথে চলতে সহায়তা করে।

২১। *যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* (১৪)। তিনি বলছেন, যারা তোমাদের দেখে, তোমাদের সদ্‌গুণ, তোমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনাচরণ, ও তোমাদের কাজকর্মের উৎকৃষ্টতাই তাদের অনুপ্রাণিত করুক যেন তারা বিশ্বের অনন্য প্রভুর প্রশংসা করে। আমি তোমাদের অনুনয় করছি: তোমরা এক একজন নিজ নিজ জীবন এমন উৎকৃষ্টতার সঙ্গে অতিবাহিত করতে আগ্রহী হও যার ফলে, যারা তোমাদের দেখে, উপাসনার প্রার্থনা তাদের সকলের অন্তর থেকে প্রভুর কাছে, ঊর্ধ্বে, আরোহণ করে।

২২। খ্রিষ্টের অনুকারী ও সিদ্ধ জীবনাচরণের শিক্ষাগুরু সেই ধন্য পল, যিনি সর্বস্থানে গেলেন ও মানব পরিত্রাণের জন্য সবই করলেন, তিনি ঠিক এ প্রসঙ্গেই করিন্থীয়দের কাছে পত্রে বলেছিলেন, *কেউ যদি খ্রিষ্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে* (১৫), অর্থাৎ, কেমন যেন তিনি আমাদেরই উপদেশ শুনিয়ে বলছিলেন, তোমরা পুরানো পোশাক ত্যাগ করেছে; সেই নতুনটা পরিধান করেছ যা এতই উজ্জ্বল যে, ঔজ্জ্বল্যে তা সূর্যের রশ্মিমালার সঙ্গে

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এমনটা কর যাতে তোমার পোশাক এই একই উজ্জ্বল সৌন্দর্যে রক্ষা কর। কেননা যতদিন সেই ধূর্ত অপদূত অর্থাৎ আমাদের পরিত্রাণের সেই শত্রু আমাদের আধ্যাত্মিক পোশাক একেবারে জ্বলজ্বলে দেখে, ততদিন ধরে সে কাছে থাকবার সাহস করবে না, কারণ সে সেই উজ্জ্বলতা ভয় পায়। কারণ সেই পোশাক যে দীপ্তি ছড়ায়, তা তার চোখ অন্ধ করে।

২৩। অতএব, আমি তোমাদের অনুনয় করি: শুরু থেকেই নিজেদের উত্তম যোদ্ধা দেখাও যেন তোমাদের এই পোশাকের সৌন্দর্য আরও বেশি জ্বলজ্বলে ও উজ্জ্বল হয়। তোমাদের মুখ থেকে কোন ভিত্তিহীন ও নির্বোধ কথা বের হয় না যেন। এসো, প্রথমে ভেবে দেখি আমরা যা বলতে পারি তা কোন উপকারে আসে কিনা, ও যারা তা শুনবে তাদের পক্ষে তা গঠনমূলক হবে কিনা; পরে এসো, যা বলার তা সভয়েই বলি, ঠিক যেন একজন পাশে দাঁড়াচ্ছে ও আমাদের সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করছে। প্রভু যা বলেছিলেন, এসো, তা স্মরণ করি, তথা, *আমি আপনাদের বলছি, মানুষ যত ভিত্তিহীন কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রত্যেকটার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে* (১৬)।

২৪। আমাদের পক্ষ থেকে যেন জাগতিক, ভিত্তিহীন ও অনুপকারী কথন না হয়। আমরা এখন থেকে নতুন ও ভিন্ন জীবনাচরণ বেছে নিয়েছি, ও আমাদের কাজকর্ম এই নতুন জীবনের সঙ্গে মিল রাখার কথা, যেন আমরা সেটার অযোগ্য না হই। তোমরা কি দেখছ না, কেমন এই জগতের গণ্যমান্য যারা, যারা বলতে গেলে মহাসভার সদস্য হতে আগ্রহী, তারা মানবীয় আইন দ্বারা কোন কোন কিছু করতে বাধাগ্রস্ত যদিও সেই একই কাজ অন্যান্য মানুষদের কাছে একেবারে বিধেয়। একই প্রকারে, তোমরা যারা সদ্য আলোপ্রাপ্ত ও আমরা যারা অনেক দিন আগে এই অনুগ্রহের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছিলাম, এই আমরা সবাই একবার সবসময়ের মত এই জনসমাবেশে নিবন্ধিত হয়ে, অন্যান্য মানুষেরা যেমনটা করে সেইমত একই বিষয় অনুসরণ না করায়ই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হব, কিন্তু আমাদের কথনে শৃঙ্খলা ও আমাদের চিন্তায় শুচিতা দেখানোর মধ্য দিয়ে ও আমাদের সদস্যদের প্রত্যেকজনকে এমন উপদেশ দান করায় যাতে কেউই এমন কাজ না করে যা প্রাণের প্রতি উপকারিতা আনে না, তেমনটা করায়ই আমরা ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হব।

২৫। একথা দিয়ে আমি কী বলতে ইচ্ছা করি? জিহ্বাকে কেবল স্তুতিগানে ও প্রশংসাগানে, ঐশবাণী পাঠে ও এমন আধ্যাত্মিক কথনে ব্যস্ত রাখ যা গঠনের জন্য উপযোগী, যারা শোনে তাদের যেন উপকার হয়। আর তোমরা মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে যাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না (১৭)। তোমরা কি দেখতে পেয়েছ, তেমন কাজে ব্যর্থতা পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেয়? তাই আমি তোমাদের অনুনয় করি, আমরা যেন এমন কিছু করতে চেষ্টা না করি যা পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দেয়। যদিও আমাদের বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতে হয়, আমরা যেন এমন সমাবেশে যোগ না করি যা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে; এমন বৈঠকও এড়াই যা অনুপকারী ও নির্বুদ্ধিতায় ভরা। সর্বোপরি, আমরা যেন ঈশ্বরের মণ্ডলীর চেয়ে, প্রার্থনালয়ের চেয়ে, ও আধ্যাত্মিক বিষয় সংক্রান্ত সমাবেশের চেয়ে অন্য কিছুই উচ্চতর সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য না করি।

২৬। আমাদের যেকোন কাজ যেন শালীনতা দ্বারা চিহ্নিত হয়। *মানুষের সাজসজ্জা, তার হাসির ভঙ্গি, ও তার চলার গতি—এতে তার পরিচয় প্রকাশ পায়* (১৮)। বাহ্যিক চেহারা প্রাণের অভ্যন্তরীণ অবস্থার স্পষ্ট ছবি হতে পারে, ও অঙ্গের চলাচল অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের লক্ষণ। আমরা যখন বাজারে হাঁটি, তখন যেন এমন শান্ত জীবনাচরণে চলাচল করি যার ফলে যারা আমাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তারা আমাদের দেখবার জন্য আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। আমাদের চোখ যেন এদিক ওদিক ঘোরাফেরা না করে ও আমাদের পা যেন সবদিকে ঘুরাঘুরি না করে। আমাদের জিহ্বা যেন সমুচিত ভাবে শান্তভাবে কথা উচ্চারণ করে। এক কথায়, আমাদের গোটা বাহ্যিক জীবনাচরণ যেন অন্তরে বসবাসকারী প্রাণের কান্তি প্রকাশ করে। এখন থেকে আমাদের জীবন আলাদা ও রূপান্তরিত হোক, কেননা আমরা এখন যা কিছুর অধিকারী তা নতুন ও অন্যরকম, যেইভাবে ধন্য পল স্পষ্ট দেখান যখন বলেন, *কেউ যদি খ্রিস্টে থাকে, সে নতুন সৃষ্টি* (১৯)।

২৭। তুমি যেন জানতে পার যে, যে দানগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো নতুন ও অস্বাভাবিক, সেজন্য এটাই প্রমাণ। আমরা যারা এই অনুষ্ঠানের আগে কাদার চেয়ে অপদার্থ ছিলাম ও বলতে গেলে মাটির মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতাম, সেই আমরা

হঠাৎ করে সোনার চেয়ে জ্বলজ্বলে হয়ে উঠলাম ও পৃথিবীর বিনিময়ে স্বর্গেরই অধিকারী হলাম [২০]। এর কারণ, আমাদের গৃহীত দানগুলো সবগুলোই আধ্যাত্মিক শ্রেণির দান। আমাদের পোশাক আধ্যাত্মিক; আমাদের খাদ্য ও পানীয়ও আধ্যাত্মিক। তাই এটা দাঁড়াবে যে, এখন থেকে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম আধ্যাত্মিকই হওয়ার কথা। কেননা, ধন্য পলের কথা মত, এগুলো হল পবিত্র আত্মার ফল। কিন্তু [পবিত্র] আত্মার ফল হল ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, শালীনতা, আত্মসংযম [২১]। তিনি বলেন, *এই সবকিছুর বিরুদ্ধে কোন বিধান নেই*'। *এবং তিনি ঠিকই বলছিলেন। যারা সদ্‌গুণ অন্বেষণ করে, তারা বিধানের ঊর্ধ্বে ও বিধানের অধীন নয়।* '*বিধান ধার্মিকের জন্য স্থাপিত হয়নি* [২২]।

২৮। [পবিত্র] আত্মার ফলের এই গণনা অনুসরণ করে ধন্য পল বলে চললেন, *যারা খ্রিষ্টেরই, তারা নিজ মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে* [২৩]; এতে তিনি মাংসকে দৈত্য ধরনের প্রাণীর প্রজননের জন্য অক্ষম করতে চাইলেন ও সেই মাংসকে অকেজোতায় নামিয়ে দিলেন। বাস্তবিকই যারা খ্রিষ্টেরই, তারা মাংসের সঙ্গে এমনভাবে লড়াই করল যে তারা সেই মাংসের যত কামনা-বাসনা নিরুত্তর করে ফেলেছে। ধন্য পল এটাই আমাদের বোঝাতে ইচ্ছা করছিলেন যখন বলেছিলেন, 'তারা মাংসকে ক্রুশে দিয়েছে'। যখন একটা মানুষ ক্রুশে ঝোলানো ও সেই পেরেক দিয়ে বিদ্ধ, তখন ব্যথায় ভাঙা ও, বলতে গেলে, নিজের দেহের সমস্ত অঙ্গে অধিক পীড়িত; এই অবস্থায় সে মাংসের কামনা-বাসনা দ্বারা আর বিরক্ত নয়, বরং যেকোন কামনা ও খারাপ বাসনা সেই ব্যথা দ্বারা এমনভাবে নিরুত্তর করা হয় যা সেই কামনা-বাসনার জন্য আর স্থান রাখে না। একই প্রকারে, যারা খ্রিষ্টের কাছে নিজেদের নিবেদন করেছে, তারা এই নিবেদনের দ্বারা তাঁর কাছে নিজেদের বিদ্ধ করেছে ও দেহের কামুকতা বিদ্রূপ করেছে ঠিক সেইভাবে যেভাবে নিজেদের কামনা-বাসনা নিয়ে নিজেদের ক্রুশবিদ্ধ করেছে।

২৯। যেহেতু আমরা খ্রিষ্টেরই সম্পদ হয়েছি ও তাঁকে পরিধান করেছি, যেহেতু আমাদের তাঁর আধ্যাত্মিক খাদ্য ও পানিয়ের যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে, সেজন্য এসো, এমন মানুষদেরই মত জীবন যাপন করতে শিখি যারা এবর্তমান জীবনের ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। কেননা আমাদের অন্য দেশের তথা সেই স্বর্গীয়

যেরুশালেমেরই নাগরিক বলে নিবন্ধিত করা হয়েছে। সেজন্য এসো, এমন কর্ম প্রদর্শন করি যা সেই নাগরিকত্বের যোগ্য, যেন, যে কর্ম দ্বারা আমরা সদ্‌গুণ চর্চা করি ও প্রভুর গৌরবকীর্তন করতে অন্যদেরও আহ্বান করি, সেই কর্ম দ্বারা ঊর্ধ্ব থেকে প্রচুর অনুগ্রহ অর্জন করতে পারি। যখন আমাদের প্রভু দেখেন, তিনি [তাঁর দেওয়া দানগুলো দ্বারা] গৌরবান্বিত হন, তখন তিনি আরও বেশি উদার হাতে আমাদের উপর তাঁর দানগুলো বর্ষণ করেন, কেননা তিনি আমাদের সদিচ্ছা গ্রহণ করে নিয়েছেন ও এমনটা দেখেছেন, তিনি অকৃতজ্ঞ ও অপ্রস্তুত প্রাণদের উপরে নিজের উপকার বর্ষণ করছেন না।

৩০। আমি জানি, আমার এই আলোচনা যথেষ্ট দীর্ঘ হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর। তোমাদের প্রতি আমার মহা স্নেহই এই উপদেশ দীর্ঘায়িত করেছে। আমি তোমাদের মহৎ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দেখতে পাচ্ছি ও সেই ধূর্ত অপদূতের উন্মাদনা দেখতে পেয়েছি। এখন তোমাদের নিরাপত্তা ও রক্ষাও যথেষ্ট মাত্রায় দরকার আছে। এজন্যই আমি তোমাদের এই উপদেশ দিয়েছি যেন তোমরা মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক ও তোমাদের এই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য রক্ষায় অক্লান্তিকর সতর্কতা দেখাও যেন আমাদের পরিত্রাণের সেই শত্রু কোন ফাঁকফোকর পেতে না পারে (২৪)।

৩১। প্রভুর সঙ্গে যে চুক্তি তোমরা কালিতে ও কলমে নয় কিন্তু প্রকাশ্য বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে লিপিবদ্ধ করেছ, তোমাদের সেই চুক্তি শক্ত ও অবিচল রক্ষা কর। আগ্রহী হও যেন তোমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে একই উজ্জ্বলতায় থাকতে পার। আমরা আমাদের দেয় অবদান দানে অবিরত ইচ্ছুক হলে, তবে এই দীপ্তিময় উজ্জ্বলতায় থাকা শুধু নয়, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক পোশাকও আরও বেশি উজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব হবে, কেননা, বাপ্তিস্মের অনুগ্রহের পরে পলও, তাঁর অন্তরে সেই অনুগ্রহ দিনে দিনে প্রস্ফুটিত হতে হতে নিজেই আরও বেশি উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান বলে প্রতীয়মান হলেন।

৩২। সুতরাং, এসো, আমাদের এই উজ্জ্বল পোশাক কলঙ্কমুক্ত ও বলিরেখা-ছাড়া অবস্থায় রাখার জন্য আগ্রহী ও সতর্ক থাকি। যা কিছু সামান্য বিষয় বলে পরিগণিত, এসো, সেই সমস্ত বিষয়েও অধিক সতর্ক থাকি যেন গুরুতর পাপ এড়াতেও সক্ষম হতে পারি। আমরা যদি কোন কোন পাপ তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করতে শুরু করি, তবে জীবনপথে চলতে চলতে আমরা ধীরে ধীরে সর্বনাশা পতনে পতিত হব (২৫)। সুতরাং আমি

তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যেন তোমরা সবসময়ই মনে মনে তোমাদের সেই চুক্তির স্মৃতি রক্ষা কর ও যা কিছু পিছনে ফেলে দিয়েছ তথা দিয়াবলের আকর্ষণ ও সেই ধূর্তজনের অন্যান্য সমস্ত ফাঁদ, এই সমস্ত কিছুর কলঙ্ক থেকে যেন পালাও; বরং আমি তোমাদের অনুনয় করি যেন খ্রিষ্টের সঙ্গে তোমাদের সেই চুক্তি একেবারে সম্পূর্ণ রক্ষা কর যেন দিয়াবলের কৌশল থেকে অস্পর্শ অবস্থায় থাকতে পার ও সেইসঙ্গে এই আত্মিক ভোজসভার (২৬) উপকারিতার ফসল সংগ্রহ করতে পার ও তেমন ভোজসভার দেওয়া পুষ্টি দ্বারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পার।

৩৩। তোমাদের জীবনাচরণের উৎকৃষ্টতা দ্বারা [পবিত্র] আত্মা থেকে অনুগ্রহের এমন বদান্যতা আকর্ষণ কর যাতে তোমরা অপরাজেয় হয়ে ওঠ। তোমাদের অগ্রগতিতে ঈশ্বরের মণ্ডলী আনন্দে মেতে উঠুক, আমাদের সকলের প্রভু গৌরবান্বিত হোন, আমরা সবাইও যেন স্বর্গরাজ্যের যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পারি, সেই একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, দয়া ও ভালবাসা গুণে, যাঁর দ্বারা পবিত্র আত্মার সঙ্গে পিতার গৌরব, পরাক্রম ও সম্মান হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল ধরে। আমেন।

---

(১) ১ করি ৫:১৭।

(২) মথি ১৩:৪৩।

(৩) গা ৩:২৭।

(৪) যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ।

(৫) ‘রাজ-ভোজনপাট’ হল এউখারিস্তীয় ভোজ।

(৬) প্রেরিত ২২:৫।

(৭) ১ করি ১৫:১০।

(৮) ‘আজ’: যেমন উপরেও বলা হয়েছে, এই ‘আজ’ পাস্কাপর্বের দিন বা পাস্কা-অষ্টাহের সোমবার নির্দেশ করতে পারে (সম্ভবত ৯ বা ১০শে এপ্রিল ৩৯০ সাল)।

(৯) ২ করি ৫:১৭।

(১০) ২ করি ৫:১৭।

(১১) 'চকচকে পোশাক': সদ্য আলোপ্রাপ্ত যারা, তারা বাপ্তিস্মের রাতে, অর্থাৎ পাস্কার নিশিজাগরণীতে, জলকুন্ড থেকে বের হওয়ার সময়ে যে চাকচকে পোশাক পরিধান করেছিল, তা সাত দিন ধরে পরে থাকত।

(১২) মথি ৫:১৬।

(১৩) 'যেন আমরা পোশাক দিয়ে নয় কিন্তু সৎকর্ম দিয়েই আমাদের অন্তরের আলোর উজ্জ্বলতা ছড়াতে দিই': সদ্য আলোপ্রাপ্ত যারা, তারা যে পোশাক বাপ্তিস্মের পরে গ্রহণ করেছিল, সেই চকচকে পোশাকের বাস্তব উদ্দেশ্যই তারা যেন সৎকর্ম দিয়ে প্রাণের আন্তর উজ্জ্বলতা বজায় রাখে। সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনের ফল দু'টো: যে তেমন জীবন পালন করে, সেই জীবন তাকে পরিত্রাণ লাভের যোগ্য করে তোলে ও অন্যান্যদেরও সদ্‌গুণের দিকে আকর্ষণ করে যাতে তারাও ঈশ্বরের প্রশংসা করে।

(১৪) মথি ৫:১৬।

(১৫) ১ করি ৫:১৭।

(১৬) মথি ১২:৩৬।

(১৭) এফে ৪:২৯-৩০ দ্রঃ।

(১৮) সিরা ১৯:৩০।

(১৯) ২ করি ৫:১৭।

(২০) 'পৃথিবীর বিনিময়ে স্বর্গেরই অধিকারী হলাম': বাপ্তিস্ম নব দীক্ষিতদের সম্পূর্ণ রূপে রূপান্তরিত করে যার ফলে তারা সম্পূর্ণ রূপে আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠে: যেমন তাদের সজ্জা, খাদ্য ও পানীয় আধ্যাত্মিক, তেমনি তাদের জীবনাচরণও যেন তাদের গৃহীত নব আধ্যাত্মিক স্বরূপের শামিল হয়, ঠিক সেইভাবে যেভাবে তাদের কাছে পৃথিবীর বিনিময়ে স্বর্গ ও কাদার বিনিময়ে জ্বলজ্বলে সোনা দেওয়া হয়।

(২১) গা ৫:২২-২৩ দ্রঃ। নতুন ও আধ্যাত্মিক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে বিধায় নব দীক্ষিতরা পবিত্র আত্মার উল্লিখিত সেই ফল উৎপন্ন করতে আহূত।

(২২) ১ তি ১:৯।

(২৩) গা ৫:২৪।

(২৪) 'তোমরা মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক ও তোমাদের এই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য রক্ষায় অক্লান্তিকর সতর্কতা দেখাও যেন আমাদের পরিত্রাণের সেই শত্রু কোন ফাঁকফোকর পেতে না পারে': আধ্যাত্মিক জীবন পালন করার জন্য এটাই বিশপ জনের স্পষ্ট সূত্র: স্বল্প কথায়, মিতাচারিতা ও সতর্কতা।

(২৫) ‘আমরা যদি কোন কোন পাপ তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করতে শুরু করি, তবে জীবনপথে চলতে চলতে আমরা ধীরে ধীরে সর্বনাশা পতনে পতিত হব’: বাপ্তিস্মের দেওয়া শুচিতা রক্ষার প্রধান উপায় হল সামান্য বিষয়ে সতর্ক থাকা, কেননা সামান্য বিষয়গুলোই গুরুতর পতনে চালনা করে।

(২৬) ‘আত্মিক ভোজসভা’ হল সেই এউখারিস্তিয়া যা মানুষকে শয়তানের আক্রমণের সামনে অপরাজেয় করে রাখে।

৫ম কাতেখেসিস

এই ৫ম মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস (স্তাব্রনিকিতা ৫) আন্তিওখিয়ায়, সম্ভবত পাস্কা-অষ্টাহের যেকোন একটা দিনে, ১০-১৫ই এপ্রিল ৩৯০ সালে, প্রদান করা হয়েছিল।

১) চল্লিশাকালে দীক্ষাপ্রার্থীরা উপবাস ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কঠোর ভাবে নিজেদের প্রস্তুত করেছিল; এখন, এই আনন্দপূর্ণ পাস্কাকালে, বিশপ জন এতে ভয় পান, তারা ধীরে ধীরে শিথিল হবে। তাই যদিও তিনি জানেন, তাঁর উপদেশে শ্রোতারা তত খুশি হবে না, তবু তিনি তাদের নতুন ও আধ্যাত্মিক ধরনের উপবাসে আহ্বান করেন, এমন উপবাস যা খাদ্য ও পানীয়তে সম্পর্কিত নয় কিন্তু পাপ ও অসংযম সংক্রান্তই উপবাস। খ্রিষ্টিয়ানদের প্রাণ সবসময়ই আত্মসংযমে ও আধ্যাত্মিক সতর্কতায় স্থাপিত হওয়ার কথা।

২) শ্রোতারা তাদের মনোযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের উত্তম মনোভাব প্রকাশ করা সত্ত্বেও বিশপ জন তাদের উপর নতুন একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দেন, তথা, তারা তাঁর এই কথা অন্যদের কাছে বহন করবে। এক্ষেত্রেও তিনি সাধু পলের আদর্শ উপস্থাপন করেন: তারা যদি বাপ্তিস্মজনিত উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে পারে, তাহলে সারা জীবন ধরেই সদ্য আলোপ্রাপ্ত হয়ে থাকতে পারবে; কিন্তু পাপে পতিত হলে তবে এক দিনের মধ্যেই সেই উজ্জ্বলতা হারাতে পারবে, সেইভাবে যেভাবে সেই মন্ত্রজালিক শিমোনের বেলায় ঘটেছিল যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা মাত্রই সাধু পিতরের কাছে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ কিনতে চেষ্টা করেছিল।

সদ্য আলোপ্রাপ্তদের উদ্দেশ করা উপদেশ তারা যেন ইন্দ্রিয়লালসা, বিলাসিতা ও মাতলামি থেকে বিরত থাকে ও সবকিছুর উপরে যেন আত্মসংযম সম্মান করে।

আত্মসংযম সকলের পক্ষে সম্ভব

১। প্রিয়জনেরা, উপবাস শেষ হলেও ধর্মভক্তি যেন চলতে থাকে। পবিত্র চল্লিশাকাল অতিবাহিত হলেও, এসো, আমরা যেন সেটার স্মৃতি সরিয়ে না দিই। কেউই যেন এই উপদেশে অসন্তোষ বোধ না করে; কেননা আমি তোমাদের উপরে উপবাস করার আর একটা হুকুম চাপাবার জন্য একথা বলছি না, এমনকি আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যেন

আরাম কর ও সেইসঙ্গে যেন এখন থেকে ও অধিক আগ্রহের সঙ্গে প্রকৃত উপবাস পালন কর। কেননা আহারত্যাগ না করেও উপবাস পালন করা যায়। এ কেমন কথা? আমি বলছি। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করায় আমরা যেন পাপ থেকে বিরত থাকি। কেননা এটাই সেই উপবাস যা আমাদের সাহায্য করে, কারণ আমরা যদি সদ্‌গুণ-দৌড়ে আরও দ্রুতবেগে দৌড়োতে ইচ্ছা করি তবে এই ধরনের উপবাসই আহারত্যাগ অভিমুখে আমাদের চালনা করবে। অতএব, যদি আমরা দেহের প্রতি প্রকৃত যত্নশীল হতে ও সেইসঙ্গে প্রাণ পাপমুক্ত রাখতে ইচ্ছা করি, তাহলে, এসো, এবিষয়ে সতর্ক থাকি ও সেই অনুসারে ব্যবহার করি।

২। আমাদের পক্ষে, এই ধরনের উপবাস চল্লিশাকালের উপবাসের চেয়ে সহজ হবে। সেই ধরনের উপবাস ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আহারত্যাগ ক্ষেত্রে, আমি অনেককে একথা বলতে শুনেছি যে, যেহেতু তাদের পক্ষে খাদ্যের অভাবের বোঝা বহন করা কঠিন লাগে, সেজন্য তারা দেহের দুর্বলতার উপরে দোষ চাপিয়ে দেয় ও অন্য ধরনের নানা অসুবিধা উল্লেখ করে; তারা নাকি বলে, স্নান না করার ফলে ও কেবলমাত্র জল পান করার ফলে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। আচ্ছা, পাপ-উপবাস ক্ষেত্রে এসমস্ত অজুহাতের একটাও খাটে না। হ্যাঁ, এসমস্ত কিছু উপভোগ করা ও দেহকে উপযোগী যত্ন যুগিয়ে দেওয়া সম্ভব, ও সেইসঙ্গে প্রাণের প্রকৃত যত্ন করাও সম্ভব। বাস্তবিকই আমি তোমাদের এমন আবেদন জানাচ্ছি না যাতে তোমরা এসমস্ত কিছু থেকে বিরত থাক। কেবল পাপ থেকে দূরে থাক ও তেমন উপবাসের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ত বলে দেখাও। এইভাবে, তোমাদের জীবনের সমস্ত কাল ধরে তোমরা প্রকৃত উপবাস পালন করতে পারবে। আমি যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করেছি, মিতাচারিতা সহ সেই সমস্ত কিছু উপভোগ বন্ধ করার মত কিছুই নেই; সব ধরনের পাপকর্মই শুধু নিষিদ্ধ। তথাপি, পাপ ঠিক সেই উল্লিখিত উৎস থেকেই জন্ম নেয় তথা ইন্দ্রিয়লালসা, পেটুকতা ও দীর্ঘকালীন অলসতা। তাই, যেহেতু আমরা স্পষ্টই জানি এসব কিছু ভুল, সেজন্য তোমাদের অনুনয় করি, 'আমরা আরাম করছি' এই অজুহাতের জোরে যেন যা ভুল তেমনটা না করি।

৩। আগে যা বারে বারে বলে এসেছি, তা আমি এখন পুনরায় বলব: যেমন মিতাচারিতা সহ খাদ্য ব্যবহার করা দেহের স্বাস্থ্যের জন্য ও প্রাণের অবস্থার জন্য অধিক

উপকারী, তেমনি, অন্যদিকে, খাদ্য অপব্যবহার দেহ ও প্রাণ তথা গোটা মানুষকেই ভ্রষ্ট করে। পেটুকতা ও মাতলামি দেহের বল দুর্বল করে ও প্রাণের স্বাস্থ্য ধ্বংস করে। ফলত, এসো, মাত্রাধিক্য থেকে পালাই ও যা আমাদের পরিত্রাণ সংক্রান্ত সেবিষয়ে যেন অসতর্ক না হই; যেহেতু আমরা জানি, মাত্রাধিক্য সমস্ত অনিষ্টের মূল, সেজন্য এসো, তা একেবারে বর্জন করায় সতর্ক থাকি। সমস্ত ধরনের পাপ ইন্দ্রিয়লালসা ও মাতলামি থেকে উৎসারিত হয়। এই রিপু দু'টোই আমাদের পাপে পিছলে পড়ার কারণ, সেইভাবে যেভাবে ইন্ধন আগুনকে জাগায়। আগুনের বেলায় প্রচুর ইন্ধন প্রচুর আগুন জাগায় ও তার শিখা উচ্চতে নিক্ষেপ করে। তেমনিভাবে এক্ষেত্রেও হয়: আমরা যদি ইন্দ্রিয়লালসা ও মাতলামিতে নিজেদের সঁপে দিই, তাহলে নিজেরাই পাপের জ্বলন্ত চিতা বৃহত্তর করে তুলি।

৪। যেহেতু তোমরা যুক্তিক্ষমতা অনুসারে চল, সেজন্য আমি জানি, আমার এ উপদেশের পরে তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের বাইরে নিজেদের যেতে দেবে না। কিন্তু, অতিমাত্রা পান করা থেকে সরে যাওয়া এবিষয়ে শুধু নয়, কিন্তু আঙুররস পান না করা থেকে আগত মাতলামি এড়ানোটা সম্পর্কেও আমার পক্ষে তোমাদের উপদেশ দেওয়া সমীচীন। কেননা এ ধরনের মাতলামি আরও বেশি বিপজ্জনক। আমি যা বলছি তাতে বিস্মিত হয়ো না, কেননা আঙুররস ছাড়াও মাতাল হওয়া সম্ভব হয়। তোমরা যেন জানতে পার তেমনটা করা সম্ভব, সেই নবীর বাণী শোন যিনি বললেন, *যারা মাতাল কিন্তু আঙুররসে নয়, তাদের ধিক্* (১)। কিন্তু এই যে মাতলামি আঙুররস থেকে আসে না, সেটা কি? এটা বহু ও বিবিধ ধরনের মাতলামি। কেননা ক্রোধ আমাদের মাতাল করে; তেমনি অসার দম্ভ, অলসতা, ও আমাদের সেই অন্য যত উচ্ছৃঙ্খলতা যা আমাদের অন্তরে উৎসারিত হয়, সেইসব কিছুও এমন এক প্রকার মাতলামি ও পরিতৃপ্তি উৎপন্ন করে যা আমাদের যুক্তিক্ষমতা অন্ধকারময় করে। কেননা মাতলামি আমাদের মনের এমন বিভ্রান্তি যা আমাদের মন তার প্রকৃত পথ থেকে সরিয়ে দেয়; আরও, মাতলামি হল যুক্তিক্ষমতার বিপথগমন ও আমাদের উপলব্ধিশক্তি-হ্রাস।

৫। আমাকে বল, যারা ক্রুদ্ধ ও রোষে মাতাল, তারা কি, যারা আঙুররসে মাতাল তাদের চেয়ে শ্রেয়তর অবস্থায় আছে? তারা এত মাত্রাছাড়া যে, তারা সকল মানুষকে

সমানভাবে আক্রমণ করে, নিজেদের জিহ্বা সংযত রাখে না, একজনের মুখ অন্য একজনের মুখ চিনতে পারে না। পাগল ও উন্মাদ যারা, তারা যেমন যা করছে তা না বুঝে খাড়া পর্বতচূড়া থেকে ঝাঁপ দেয়, তেমনি রুষ্ট ও ক্রোধে আক্রান্ত যারা তারাও একই ভাবে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে সেই প্রজ্ঞাবান পুরুষ, এই ধরনের মাতলামি থেকে যে ধ্বংসন আগত তা আমাদের মনের সামনে উপস্থাপন করতে ইচ্ছা করে বলেছেন, *ক্রোধের ভার তার নিজের সর্বনাশ* (২)। তুমি কি দেখতে পেয়েছ কেমন করে এই ক্ষুদ্রতম বচনে মৃত্যুজনক ভাবাবেগের মাত্রাধিক্য নির্দেশিত?

৬। আরও, অসার দম্ভ ও অলসতাই অন্য প্রকার মাতলামি, কিন্তু সাধারণ মাতলামির চেয়ে অধিক বেশি মারাত্মক। যে কেউ এই উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের হাতে আটকে পড়ে, সে নিজের নির্ণয়শক্তির সমস্ত বিচার ধ্বংস করতে বসেছে ও উন্মাদদের চেয়ে ভাল অবস্থায় নেই। কেননা দিনের পর দিন সে এসমস্ত ভাবাবেগ দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে ও এসম্পর্কে সে সচেতন নয়, যতক্ষণ না অনিষ্টের গহ্বরে ভেসে যায়; কিন্তু সেসময়ে সে নিরাময়ের অতীত! এজন্য আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, আমরা যেন আঙুররস জনিত মাতলামি থেকে ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ জনিত যুক্তিক্ষমতা-হ্রাস থেকে পালাই, বরং এসো, অতুল্য শিক্ষাগুরুর কথায় কান দিই: তিনি বলেন, *আঙুররস পানে মাতাল হয়ো না, কেননা আঙুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত* (৩)।

৭। তুমি কি দেখতে পেয়েছ ধন্য পল সেই কথা বলে কেমন করে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট করেছেন যে, অন্যভাবেও মাতাল হওয়া সম্ভব? যদি অন্য প্রকার মাতলামি না থাকত, তাহলে কেনই বা তিনি 'মাতাল হয়ো না' বলার আগে বললেন, 'আঙুররস পানে'? তিনি পরে যা বলে চললেন, তাতে তুমি দেখতে পাও, তিনি কেমন প্রজ্ঞাবান ও তাঁর শিক্ষা কেমন সূক্ষ্ম। 'আঙুররস পানে মাতাল হয়ো না' বলার পর তিনি বলে চললেন, 'কেননা আঙুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত'। এতে তিনি দেখালেন, সেই অতিমাত্রা পান করাই আমাদের পক্ষে সমস্ত অনিষ্টের কারণ। তিনি বলেন, 'আঙুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত'; অর্থাৎ তিনি বলতে চান, এই অতিমাত্রা পান করার ফলেই আমরা গোটা সদ্‌গুণ-ধন উড়িয়ে দিই।

৮। আমি বচনটা ধন্য পলের নিজের কথায় স্পষ্ট করতে চেষ্টা করব যাতে তুমি সেটার অর্থ উপলব্ধি করতে পার। আমরা যখন দেখি, যারা নিজেদের পিতৃসম্পদ বিনা হেতু ও বিনা কারণে ও বিনা লক্ষ্যে নষ্ট করে এমনকি কখন বা কোথায় অর্থব্যয় করায় নিজেদের বিরত রাখবে তা আদৌ জানে না, তখন আমরা তেমন অপব্যয়ী যুবকদের চরিত্রহীন ও উচ্ছৃঙ্খল বলে থাকি। তারা অল্প সময়ের মধ্যে পিতার সমস্ত অর্থ শেষ করে দেয় ও দরিদ্রতার গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে ভেসে যায়। তেমনটাই হল তাদের অবস্থা যারা আঙুররস জনিত মাতলামিতে পতিত। কেননা সেই পর্যায়ে তারা আর জানে না কেমন করে তাদের যুক্তিক্ষমতার ঐশ্বর্য উপযোগী ভাবে সঠিক করতে পারে, কিন্তু সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের মত তারা মাতলামিতে স্থিত, ও যদি তারা অনুচিত এমন কিছুটা বলতে বাধ্য যা তাদের আরও বেশি ক্ষতি ঘটাবে, তাহলে তারা অবাধেই তা বলে ফেলে। যে উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা অর্থপুঁজি নষ্ট করে, এদের চেয়েও তারা শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে, কেননা মাতালেরা সদ্‌গুণ সংক্রান্ত অশেষ দরিদ্রতায়ই ঝাঁপ দেয়। তারা প্রায়ই অনিচ্ছাকৃত ভাবে নিজেদের প্রাণের গোপন কথা ব্যক্ত করে, ও নিজেদের যুক্তিক্ষমতার সমস্ত সম্পদ নষ্ট করার পর হঠাৎ করে নিঃস্ব অবস্থায় এবং দয়ার ও সহানুভূতির সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়ও নিজেদের পায়।

মাতলামির ফল

৯। মাতাল মানুষ যুক্তিসঙ্গত কোন বিচার ব্যক্ত করতে অক্ষম, কিন্তু সব দরজা খোলা এমন বাড়ির মত, যারা বাড়িটা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করে, সে সেই সকলকে সহজ প্রবেশাধিকার দেয়। সেই অনুসারে, মাতাল মানুষের যুক্তিক্ষমতা আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত, ও মৃত্যুজনক ভাবাবেগ দ্বারা দীর্ণ-বিদীর্ণ। কেননা মাতলামি বলতে নিজের যুক্তিক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই বোঝায়। মাতলামি হল নিজের বেছে নেওয়া অপদূত; তা যুক্তিক্ষমতা বিভ্রান্ত করে, উপলব্ধি-শক্তি অনুর্বর করে, আমাদের মাংসগত ভাবাবেগের জন্য ইন্ধন যুগিয়ে দেয়। আমরা প্রায়ই অপদূতগ্রস্ত মানুষের প্রতি দয়া দেখাই, কিন্তু মাতলামির অপদূত আমাদের ক্রুদ্ধ করে তোলে ও আমাদের অন্তরে রোষ জাগায়। কেন? কারণ অপদূত অপদূতগ্রস্ত মানুষকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করে; মাতাল মানুষ

হল মহৎ অযত্ন ও অসংযমের দৃষ্টান্ত: প্রথম ক্ষেত্রে, অপদূতই ফন্দি খাটায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ফন্দিটা মাতাল মানুষের নিজেরই সঙ্কল্পের ফলাফল।

১০। তুমি যেন জানতে পার, ব্যাপারটা যে ঠিক তাই, সেজন্য লক্ষ কর, মাতাল মানুষ অপদূতগ্রস্ত মানুষের একই যন্ত্রণা এমনকি আরও বেশি তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে। অপদূতগ্রস্ত মানুষের মুখ থেকে ফেনা বের হয়, সে পড়ে যায়, ও তার পাশে রয়েছে যারা সে তাদের না চিনে বরং চোখের মণি গোটাতে গোটাতে প্রায়ই নিষ্কম্প অবস্থায় মাটিতে শুয়ে থাকে। মাতাল মানুষের বেলায় একই রকম ঘটে। যখন অতিরিক্ত আঙুররস সেই মানুষকে পরাস্ত করে ও তার যুক্তিক্ষমতার বিচার-শক্তি ধ্বংস করে, তখন, ঠিক একটা অপদূতগ্রস্ত মানুষের মত মাতাল মানুষের মুখ থেকেও ফেনা বের হয় ও ফেলানো লাশের অবস্থার চেয়ে গুরুতর অবস্থায় সেও মাটিতে শুয়ে থাকে, কিন্তু বহুবার সে মুখ থেকে বমিও উগরে দেয়। এর ফলে, সে হয়ে ওঠে আপন বন্ধুদের কাছে বিরক্তি, আপন স্ত্রীর কাছে বোঝা, আপন ছেলেমেয়েদের কাছে বিদ্রূপের বস্তু, ও আপন দাস-দাসীদের কাছে তাচ্ছিল্যের বিষয়। এক কথায়, যারা তাকে দেখে, তাদের সকলের কাছে সে নিজে নিজেকে অসভ্যতা ও অবজ্ঞার বস্তু করে তোলে।

১১। তুমি কি লক্ষ করেছ, কেমন করে তেমন মানুষেরা অপদূতগ্রস্ত মানুষদের চেয়ে অধিক শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে? এসব কিছু শোনার পর তুমি কি জানতে চাও এসমস্ত অনিষ্টের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কোন্‌টা? আমি এবিষয়ে যথেষ্ট কথা বলা সত্ত্বেও তবু আমি আসল কথা এখনও বলিনি। স্বর্গরাজ্যে মাতাল মানুষ বিদেশীই যেন। ধন্য পলের বাণী শোন, তিনি বলেন, *নিজেদের ভুলিয়ো না: যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মাতাল, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না* (৪)। কিন্তু, হয় তো, কেউ বলবে, তবে কি, পৌত্তলিক, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র ও মাতাল, এই সকল মানুষদের কি স্বর্গরাজ্য থেকে সমানভাবেই বাইরে রাখা হবে? হে প্রিয়জন, এমনটা মনে করো না, এবিষয়ে তুমি আমার কাছ থেকে উত্তর পাবে; ঐশশাস্ত্র যা বলে, আমি শুধু তাই পাঠ করে শোনাই। অতএব, মাতাল মানুষ সেই অন্যান্য পাপী মানুষদের একই শাস্তি ভোগ করে কিনা, এবিষয়ে তুমি মাথা ঘামায়ো না, বরং এটাই ভাব যে, অন্যান্যদের মত মাতাল মানুষ

সেই রাজ্য হারায়। তবে, যে কেউ রাজ্য-বঞ্চিত, তার জন্য আর কী সান্ত্বনা থাকবে? (৫)।

১২। তোমরা যারা এখানে উপস্থিত, তোমাদের দণ্ডিত করার জন্যই যে আমি একথা বলছি তা নয়। ঈশ্বর না করুন। কারণ, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে, তোমরা এ ভাবাবেগ থেকে শুচীকৃত, ও আমার মতে এটার দৃঢ় প্রমাণ হল সেই ধর্মাগ্রহ যার প্রেরণায় তোমরা একসাথে আস; আরও, প্রমাণ হল সেই একাগ্রতা যার প্রেরণায় তোমরা এই আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনছ (৬)। যে কেউ সংযমীও নয় সতর্কও নয়, সে অবশ্যই ঈশ্বরের বাণী শুনবার বাসনা করবে না। কিন্তু আমি একথা বলছি কারণ তোমাদের মধ্য দিয়ে আমি অন্যান্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি, ও ইচ্ছা করি তোমাদের নিরাপত্তা দৃঢ়তর হোক, যাতে তোমরা কখনও এই ভাবাবেগের বন্দি না হও।

১৩। কেননা মাতাল মানুষেরা যুক্তিক্ষমতা বিহীন জীবদের চেয়েও যুক্তিক্ষমতা বিহীন। এ কেমন হতে পারে? আমাকে বলতে দাও। বন্যজন্তুদের যখন পিপাসা লাগে, তখন সেগুলো নিজেদের বাসনা নিজ নিজ প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ করে ও কোন মতেই সেই সীমা লঙ্ঘন করবে না। কিন্তু যুক্তিক্ষমতা বিশিষ্ট জীব সেই মানুষ এমনটা ভাবে না, সে কেমন করে নিজের পিপাসা প্রশমিত করবে, বরং সে আঙুররসে নিজেকে ভেজাবার মধ্য দিয়ে কেমন করে নিজের নৌকাডুবি ঘটাতে পারে তাই ভাবে। কেননা যেমন জলাবদ্ধ নৌকা শীঘ্রই ডুবে যায়, তেমনি যে মানুষ প্রয়োজনের চেয়ে সীমাছাড়া হয়েছে ও নিজের পাকস্থলীর উপরে অতিরিক্ত ভারী বোঝা চাপিয়ে থাকে, সে নিজের মনকে ডুবিয়ে দেয় ও নিজের প্রাণের মর্যাদা অপমান করে।

১৪। তাই, হে প্রিয়জনেরা, তোমাদের প্রতিবেশীকে সংশোধন বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা দিতে হবে ও তাকে উত্তাল সমুদ্র থেকে উদ্ধার করতে হবে যাতে তোমরা উদার মজুরি পেতে পার: তোমাদের নিজেদের সৎকর্মের জন্য তোমাদের নিজেদের খাতিরে শুধু নয়, কিন্তু অন্যদের পরিত্রাণের খাতিরে (৭) তোমরা যা কর সেটারও জন্য। ঠিক এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *কেউই যেন নিজের নয়, পরেরই মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট থাকে* (৮); আরও, *তোমরা একে অন্যকে গেঁথে তোল* (৯) সুতরাং, তুমি কেবল তোমার নিজের স্বস্তি ও রোগমুক্তির দিকে লক্ষ করো না, কিন্তু যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা কর যেন তোমার প্রতিবেশী

এই অনিষ্ট থেকে আগত ক্ষতি থেকে মুক্তি পায় ও এই রোগ থেকে দূরে পালায়। কেননা *আমরা একে অন্যের অঙ্গ। একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে* (১০)।

শিথিলতা জনিত বিপদ

১৫। চল্লিশাকালের চেয়ে তোমাদের এই কালেই বেশি উপদেশ ও পরামর্শ দরকার আছে। সেই কালে উপবাস-চর্চা তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের মিতাচারী করেছিল; কিন্তু এখন আমি সেই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি ও সেই মুক্তিজনিত শিথিলতাই ভয় পাই। মানব স্বভাব বিপজ্জনক অন্য কিছুর চেয়ে শিথিলতার প্রতিই বেশি প্রবণ। সেজন্য আমাদের প্রেমময় প্রভু শুরু থেকেই মানব স্বভাবের উপর এক প্রকার বাধা চাপিয়েছেন, ও নিজের মহৎ দূরদৃষ্টিতে মানুষকে শ্রম ও কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করেছেন।

১৬। কেননা পথে সঠিক ভাবে হাঁটবার জন্য আমাদের লাগামের অবিরত প্রয়োজন আছে, যেহেতু ইহুদীরাও পথভ্রষ্ট হয়েছিল ও নিজেদের উপরে স্বর্গের ক্রোধ ডেকে এনেছিল। যখন তারা যথেষ্ট আরাম পেল ও মিশরে তাদের কঠোর বন্দিদশার পরে মুক্তিলাভ করল, তখন তাদের পক্ষে প্রভুকে আরও বেশি ধন্যবাদ জানানো ও প্রশংসা নিবেদন করার জন্য আরও বেশি আগ্রহ দেখানো উচিত ছিল; যিনি তাদের উপরে তেমন মহৎ উপকার বর্ষণ করেছিলেন, তাদের পক্ষে তাঁর প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা এর বিপরীত করল, ও যা ছিল তাদের প্রাচুর্য, সেই আরামই দ্বারা তারা নষ্ট হল। এবিষয়ে পবিত্র শাস্ত্র তাদের অভিযুক্ত করে বলে, *যাকোব খেল ও তৃপ্ত হল; ইস্রায়েল হৃষ্টপুষ্ট হল আর লাথি মারল* (১১)।

১৭। সেই ততসংখ্যক বিস্ময়কর কাজ ও অপ্রত্যাশিত লক্ষণের পরে, সেই সাগর-পারের পরে, সেই মিশরীয়দের ধ্বংসের পরে, মান্না দ্বারা সেই রহস্যময় ও নবীন খাদ্যের পরে সেই সমস্ত উপকার তাদের স্মৃতিতে তখনও তাজা থাকতেই তারা প্রচুর আরামদায়ক জীবন ধারণ করল, সেই সমস্ত কিছু ভুলে গেল, একটা বাছুর গড়ল ও সেটাকে পূজা করে বলল, *ইস্রায়েল, এরাই তোমার দেব-দেবী, যারা মিশর দেশ থেকে*

তোমাকে এখানে এনেছে (১২)। এ কেমন অকৃতজ্ঞতা ও ভয়ঙ্কর অন্ধতা। এটা সবসময় হল তাদের অভ্যাস। তারা যতবার আরামদায়ক জীবন ধারণ করে, ততবার তাদের উপকর্তাকে ভুলে যায় ও খাড়া পর্বৃতচূড়ার দিকে ছোটে। কিন্তু যেইমাত্র তাদের অবস্থা কোন রকমে দুরূহ হয়, তখনই তারা নিজেদের অবনমিত করে। ধন্য দাউদ ঠিক এবিষয় স্পষ্ট করেন যখন বলেন, *তিনি তাদের সংহার করলে তারা তাঁকে খুঁজত* (১৩)।

১৮। এ হল অকৃতজ্ঞ দাসদের ও ইহুদীদের অন্ধতায় তাদের অভ্যাস। আমার উপদেশ শোন, এবং এসো, ঈশ্বরের দানগুলো বিষয়ে অবিরতই ভাবি ও তাঁর উপকারিতা যে কেমন বিশাল তা স্মরণ করি; এসো, কৃতজ্ঞতা দেখাই ও আমাদের যা অধিকারে রয়েছে সেই সমস্ত উত্তম বিষয়ের কারণ অবিরতই স্বীকার করি। এসো, এমন জীবনাচরণ দেখাই যা এই সমস্ত উপকারিতার যোগ্য, ও প্রতিদিন আমাদের প্রাণের পরিত্রাণ রক্ষা করার জন্য তৎপর হই। বিশেষভাবে সেই তোমরাই, যাদের সম্প্রতিকালে ঐশদীক্ষার যোগ্য বলে পরিগণিত করা হয়েছে, যারা তোমাদের পাপকর্মের বোঝা ফেলে দিয়ে উজ্জ্বল সজ্জা পরিধান করেছ, (এবং উজ্জ্বল সজ্জা বলতে আমি কি বোঝাতে চাই?), সেই তোমরাই, যারা স্বয়ং খ্রিষ্টকেই পরিধান করেছ ও বিশ্বপ্রভুকে গ্রহণ করে নিয়েছ তিনি যেন তোমাদের অন্তরে বসবাস করেন, সেই তোমরা, যিনি তোমাদের অন্তরে বসবাস করেন, তাঁরই যোগ্য জীবনাচরণ দেখাও, যাতে ঊর্ধ্ব থেকে মহত্তর আশীর্বাদের প্রাচুর্য অর্জন করতে পার; যিনি আগে খ্রিষ্টকে নির্যাতন করতেন কিন্তু পরে তাঁর প্রেরিতদূত হলেন, তাঁর অনুকরণ করায় আগ্রহ দেখাও।

পলের ও মন্ত্রজালিক শিমোনের দৃষ্টান্ত

১৯। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে ও সত্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে পল মহান ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। এবং কালক্রমে তিনি আরও বেশি মহান ব্যক্তিত্ব হলেন (১৪)। কেননা তিনি নিজের দেয় অবদান রাখার পর, অর্থাৎ, নিজের ধর্মাগ্রহ, উৎসাহ, প্রজ্ঞা, উচ্্াকাঙ্ক্ষা, ও পার্থিব ধন বিষয়ে বিদ্রূপ দেখাবার পর তাঁর অন্তরে সেই দানগুলোর প্রাচুর্য প্রবাহিত হল যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে আগত। এর আগে তিনি অদম্য উন্মাদনা দেখিয়েছিলেন: তিনি সব দিক দিয়ে ছুটতেন ও যত উপায়ই অবলম্বন করে ধর্মভক্তির

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। সত্যমার্গ চিনে নেওয়ার পর তিনি সাথে সাথে অকৃতজ্ঞ ইহুদীদের দিশেহারা করলেন ও একটা ঝুড়িতে করে একটা জানালার ভিতর দিয়ে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি ক্রুদ্ধ ইহুদীদের নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পেতে পারেন। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, তাঁর কেমন আকস্মিক পরিবর্তন হল? তোমরা কি দেখতে পেয়েছ কেমন করে [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ তাঁর প্রাণ রূপান্তরিত করল ও তাঁর সঙ্কল্পের পরিবর্তন ঘটাল? তোমরা কি দেখতে পেয়েছ, [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ কেমন করে কাঁটাঝোপের উপরে পড়া আগুনের মত তাঁর উপরে পড়ল, তাঁর পাপের কাঁটা ধ্বংস করল ও লোহার দৃঢ়তায় তাঁকে দৃঢ় করে তুলল?

২০। তোমাদের অনুনয় করি: তাঁরই অনুকারী হও, তবেই তোমরা সদ্য আলোপ্রাপ্ত বলে অভিহিত হবে, এক, দুই, তিন, দশ বা কুড়ি দিনের মত শুধু নয়; কিন্তু দশ, কুড়ি বা ত্রিশ দিন কেটে যাবার পরেও, এমনকি সত্য কথা বলতে গেলে, তোমাদের সারা জীবন ধরেই তোমরা এই উপাধির যোগ্য বলে গণ্য হবে। আমাদের অন্তরে যে আলো রয়েছে (আমি তো [পবিত্র] আত্মারই আলোর কথা বলছি), সেই আলো যেন না নিভে যায় সেই লক্ষ্যে আমরা যদি আমাদের সৎকর্ম দ্বারা সেই আলো আরও উজ্জ্বলতর করতে আগ্রহী হই, তাহলে সবসময়ের মতই 'সদ্য আলোপ্রাপ্ত' উপাধিটা উপভোগ করতে পারব। কিন্তু যার জীবনাচরণ যোগ্য, যেমন শুধুমাত্র সেই সংযমী ও সতর্ক মানুষ সদ্য আলোপ্রাপ্ত হয়ে থাকতে পারে, তেমনি এটাও সম্ভব যে, সতর্কতা শিথিল করার জন্য ও ফলত সেই উপাধির অযোগ্য হবার জন্য একটা মানুষের পক্ষে একটামাত্র দিনও যথেষ্ট।

২১। ধন্য পল, বাপ্তিস্মের পরে গৃহীত শক্তি দ্বারা, ঊর্ধ্ব থেকে আরও বেশি সহায়তা নিজের উপরে ডেকে আনলেন, ও সেই উজ্জ্বলতায় নিষ্ঠাবান থাকলেন শুধু নয়, কিন্তু তাঁর অন্তরে বিদ্যমান সেই সদ্‌গুণের আলো ক্রমবর্ধমান দীপ্তিতে আরও উজ্জ্বল করে তুললেন। অপরদিকে সেই মন্ত্রজালিক শিমোন প্রথমে মনপরিবর্তন করল ও বাপ্তিস্মের সাথে সাথে যে যে দানগুলো আগত তা গ্রহণ করার জন্য ছুটল। সে প্রভুর অনুগ্রহ ও সম্মানের উপকার উপভোগ করল, কিন্তু তার সঙ্কল্প অযোগ্যই ছিল ও সে মহৎ শিথিলতা দেখাল। তাতে সে সাথে সাথেই এই মহৎ দান-বঞ্চিত হল ও প্রেরিতদূতদের প্রধান দ্বারা এমন পরামর্শ পেল যেন মনপরিবর্তন দ্বারা সেই বৃহত্তম অপরাধ নিরাময় করে। কেননা

পিতর বললেন, *তোমার এই শঠতা থেকে মন ফেরাও, যেন তোমার হৃদয়ের এই মতলবের ক্ষমা হতে পারে* (১৫)।

২২। তোমরা যারা এখানে সমবেত, সেই তোমাদের যেন এমনটা কখনও না ঘটে, বরং ধন্য পলের আদর্শ অনুসরণ করে তোমরা যেন সদ্‌গুণ অন্বেষণে নিয়োজিত থাক যাতে প্রভুর কাছ থেকে আরও প্রচুর সম্মান পাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পার। আমার প্রিয়জনেরা, তোমরা যে দানগুলোর যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ, সেগুলো সামান্য ব্যাপার নয়। না, সেই দানগুলো মানব উপলব্ধি-শক্তি অতিক্রম করে, ও যা দেওয়া হয়েছে, তার বিশালতা আমাদের যুক্তিক্ষমতার ঊর্ধ্বে। তাই ভেবে দেখ কেমন মহৎ সেই দায়িত্ব যা তোমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে; সেই মর্যাদাও ভেবে দেখ যা তুমি বিশ্বপ্রভুর কাছ থেকে গ্রহণ করেছ। তুমি যে ছিলে দাস, বন্দি ও বিদ্রোহী, সেই তুমি দত্তকপুত্রত্বের গুণে তাঁর সন্তান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছ। তাই শিথিল হয়ো না; তেমন মর্যাদা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে এমনটা হতে দিয়ো না, ও তুমি যে সেই আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হবে তাও হতে দিয়ো না। যতক্ষণ তুমি নিজেই তাতে ইচ্ছুক নও, ততক্ষণ ধরে কেউই তোমার কাছ থেকে প্রভুর সেই দানগুলো কেড়ে নিতে পারবে না।

২৩। অথচ মানব ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। কেননা, যখন একজন কোন পার্থিব রাজার কাছ থেকে কোন রকম মর্যাদা অর্জন করে, সেই মর্যাদা কেড়ে নেওয়া গ্রহীতার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে না, কিন্তু যিনি সেই মর্যাদা আরোপ করেছিলেন, কেবল তিনিই তা হরণ করার অধিকার রাখেন; যখনই তিনি তেমনটা করতে ইচ্ছা করেন, তখনই সেই গ্রহীতাকে মর্যাদা-বঞ্চিত করেন, দেওয়া দায়িত্ব থেকে তাকে বিচ্যুত করেন ও সাথে সাথেই তাকে সাধারণ নাগরিক পর্যায়ে নামান। আমাদের রাজার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারে ভিন্ন। তাঁর কৃপায় মর্যাদা অর্থাৎ দত্তকপুত্রত্ব, পবিত্রতা, ও [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহ আমাদের দেওয়া হলে পর কেউই এসমস্ত কিছু আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না—যদি না আমরা নিজেরা শিথিল হই। ‘কেড়ে নেওয়া’ বলতে আমি কি বোঝাতে চাই? তিনি যদি দেখেন আমরা কৃতজ্ঞ, তাহলে তিনি আমাদের উপরে যা

ইতিমধ্যে আরোপ করেছেন তা বৃদ্ধি করেন, ও যে মর্যাদা আমাদের অধিকারে রয়েছে সেই মর্যাদা অনুসারে তিনি তাঁর দেওয়া দানগুলো পুনরায় বৃদ্ধি করেন।

মনপরিবর্তনে সদিচ্ছার গুরুত্ব

২৪। অতএব, এবিষয়ে সচেতন হয়ে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আমাদের ধর্মাগ্রহ উভয়েই আবশ্যকীয, এসো, যে দানগুলো ইতিমধ্যে আমাদের দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাই, যেন মহত্তর দানগুলোর যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পারি। তাই, তোমরা যারা সম্প্রতিকালেই মাত্র ঐশ দানগুলো পাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ, আমি পুনরায় সেই তোমাদের অনুনয় করি যেন সতর্ক থাক ও তোমাদের উপরে যে আধ্যাত্মিক সজ্জা আরোপ করা হয়েছে, তা পরিষ্কার ও অকলঙ্কিত রেখে রক্ষা কর [১৬]। আমাদের মধ্যে যারা অতীতে এই দান পেয়েছি, সেই আমরা যেন আমাদের জীবনে উদার পরিবর্তন দেখাই। আমরা ইচ্ছা করলে তবে আমাদের পক্ষে আগেকার অবস্থায় তথা আমাদের আগেকার সৌন্দর্যে ও উজ্জ্বলতায় ফিরে যাওয়া সম্ভব। শুধু দরকার আছে, আমাদের উত্তম সঙ্কল্প কাজে পরিণত করা।

২৫। দেহের সৌন্দর্য ক্ষেত্রে, চেহারা একবার বিকৃত হলে ও বার্ধক্য, রোগ-ব্যাধি, বা অন্য যেকোন দৈহিক অবস্থার কারণে আগেকার সৌন্দর্য হারালে, তার পক্ষে তার প্রকৃত উজ্জ্বলতায় ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। যা ঘটে তা তো প্রকৃতিরই বৈশিষ্ট্য, ও সেই অনুসারে, আগেকার সৌন্দর্যের দীপ্তিতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্রে, আমরা ইচ্ছা করলে, তবে তা ঈশ্বরের অনির্বচনীয় কৃপায় হতে পারে। যে প্রাণ একবার মাত্র কলুষিত হয়েছে বা একসময় নিজের পাপকর্মের বাহুল্যের কারণে বিকৃত ও কদর্য হয়েছে, সেই প্রাণ উদার ও সূক্ষ্ম মনপরিবর্তনের প্রমাণ দিলে শীঘ্রই নিজের আগেকার সৌন্দর্যে ফিরে যেতে পারে।

২৬। এই সমস্ত কথা আমার নিজের জন্য ও যারা বহুদিন আগে বাপ্তিস্মের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছিল তাদেরও জন্য প্রযোজ্য কথা। কিন্তু তোমরা যারা খ্রিষ্টের নতুন সৈন্য, সেই তোমরা আমার এই কথায় কান দাও: তোমাদের সজ্জা পরিষ্কার রাখার জন্য সর্বতভাবে নিজেদের আগ্রহ দেখাও। সতর্ক থাক ও তোমাদের উজ্জ্বল আলোর ব্যাপারে

যত্নশীল হও, যেন সবসময়ের মত পবিত্রতায় জীবনযাপন করতে পার ও তোমাদের সজ্জা অকলুষিত অবস্থায় রক্ষা করতে পার। শিথিল হওয়ার ফলে যে মলিনতা তোমাদের কলুষিত করেছে সেটার কলুষ মুছিয়ে দেবার জন্য পরবর্তর্ীকালে চোখের জল ফেলা ও বুক চাপড়ানোর চেয়ে উপরের পরামর্শ পালন করা বহু শ্রেয়। এজন্য আমি তোমাদের অনুনয় করি, তোমাদের আগে যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে তাদের কুদৃষ্টান্ত পালন করার সুযোগ নিয়ো না, বরং তাদের সদাচরণ থেকে নিষ্ঠার প্রেরণাই গ্রহণ কর।

২৭। আত্মার সাহসী ও সতর্ক সৈন্য হিসাবে তোমাদের আধ্যাত্মিক অস্ত্র প্রত্যেক দিন উজ্জ্বল করে তোল, যেন তোমাদের সেই শত্রু তোমাদের অস্ত্রের দীপ্তি দেখে দূরে পিছিয়ে যায় ও তোমাদের কাছাকাছি আসবার কথা কখনও না ভাবে। সে যখন দেখে তোমাদের অস্ত্র উজ্জ্বল তখন শুধু নয়, কিন্তু যখন এটাও দেখে যে তোমরা সব দিক দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে প্রস্তুত আছ; আরও, সে যখন দেখে, তোমাদের আত্মার ধনাগার সব দিক থেকে সতর্কতা সহকারে সুরক্ষিত, তখন সে নিজের মুখ ঢেকে চলে যাবে একথা জেনে যে, সহস্রবার চেষ্টা করলেও তার কোন লাভ হবে না। সে যে নির্লজ্জ, দুঃসাহসী ও যত বন্যজন্তুর চেয়েও নির্দয়, একথা সত্য, কিন্তু সে যখন তোমাদের আধ্যাত্মিক অস্ত্রসজ্জা ও [পবিত্র] আত্মার দেওয়া শক্তি দেখে, তখন একেবারে স্পষ্ট ভাবেই নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে ও নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে, এবং লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে সাথে সাথে পিছটান দেয়, কারণ সে জানে, যা করতে চেষ্টা করছে, তা করা সম্ভব নয়।

২৮। অনুনয় করি, আমরা সবাই যেন মিতাচারী হই। আমরা যারা বহুদিন আগে এই দানের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছিলাম, সেই আমরা যেন মিতাচারী হই, যেন সেই মলিনতা শোধন করতে পারি যা আমাদের কলুষিত করেছিল ও আমরা যেন আমাদের আগেকার সৌন্দর্যে ফিরে যেতে পারি। তোমরা যারা সম্প্রতিকালেই রাজার প্রসন্নতার পাত্র হয়েছ, সেই তোমরাও মিতাচারী হও; মহৎ সতর্কতা ও দৃঢ়তা দেখাও, যেন তোমাদের সমস্ত দিন ধরে পবিত্রতায় জীবনযাপন করতে পার ও তোমাদের সাজ-সজ্জা যেন দিয়াবলের ফন্দি-ফিকির দ্বারা কোন বলিরেখা বা কোন দাগে কলুষিত না হতে দিতে পার। নিজের ধূর্ততার তীর নিক্ষেপ করার জন্য সেই দিয়াবল কেমন যেন দৃশ্যগত ভাবেই উপস্থিত, তাই, এসো, চারদিক থেকে নিজেদের রক্ষা করি। মহৎ ধর্মাগ্রহ

সহকারে, এসো, আমাদের পরিত্রাণের জন্য চিন্তিত হয়ে তার সামনে দাঁড়াই যেন তার ফন্দি থেকে পালাতে পারি এবং অক্ষত হয়ে থেকে যেন আমাদের প্রাণের উপরে স্বর্গের সহায়তা আনতে পারি। আমরা যেন এসমস্ত কিছু করতে পারি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও দয়া গুণে, যাঁর দ্বারা পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব, প্রতাপ ও সম্মান হোক, এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ইশা ২৯:৯ সত্তরী পাঠ্য।

(২) সিরা ১:২২।

(৩) এফে ৫:১৮।

(৪) ১ করি ৬:৯-১০ দ্রঃ।

(৫) 'যে কেউ রাজ্য-বঞ্চিত, তার জন্য আর কী সান্ত্বনা থাকবে?' মানুষ যখন ঈশ্বরকে হারায়, তখন এর চেয়ে কষ্টকর ক্ষতি আর নেই; জাহান্নামের আগুনও তত কষ্টকর নয়।

(৬) 'প্রমাণ হল সেই একাগ্রতা যার প্রেরণায় তোমরা এই আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনছ': আত্মসংযম ও সতর্কতা প্রাণকে ঈশ্বরের বাণী শুনবার জন্য অনুপ্রাণিত করে; তেমনি ঈশ্বরের বাণীর জন্য পিপাসা আত্মার মিতাচারিতা দেখায়।

(৭) 'অন্যদের পরিত্রাণের খাতিরে': যেহেতু আমরা একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেজন্য আমাদের উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক স্বার্থ শুধু নয়, কিন্তু অন্যদের পরিত্রাণের জন্যও চিন্তিত হওয়া। এটাই খ্রিষ্টধর্মের গৌরব।

(৮) ১ করি ১০:২৪।

(৯) ১ থে ৫:১১।

(১০) ১ করি ১২:২৫-২৬ দ্রঃ।

(১১) দ্বিঃবিঃ ৩২:১৫ সত্তরী পাঠ্য।

(১২) যাত্রা ৩২:৪ সত্তরী পাঠ্য।

(১৩) সাম ৭৮:৩৪।

(১৪) 'কালক্রমে তিনি (অর্থাৎ প্রেরিতদূত পল) আরও বেশি মহান ব্যক্তিত্ব হলেন': বিশপ জন এবারও সেই সাধু পলের আদর্শ তুলে ধরেন যাঁর অন্তরে বাপ্তিস্ম বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

(১৫) প্রেরিত ৮:২২ দ্রঃ।

(১৬) ‘তোমাদের উপরে যে আধ্যাত্মিক সজ্জা আরোপ করা হয়েছে, তা পরিষ্কার ও অকলঙ্কিত রেখে রক্ষা কর’: বাপ্তিস্মের সময়ে গৃহীত সেই বাহ্যিক পোশাক ছিল আমাদের আধ্যাত্মিক সজ্জার প্রতীক: সদ্য আলোপ্রাপ্তরা এই আধ্যাত্মিক সজ্জা নির্মল রাখার জন্যই সচেষ্ট থাকবে।

৬ষ্ঠ কাতেখেসিস

এই ৬ষ্ঠ মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস (স্তাব্রনিকিতা ৬) আন্তিওখিয়ায়, সম্ভবত পাস্কা-অষ্টাহের যেকোন একটা দিনে, ১১-১৫ই এপ্রিল ৩৯০ সালে, প্রদান করা হয়েছিল।

১) আগের কাতেখেসিসে বিশপ জন যা ঘটবে বলে আশঙ্কা করছিলেন, তা আসলে ঘটেছে: তাঁর শ্রোতাদের সংখ্যা কমে গেল। এর কারণ হল সেই ক্রীড়ানুষ্ঠান যা চল্লিশাকালের পরে আবার শুরু হয়েছে, এবং খ্রিষ্টিয়ানেরা চল্লিশাকাল, পাস্কাপর্ব, ঐশরহস্যগুলিতে অংশগ্রহণ ও তাঁর কাতেখেসিস-মালা সবই ভুলে গিয়ে রঙ্গভূমিতে ছুটে গিয়েছে। তিনি হতাশ বোধ করছেন, মনে করছেন, তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম উদাসীন খ্রিষ্টিয়ানদের স্পর্শ করেনি ও অনর্থক হয়েছে।

২) যাই হোক, তিনি নিজের নির্দিষ্ট সঙ্কল্পে স্থির থেকে নতুন একটা বিষয় তুলে ধরেন তথা, 'তোমরা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য' (১ করি ১০:৩১)।

৩) যারা অনেক দিন আগে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে, তারা স্বীকারোক্তি, চোখের জল ও মনপরিবর্তন দ্বারা বাপ্তিস্মের উজ্জ্বলতা ফিরে পেতে পারে; এবং সদ্য আলোপ্রাপ্ত যারা, তারা অর্জিত উজ্জ্বলতা বজায় রাখবার জন্য সতত সচেষ্ট থাকবে, কেননা সেই শুচিতা রক্ষার জন্য অনুতাপের চেয়ে সৎকর্ম সাধনাই শ্রেয়।

যারা জনসমাবেশে যোগ দিতে অবহেলা করে ও যারা নাট্যশালা ও ঘোড়দৌড়ের মাঠে যোগ দেয়, তাদের সকলের উদ্দেশ করা কাতেখেসিস। পথভ্রষ্ট ভাইদের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে। সদ্য আলোপ্রাপ্তদেরও উদ্দেশ করা কাতেখেসিস।

কাতেখেসিসে যোগ দেওয়া অবহেলা সম্পর্কে

১। মাঠে পুনরায় ঘোড়দৌড় ও শয়তানিক প্রদর্শনী চলছে, ও আমাদের জনসমাবেশ সংখ্যায় সঙ্কুচিত হচ্ছে। এই কারণে ও যেহেতু শিথিলতা ও নিরাপত্তা জনিত সেই অমনোযোগ ভয় করি ও সেবিষয় আগে থেকে অনুমান করেছিলাম, সেই কারণেও আমি তোমাদের আবেদন জানিয়েছি ও তোমাদের উৎসাহ দিয়েছি যেন সেই ঐশ্বর্য উড়িয়ে না দাও যা উপবাস দ্বারা জয় করে নিয়েছিলে, ও নিজেদের উপরে যেন সেই অবমাননা না চাপিয়ে দাও যা শয়তান ও প্রদর্শনী থেকে আসে। দেখতে পাচ্ছি, আমার সেই আবেদন

থেকে তোমাদের কোন লাভ হয়নি। নিজেরাই দেখ, যারা আমার আগেকার উপদেশ শুনেছিল, কেমন করে তারা অনেকেই আজ ছুটে গিয়েছে: হ্যাঁ, তারা এই আধ্যাত্মিক উপদেশ শোনবার সুযোগ বাদ দিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে ছুটে গিয়েছে। তারা মন থেকে পবিত্র চল্লিশাকালের স্মৃতি, পুনরুত্থানের দিনে পরিত্রাণের পর্বোৎসব, ঐশরহস্যগুলিতে সেই ভয়ঙ্কর ও অনির্বচনীয় সহভাগিতা, ও আমার উপদেশমালা একেবারে মুছিয়ে দিয়েছে।

২। আমাকে বল, কেমন ধর্মাগ্রহে আমি এখন আমার নিয়মিত উপদেশ পুনরায় গ্রহণ করব? কেননা দেখতে পাচ্ছি, তারা আমার কথা থেকে কোন উপকার পায় না, এমনকি আমার উপদেশ যতখানিই দীর্ঘায়িত হয় ততখানি, বলতে গেলে, তাদের অবহেলা বৃদ্ধি পায়। এটা আমার কষ্ট বাড়ায় ও তাদের নিন্দা গুরুতর করে। আমার কষ্ট শুধু নয়, আমার হতাশাও বেড়েছে। একজন কৃষক যখন দেখে, তার সমস্ত কাজ ও কষ্টের পর মাটি তার শ্রমের বিনিময়ে কিছুই উৎপাদন করে না, এমনকি একটা পাথরের চেয়েও উৎপাদনশীল নয়, তখন সে ভূমি চাষ করতে বেশি দ্বিধাগ্রস্ত হয়, কারণ সে দেখে, তার কাজ বৃথা ও অসার। একই প্রকারে, যখন শিক্ষক দেখেন, মহৎ যত্ন দেখাবার পর ও অবিরত শিক্ষা দেওয়ার পর তাঁর শিষ্যেরা একই অমনোযোগিতায় চলতে থাকে, তখন তিনিও তাঁর আধ্যাত্মিক উপদেশ একই আগ্রহে আর উপস্থাপন করতে পারবেন না যদিও এক্ষেত্রে তাঁর শ্রমের মজুরি তাদেরই দ্বারা কমানো হয় না যারা অমনোযোগী হয়ে তাঁর কথা শোনে[১]।

৩। কৃষকের বেলায় যা ঘটতে দেখি, তা আধ্যাত্মিক উপদেশে ঘটে না। যখন মাটি কৃষককে প্রতারণা করে, সে খালি হাতে ঘরে ফিরে যায় ও নিজের শ্রম থেকে কোন সান্ত্বনা পেতে পারে না। আধ্যাত্মিক উপদেশের বেলায় তেমনটা ঘটে না, কিন্তু যদিও শিষ্যেরা একই অমনোযোগিতার অবস্থায় থেকে যায় ও তিনি যা বলেছিলেন কেউই তা থেকে লাভজনক কিছুই অর্জন করে না, তবু যতক্ষণ শিক্ষক নিজের করণীয় কর্তব্য পালনে অবহেলা না করে থাকেন, ততক্ষণ ধরে তিনি নিজের শ্রমের জন্য প্রচুর মজুরি পান, কেননা ঈশ্বর আপন কৃপায় অমনোযোগী শিষ্যদের কারণে তাঁর শ্রমের মজুরি বন্ধ করেন না, বরং, শিষ্যেরা শুনুক বা না শুনুক, তিনি উদার পারিশ্রমিক প্রদান করেন।

৪। তথাপি, আমার মজুরি ও পারিশ্রমিক একই থাকবে কিনা, আমি শুধু তা ভাবছি না, কিন্তু তোমরা যে উপকৃত হবে আমি তাও গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, ও তোমাদের শিথিলতা আমার নিজের লোকসান বোধ করি। এক্ষেত্রে আমি মনে করি আমার আনন্দ ভোঁতা হয়েছে, বিশেষভাবে এই কারণে যে, আমি এটা বুঝি যে, আমি তোমাদের যে অমনোযোগিতার কথা বলছি, তা তাদেরই উপরে গুরুতর নিন্দা আনে যারা আমার উপদেশ-মালা থেকে লাভজনক কিছু অর্জন করতে অনিচ্ছুক ও আমি তাদের তত জোর দিয়ে উৎসাহিত করলেও তাদের এই শিথিলতায় চলতে থাকে।

৫। খ্রিষ্ট ইহুদীদের বলেছেন, *আমি যদি না আসতাম, তাদের সঙ্গে যদি কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হত না; এখন কিন্তু তাদের পাপ ঢাকবার উপায় নেই* (২)। যারা আমাদের এখানকার সমাবেশ অবজ্ঞা করেছে ও জগতের পরিতৃপ্তিতে তথা ঘোড়দৌড় ও শয়তানিক প্রদর্শনীতে ক্ষতিকর সম্মেলন বেশি পছন্দ করেছে, আমাদের পক্ষে এখন তাদের কাছে একথা বলা সমীচীন হবে। সবসময় ধরে আমার নিজের কণ্ঠে তাদের উপদেশ দানে, প্রতিদিন ছোট বালকদের মত তাদের উৎসাহিত ক'রে, আমার উপদেশ-মালা দ্বারা সদ্‌গুণের পথে তাদের ফিরিয়ে, রিপুজনিত নানা ক্ষতি দেখিয়ে, তাদের আগেকার দোষ-ত্রুটি সংস্কার করার জন্য তাদের প্রেরণা দিয়ে আমি যদি তাদের দোষ আগে থেকে অনুমান না করে থাকতাম ও আমার উৎসাহ-বাণী তত কঠিন না করে থাকতাম, তবে হয় তো কেউ না কেউ এটা বিবেচনা করতে পারত, তারা ক্ষমার যোগ্য বলে গণ্য ছিল।

৬। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের মত তাদের এখন কি আছে? তারা যে তেমন অমনোযোগিতা থেকে আগত গুরুতর ক্ষতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু নয়, কিন্তু তারা অন্যদের হোঁচট খাওয়াবার অবকাশও বলে দাঁড়াবে। তখন কে তাদের ক্ষমা করবে? যে বৃদ্ধজন নিজের বয়সের কথা না ভেবে, মৃত্যু যে নিকট একথাও না ভেবে, নিজের অতীত পাপকর্মের বিশাল বোঝার কথাও না ভেবে বরং প্রত্যেক দিন নিজের অপরাধ বৃদ্ধি করে যুবকদের জন্য শিথিলতা ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাগুরু হয়ে ওঠে, সেই বৃদ্ধজনকে কে ক্ষমা করবে? আমাকে বল, তেমন মানুষ যখন নিজেই নিজের জীবনকালে আত্মসংযম শেখেনি, তখন সে কখনই-বা নিজের সন্তানের শিথিলতা সংস্কার করতে বা

উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগে প্রণোদিত যুবককে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে? যদিও সে কেবল তার নিজের কাজকর্মের নয়, কিন্তু অন্যকে শিথিলতা বিষয়ে শিক্ষাদানেরও হিসাব দিতে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও সে তার এই খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত হয় না।

৭। যে মানুষ সদ্‌গুণ অন্বেষণ করে, সে নিজের কষ্টের বিনিময়ে শুধুমাত্র মজুরি প্রত্যাশা করে না, কিন্তু তার নিজের সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে ধর্মাগ্রহের দিকে ও সেই সদ্‌গুণ অনুকরণের দিকে অন্যকে চালিত করার দ্বারা তাদের যে সহায়তা দান করেছে, সেই সহায়তা দানের জন্যও মজুরি পায়। একই প্রকারে, যারা শঠতা অনুসরণ করে, তারা আরও বেশি কড়া হিসাব দিতে বাধ্য, কারণ তারা অন্যকে শিথিল হবার সুযোগ যোগায়। তাই, কেমন করে আমি যুবকদের উপদেশ দিই যখন যারা বৃদ্ধ হয়েছে তারা ঠিক সেই শিথিলতায় পতিত ও প্রেরিতদূতের এই উৎসাহ-বাণীর প্রতি কান দেয় না? তিনি বলেছিলেন, *ইহুদী হোক, গ্রীক হোক, বা ঈশ্বরের মণ্ডলী হোক, তোমরা কারও বিঘ্ন ঘটিয়ো না* (৩)।

‘সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য’ বচনের অর্থ (১ করি ১০:৩১)

৮। তুমি কি লক্ষ করেছ, প্রেরিতদূত নিজের হৃদয় থেকে কেমন পরামর্শ দিয়েছেন? যারা আমাদের শিথিলতা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত, তিনি তাদের জন্য অত্যাধিক ভীত ও কম্পিত; এবং তিনি জানেন, যারা অন্যকে শিথিল হতে চালিত করে, তাদের জন্য বৃহৎ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এজন্য, সবকিছুতে সদ্‌গুণ বিষয়ে চিন্তিত থাকবার জন্য সকলকেই তিনি প্রেরণা দিয়ে বলেছিলেন, ‘তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য’। তাঁর প্রেরণাদায়ী বাণীর সূক্ষ্মতা লক্ষ কর। এমনটা কর যেন তুমি যা কিছু করতে শুরু কর ও সম্পাদন কর, সেই সবকিছুর মূল ও ভিত এই বচনটাই হয়, অর্থাৎ সেই সবকিছু যেন ঈশ্বরের গৌরবের দিকে ধাবিত হয়; এবং এমনটাও কর, যেন তোমার কোন কর্ম এই ভিত ছাড়া না হয়। অতএব, আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।

৯। প্রেরিতদূতের কথামত ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আহার করা ও পান করা কেমন সম্ভব হতে পারে? তুমি যখন টেবিলে বসে আছ ও দাতাকে ধন্যবাদ জানাও; যিনি

তোমার সংস্থান যোগান ও তোমাকে সুস্থির করেন তুমি যখন তাঁকে স্বীকার কর; আরও, যখন জাগতিক কথন উচ্চারণ কর না কিন্তু মহৎ মিতাচারিতা সহ দেহের প্রয়োজন মেটাও ও মাত্রাছাড়া সবকিছু ও পেটুকতাও এড়াও; আরও, যিনি তোমার অস্তিত্বের দরকারী খাদ্য যোগান, যখন তুমি পায়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাও, তখনই তুমি ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সবই করেছ। কেননা ধন্য পল বলেন, 'তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য'।

১০। লক্ষ কর, তিনি কেমন করে এই ক্ষুদ্র বচনে আমাদের সমস্ত জীবন সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করেছেন। কেননা যখন তিনি বলেছেন 'সবই কর', তখন একটামাত্র শব্দে আমাদের গোটা অস্তিত্ব ঘিরে ফেলেছেন এই বাসনা ক'রে যেন আমরা সদ্‌গুণ সংক্রান্ত কোন কর্ম মানব গৌরবের জন্য সম্পাদন না করি। আর শুধু তা নয়, কিন্তু যখন তিনি বলেছেন 'সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য', তখন আমাদের কাছে আরও একটা শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করছিলেন, তথা, আমরা যেন দুষ্কর্ম একেবারে এড়াই ও এমন কিছুই না করি যা বিশ্বের অনন্য প্রভুকে গৌরবে আরোপ করায় ব্যর্থ হয় (৪)। যখন আমরা সদ্‌গুণ অন্বেষণ করি, তখন আমরা সবকিছুর আগে যেন নিজেদের জন্য ঈশ্বর থেকে আগত সমর্থন অর্জন করতে সচেষ্ট থাকি, ও মানুষ থেকে আগত প্রশংসার কথা আদৌ মূল্যায়ন না করি। আমরা অলস হলে তবে ঘুষ দ্বারা কেনা যায় না এমন বিচারের কথা ভেবে আমাদের ভীত হওয়া উচিত ও আমাদের চিন্তা-ভাবনা নমিত করা উচিত। এসো, সেই ভয়ঙ্কর দিন এগিয়ে আসছে ও আমাদের কাজকর্ম যে ঈশ্বরনিন্দা জাগাতে পারে, এই চিন্তায় যেন কম্পিত হই। যারা সদ্‌গুণ অন্বেষণ করে, তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, *যারা আমাকে গৌরবান্বিত করে আমি তাদের গৌরবান্বিত করব* (৫)। কিন্তু নবীর কথা পুনরায় শোন, কেননা তিনি বলেন, *তোমাদের ধিক্‌, কারণ তোমাদের কারণেই আমার নাম জাতিগুলোর মধ্যে নিন্দার বস্তু হচ্ছে* (৬)।

১১। তুমি কি এই বচনে ঈশ্বরের রোষ লক্ষ করেছ? কিন্তু ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা কেমন করে সম্ভব? ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জীবনযাপন করা ও আমাদের জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলা, সেইভাবে যেভাবে তিনি অন্যত্র সেই বিষয়ে কথা বলে বলেছিলেন, *তোমাদের আলো মানুষদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে*

তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে [৭]। সদাচরণ বাদে অন্য কিছুই আমাদের প্রভুকে তেমন গৌরব আরোপ করে না। সূর্যের আলো যেমন নিজের রশ্মিমালা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল আলোকিত করে যারা সেটার দিকে তাকায়, তেমনি, যারা সদ্‌গুণের দিকে তাকায়, সদ্‌গুণ [ঈশ্বরকে] দর্শন করতে তাদের আকর্ষণ করে ও উত্তম মনোভাবের অধিকারী যারা তাদের প্রভুকে গৌরবান্বিত করতে প্রেরণা দেয়। এসো, যা কিছু করি, তা এমনভাবে করি যাতে, যে কেউ আমাদের দেখে, সে যেন ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে, কেননা লেখা আছে, 'সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য'।

১২। আমি আসলে তোমাকে কি বলতে চাই? তুমি যদি কোন সময় কোন মানুষের সঙ্গী হতে ইচ্ছা কর, তবে এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে, জগৎ যেভাবে স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য ও খ্যাতি দেখে, যারা সেইভাবে সেই সবকিছু উপভোগ করে, তুমি তাদের বেছে নাও না; কিন্তু যারা কষ্টে ভুগছে, যারা দুরবস্থায় রয়েছে, যারা কারারুদ্ধ, যারা একেবারে পরিত্যক্ত ও কোন সান্ত্বনা উপভোগ করে না, তুমি তাদেরই নিজের সঙ্গী বলে বেছে নাও। এদেরই সঙ্গে মেলামেশাকে মূল্যবান মনে কর; কারণ এদের কাছ থেকেই তুমি অধিক লাভবান হবে, প্রকৃত প্রজ্ঞার উত্তম প্রেমিক হবে ও সবই করবে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য। যদি কাউকে দেখতে হবে, তবে তেমন সম্মান নাম করা ও খ্যাতিমানদের চেয়ে এতিম, বিধবা ও অভাবীদের উপর আরোপ কর। ঈশ্বর নিজে বলেছেন, *আমি এতিমদের পিতা ও বিধবাদের রক্ষক* [৮]। আরও, *এতিমের সুবিচার কর, বিধবার পক্ষ সমর্থন কর। পরে এসো, কথাবার্তা বলি* [৯]।

১৩। যখন তুমি এমনিই বাজারে যেতে ইচ্ছা কর, তখন প্রেরিতদূতের এই উৎসাহ-বাণী মনে রাখ, 'সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য'। অসার ও ক্ষতিকর সমাবেশে সময় নষ্ট না করে বরং ঈশ্বরের গৃহে ছুটে চল, যেন তোমার দেহ ও প্রাণ মিলে সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ অর্জন করতে পারে। এবং কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার হলে, তবে এসো, বিনয় ও মহৎ কোমলতায় কথা বলি; এসো, সেই সমস্ত জাগতিক বিষয়ে দীর্ঘায়িত কথোপকথন থেকে বিরত থাকি যা থেকে আমাদের কোন লাভ আসে না; কিন্তু যা কিছু শ্রোতাদের মহৎ লাভ আনবে ও সমস্ত নিন্দা থেকে আমাদের মুক্ত রাখবে, সেই বিষয়েই কথা বলি।

পরের হোঁচট খাওয়ানোর গুরুতর অপরাধ ও ভ্রাতৃ সংশোধনের কর্তব্য

১৪। আমি যে এ বিষয় তোমাদের প্রেমময় সমাবেশের সামনে এনেছি, তা অকারণজনিত নয়। আমি তেমনটা করেছি যেন তোমরা জানতে পার, আমরা যদি আমাদের পরিত্রাণের বিষয়ে কিছু চিন্তা দিতে ইচ্ছা করি, তাহলে সেবিষয়ে আমাদের শক্ত হওয়া দরকার। আমি তোমাদের এ ব্যাপারে সচেতন করতে চাচ্ছিলাম যে, যারা এখানে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশের চেয়ে ও এই আধ্যাত্মিক উপদেশের চেয়ে জাগতিক বিনোদন, নির্বোধ ও ক্ষতিকর সভা, দৌড়-ক্রীয়ানুষ্ঠান, ও শয়তানিক বিনাশী প্রদর্শনী বেশি পছন্দ করে, তারা কেমন কড়া নিন্দার পাত্র হবে। তারা অবশ্যই এই নিন্দার যোগ্য, কারণ ধন্য পলের কথায় বধির কান দিয়েছে; তিনি বলেছিলেন, *ইহুদী হোক, গ্রীক হোক, বা ঈশ্বরের মণ্ডলী হোক, তোমরা কারও বিঘ্ন ঘটিয়ো না* (১০)।

১৫। তেমন মানুষদের জন্য কেমন ক্ষমা ও রক্ষা বাকি রয়েছে? এই যে একজন খ্রিষ্টিয়ান যে আমাদের উপদেশে যোগ দিয়েছে ও সেই ভয়ঙ্কর ও অনির্বচনীয় রহস্যগুলির ফল উপভোগ করেছে; সে এখন ইহুদী ও গ্রীকদের সঙ্গে সময় কাটায় ও ওদের যা তৃপ্তি এনে দেয় সে ঠিক তাই পছন্দ করে। আমাকে বল, এরা যখন নিজেদের তত অমনোযোগী দেখায়, তখন আমরা এই পথভ্রষ্ট মানুষদের কেমন করে সত্য পথে ফিরিয়ে আনব ও প্রভুর প্রশংসায় আকর্ষণ করব? যে করিন্থীয়রা ধর্মভক্তির বাণী গ্রহণ করার পরেও দেবমন্দিরে যেতে থাকত, ধন্য পল তাদের যে কথা বলেছিলেন, আমাদের পক্ষেও কি সেই কথা বলা সমীচীন নয়? *কেউ যদি তোমার মত জ্ঞানী মানুষকে দেবমন্দিরে কিছু খেতে দেখে* … [ইত্যাদি] (১১)।

১৬। কিন্তু আমরা বচনটা একটু পরিবর্তন করে বলব, *কেউ যদি তোমার মত জ্ঞানী মানুষকে অসার ও ক্ষতিকর সমাবেশে সারাদিন কাটাতে দেখে, তবে এই দুর্বল মানুষের বিবেক কি তেমন কুকর্ম অবাধে অনুসরণ করার জন্য আকর্ষিত হবে না?* (১২)। ধর্মভক্তির আলো গ্রহণ করার পর যারা দেবমন্দিরে ছুটে অন্যদের কাছে হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়ে যেত, তাদের বিরুদ্ধ ধন্য পল যা বলতেন, যারা অবৈধ সভায় ছোটে ও এখানে, গির্জায়, আমাদের এই সভার চেয়ে জাগতিক বিনোদন বেশি পছন্দ করে, তাদের বিরুদ্ধে আমরাও কি সেই একই কথা উপযুক্তভাবে উচ্চারণ করতে পারি না?

১৭। কিন্তু, এখানে যা বলা হচ্ছে তা শুনবার জন্য যদি অপরাধী উপস্থিত না থাকে, তাহলে এই সমস্ত অভিযোগ বলায় কী লাভ? কিন্তু তবুও আমাদের উপদেশ লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, কেননা আমি যা বলেছি, তোমাদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার মাধ্যমে তাদের পক্ষে সেবিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করা সম্ভব; এইভাবে তারা এক দিকে দিয়াবলের ফাঁদ এড়াতে পারবে, অন্য দিকে তাদের আধ্যাত্মিক খাদ্যে ফিরে আসতে পারবে। চিকিৎসকেরা ঠিক এইভাবে ব্যবহার করে। তারা যখন রোগীকে পরীক্ষা করে, তখন কেবল অসুস্থদের সঙ্গে নয়, কিন্তু উপস্থিত স্বাস্থ্যবানদের সঙ্গেও নিরাময়ের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে। তারা রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে উপযোগী নির্দেশ দেয় ও সেই আত্মীয়-স্বজনদের হাতেই সেই নির্দেশ পালন করার দায়িত্ব রাখে। পরে তারা চলে যায়, ঠিক যেন সবকিছু ঠিক করেছে। তাই যদিও আমাদের রোগীরা এখানে অনুপস্থিত, তবু আমরা তাদের দেখাশোনার ভার, সুস্থ মানুষ যে তোমরা সেই তোমাদেরই উপরে ন্যস্ত করি; এবং আমি আমার প্রাণের কষ্ট তোমাদের কাছে ব্যক্ত করি যেন পরে তোমরা তোমাদের নিজেদের অঙ্গের পরিত্রাণের জন্য উপযুক্ত দেখাশোনা কর (১৩) ও যেন তোমরা তোমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে প্রেরিতদূতের উৎসাহ-বাণী পূরণ করতে পার। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা আহার কর, পান কর বা যাই কর, সবই কর ঈশ্বরের গৌরবের জন্য’।

১৮। বাস্তবিকই, যখন তুমি এস্থান থেকে প্রস্থান করে তোমার ভাইদের পরিত্রাণের ভার গ্রহণ কর, অর্থাৎ যখন তাদের উপর শুধু অভিযোগ না চাপিয়ে ও শুধু তাদের ভর্ৎসনা না করে বরং সুপরামর্শও দান কর ও তাদের উৎসাহিত কর, যখন তাদের কাছে জাগতিক বিনোদন থেকে আগত সমস্ত ক্ষতি দেখাও ও আমাদের উপদেশ থেকে আগত লাভ ও উপাকারও দেখাও, তখন তুমি সবই করেছ ঈশ্বরের গৌরবের জন্য। এবং তুমি তোমার নিজের মজুরিও দ্বিগুণ করেছ, কেননা নিজের পরিত্রাণের জন্য মহৎ লাভ উৎপন্ন করেছ ও সেইসঙ্গে তোমার নিজের একটা অঙ্গকেও নিরাময় করার জন্য তৎপর হয়েছ। এটাই মণ্ডলীর গৌরব, এটাই আমাদের ত্রাণকর্তার আদেশ, তথা, নিজেদের স্বার্থের জন্য শুধু নয়, কিন্তু প্রতিবেশীর উপকারিতার জন্যও ব্যস্ত থাকা।

১৯। সেই মর্যাদারই কথা ভাব, যে মর্যাদায় সেই উন্নীত হয় যে ভাইয়ের পরিত্রাণ মহৎ গুরুত্বের ব্যাপার বলে গণ্য করে। তেমন মানুষ মানুষ হিসাবে নিজের সাধ্যমতই ঈশ্বরের অনুকারী হচ্ছে। নবীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যা বলেন, সেই কথা শোন, *তুমি মূল্যহীন থেকে মূল্যবান পৃথক করলে তবে নিজেই হবে আমার মুখের মত* (১৪)। তিনি যা বলতে ইচ্ছা করেন, তা এ: যে কেউ ভ্রান্তপথে পতিত ভাইকে ত্রাণ করতে আগ্রহী, যে কেউ দিয়াবলের থাবা থেকে নিজের ভাইকে ছিনিয়ে নেবার জন্য তৎপর, সে-ই নিজের সাধ্যমতই আমার অনুকারী। তেমনটার সমতুল্য আর কীবা থাকতে পারে? এটা সমস্ত সৎকর্মের মহত্তম সৎকর্ম। এটাই সমস্ত সদ্‌গুণের শীর্ষচূড়া।

২০। এবং উপরে উল্লিখিত কথা একেবারে যুক্তিসঙ্গত। কেননা, যেহেতু খ্রিষ্ট আমাদের পরিত্রাণের জন্য নিজের রক্ত পাত করলেন, সেজন্য, যারা পরকে হোঁচট খাওয়ায় ও যারা তাদের অপকর্মের দর্শকদের বিবেকের ক্ষতি ঘটায়, ধন্য পল তাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলেন, *তোমার জ্ঞানের কারণে সেই দুর্বল মানুষ, তোমার সেই ভাই যার জন্য খ্রিষ্ট মরেছেন, তার বিনাশ ঘটে* (১৫)। অতএব, যখন তোমার প্রভু তোমার ভাইয়ের জন্য নিজের রক্ত পাত করেছেন, তখন এটাই সমুচিত হবে যে, আমরা এক একজন অন্তত আমাদের কথার মধ্য দিয়েই ভাইকে উৎসাহিত করি ও আমাদের সেই ভাইদের প্রতি হাত বাড়াই যারা শিথিলতা বশত দিয়াবলের ফাঁদে পড়ে রয়েছে। আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত যে, তোমরা তেমনটা করবে, কারণ তোমাদের ভাইদের প্রতি তোমাদের স্নেহ গভীর। আমি জানি, তোমাদের ভাইদের আমাদের সবার মাতার কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্য তোমরা তৎপর হবে। আমি এবিষয়ে নিশ্চিত, কারণ আমি জানি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমরা এখন বোঝ অন্যদের কেমন সদুপদেশ দিতে হয়, ও তেমনটা করতে তোমরা সব দিক দিয়েই সক্ষম।

আমাদের সবসময়ই সদ্য আলোপ্রাপ্ত থাকা উচিত

২১। আমার আলোচনার অবশিষ্ট অংশে আমি সদ্য আলোপ্রাপ্তদের উদ্দেশ করেই কথা বলতে ইচ্ছা করি। সদ্য আলোপ্রাপ্ত বলতে আমি শুধু তাদেরই কথা বলছি না যারা সম্প্রতিকালে আধ্যাত্মিক দানের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছে, কিন্তু তাদেরও লক্ষ করছি

যারা এক বছর বা একাধিক বছর আগে তা গ্রহণ করেছে। কারণ ইচ্ছুক হলে তারাও ‘সদ্য আলোপ্রাপ্ত’ উপাধিটা অবিরতই উপভোগ করতে পারে। কেননা এই ‘সদ্য’ জিনিসটা বার্ধক্য জানে না, রোগ-ব্যাধিরও অধীন নয়; হতাশার দ্বারা পরাস্ত নয়, সময়কাল দ্বারাও জীর্ণ নয়; বরং কোন কিছুরই সামনে থামে না, পাপ বাদে কোন কিছু দ্বারা পরাজিতও হয় না। হ্যাঁ, পাপই হল এজীবনের ভারী বার্ধক্যকাল।

২২। তুমি যেন জানতে পার, পাপই হল সমস্ত বোঝার মধ্যে সবচেয়ে ভারী বোঝা, সেজন্য নবীর একথা শোন। তিনি বলেন, *আমার শঠতা, তা ভারী বোঝাই যেন, আমার পক্ষে তো বেশি ভারী* (১৬)। পাপ ভারী একটা বোঝা শুধু নয়, তা দুর্গন্ধ্যময়ও বোঝা। কেননা নবী বলে চলেন, ‘আমার ক্ষতসকল দুর্গন্ধময় পচনশীল’। তুমি কি দেখতে পেয়েছ যে, পাপ কেবল ভারী নয় কিন্তু দুর্গন্ধময়ও? এসমস্ত যে কোথা থেকে উৎসারিত, তা পদের অগ্র অংশ থেকে শিখে নাও, কেননা সেই অংশ বলে, ‘আমার মূর্খতার ফলে’। তাই মূর্খতাই আমাদের সমস্ত অনিষ্টের কারণ। তাই, অনুগ্রহের নবীনতা সতত রক্ষা করলে দৈহিক বার্ধক্য অনুযায়ী বৃদ্ধ মানুষের পক্ষে যুবক মানুষ ও সদ্য আলোপ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে, বয়সে যুবক মানুষের পক্ষে বৃদ্ধ হওয়া ও পাপের বাহুল্যে নিজে নুব্জ হওয়া সম্ভব। কেননা পাপ যখন কোন ফাঁকফোকর পায়, তখন কলঙ্ক ও বহু বলিরেখা উৎপন্ন করে।

২৩। এজন্যই আমি তাদেরই উদ্দেশ করে কথা বলছি যারা সম্প্রতিকালে বাপ্তিস্মের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছে ও তাদেরও উদ্দেশ করি যারা এই দান আগে গ্রহণ করেছিল। যারা বহুদিন আগে বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত, আমি তাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যেন তারা স্বীকারোক্তি, চোখের জল ও অধিক সূক্ষ্ম মনপরিবর্তন দ্বারা সেই সমস্ত মলিনতা শোধন করে যা তারা সেসময় থেকে জমিয়েছে। যারা সম্প্রতিকালে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে, আমি তাদের উপদেশ দিই, যেন তারা তাদের দীপ্তির উজ্জ্বলতা রক্ষা করে ও তাদের প্রাণের সৌন্দর্যের উপর লক্ষ রাখে যেন তাদের অশুচি করার মত কোন কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয়। তোমরা কি দেখছ না উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় সজ্জায় সজ্জিত একটা মানুষ কেমন যত্ন সহকারে বাজারে চলাফেরা করে পাছে ব্যাপারটা তার প্রাণের কোন ক্ষতি না ঘটালেও তবু এটুকু কাদাও তার সজ্জার সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারে। কেননা পোকায় সেই কাপড়

কাটতে পারে ও সময়ও সেই পোশাক নষ্ট করতে পারে। অথচ এখানে এমন সজ্জার কথা বলা হচ্ছে যা ময়লা হলে জল দ্বারা পরিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্রে (ঈশ্বর না করুন), তা ময়লা হলে ও জিহ্বা বা মনের চিন্তা থেকে কোন কলঙ্ক দ্বারা কলঙ্কিত হলে, তবে সেই প্রাণের উপরে বড় বিপদ, ভারী বোঝা ও দুর্গন্ধ সহসা এসে পড়ে।

২৪। এজন্য আমি সেই শত্রুর ফন্দি-ফিকির ভয় করে তোমাদের বিবাহ-সজ্জা অক্ষুণ্ণই রক্ষা করার জন্য তোমাদের সবসময় অনুনয় করি, যেন সেটা পরে তোমরা চিরকালের মতই এই আধ্যাত্মিক বিবাহে প্রবেশ করতে পার। কেননা যা এখানে ঘটে, তা সত্যিই একটা আধ্যাত্মিক বিবাহ। নর-নারীর বিবাহে বিবাহোৎসব যেমন সাত দিনব্যাপী, তেমনি দেখ আমরাও কেমন করে তোমাদের সামনে রহস্যগুলির অগণন মঙ্গলদানে পূর্ণ ভোজনপাট সাজিয়ে তোমাদের বিবাহোৎসব সাত দিন ধরে পালন করি। আমি কিন্তু কেন 'সাত দিন' বলি? তোমরা মিতাচারী জীবন যাপন করতে ও সতর্ক থাকতে ইচ্ছুক হলে, তবে তোমরা তোমাদের বিবাহ-সজ্জা অক্ষুণ্ণ ও দীপ্তিময় রাখলে এই ভোজসভা চিরকাল ধরেই দীর্ঘায়িত হবে।

২৫। কেননা এইভাবে তোমরা বরকে পূর্ণতর ভালবাসায় আকর্ষণ করবে ও সময় অতিবাহিত হতে হতে তোমরা নিজেরা বর্ধমান উজ্জ্বলতা ও দীপ্তিতে দীপ্তিমান হবে, কারণ আমাদের সাধিত শুভকর্ম-বৃদ্ধিতে অনুগ্রহও বৃদ্ধি পায়। আমরা যেন গৃহীত দানের যোগ্য সতর্কতা পালন করি ও সেই কৃপাময় ভালবাসার যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পারি যা ঊর্ধ্ব থেকে আসে ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও দয়া গুণে, যাঁর দ্বারা পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব, পরাক্রম ও সম্মান হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল ধরে। আমেন।

---

(১) 'তাঁর শ্রমের মজুরি তাদেরই দ্বারা কমানো হয় না যারা অমনোযোগী হয়ে তাঁর কথা শোনে': যাঁরা কাতেখেসিস নিয়মিত ভাবে প্রদান করেন, তাঁরা আপাত দৃষ্টিতে অকৃতকার্য হয়েও তবু ঈশ্বরের দেওয়া মজুরি থেকে বঞ্চিত নয়।

(২) যোহন ১৫:২২।

(৩) ১ করি ১০:৩২।

(৪) ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সবই করা বলতে, সর্বপ্রথমে এমন কিছুই না করা বোঝায় যা প্রভুকে অসম্মানিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ: খ্রিষ্টিয়ানদের পাপ অবিশ্বাসীদের ঈশ্বরনিন্দা জাগায়। অন্যদিকে নির্মল জীবনযাপন ঈশ্বরের স্তুতিগান করার জন্য ভাল লোকদের অনুপ্রাণিত করে।

(৫) ১ শামু ২:৩০ সত্তরী পাঠ্য।

(৬) রো ২:২৪; এজে ৩৬:২০; ইশা ৫২:৫ দ্রঃ।

(৭) মথি ৫:১৬।

(৮) সাম ৬৮:৬।

(৯) ইশা ১:১৭-১৮ সত্তরী পাঠ্য।

(১০) ১ করি ১০:৩২।

(১১) ১ করি ৮:১০।

(১২) ১ করি ১০:৩২।

(১৩) বিশপ জন যেমন আগের কাতেখেসিসে, তেমনি এবারও ভ্রাতৃ সহায়তার কথা তুলে ধরেন: যেহেতু আমরা একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সেজন্য আমাদের উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক স্বার্থ শুধু নয়, কিন্তু অন্যদের পরিত্রাণের জন্যও চিন্তিত থাকা।

(১৪) যেরে ১৫:৯ সত্তরী পাঠ্য।

(১৫) ১ করি ৮:১১।

(১৬) সাম ৩৮:৫-৬।

৭ম কাতেখেসিস

এই ৭ম মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস (স্তাব্রনিকিতা ৭) আন্তিওখিয়ায় সাক্ষ্যমরদের উদ্দেশে নিবেদিত নানা পুণ্যস্থানের একটা পুণ্যস্থানে, পাস্কা-অষ্টাহের শুক্রবারে, সম্ভবত ১৪ই এপ্রিল ৩৯০ সালে, প্রদান করা হয়েছিল।

৪র্থ শতাব্দী থেকে সিরিয়ার মণ্ডলীগুলোতে এই দিন সেই সাক্ষ্যমরদের উদ্দেশে নিবেদিত ছিল যাঁরা ৩৪১ সালে, পুণ্য শুক্রবারে (সম্ভবত ১৭ই এপ্রিল), পারস্য রাজা ২য় শাপুরের আমলে, খ্রিষ্টনামের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। যে বছরে ১৭ই এপ্রিল পুণ্য সপ্তাহে পড়ত, সেই বছরে স্মারক অনুষ্ঠানটা পাস্কা-অষ্টাহের শুক্রবারে পালন করা হত।

এই উপলক্ষে, বিশপ জন এবিষয়ে উপদেশ দিলেন,

১) ‘ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর; সেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন’ (কল ৩:১)। সাক্ষ্যমরবৃন্দ বিশ্বাসের চোখ দিয়ে স্বর্গদূতদের ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন খ্রিষ্টকে দেখলেন। বাপ্তিস্ম সদ্য আলোপ্রাপ্তকেও এক প্রকার সাক্ষ্যমর করে তোলে কারণ সে জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করেছে; উপরন্তু, বাপ্তিস্ম আলোপ্রাপ্তকে খ্রিষ্টে যাপিত একটা নতুন আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবিষ্ট করে। এই জীবনের উজ্জ্বলতা এখন চকচকে পোশাক দ্বারা নির্দেশিত, কিন্তু এই পোশাক অস্থায়ী হওয়ায় যদিও বেশি দিন টেকে না, তবু প্রাণের উজ্জ্বলতা যেন কখনও অন্ধকারময় না হয়।

২) সকল খ্রিষ্টিয়ান প্রাণের এই উজ্জ্বলতা অবিরত প্রার্থনা দিয়েই বৃদ্ধি করবে, কেননা প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ, ও আমাদের প্রাণকে রাজকীয় মর্যাদায় স্থাপন করে; প্রার্থনা-জীবন প্রার্থনার নিত্য সঙ্গী সেই অর্থদান দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করবে।

৩) প্রার্থনা ও অর্থদান: একথা ভিত্তি করে বিশপ জন সেই কর্নেলিউসের আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেন যিনি প্রার্থনা ও অর্থদানের মাধ্যমে অসাধারণ একটা দর্শনের যোগ্য বলে এমনকি বাপ্তিস্মেরও যোগ্য বলে গণ্য হলেন।

৪) কর্নেলিউস যেমন সৈন্য ছিলেন, সদ্য আলোপ্রাপ্তরাও তেমনি সৈন্য; অথচ আলোপ্রাপ্ত সৈন্যরা কর্নেলিউসের আদর্শে জীবনযাপন না করে বরং খাওয়া-দাওয়ার আগে ও পরে প্রার্থনা বর্জন করে ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও বর্জন করে পেটুকতা ও মাতলামিতে দিন কাটায়। তেমন অযোগ্য সৈন্যরা যেন কর্নেলিউসের আদর্শ পালন করে মনপরিবর্তন করে।

৫) কর্নেলিউস তাঁদেরও আদর্শ যাঁরা সন্ন্যাস জীবন ধারণ করেন, ও পরিসেবক, প্রবীণ ও বিশপ হিসাবে মণ্ডলীর সেবা করেন।

সাক্ষ্যমরদের দেহাবশেষের বিষয়ে যা আধ্যাত্মিক উপকারিতার উৎসস্বরূপ, ও আত্মিক মঙ্গলদান অর্জন করার জন্য পার্থিব বিষয় ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে; অবশেষে, প্রার্থনা ও অর্থদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। সদ্য আলোপ্রাপ্তদেরও উদ্দেশ করা উপদেশ।

সাক্ষ্যমরদের দেহাবশেষ ও সেগুলোর উপকারিতা

১। মানবজাতির প্রতি নিজের মহৎ ও বিবিধ দূরদৃষ্টি দেখাবার জন্য ঈশ্বর আপন কৃপায় গোটা সৃষ্টি গড়লেন। তিনি আকাশমণ্ডল বিস্তার করেছেন ও সাগর প্রসারিত করেছেন, সূর্যের বাতি জ্বালিয়েছেন ও চন্দ্রকে দীপ্তিময় করেছেন; বসবাসের জন্য আমাদের এই পৃথিবী দিয়েছেন ও আমাদের দেহ সুস্থির করার জন্য ও পুষ্টিসাধনের জন্য পৃথিবীর সমস্ত উৎপন্ন ফল প্রদান করেছেন। তিনি পবিত্র সাক্ষ্যমরদের দেহাবশেষও আমাদের দিয়েছেন, যদিও তাঁদের প্রাণ তিনি নিজেরই কাছে ডেকেছেন, কেননা লেখা আছে, *ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে* (১)। কিন্তু তাঁদের দেহ আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে রেখেছেন যেন আমাদের দরকারী উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করতে পারেন। সেজন্য, আমরা এই পবিত্রজনদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে, এসো, এমন ধর্মাগ্রহে নিজেদের উদ্দীপ্ত করি যেন তাঁদের অনুকরণ করি; তাঁদের কবরের প্রতি চোখ নিবদ্ধ রাখতে রাখতে, এসো, সেই কর্মকীর্তি স্মরণ করি যা দ্বারা তাঁরা সাফল্য মণ্ডিত হলেন; ও সেই পুরস্কারের কথাও ভাবি যা তাঁদের বিজয়লাভের সদৃশ বিজয়লাভের জন্য গচ্ছিত রয়েছে।

২। আমরা মিতাচারী হলে তবে তাঁদের আদর্শ থেকে আমাদের প্রাণ মহৎ উপকারিতা অর্জন করে। কেননা আমার কোন উপদেশ সেইভাবে যথার্থ ধর্মতত্ত্ব শেখাতে ও তাতে আকর্ষণ করতে, এমনকি বর্তমান জীবনকে অবজ্ঞা করতে পারে না যেভাবে সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগ করতে পারে। তাঁদের যন্ত্রণাভোগ এমন কণ্ঠ ধ্বনিত করল যা তুরিধ্বনির আহ্বানের চেয়েও স্পষ্টতর ভাবে প্রতিধ্বনিত; এবং তাঁদের কর্মকীর্তি দ্বারা তাঁরা সবার কাছে সেই মহাপুরস্কার প্রদর্শন করেন যা তাঁরা নিজেদের কষ্ট দ্বারা জয় করলেন, তাঁরা সেই অপরিমেয় মজুরিও প্রদর্শন করেন যা প্রতিদানে লাভ করেছেন।

যেমন শব্দ কর্মের সামনে হার মানে, তেমনি, সেই পবিত্রজনেরা নিজেদের কর্মতীর্তি দ্বারা আমাদের যে শিক্ষা দিলেন, আমার উপদেশও সেই শিক্ষার সামনে হার মানে।

৩। প্রিয়জন, যখন তুমি এই কবরগুলোর পাশে দাঁড়াও ও তোমার মন এটা ভাবে যে, এই কবরগুলো থেকে আগত ধুলা স্পর্শ করার জন্য ও আগত আশীর্বাদ জড় করার জন্য এই গোটা ভিড় এখানে দ্রুতবেগে সম্মিলিত হয়, তখন কেমন করে তোমার মন উত্তোলিত না হয়ে পারবে? কেমন করে তুমি, তাঁদের একই পুরস্কারের যোগ্য বলে পরিগণিত হবার জন্য সাক্ষ্যমরের ধর্মাগ্রহের সমতুল্য আগ্রহ দেখাতে নিজেদের তৎপর না দেখিয়ে পারবে? যখন তাঁরা বন্দিদশায় তাঁদের সঙ্গী এই আমাদের দ্বারা তত সম্মানের পাত্র, তখন প্রভুর কাছ থেকে কেমন ধরনের ও কেমন মহৎ অগ্রিমদান সেই ভয়ঙ্কর দিনে পাবেন যে-দিনে তাঁরা সূর্যের রশ্মিমালার চেয়ে উজ্জ্বলতর ভাবে দীপ্তিমান হতে যাচ্ছেন? কেননা তিনি বলেন, *তারা সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* (২)।

৪। তাই, যখন আমরা জানি মিনতি করার ক্ষেত্রে তাঁরা কেমন প্রভাবের অধিকারী, তখন এসো, আমরা সহায়তা পাবার জন্য সবসময়ই তাঁদের কাছে ছুটে চলি ও তাঁদের দেওয়া সহায়তা গ্রহণ করি। যারা কোন পার্থিব রাজার কাছে মিনতি করার অধিকারী, যারা সহায়তা পাবার জন্য তাদের কাছে ছুটে চলে, তারা তাদের সাহায্য করার জন্য রাজার কাছে বহু উপকারিতা অর্জন করার অধিকার রাখে। তাঁদের বহু কষ্টের কারণে এই ধন্য সাক্ষ্যমরেরা, যাঁরা স্বর্গের রাজার কাছে মিনতি করার অধিকার রাখেন, তাঁরা আমাদের দেয় অবদান দেখে অবশ্যই আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ জয় করতে পারবেন। কেননা তাঁদের মিনতি দ্বারা তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবেন, বিশেষভাবে তখনই যখন আমরা শিথিল না হয়ে পড়ে বরং আমাদের জীবনাচরণের প্রতি সূক্ষ্ম মনোযোগ ও যত্ন দ্বারা প্রমাণ করব যে, আমরা প্রভুর কৃপা আকর্ষণ করার জন্য আগ্রহী।

সাক্ষ্যমরেরা আধ্যাত্মিক চিকিৎসক

৫। তবে এসো, আমরা তাঁদের কাছে আত্মার চিকিৎসকদেরই কাছে যেন অবিরতই ছুটে যাই। এই কারণেই আমাদের মঙ্গলময় প্রভু তাঁদের দেহ আমাদের কাছে রেখেছেন,

অর্থাৎ, আমরা যেন তাঁদের কবরের পাশে দাঁড়াতে পারি ও আমাদের প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁদের আঁকড়ে ধরতে পারি; ফলত আমরা যেন দেহ ও প্রাণের অসুস্থতার জন্য তাঁদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ নিরাময় পেতে পারি। কেননা, আমরা যদি বিশ্বাস সহকারে তাঁদের পাশে দাঁড়াই, তাহলে আমাদের অসুস্থতা দেহের বা প্রাণেরই অসুস্থতা হোক, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় নিরাময় না পেয়ে তাঁদের কবর ছেড়ে যাব না।

৬। এমনটা হয় যে, দৈহিক অসুস্থতা ক্ষেত্রে, চিকিৎসক পাবার জন্য আমরা প্রায়ই বাড়ি থেকে দূরে যেতে, অর্থ ব্যয় করতে, ও সেই চিকিৎসক যেন নিজের চিকিৎসা-জ্ঞান লাগিয়ে আমাদের অসুস্থতায় আমাদের জন্য উপযুক্ত প্রতিকার পায়, সেই লক্ষ্যে সেই চিকিৎসকের মন জয় করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য। কিন্তু এখানে এসমস্ত কিছুর কোন দরকার হয় না, দীর্ঘ যাত্রাও নয়, কষ্টও নয়, বারে বারে যাওয়া-আসা করাও নয়, খরচও নয়; আমাদের প্রাণের জন্য চিকিৎসা ও আমাদের দেহের জন্য নিরাময় পাবার জন্য আমাদের পক্ষে এটাই যথেষ্ট যে, আমরা অকপট বিশ্বাস বহন করে নিয়ে যাব, উষ্ণ অশ্রুজল ফেলব, ও মিতাচারী প্রাণ দেখাব।

৭। তুমি কি আমাদের এই চিকিৎসকদের দক্ষতা দেখেছ? তাঁদের বদান্যতা দেখেছ? তাঁদের সেই কৌশল দেখেছ যা যেকোন রোগ দ্বারা অপরাজেয়? দৈহিক অসুস্থতা ক্ষেত্রে যদিও একথা সত্য যে রোগের কাঠিন্য বহুবার চিকিৎসকের কৌশল পরাজিত করে, তবু এখানে আমরা তেমন পরাজয় সন্দেহও করতে পারি না। আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষ্যমরদের কাছে এগিয়ে গেলেই তাঁদের সাহায্য সহসাই পাব। হে প্রিয়জন, এতে বিস্মিত হয়ো না। প্রভুর খাতিরে ও প্রভুতে বিশ্বাস স্বীকার করার লক্ষ্যেই সাক্ষ্যমরেরা সেই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করলেন। তাঁরই খাতিরে তাঁরা সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করলেন; তাঁরই খাতিরে তাঁরা নিজেদের রক্তক্ষরণ পর্যন্ত পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেন। তাই, আপন কৃপায় প্রভু ইচ্ছা করেন, তাঁদের রক্তক্ষরণের জন্য তাঁরা আরও উজ্জ্বলতর ভাবে দীপ্তিমান হবেন। তিনি এই পার্থিব জগতেও তাঁদের গৌরব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা করেন, ও তাঁদের সম্মানিত করার লক্ষ্যে তিনি, যারা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষ্যমরদের কাছে এগিয়ে যায়, তাদেরও তাঁর আপন দানগুলো প্রদান করার জন্য আগ্রহী।

৮। আমি যা বলছি, তা এমনি কথামাত্র নয়; এসমস্ত কথা যে সত্য, সেবিষয়ে অভিজ্ঞতাই প্রমাণ ও সাক্ষ্য দেয়। এবং আমি ভালই জানি, তোমরা এবিষয়ে কথা বলবে ও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। কে ছিল সেই স্ত্রীলোক যার স্বামী দূরদেশে ছিল ও তেমন বিচ্ছেদের জন্য কষ্ট পাচ্ছিল? সে কি এখানে আসেনি? সে কি এখানে সাক্ষ্যমরদের মিনতি দ্বারা নিজের প্রার্থনা বিশ্বপ্রভুর কাছে নিবেদন করেই সাথে সাথে স্বামীকে সেই দূরদেশ থেকে ফিরে আনেনি? আরও, এমন আর একটি স্ত্রীলোক ছিল না যে নিজের শিশুকে কঠিন অসুস্থতায় আক্রান্ত দেখেছিল? সে কষ্টে দীর্ণ-বিদীর্ণ ছিল ও তার অন্তর বিদ্ধই ছিল, কিন্তু সে এখানে এল, ভক্তিভরা চোখের জল ফেলল, খ্রিষ্টের বীরশ্রেষ্ঠ এই পবিত্র সাক্ষ্যমরদের জাগাল তাঁরা যেন তার হয়ে প্রভুর কাছে অনুনয় করেন। সে কি সাথে সাথে সেই অসুস্থতা দূরে চলে যেতে দেখেনি ও অসুস্থ শিশুকে রোগমুক্ত [অবস্থায়] পায়নি?

৯। অনেকে যারা বিপদে পড়েছে ও মাথার উপরে অসহ্য বিপদ ঝুলতে দেখছে, সেই অনেকে এখানে এসে অবিরত প্রার্থনার পরে এই সমস্ত ভয়ঙ্কর পরীক্ষা এড়াতে পেরেছে। আমি কেন শুধু দৈহিক রোগ ও বাহ্যিক অন্য ধরনের বিপদের কথা উল্লেখ করছি? কেননা স্বয়ং দিয়াবল দ্বারা নিপীড়িত ও প্রাণের অসুস্থতায় আক্রান্ত অনেক মানুষ আত্মার চিকিৎসক এই সাক্ষ্যমরদের কাছে এসেছে; তারা নিজেদের ব্যক্তিগত পাপকর্ম স্মরণ করেছে, ও নিজেদের ক্ষত অবাধে ব্যক্ত করেছে; তারা এ স্বীকারোক্তি থেকে এমন সান্ত্বনা পেয়েছে যে, তারা অনুভব করেছে, তাদের বিবেক অকস্মাৎ নিজের বোঝা হারিয়ে ফেলেছে; ও আশ্বাস ভরে বাড়ি ফিরে গেল।

১০। প্রভু অনুগ্রহপূর্বক সাক্ষ্যমরদের কবর এমন আধ্যাত্মিক ঝরনা রূপে আমাদের দিয়েছেন যা প্রচুর জল প্রবাহিত করতে থাকে। কতগুলো প্রাকৃতিক ঝরনা রয়েছে যা সেই সকলের জন্য সহজগম্য যারা জল তুলে আনতে ইচ্ছা করে; যে কেউ জল তুলে আনতে ইচ্ছা করে, সে নিজের পাত্রের ধারণক্ষমতা অনুসারে জল তোলে ও চলে যায়। তুমি দেখতে পাচ্ছ, একই কথা এই আধ্যাত্মিক ঝরনার জন্য প্রযোজ্য। এই ঝরনাগুলো সকলের জন্য জল অর্পণ করে, ও আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি যে, এক্ষেত্রে সকল ব্যক্তি নির্বিশেষেই জল নিতে পারে। ব্যক্তি ধনী বা গরিব, দাস বা স্বাধীন মানুষ, পুরুষ বা

মহিলা হোক এক একজন নিজের ধর্মাগ্রহের ধারণক্ষমতা অনুসারে ও নিজের দেয় অবদান রাখার তৎপরতা অনুসারে আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

১১। প্রাকৃতিক ঝরনা থেকে নেওয়া জল মাপবার জন্য পাত্র ও বালতি ব্যবহৃত, কিন্তু আধ্যাত্মিক ঝরনা থেকে নেওয়া জল মাপবার জন্য আমাদের উপলব্ধি-শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, ও আমরা সেগুলোর ধারে যে মিতাচারিতায় যাই, সেই মিতাচারিতাই ব্যবহৃত। যে কেউ এই মনোভাবে আসে, সে সাথে সাথে অগণন আশীর্বাদ সঙ্গে করে চলে যায়, কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অদৃশ্যভাবে কার্যকর হয়ে তার বিবেকের বোঝা হালকা করে দেয়, প্রচুর আশ্বাস দান করে ও পৃথিবীর কিনার থেকে রওনা হয়ে স্বর্গে নঙর ফেলাবার জন্য তাকে প্রস্তুত করে। কেননা যে কেউ এখন দেহে বন্দি, তার পক্ষে পৃথিবীর সঙ্গে কোন কিছুতেই সম্পর্ক না রাখা, কিন্তু নিজের চোখের সামনে স্বর্গের সমস্ত আনন্দ রাখা ও সেই আনন্দ অবিরতই দর্শন করা সম্ভব।

স্বর্গীয় মঙ্গলের অন্বেষণ

১২। এজন্য পল কলসীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে, যারা তখনও দেহের বন্দি হয়ে জগতের মাঝে জীবনযাপন করছিল ও স্ত্রী-সন্তান বিষয়ে চিন্তিত ছিল তাদের বললেন, *ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর* (৩)। পরে, তারা যেন এই উৎসাহ-বাণীর অর্থ বুঝতে পারে ও ‘ঊর্ধ্বলোকের বিষয়টা’ যে কি তা স্পষ্ট করে তোলার জন্য তিনি বলে চললেন, ‘সেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন’। তিনি কেমন যেন বলেন, আমি ইচ্ছা করি, তোমরা সেই বিষয়ের কথা ভাব যা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে ও যা জগতের চিন্তা থেকে তোমাদের কেড়ে নিতে পারে, কারণ *তোমাদের নাগরিকত্ব স্বর্গেই রয়েছে* (৪)। তিনি বলেন, তোমাদের সমস্ত মন শীঘ্রই সেই দেশে স্থানান্তর কর যেখানে তোমরা নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত, ও সেই সবকিছু করার মনস্থ কর যা দেখাতে পারে, তোমরা স্বর্গীয় নাগরিকত্বের উপযোগী।

১৩। পাছে আমরা মনে করি, তিনি আমাদের উপরে অসম্ভব কিছু ও আমাদের প্রকৃতির বাইরের কোন কিছু চাপিয়ে দিচ্ছেন, সেজন্য তিনি আগের উৎসাহ-বাণী নতুন করে ঘোষণা করে বলেন, *ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো*

নয় (৫)। তিনি আসলে আমাদের কি শেখাতে ইচ্ছা করেন? তিনি বলেন, যা কিছু জগতের যোগ্য সেবিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। তবে জগতের যোগ্য বিষয় কি? যা কিছু অস্থায়ী, যা কিছু দৃশ্য হওয়ার আগেও উবে যায়, যা কিছু স্থায়িত্ব-ছাড়া ও পরিবর্তনশীল, যা কিছু বর্তমান জীবনের সঙ্গে বিলীন হয়, যা কিছু প্রস্ফুটিত হবার আগে ম্লান হয়, যা কিছু ক্ষয়শীল, এটাই জগতের যোগ্য বিষয়। যত মানব বিষয়ই সেইরূপ, তথা ঐশ্বর্য, প্রভাব, গৌরব, দেহের সৌন্দর্য বা এজীবনের যত মঙ্গল—সবই সেইরূপ।

১৪। যেহেতু তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন এসমস্ত কিছু কেমন সস্তা ও হীন, সেজন্য ‘মর্তলোক’ শব্দটা ব্যবহার করার পর বললেন, ‘মর্তলোকের বিষয় নয়’। তাই তিনি বলেন, সেবিষয়ে চিন্তিত না হয়ে বরং ঊর্ধ্বলোকের বিষয় ভাব। মর্তলোকের বিষয়ের স্থানে, যা কিছু ছুটে এলেই চলে যায় এসব কিছুর স্থানে তোমরা সেই বিষয় ভাব যা ঊর্ধ্বে রয়েছে, স্বর্গেরই বিষয়, অবিনশ্বরই বিষয়, সেই বিষয় যা বিশ্বাসের চক্ষু দ্বারা দৃশ্য, সেই সবকিছু যার অন্ত নেই, পরম্পরাও নেই, সেই সব কিছু যা সীমাবদ্ধ নয়। আমি ইচ্ছা করি, তোমরা অবিরতই তেমন বিষয়েই মন রাখবে, কেননা এইভাবেই তেমরা পৃথিবী থেকে বিমুক্ত হয়ে স্বর্গ পর্যন্ত উত্তোলিত হবে।

১৫। ঠিক এই অর্থেই খ্রিষ্ট বললেন, *যেখানে তোমার ধন রয়েছে, সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে* (৬)। কেননা যখন প্রাণ স্বর্গের অনির্বচনীয় মঙ্গল উপলব্ধি করে, তখন, বলতে গেলে, সেই প্রাণ মাংসের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়। সেই অবস্থায় প্রাণ প্রত্যেক দিন নিজের মনে এই সমস্ত মঙ্গলদান চিত্রিত করে ও পৃথিবীর বিষয়গুলোর জন্য আর কোন চিন্তা রাখে না। প্রাণ সেই সমস্ত জাগতিক বিষয় স্বপ্ন ও ছায়াই যেন এড়িয়ে চ’লে মনকে অবিরতই স্বর্গের দিকে ধাবিত অবস্থায় রাখে। বিশ্বাসের চক্ষু দিয়ে প্রাণ এসব কিছু বিচার-বিবেচনা করে, কিন্তু ঊর্ধ্ব থেকে আগত মঙ্গল দে’খে প্রতিনিয়ত তা উপভোগ করতে অতিব্যস্ত।

১৬। তাই এসো, আমরা গোটা জগতের এই ধন্য ও বিস্ময়কর শিক্ষাগুরু, এই সৎ শিক্ষক, আমাদের প্রাণের মালির কথা শুনে সেই উৎসাহ-বাণী বিচার-বিবেচনা করি যা তিনি প্রদান করেছেন। এইভাবে আমরা বর্তমান মঙ্গল উপভোগ করতে ও পরজীবনের মঙ্গল জয় করতে সক্ষম হব। কেননা যদি আমরা প্রথমে স্বর্গের বিষয়ের অন্বেষণ করি,

তাহলে এজীবনেরও মঙ্গল পাব, কেননা খ্রিষ্ট বলেন, *তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে* (৭)। তাই, ওই যে সবকিছু তিনি বাড়তি হিসাবে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, আমরা যেন তা প্রথমে অন্বেষণ না করি; প্রভুর উপদেশের বিপরীত জীবনাচরণ করলে, তবে এমনটা হতে পারে, আমরা উভয় বিষয় হারাব। নিজের মঙ্গলদান আমাদের দেবার জন্য প্রভু এমনটা অপেক্ষা করেন না যে, আমরা তাঁকে ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দেব, তাই না? আমরা তাঁর কাছে যাচনা করার আগেই তিনি জানেন আমাদের প্রয়োজন কি। তাই, যদি তিনি দেখেন, আমরা অনন্ত মঙ্গলের জন্য আগ্রহী, তাহলে আমরা যেন সেই মঙ্গল উপভোগ করি সেজন্য তিনি অনুগ্রহপূর্বক তা আমাদের মঞ্জুর করবেন, ও তাছাড়া, বাড়তি হিসাবে যা তিনি উদারভাবে দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তাও প্রচুর পরিমাণে আমাদের প্রদান করবেন। তাই আমি তোমাদের অনুনয় করি, আমরা যেন প্রথমে আধ্যাত্মিক বিষয়ের অন্বেষণ করি ও ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের কথা ভাবি, মর্তলোকের বিষয় নয়, যাতে করে আমরা ঊর্ধ্বের বিষয়গুলো অর্জন করতে পারি ও সেইসঙ্গে মর্তলোকের বিষয়ও উপভোগ করতে পারি।

সাক্ষ্যমরদের সাধনা

১৭। তবে, এই পবিত্র সাক্ষ্যমরেরা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের কথা ভেবে ও মর্তলোকের বিষয়গুলো অবজ্ঞা করে অনন্ত মঙ্গলের অন্বেষণ করলেন। এজন্য তাঁরা সেগুলো প্রচুর মাত্রায় অর্জন করলেন ও এখন, দিনে দিনে, সেই সম্মান উপভোগ করেন যা এই স্থানে তাঁদের প্রতি আরোপিত, যদিও তাঁদের পক্ষে এটার কোন প্রয়োজন হয় না, এমনকি একসময়, জগতে থাকতে, তাঁরা সম্মান একেবারে অবজ্ঞা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, আমাদের সহায়তা করার জন্য তাঁরা আমাদের কাছ থেকে তাঁদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন সেই সম্মান গ্রহণ করে নেন, ও প্রতিদানে তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষণ করেন।

১৮। তুমি যেন জানতে পার, তাঁরা বর্তমান জীবনের সমস্ত কিছু অবজ্ঞা করলেন যাতে করে অমর মঙ্গল জয় করতে পারেন, সেজন্য, হে প্রিয়জন, এটা ভাব ও চিন্তা কর

যে, যখন তাঁরা নিজেদের চোখে দেখছিলেন, তাঁদের সঙ্কল্প নত করার চেষ্টায় তাঁদের নির্যাতক দাঁতে দাঁত ঘষে এমন রোষে ভরা সিংহের মত জ্বলন্ত পাত্রের নিচে আগুন লাগাচ্ছে, তখন বিশ্বাসের চোখে তাঁরা নিজেদের কাছে দাঁড়ানো অবস্থায় স্বর্গের রাজাকে ও অগণন দূতবাহিনী দেখতে পাচ্ছিলেন, ও নিজেদের মনে স্বর্গ ও সেই স্বর্গীয় অনির্বচনীয় মঙ্গলদানগুলো চিত্রিত করছিলেন।

১৯। তাঁরা নিজেদের চিন্তা স্বর্গে স্থানান্তর করলেন, ও দৈহিক চোখে যা দেখতে পাচ্ছিলেন, সেসময় থেকে তার দিকে নজর দেননি। ঘাতকের হাত তাঁদের দেহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করছে, তাঁরা তা দেখলেও, দৃশ্য আগুন উজ্জ্বল ভাবে জ্বলছে ও তা থেকে অঙ্গার উপরের দিকে লাফালাফি করছে, তাও দেখলেও, তাঁরা জাহান্নামের আগুন কল্পনা করছিলেন ও সেইভাবে নিজেদের সঙ্কল্প দৃঢ় করছিলেন। পরে তাঁরা সেই নিপীড়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ঝাঁপই দিলেন ও দেহে অনুভূত বর্তমান ব্যথা গণ্য না করে অনন্ত বিশ্রামের দিকে আগ্রহের সঙ্গে ছুটে গেলেন। সেই ধন্য প্রেরিতদূতের উৎসাহ-বাণী অনুসারে ব্যবহার করে ও ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের কথা ভেবে তাঁরা স্বর্গেও সেই বিষয় ভাবতে থাকলেন যেখানে খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন। দৃশ্য বিষয়ে তাঁদের আদৌ ভয় পেলেন না; না, তাঁরা সেই সমস্ত কিছু পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন, কারণ সেইসব তাঁদের কাছে ছিল স্বপ্ন ও ছায়া মাত্র ও আসন্ন বিষয়ের প্রতি তাঁদের বাসনা তাঁদের মনকে যেন ডানা দিচ্ছিল।

মর্ত বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা

২০। এজন্য, যিনি তেমন সঙ্কল্পের শক্তি বিষয়ে অবগত ছিলেন, সেই ধন্য প্রেরিতদূত আমাদের বললেন যেন আমরা ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের কথা ভাবি যেখানে খ্রিষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন। আমাদের শিক্ষাগুরুর বিচক্ষণতা লক্ষ কর, এটাও লক্ষ কর, যারা তাঁর কথায় মনোযোগ দেয় তিনি কেমন উচ্চতায় তাদের হঠাৎ করে উত্তোলন করলেন। তিনি যত স্বর্গদূত, মহাদূত, সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব, ও যত অদৃশ্য পরাক্রম, খেরুব ও সেরাফের মধ্য দিয়ে পথ পেরিয়ে বিশ্বস্তদের চিন্তা ঠিক রাজার সিংহাসনের সামনে স্থাপন করলেন। দেহের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যারা পৃথিবী জুড়ে

চলাচল করে, এ শিক্ষা দিয়ে তিনি তাদের মন জয় করেছেন, তারা উড়তে উড়তে যেন আত্মায় তাঁরই পাশে দাঁড়ায় যিনি বিশ্বপ্রভু।

২১। তিনি এমনটা ইচ্ছা করছিলেন না, তাঁর শ্রোতারা ভাববে, তাঁর পরামার্শ তাদের শক্তির বাইরে, অথবা তারা ভাববে, তিনি যা আজ্ঞা করছিলেন তা অসাধ্য, অথবা এটাও ভাববে, এমন উচ্চ সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে যা মানব প্রকৃতির শক্তি অতিক্রম করে। তাই, 'ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব, মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়' একথা বলার পর তিনি বলে চললেন, 'কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে'। আহা, তিনি কেমন জ্বলন্ত প্রাণের অধিকারী মানুষ ছিলেন, কেমন ঈশ্বরের মহৎ বাসনায় পূর্ণ মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, 'কেননা তোমাদের তো মৃত্যু হয়েছে', যার অর্থ দাঁড়ায়, বর্তমান জীবনের সঙ্গে তোমাদের এখন কী সম্পর্ক আছে? কেন তোমরা পৃথিবীর বিষয়ের দিকে হা করে তাকাচ্ছ? তোমাদের তো মৃত্যু হয়েছে, অর্থাৎ, পাপের দিক দিয়ে তোমরা তো লাশ; তোমরা একবার চিরকালের মত এই বর্তমান জীবন প্রত্যাখ্যান করেছ।

২২। 'তোমাদের তো মৃত্যু হয়েছে', যখন তারা তাঁকে একথা বলতে শুনেছিল, তখন তিনি চাচ্ছিলেন না তারা ভয়ে অভিভূত হবে; তাই সাথে সাথে তিনি বলে চলেছিলেন, 'আর তোমাদের জীবন খ্রিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে লুকোনো রয়েছে'। তোমাদের জীবন আর দেখা যায় না, কেননা তা লুক্কায়িত। সেজন্য তোমরা এজীবনের বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না কেমন যেন তোমরা এখন জীবিত, কিন্তু এমনটা হও কেমন যেন তোমাদের মৃত্যু হয়েছে ও কেমন যেন তোমরা লাশ। আমাকে বল, এজীবনের দিক দিয়ে যার মৃত্যু হয়েছে, এজীবনের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা তার পক্ষে কি সম্ভব? অবশ্যই তা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, তাই তোমাদের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। যখন তোমাদের মৃত্যু হয়েছে ও তোমাদের বাপ্তিস্ম দ্বারা তোমরা পাপের কাছে একবার চিরকালের মত মৃত, তখন, সেই অনুসারে, মাংসের কামনা-বাসনার সঙ্গে ও জগতের ব্যাপারের সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, তিনি বলেন, তোমাদের পুরাতন আমি বাপ্তিস্ম দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে ও সমাহিত হয়েছে। তাই নিজেদের জন্য পার্থিব কোন কিছু আপন করে নিয়ো না, ও বর্তমান জীবনের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ো না। কারণ তোমাদের জীবন এখন লুক্কায়িত ও অবিশ্বাসীদের কাছে অদৃশ্য, কিন্তু এমন সময়

আসবে যখন তা দৃশ্য হবে। কিন্তু সেই সময়টা এখন তো নয়। যেহেতু তোমাদের একবার চিরকালের মত মৃত্যু হয়েছে, সেজন্য পার্থিব বিষয় নিয়ে চিন্তিত হতে অস্বীকার কর। তোমাদের সদ্‌গুণের শ্রেষ্ঠতা তখনই বিশেষভাবে স্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হবে যখন তোমরা মাংসের দম্ভের উপরে বিজয়ী হবে ও জগতের মঙ্গল বিষয়াদি ক্ষেত্রে এমন ভাবে ব্যবহার করবে কেমন যেন তোমরা এজীবনের কাছে মৃত।

২৩। তোমরা যারা সম্প্রতিকালে বাপ্তিস্ম-দানের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ ও আমরা সকলে যারা অতীতকালে এই অনুগ্রহের অংশী হয়েছি, এসো, সবাই মিলে এই ধর্মতত্ত্ব শুনি। এসো, আমরা গোটা জগতের শিক্ষাগুরু সেই পলের পরামর্শ গ্রহণ করি। এসো, বিবেচনা করে দেখি, যারা একবার চিরকালের মত অনির্বচনীয় রহস্যগুলির অংশী হয়েছে, তিনি তাদের মধ্যে কোন্ মনোভাব প্রত্যাশা করেন। তিনি প্রত্যাশা করেন, তারা এ বর্তমান জীবনের কাছে বিদেশী হবে। তিনি চান না, তারা এজগৎ থেকে দূরস্থ কোন এক স্থানে বসতি করবে, কিন্তু তারা এজগতের মধ্যে চলাফেরা করতে করতে তিনি প্রত্যাশা করেন তারা এজগতের কাছে বিদেশী যেন ব্যবহার করবে। তাঁর ইচ্ছা, যেন তারা তারার মত দীপ্তিমান হয় ও তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের কাছে প্রমাণ করে, তারা নিজেদের নাগরিকত্ব অন্য দেশেই স্থানান্তরিত করেছে; তিনি ইচ্ছা করেন, তারা প্রমাণ দেবে, তারা পৃথিবীর সঙ্গে ও পৃথিবীর সবকিছুর সঙ্গে একেবারে সম্পর্কমুক্ত।

২৪। যারা তোমাদের দিকে তাকায়, তোমাদের জ্বলজ্বলে সজ্জা দেখে বিস্মিত; ও তোমাদের পোশাকের দীপ্তি প্রমাণ করে, তোমাদের প্রাণ যত কালিমা থেকে মুক্ত। ভবিষ্যতে তোমরা সবাই তথা সেই তোমরা যারা এইমাত্র সেই দানের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ ও যারা তাঁর বদান্যতার উপকারিতা ইতিমধ্যেই লাভ করেছে, সেই তোমাদের সবাইকে নিজেদের জীবনাচরণের শ্রেষ্ঠতা সকলের কাছে দৃষ্টিগোচর করতে হবে, ও একটা মশালের মত সেই সকলকে আলোকিত করতে হবে যারা তোমাদের দিকে তাকায়। কেননা আমরা এই আধ্যাত্মিক সজ্জার উজ্জ্বলতা রক্ষা করতে ইচ্ছুক হলে তবে সময় অতিবাহিত হতে হতে তা আরও বেশি উজ্জ্বল দীপ্তি ও চকচকে আলো ছড়াবে; এ এমন যা পার্থিব পোশাকে হয় না। কেননা আমাদের দৈহিক কাপড়ের ব্যাপারে যত্ন দশ সহস্রবারই বাড়ালেও চলতি বর্ষগুলো সেই কাপড় জীর্ণ করে তোলে, ও

সেই কাপড় একবার পুরাতন হলে একেবারে বিলীন হয়। সেই কাপড়গুলো গচ্ছিত রাখলেও তা পোকায় খাবে অথবা সেই সমস্ত কিছু দ্বারা নষ্ট হবে যা পার্থিব কাপড় নষ্ট করে। তথাপি, আমরা আমাদের দেয় অবদান রাখতে আগ্রহী হলে তবে সদ্‌গুণের পোশাক মলিন হবে না, কালের চাপও অনুভব করবে না, বরং কাল অতিবাহিত হতে হতে পোশাকটাও উত্তরোত্তর নিজের সৌন্দর্য ও জ্বলজ্বলে দীপ্তির সদা নবীন উজ্জ্বলতা প্রকাশ করবে।

প্রার্থনা ও অর্থদানের গুরুত্ব

২৫। তুমি কি দেখেছ এই পোশাক কেমন টেকসই? তার সেই দীপ্তিও কি দেখেছ যা কাল স্পর্শ করতে পারে না ও বয়সও জীর্ণ করতে পারে না? সেটার অবর্ণনীয় সৌন্দর্যও কি লক্ষ করেছ? তবে আমি তোমাদের অনুনয় করি: এসো, আমরা সেটার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ রূপেই রক্ষা করতে আগ্রহী হই ও শিখে নিই কেমন করে তা উজ্জ্বল করে রাখা যেতে পারে। এজন্য উপায় কি? সর্বপ্রথমে, আন্তরিক প্রার্থনা ও ঈশ্বর যা ইতিমধ্যে আমাদের দিয়েছেন সেবিষয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি, ও তাঁকে যাচনা করা তিনি যেন আমাদের এই দানগুলো রক্ষিত রাখেন। এটাই আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের প্রাণের জন্য এটাই প্রতিকার, আমাদের অন্তরে যত উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ জাগে সেই ব্যাপারে এটাই চিকিৎসা। প্রার্থনাই বিশ্বস্তদের দুর্গ, প্রার্থনাই আমাদের অপরাজেয় অস্ত্র, প্রার্থনাই আমাদের প্রাণের শোধন, প্রার্থনাই আমাদের পাপের মুক্তিমূল্য, প্রার্থনাই অগণন আশীর্বাদের ভিত্তি ও উৎস। কেননা প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ও বিশ্বপ্রভুর সঙ্গে মিলন। প্রভুর সঙ্গে অবিরত মিলনের যোগ্য বলে পরিগণিত যে মানুষ, তার এ সৌভাগ্যের চেয়ে আরও বড় সৌভাগ্য কী থাকতে পারে?

২৬। তুমি যেন জানতে পার এই মঙ্গলদান কেমন উত্তম, সেজন্য তাদেরই কথা ভাব যারা বর্তমান জীবনের কর্মকাণ্ডে অধিক উত্তেজিত বোধ করে। এই মানুষেরা আসলে ছায়ামাত্র ও ছায়ার চেয়ে মূল্যবান নয়। যখন তারা দেখে, কেউ কোন পার্থিব শাসনকর্তার সঙ্গে অবিরত কথা বলে, তখন তারা তাকে কেমন মহান বলে গণ্য করে! তারা তাকে সকল মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে পরিগণিত করে, ও তার

সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করে সে যেন বিস্ময়কর কিছু ও সর্বোচ্চ সম্মানের যোগ্য। তেমন মানুষ প্রশংসার যোগ্য গণ্য হয়, যদিও সে তার সমপ্রকৃতিরই মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে ও পার্থিব ও মরণশীল জিনিসের বিষয়ে কথা বলে। কিন্তু তুমি সেই মানুষের বিষয়ে কী বলবে, যে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার যোগ্য বলে গণ্য, এমন মানুষ যে পার্থিব বিষয়ে নয় কিন্তু পাপক্ষমার বিষয়ে, অপরাধের ক্ষমা বিষয়ে, ইতিমধ্যে পাওয়া মঙ্গলদান রক্ষা বিষয়ে শুধু নয় কিন্তু ভাবী মঙ্গলদানেরও রক্ষা বিষয়ে ও অনন্তকালীন আশীর্বাদ বিষয়ে কথা বলে। এই যে মানুষ প্রার্থনা দ্বারা স্বর্গের সহায়তা প্রাপ্ত, তেমন মানুষই মুকুটভূষিত একটি রাজার চেয়েও সুখী।

২৭। সর্বোপরি, প্রার্থনা এই আধ্যাত্মিক সজ্জার দীপ্তি অবিরতই রক্ষা করতে পারে। প্রার্থনার সঙ্গী হল অর্থদানে সেই দানশীলতা যা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম ও আমাদের প্রাণের পরিত্রাণের উপায়। অর্থদানের সঙ্গে মিলিত দানশীলতা আমাদের জন্য ঊর্ধ্ব থেকে আগত অগণন মঙ্গলদান অর্জন করতে পারে; এমন মঙ্গলদান যা আমাদের প্রাণে স্থিত পাপের আগুন নিবাতে পারে ও আমাদের মহৎ মুক্তি দান করতে পারে। সেই কর্নেলিউস এই সদ্‌গুণ দু'টোর উপর নির্ভর করতেন ও নিজের প্রার্থনা স্বর্গ পর্যন্ত পাঠাতেন। কেননা এই সদ্‌গুণ দু'টো সম্পর্কে আমরা সেই স্বর্গদূতের কথা শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, *তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে* (৮)।

সদ্‌গুণ চর্চা সকলের পক্ষে সম্ভব

২৮। যিনি সারা জীবন সৈন্য-উপযোগী আলখেল্লা ও কোমর-বন্ধনীতে কাটিয়েছিলেন, তুমি কি দেখতে পেয়েছ, প্রার্থনা ও অর্থদান থেকে কেমন আশ্বাস এই মানুষের কাছে এসেছে? একথা শুনুক তারা যারা প্রভুর সৈন্যদলে নিবন্ধিত হয়েছে; তারা এটাও শিখে নিক যে, যে কেউ মিতাচারী হতে ইচ্ছুক, সৈন্য-জীবন তার সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ দাঁড়ায় না। তারা এটাও শিখে নিক যে, মানুষ সৈন্য-উপযোগী সেই আলখেল্লা ও কোমর-বন্ধনী পরে থাকলেও, তার স্ত্রী থাকলেও, তার সন্তানাদির দায়িত্ব ও বাড়ির দেখাশুনা থাকলেও, এমনকি সামাজিক দায়িত্ব থাকলেও সে নিজের সদ্‌গুণ

ক্ষেত্রে যত্নশীল হয়ে চলতে পারে। যিনি সৈন্য-উপযোগী সেই আলখেল্লা ও কোমর-বন্ধনী পরা ছিলেন ও শতপতি হওয়ায় সৈন্যদলের উপর যাঁর বেশ অধিকার ছিল, তুমি এই প্রশংসনীয় মানুষকে লক্ষ কর। তাঁর সদিচ্ছা, মিতাচারিতা ও সতর্কতার জন্য স্বর্গ তাঁকে সেই দিব্য দর্শনের যোগ্য বলে গণ্য করলেন। এবং আমরা যে শুধু আমাদের দেয় অবদান সম্পন্ন করার পরেই অনুগ্রহ ঊর্ধ্ব থেকে উড়তে উড়তে আমাদের কাছে নেমে আসে, তুমি যেন একথা আরও স্পষ্টভাবে জানতে পার, সেজন্য বর্ণনাটা শোন। ঘনঘন ও উদার অর্থদান দ্বারা প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার পরে কর্নেলিউস সাগ্রহে প্রার্থনায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন। শাস্ত্রে বলে, মোটামুটি নবম ঘটিকায় [বিকাল তিনটায়] তিনি প্রার্থনা করতে করতে এক স্বর্গদূত তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, *কর্নেলিউস, তোমার প্রার্থনা ও তোমার অর্থদান সবই স্মৃতিচিহ্ন রূপে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের চরণে পৌঁছেছে* (৯)।

২৯। এসমস্ত কথা এমনি চলে যাবে এমন অবহেলা যেন না করি, বরং এসো, যত্ন সহকারে সেই মানুষের সদ্‌গুণের কথা ভাবি; পরে এসো, প্রভু কেমন প্রেমময় ও দয়ালু তা শিখে নিই, এটাও শিখে নিই যে, তিনি কাউকে উপেক্ষা করেন না, বরং যেখানে তিনি মিতাচারী একটা প্রাণ দেখেন, সেইখানে সেই মানুষের উপরে নিজের অনুগ্রহ প্রচুরভাবে বর্ষণ করেন। এখানে এমন সৈন্য রয়েছেন যিনি শিক্ষাগত সুবিধার অধিকারী ছিলেন না, এজীবনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন না, প্রতিদিনের সহস্র ব্যাপার তাঁকে বিভ্রান্ত ও বিরক্ত করত; অথচ তিনি ভোজ-সভায়, পানাসক্তিতে ও পেটুকতায় জীবন নষ্ট না করে বরং প্রার্থনা ও অর্থদানে সময় কাটাতেন। তিনি নিজের উদ্যোগে এমন আগ্রহ দেখালেন, প্রার্থনায় এত অবিরত ভাবে যোগ দিতেন, ও অর্থদানে এত দানশীল ছিলেন যে, তিনি তেমন দর্শনের যোগ্য বলে গণ্য হলেন।

৩০। যারা প্রাচুর্যময় ভোজ-সভার আয়োজন করল, যারা অপর্যাপ্ত পরিমাণে আঙুররস ঢালল, খাবার আগে প্রায়ই প্রার্থনা নিবেদন করতে অস্বীকার ক'রে ও খাবার শেষে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ না ক'রে যারা ভোজনে ভোজনে দিন কাটাল, তারা এখন কোথায়? সামাজিক কর্মে নিয়োজিত বলে বা সৈন্য-উচ্চপদের নিবন্ধিত বলে, অথবা সৈন্য-উপযোগী আলখেল্লা ও কোমর-বন্ধনী পরা ছিল বলে তারা মনে করছিল, তারা

নির্ভয়ে যা খুশি তাই করতে পারবে। তারা এখন কর্নেলিউস নামক এই মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখুক, দেখুক তিনি তেমন নিয়মিত ভাবে প্রার্থনায় যোগ দিতেন, ও দেখুক অর্থদানে তাঁর দানশীলতা; এবং তা দেখে লজ্জায় মাথা লুকিয়ে দিক [নিক]।

৩১। কিন্তু সেই কর্নেলিউস সৈন্যদের কাছে শুধু নয়, আমাদের সকলেরও কাছে, এমনকি যারা সন্ন্যাস জীবন বেছে নিয়েছে (১০) ও যারা মন্ডলীর সেবাকর্মে নিয়োজিত, তাদের সকলেরও কাছে বিশ্বাসযোগ্য শিক্ষাগুরু বলে দাঁড়াবেন। কেননা আমাদের মধ্যে কেইবা কখনও গর্ব করতে পারবে যে, সে প্রার্থনায় এত নিষ্ঠাবান থাকল অথবা অর্থদানে এত দানশীল হল যার জন্য কর্নেলিউসকে মঞ্জুর করা দর্শনের যোগ্য বলে পরিগণিত হল? ঠিক এই কারণেই আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আমরা আগে তেমনটা না করে থাকলেও, তবু এসো, আমরা সৈন্য বা সাধারণ নাগরিক হই না কেন, সেই আমরা যারা তেমন মহৎ দানগুলো উপভোগ করেছি, সেই আমরা সকলে যেন কর্নেলিউসের অনুকরণ করি, এবং তিনি নিজের সৈন্য-উপযোগী আলখেল্লা ও কোমর-বন্ধনী পরে যে সদ্‌গুণ প্রকাশ করেছিলেন, আমরা যেন তাঁর চেয়ে কম সাধনা না করি। আমরা তেমনটা করলে, তবে, এসমস্ত সদ্‌গুণের সমন্বয় প্রকাশে তৎপর হলে তবে আমাদের এই আধ্যাত্মিক সজ্জার সৌন্দর্য তার পূর্ণ উজ্জ্বলতায় রক্ষা করতে পারব।

৩২। তোমরা ইচ্ছা করলে, তবে এসো, আমরা সদ্‌গুণের আর এক সমন্বয় যোগ করি যা এই পোশাকের অক্ষয়শীলতা রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট অবদান রাখবে; আমি তো প্রজ্ঞা ও পবিত্রতারই কথা বলছি। প্রেরিতদূত বলেন, *শান্তি ও পবিত্রতার জন্য সচেষ্ট থাক, কেননা তা ছাড়া কেউই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে না* (১১)। তাই, আমাদের প্রাণ যেন কুচিন্তা থেকে কোন কালিমা বা কলুষ গ্রহণ না করে এজন্য প্রতিটি ঘণ্টায় নিজেদের মন পরীক্ষা ক'রে, এসো, পবিত্রতার অনুসরণে সতর্ক থাকি।

৩৩। আমরা এইভাবে আমাদের মন শোধন করলে ও সমস্ত আগ্রহের সঙ্গে তাতে মনোযোগ দিলে, তবে অন্য যত উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের উপরেও সহজে জয়ী হতে পারব। এইভাবে, ধীরে ধীরে, আমরা সদ্‌গুণের শীর্ষচূড়ায় গিয়ে পৌঁছোব। আমরা যদি আমাদের এই যাত্রার জন্য ইতিমধ্যে এই ভান্ডার থেকে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক তহবিল গচ্ছিত করে থাকি, তাহলে সেই অনির্বচনীয় আশিসধারার যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পারব যা

তাদেরই কাছে বিতরণ করা, যারা তাঁকে ভালবাসে। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন এ সমস্ত কিছু অর্জন করতে পারি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও কৃপা গুণে, যাঁর দ্বারা পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব, প্রতাপ ও সম্মান হোক এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) প্রজ্ঞা ৩:১। বিশ্বসৃষ্টি শুধু নয়, সাক্ষ্যমরদের যন্ত্রণাভোগও হল মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের বৈচিত্র্যময় দূরদৃষ্টির প্রকাশ। তাঁর দূরদৃষ্টি সাক্ষ্যমরদের বেলায়ই বিশেষভাবে প্রকাশ্য, কারণ তাঁদের প্রাণ ঈশ্বরের হাতে রয়েছে ও অবশ্যই অনন্তকালীন আশীর্বাদের পাত্র। কিন্তু তাঁদের দেহ আমাদের কাছে, এই পৃথিবীতে, রাখা হয়েছে যাতে তা থেকে আমরা স্বর্গীয় আশীর্বাদের পাত্র হই ও সৎজীবন যাপনে তৎপরতা দেখাই।

(২) মথি ১৩:৪৩।

(৩) কল ৩:১।

(৪) ফিলি ৩:২০ দ্রঃ।

(৫) কল ৩:২।

(৬) মথি ৬:২১।

(৭) মথি ৬:৩৩।

(৮) প্রেরিত ১০:৪।

(৯) প্রেরিত ১০:১-৪ দ্রঃ।

(১০) আন্তিওখিয়ার চারপাশের পর্বতমালায় বহু সন্ন্যাসী জীবনযাপন করতেন। বিশপ জন নিজেই একসময় তাঁর সঙ্গে সন্ন্যাস জীবন যাপন করেছিলেন।

(১১) হিব্রু ১২:১৪ দ্রঃ।

৮ম কাতেখেসিস

এই ৮ম মিস্তাগোগীয় (রহস্যগুলি বিষয়ক) কাতেখেসিস (স্তাব্রনিকিতা ৮) আন্তিওখিয়ায়, পাস্কার পরে, সম্ভবত ১৫ই এপ্রিল ৩৯০ সালে, প্রদান করা হয়েছিল।

সদ্য আলোপ্রাপ্তদের সঙ্গে বিশপ জনের এই শেষ সম্মেলনে গ্রামাঞ্চল থেকে আগত সন্ন্যাসীরাও অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত। যদিও তাঁরা অশিক্ষিতদের মত শুধু সিরীয় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন, তবু কিছুটা গ্রীক ভাষাও বোঝেন নইলে কাতেখেসিসে যোগ দিতেন না। এই সন্ন্যাসীদের প্রতি অভিনন্দন জানাবার পর বিশপ জন দিনের পরিকল্পিত বিষয়ে পদার্পণ করেন:

১) আব্রাহাম ও পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পবিত্রজনেরা অস্থায়ী সাময়িক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন ও অনন্তকালীন মঙ্গলদান বাসনা করেছিলেন। অপরদিকে আমরা অনন্তকালীন আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি কিন্তু অস্থায়ী সাময়িক মঙ্গলের পিছনে ছুটি।

২) কাতেখেসিসের উপসংহারে বিশপ জন সদ্য আলোপ্রাপ্তদের কাছে শেষ পরামর্শ দেন, ও তাদের জন্য খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনের একটা নকশা উপস্থাপন করেন: ১) সকালে, কাজে যাবার আগে, গির্জায় যাওয়া; ২) মন পরীক্ষার জন্য ও পাপক্ষমা যাচনার জন্য সন্ধ্যায় গির্জায় ফিরে যাওয়া; ৩) খ্রিষ্টীয় উপাসনায় যোগ দেওয়ায় অধ্যবসায়ী হওয়া ও জাগতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকা; ৪) পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের যোগ্য হওয়া ও বিচারের দিন পর্যন্ত বাপ্তিস্মের উজ্জ্বলতা রক্ষা করা।

আগেকার দেওয়া কাতেখেসিসগুলোর ধারাবাহিকতা। এতে রয়েছে গ্রামাঞ্চল থেকে আগত লোকদের প্রশংসা; যে সকল ধার্মিক পার্থিব মঙ্গলদানের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সেই প্রতিশ্রুতি আত্মিক মঙ্গলদান সংক্রান্ত বলেই ব্যাখ্যা করেছিল, কিন্তু আত্মিক মঙ্গলদানগুলোর প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত এই আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মঙ্গলদানেরই প্রতি আকর্ষিত: সেবিষয়ে। তাছাড়া, এতে ব্যাখ্যা করা হয়, প্রার্থনা-নিবেদন ও বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির জন্য কেমন মনোভাবে ভোর সকালে ও সন্ধ্যার দিকে গির্জায় আসতে হয়। সদ্য আলোপ্রাপ্তদেরও উদ্দেশ করা উপদেশ।

১। এই বিগত দিনগুলোতে আমাদের উৎকৃষ্ট শিক্ষাগুরুগণ (১) অবিরত উপদেশ দানে তোমাদের উত্তমরূপে পরিপুষ্ট করে এসেছেন; সেইসঙ্গে তোমরা পবিত্র

সাক্ষ্যমরবৃন্দের দেহাবশেষ থেকে আগত আশীর্বাদের অংশী হয়েছ। কিন্তু যেহেতু আজকের এদিনে আমাদের জনসমাবেশে গ্রামাঞ্চল থেকে আগত বহু মানুষ প্রবাহিত হয়েছে, সেজন্য এসো, প্রতিদান স্বরূপ আমরা তাদের সামনে এমন উদার আধ্যাত্মিক ভোজ (২) সাজাই যা সেই একই মহৎ ভালবাসায় পূর্ণ যে-ভালবাসা তারা আমাদের প্রতি দেখিয়েছে। এসো, তাদের কাছে এই প্রতিদান মঞ্জুর করি, ও আমাদের প্রতি তাদের মনোভাব সমতুল্য করে, এসো, তাদের কাছে প্রচুর আতিথেয়তা দেখাবার জন্য তৎপর হই। তারা যখন নিজেদের উপস্থিতির আনন্দ আমাদের দান করার জন্য তত দীর্ঘ যাত্রা করতে দ্বিধা করেনি, তখন তাদের সামনে, আজ, এই আধ্যাত্মিক পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা আমাদের ঐকান্তিক কর্তব্য, তারা যেন তাদের প্রত্যাগমন যাত্রায় নিজেদের সুস্থির করার জন্য সেই খাদ্য থেকে যথেষ্ট পাথেয় গ্রহণ করতে পারে।

২। কেননা তারাও আমাদের ভাই ও মণ্ডলী-দেহের সত্যকার অঙ্গ (৩)। তাই এসো, তাদের আমাদের নিজেদের দেহের অঙ্গরূপে আলিঙ্গন করে এইভাবে তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা দেখাই। তাদের ভাষা যে আমাদের ভাষা থেকে ভিন্ন, এদিকে যেন লক্ষ না করে বরং যত্ন সহকারে তাদের প্রাণের সত্য ধর্মতত্ত্ব লক্ষ করি, তাদের নীচ ধরনের কথনে নয়। এসো, তাদের হৃদয়ের মনোভাব শিখে নিই ও এটাও শিখে নিই যে, তারা কর্মে সেই একই বিষয় প্রমাণিত করে যা সত্য ধর্মতত্ত্বের প্রতি আমাদের ভালবাসায় আমরা কথায় শেখাতে চেষ্টা করি। কারণ তারা প্রেরিতদূতের আদেশ কর্মে পূরণ করে; তিনি চেয়েছিলেন, আমরা যেন নিজেদের হাতে কাজ করার মাধ্যমেই আমাদের দৈনিক খাদ্য উপার্জন করি।

৩। কেননা তারা ধন্য পলের এই কথা শুনেছে, *আমরা নিজেদের হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি* (৪); আরও, *আমার নিজের এবং আমার সঙ্গীদের নানা প্রয়োজন মেটাতে আমার এই দু'টো হাত কাজ করেছে* (৫)। তারা যে কাজ করে, ঠিক সেই কাজের মাধ্যমে এই সমস্ত আদেশ পূরণ করতে সচেষ্ট হওয়ার মাধ্যমে এমন ভাষায় কথা বলে যা কথার চেয়ে স্পষ্ট, ও তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে তারা দেখায়, তারা খ্রিষ্ট থেকে আগত আশীর্বাদের যোগ্য। কেননা তিনি বলেন, *যে কেউ [আমার আদেশগুলো] পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, সেই সুখি* (৬)। কেননা যখন কাজকর্মের দেওয়া শিক্ষা পথ দেখায়, তখন

সেখানে কথার দেওয়া শিক্ষার আর কোন দরকার হয় না। অথচ তুমি দেখতে পাও, এই মানুষেরা দু'টোতেই ব্যস্ত। এক সময় তারা পবিত্র বিধান পাঠ করতে করতে ও যারা তাদের কথা শোনে তাদের উপদেশ দিতে দিতে পবিত্র বেদির কাছাকাছি দাঁড়ায়; অন্য সময় লাঙল টানতে টানতে ও হালরেখা কাটতে কাটতে বীজ বুনে মাটির বুকে তা সঁপে দিতে দিতে মাটি চাষ করায় পরিশ্রম করে। আবার অন্য সময় তারা শিক্ষাদানের লাঙল হাতে ধরে ও তাদের শিষ্যদের প্রাণে ঐশশিক্ষার বীজ বপন করে।

৪। অতএব, এসো, তাদের জীবনের সদ্‌গুণ মূল্যায়ন না করে আমরা যেন শুধু তাদের চেহারা ও তাদের বলার কায়দা লক্ষ না করি। বরং আমরা যেন তাদের স্বর্গদূততুল্য জীবন ও তাদের জীবনাচরণে প্রকাশিত প্রজ্ঞার প্রতি ভালবাসা [৭] সূক্ষ্মভাবে অবলক্ষণ করি। বাস্তবিকই তারা তাদের জীবন থেকে সমস্ত ভোগবিলাসিতা ও পেটুকতাপূর্ণ অসংযম দূর করে দিয়েছে। তারা সেই সমস্ত কিছু দূরে সরিয়ে দিয়েছে শুধু নয়, কিন্তু শহরে যে উদাসীন জীবনাচরণ সাধারণত দেখা দেয় তাও তারা বিসর্জন দিয়েছে। তারা সেইটুকু মাত্র খায় যা বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট, ও বাকি সময় নিজেদের মন স্তুতিগানে ও নিষ্ঠাবান প্রার্থনায় ব্যস্ত রাখে: হ্যাঁ, এতে তারা স্বর্গদূতদের জীবনাচরণের অনুকরণ করে।

৫। যেমন সেই অশরীরী প্রতাপগুলোর [তথা স্বর্গদূতগণের] নিজেদের একমাত্র ও অনন্য করণীয় কর্ম হল সবদিক দিয়ে বিশ্বস্রষ্টার প্রশংসাগান করা, তেমনি এই বিস্ময়কর মানুষেরা দৈহিক প্রয়োজন শুধুমাত্র এই কারণেই মেটায় যে, তারা দেহে আবদ্ধ, কিন্তু বাকি সময় তারা স্তুতিগান ও প্রার্থনায় উৎসর্গ করে। তারা দীর্ঘকাল থেকে বর্তমান জীবনের দম্ভ থেকে বিদায় নিল, ও তাদের আদর্শ জীবনাচরণ দ্বারা তাদের অধীনস্থদের তাদের নিজেদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। তারা যেমন সুখী বলে গণ্য হবার যোগ্য, সেই অনুসারে কে তাদের সুখী বলে গণ্য করে? জগতের শিক্ষার অংশী না হয়েও তারা সত্যকার প্রজ্ঞা বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও কাজে কর্মে প্রেরিতদূতের কথা পূর্ণ করেছে, *যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময়* [৮]।

৬। তুমি এই সরল গ্রাম্য-মানুষকে দেখছ যে চাষকর্ম ও মাটি-কোপানো ছাড়া কিছুই জানে না। অথচ বর্তমান জীবনের প্রতি সে মনোযোগ দেয় না, কিন্তু স্বর্গে যে মঙ্গল

গচ্ছিত, সে নিজের চিন্তা সেই দিকে উন্নীত করে, এবং সেই অনির্বচনীয় আশীর্বাদ বিষয়ে কেমন প্রজ্ঞাবান হতে হয়, সে তা জানে। যারা নিজেদের দাঁড়ি ও লাঠিতে গর্ব করে, সেই দার্শনিকেরা যা কখনও কল্পনা করতে পারেনি, সেই মানুষ সেবিষয়ে সূক্ষ্ম ধারণা রাখে। তুমি কি এটাকে ঈশ্বরের প্রতাপের সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসাবে নিতে ব্যর্থ হতে পার? এই সরল মানুষেরা অন্য কোন্ উৎস থেকে তাদের সদ্‌গুণ বিষয়ক গভীর জ্ঞান ও দৃশ্য বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার সঙ্কল্প পেয়েছে? কেননা নিজেদের চোখে যা দেখতে পায় ও হাতে যা ধরতে পারে, এসমস্ত কিছুর চেয়ে তারা যাতে আশা রাখে, সেই অদৃশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিষয়গুলোর প্রতিই নিজেদের পছন্দ দেখায়। ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, যে তা ভাবে, সে-ই বিশ্বাসী। এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত বিষয় আমাদের দৈহিক চোখে অদৃশ্য হলেও তবু যা কিছু দৃষ্টিগোচর ও চোখের সামনে রয়েছে, সেটার চেয়ে তা আরও বেশি বিশ্বাসের যোগ্য।

৭। সকল ধার্মিক মানুষ এইভাবেই নিজেদের খ্যাতি ও সেই অনির্বচনীয় আশীর্বাদের যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে। ঠিক এই কারণে প্রভু আব্রাহামকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করলেন (৯)। তিনি মানব প্রকৃতির স্বীয় দুর্বলতা অতিক্রম ক'রে, যিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন তাঁরই প্রতাপের দিকে নিজের গোটা মন প্রসারিত করলেন। এজন্য পবিত্র শাস্ত্র বলে, *আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল* (১০)। তাই, যখন তিনি প্রথমে এই আদেশ শুনেছিলেন *তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব* (১১), তখন তিনি সাগ্রহে বাধ্য হলেন, এবং যেখানে তাঁবু গেড়েছিলেন সেই দেশ ত্যাগ করলেন ও তিনি কোথায় থামবেন তা না জেনে রওনা হলেন। যা স্পষ্ট ও সবার দ্বারা গৃহীত, তার চেয়ে তিনি তাই পছন্দ করলেন যা প্রভু আদেশ করেছিলেন। তিনি সেই আদেশ কখনও সন্দেহ করেননি, সেবিষয়ে নিজের মনও দ্বিধাগ্রস্ত করেননি। যিনি আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি সেই প্রভুর মর্যাদাকেই লক্ষ করলেন, মানবীয় যত বাধা অতিক্রম করলেন, ও এই একমাত্র সঙ্কল্পে চোখ নিবদ্ধ রাখলেন, তথা, যা আদিষ্ট হয়েছিল তিনি তার কোন কিছুই অবহেলা না করে সবই সম্পন্ন করবেন।

৮। সেই ন্যায়বান মানুষের বিশ্বাস যেন দৃঢ়ীকৃত হয় সেইজন্য যে এসব কিছু স্থির করা হয়েছিল তা শুধু নয়, কিন্তু এজন্যও তা স্থির করা হয়েছিল যাতে আমরা সেই পিতৃকুলপতির অনুকারী হতে পারি। কেননা যখন প্রভু আব্রাহামের সঠিক মনোভাব দেখলেন ও এটাও দেখলেন যে তাঁর প্রাণের আলো অদৃশ্য মশালের মত গুপ্ত ছিল, তখন মনস্থ করলেন, তিনি তাঁকে কানান দেশে চালনা করবেন, যাতে করে, সেই দেশে যাদের আত্মা তখনও অজ্ঞতার অন্ধকারে অন্ধ ছিল ও সত্য থেকে দূরে ঘুরে বেড়াত, তাদের তিনি তাদের আপন করে নেন ও সদ্‌গুণ-পথে তাদের চালনা করেন। আর আসলে ঠিক তাই ঘটল, কেননা আব্রাহামের মধ্য দিয়ে পালেস্তিনা-নিবাসীরা শুধু নয়, কিন্তু কালক্রমে মিশর-নিবাসীরাও ঈশ্বরের সেই দূরদৃষ্টির কথা বিষয়ে অবগত হল যা আব্রাহামের সঙ্গে ছিল, এবং সেই ধার্মিক মানুষের সদ্‌গুণ বিষয়েও অবগত হল। তুমি তাঁর প্রাণের সীমাহীন মহত্ত্ব লক্ষ কর। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ডানা দিল, ও তিনি দৃশ্যগত বিষয়গুলোতেই যে নিজের ওড়াটা বন্ধ করলেন এমন নয়, তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত যে বীজ, শুধু এবিষয়েও যে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন এমনও নয়, কিন্তু যা আসন্ন তাতেই তিনি চোখ নিবদ্ধ রাখলেন। কেননা যখন ঈশ্বর একটা দেশের বিনিময়ে অন্য একটা দেশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন ও বললেন 'তোমার দেশ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাব', তখন আব্রাহাম ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ বিষয়গুলো ত্যাগ করলেন ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর বদলে সেগুলোকে ছেড়ে দিলেন।

৯। তোমরা কি মনে কর, আমি তোমাদের সঙ্গে ধাঁধার মধ্যে কথা বলেছি? অস্থির হয়ো না। আমাকে সমাধান দিতে দাও যাতে তোমরা জানতে পার কেমন করে সেই ধার্মিক মানুষ দৃশ্য মঙ্গলদানগুলো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পাবার পর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো আকাঙ্ক্ষা করে চললেন। তবে আমরা কেমন করে এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করব? এসো, আব্রাহামকে শুনি, বরং, প্রকৃতপক্ষে, গোটা জগতের শিক্ষাগুরু সেই ধন্য পলেরই কথা শুনি যিনি আব্রাহামের বিষয়ে ও তাঁর সঙ্গে সকল ধার্মিক মানুষদের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে এসমস্ত কিছু স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন। একদিন তিনি যখন আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের মত ধার্মিক মানুষদের একটা তালিকা উল্লেখ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন, *তাঁরা সকলে বিশ্বাস নিয়ে মরলেন; তাঁরা নিজেরা তো*

প্রতিশ্রুতির কোন ফল পেলেন না, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেলেন, স্বাগতও জানালেন, আসলে তাঁরা স্বীকার করছিলেন, পৃথিবীতে তাঁরা বিদেশী ও প্রবাসী [১২]।

১০। হে ধন্য পল, আপনি কি বলছেন? তাঁদের যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল তাঁরা কি তা পাননি? তাঁরা কি গোটা পালেস্তিনার অধিকারী হননি? তাঁরা কি সেই দেশের অধিকারী হননি? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, তাঁরা পালেস্তিনা গ্রহণ করে নিলেন ও সেই দেশের অধিকারী হলেন, কিন্তু বিশ্বাসের চোখ দিয়ে তাঁরা নিজেদের বাসনা অন্য বিষয়গুলোতে স্থিতমূল রাখলেন। সেজন্য পল বলে চললেন, *যাঁরা এধরনের কথা বলেন, তাঁরা স্পষ্টই দেখান যে, তাঁরা একটি মাতৃভূমির অন্বেষণ করছেন; আর যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যদি সেই দেশেরই কথা বলতেন, তবে সেখানে ফিরে যাবার সুযোগও পেতেন। কিন্তু তাঁরা এখন শ্রেয়তর একটা দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় সেই দেশের আকাঙ্ক্ষা করছেন* [১৩]।

তাঁরা যে কি বাসনা করছিলেন, তুমি কি তা দেখতে পেয়েছ? যদিও ঈশ্বর পৃথিবীর কথা বলছিলেন ও সবদিক দিয়ে দৃশ্য মঙ্গলদানগুলোর কথা বলছিলেন, তুমি কি দেখতে পেয়েছ তাঁরা কেমন করে স্বর্গেই স্থিত একটা মাতৃভূমির আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণ করছিলেন? এজন্য পল নিজের বাক্যে এটা যোগ করলেন, এমন মাতৃভূমি *ঈশ্বর নিজেই যার স্থপতি ও নির্মাতা* [১৪]। তাই তুমি কি দেখতে পেয়েছ তাঁরা কেমন করে আত্মিক মঙ্গলদানগুলো আকাঙ্ক্ষা করে চললেন ও নিজেদের মনের সামনে সেই বিষয়গুলো রাখলেন যা দৈহিক চোখে অদৃশ্য কিন্তু বিশ্বাস দ্বারা উপলব্ধ?

পার্থিব সমস্ত বিষয় অসার

১১। কিন্তু আমার মন এখানে অস্থির হচ্ছে ও আমার চিন্তা-ভাবনা বিভ্রান্ত হচ্ছে, বিশেষভাবে যখন আমি এটা ভাবি যে, আমরা এসব কিছু ক্ষেত্রে বিপরীত দিকে চলছি। এই ন্যায়বান মানুষেরা দৃশ্য মঙ্গলদানগুলোর প্রতিশ্রুতি পেলেন কিন্তু নিজেদের বাসনা আধ্যাত্মিক বিষয়েই স্থিতমূল রাখলেন; আমরা যারা আত্মিক মঙ্গলদানগুলোর প্রতিশ্রুতি পেয়েছি সেই আমরা দৃশ্য বিষয়ে উত্তেজিত হই ও ধন্য পলকে শুনতে ব্যর্থ হই; তিনি বলেন, *কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী* [১৫]। এবং আর এক

স্থানে তিনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর যে তাদের জন্য কেমন ধরনের আশীর্বাদ প্রস্তুত করে রাখেন তা দেখাতে গিয়ে বলেন, সেই মঙ্গলদানগুলো এমন *কোন চোখ যা দেখেনি ও কোন কান যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা কখনও ভেসে ওঠেনি* (১৬)। তাসত্ত্বেও আমরা এজগতের মঙ্গলদানগুলোর দিকে হা করে থাকি, আমি বলতে চাই, ঐশ্বর্য, এজীবনের গৌরব, ভোগবিলাসিতা, ও সেই সমস্ত সম্মান যা মানুষ আরোপ করতে পারে; কেননা মনে হচ্ছে, এগুলোই সেই সবকিছু যা বর্তমান জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলে। আমি বলেছি, 'মনে হচ্ছে', কারণ প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছায়া ও স্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছু নেই।

১২। কেননা যারা ভাবে তারা ধন-ঐশ্বর্য ধরে রয়েছে, সেই ধন-ঐশ্বর্য প্রায়ই সন্ধ্যা পর্যন্তও স্থায়ী হয় না, কিন্তু অকৃতজ্ঞ একটা পলাতক ক্রীতদাসের মত তা এক মনিব থেকে অন্য মনিবের কাছে বদলে যায়, ও যারা মহৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে তা ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিল, তা তাদের উলঙ্গ ও নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে খোদ অভিজ্ঞতাই সকলকে শেখায় যে, যারা ধন-ঐশ্বর্যের বিষয়ে লোলুপ, তা তাদের ধরে রাখে ও এমন বিপদ দিয়ে তাদের ঘিরে রাখে যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। মানব-গৌরবও এমন কিছু যা এটার মত। যে আজ উজ্জ্বলভাবে দীপ্তিমান ও মানুষদের চোখে বিখ্যাত, সে হঠাৎ করে অসম্মানে পড়ে ও সবাই তাকে অবজ্ঞা করে।

১৩। এসমস্ত কিছুর চেয়ে মূল্যহীন কী থাকতে পারে? আমি সেই সব কিছুর কথা বলছি যা দৃশ্য হবার আগে উবে যায়, যা কখনও স্থায়ী হয় না ও যাদের কামনা-বাসনা উত্তেজিত করে তাদের ছাড়িয়ে যায় ও তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যায়। তুমি তো একটা চক্র তার পরিধির একই অংশে স্থির থাকতে দেখতে পার না, কিন্তু চক্রটা অবিরত ঘুরতে থাকে ও উপরে-নিচে পুনরাবর্তন করে চলে; সেইমত তুমি ভাগ্যের চক্রও দেখতে পার না; মানব ভাগ্য দ্রুতভাবে ঘোরে ও বিপরীতে চলে যায়; তার পরিবর্তন ক্ষিপ্র; তাতে অবিচল বলতেও কিছুই নেই, স্থিতমূল বলতেও কিছু নেই। সবকিছু সহজে উল্টো হয় ও বিপরীত দিকে যেতে খুবই প্রবণ। তাই, যে মানুষ বর্তমান জীবনে নিজেকে বিঁধিয়ে দিয়ে সেই জীবনের মঙ্গলদানগুলোর দিকে হা করে দাঁড়িয়ে থাকে, তার চেয়ে

হাস্যকর কিবা থাকতে পারে? এবং কেইবা এটা বিচার করে যে, যা কিছু চিরস্থায়ী, তার চেয়ে সেইসব কিছুই মহত্তর সম্মানের যোগ্য বলে পরিগণিত করতে হবে?

১৪। এজন্যই, যারা অস্থায়ী মঙ্গলদানগুলো বিষয়ে নিজেদের উত্তেজিত করে, নবী তাদের উপর তীব্র অভিযোগ তোলেন; তিনি বলেন, *তারা সেগুলো স্থায়ী বলে গণ্য করে, অথচ সেগুলো পলায়মান* (১৭)। লক্ষ কর, তিনি একটামাত্র বাক্যে এ বিষয়গুলোর শূন্যতা স্থাপন করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি তো 'চলমান' বা 'পরিবর্তনশীল' বলেননি। তবে তিনি কি বললেন? তিনি সেগুলো 'পলায়মান' বললেন, কেননা তিনি সেগুলোর ক্ষিপ্রতা, ও সেগুলোর ঘনঘন ও আকস্মিক পরিবর্তন চিহ্নিত করতে ইচ্ছা করছিলেন। তিনি এবিষয়েও শিক্ষা দিতে অভিপ্রায় করছিলেন, তথা, দৃশ্য বিষয়ে কখনও আঁকড়ে না থাকা কিন্তু ঈশ্বর যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত, তাই মাত্র বিশ্বাস করা ও তাতেই মাত্র আস্থা রাখা।

১৫। পথে দশ সহস্র বাধা থাকলেও ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হতে পারে না। তিনি যেমন অপরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তনীয় এবং অবিরত ও সতত আছেন, তেমনি তাঁর প্রতিশ্রুতিও ব্যর্থ হতে পারে না ও কখনও সেগুলোর পরিবর্তন হয় না; অবশ্যই, যদি আমরা সেগুলোর সিদ্ধি রোধ না করি। কিন্তু মানব ব্যাপারে বিপরীতই সত্য। যেমন মানুষের প্রকৃতি ক্ষয়শীল ও মরণশীল, তেমনি মানুষ থেকে আগত মঙ্গলদানগুলোও ক্ষয়শীল ও ম্লান হয়। ব্যাপারটা স্বাভাবিক বটে, কেননা যারা মানবীয়, সেই আমরা সবাই ক্ষয়শীল, ও মানবীয় দানগুলোর প্রকৃতি মানবীয় জীবদের প্রকৃতি অনুকরণ করে। কিন্তু ঈশ্বরের যত প্রতিশ্রুতি ক্ষেত্রে এমন কিছু সন্দেহ করা যায় না। তাঁর প্রতিশ্রুতি, এমনকি কেবল তাঁর প্রতিশ্রুতিই স্থায়ী, স্থিতমূল, অবিচল ও অটল।

সদ্য আলোপ্রাপ্ত জনের দিনের কাঠামো (১৮)

১৬। তাই আমি তোমাদের অনুনয় করি যেন তোমরা সেই বিষয়ের অন্বেষণ কর যা চিরস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল নয়। তাই আমার পক্ষে এই বিষয় উত্থাপন করা ও তোমাদের সকলকে, তথা যারা অতীতকালে দীক্ষিত হয়েছিল ও যারা এইমাত্র বাপ্তিস্ম-দানের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছে তাদের এই সকলকে মিলে উৎসাহ-বাণী দান করা সমীচীন ছিল।

যখন আমরা পবিত্র সাক্ষ্যমরদের কবরের ধারে অবিরাম উপস্থিত ছিলাম, সেই দিনগুলোতে সেই পবিত্রজনদের কাছ থেকে প্রচুর আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলাম ও তাঁদের উপদেশের প্রচুর উপকারিতা উপভোগ করেছিলাম। এখন থেকে আমাদের জনসমাবেশের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হবে; সেজন্য আমাকে তোমাদের প্রেমময় জনমণ্ডলীকে এবিষয়ে স্মরণ করাতে হয় তোমরা যেন পবিত্র সাক্ষ্যমরদের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সবসময়ই কানে প্রতিধ্বনিত করতে থাক ও সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক বিষয় আঁকড়ে ধরে থাক যা এজীবনের মঙ্গলদানগুলোর চেয়ে অধিকতর ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১৭। আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যেন বিশ্বের ঈশ্বরের কাছে তোমাদের প্রার্থনা ও বিশ্বাস-স্বীকার নিবেদন করার লক্ষ্যে ভোরবেলায় এখানে, এই গির্জায়, সমবেত হওয়ায় মহৎ ধর্মাগ্রহ দেখাও, ও তিনি যে দানগুলো ইতিমধ্যে প্রদান করেছেন, সেগুলোর জন্য যেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাও। যাচনা বর, তিনি যেন এই ধন রক্ষা ক্ষেত্রে এখন থেকে নিজের প্রতাপময় সহায়তা দান করায় প্রসন্নতা দেখান; এসো, এই সহায়তা দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়ে আমরা এক একজন দৈনিক কর্ম পালন করার জন্য গির্জা ছেড়ে বের হই: একজন নিজের হাতের কাজের জন্য, অন্যজন নিজের সামরিক কর্তব্য পূরণ করার জন্য, আর একজন নিজের সরকারি দায়িত্বের জন্য। তথাপি, এক একজন যেন নিজ নিজ দৈনিক কর্ম সভয়ে ও দায়িত্বশীল হয়েই পালন করে, ও নিজ নিজ কর্মকাল যেন এই জ্ঞানে অতিবাহিত করে যে, সন্ধ্যা হলে পুরা দিনের জন্য প্রভুর কাছে হিসাব দেবার জন্য ও নিজের দোষত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য তাকে এখানে, এই গির্জায়, ফিরে আসতে হবে। কেননা দিনে দশ সহস্রবার সতর্ক থাকলেও আমরা বহু ও বিবিধ দোষের বিষয়ে দায়ী হওয়াটা এড়াতে পারি না। হয় আমরা ভুল সময়ে একটা কিছু বলি, হয় অসার কথনে কান দিই, হয় কুচিন্তা করি, হয় চোখ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হই, হয় এমন কিছুতে সময় কাটাই যা আমাদের করণীয় কর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

১৮। ঠিক এই কারণেই আমাদের প্রতিটি সন্ধ্যায় আমাদের পাপের জন্য বিশ্বপ্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। ঠিক এই কারণেই আমাদের ঈশ্বরের কৃপার কাছে আশ্রয় নিয়ে তাঁর কাছে সমর্থন প্রার্থনা করতে হয় এবং এইভাবে ভোরবেলার বিশ্বাস-

স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলন সম্পন্ন করতে হয়। যে কেউ নিজের জীবন এইভাবে ব্যবস্থা করে, সে এজীবন-সাগর নিরাপদে পার হবে ও প্রভুর কৃপার যোগ্য হয়ে উঠবে। এবং যখন গির্জায় সম্মিলিত হওয়ার ক্ষণ তাকে ডাকে, তখন সে যেন এই জনসমাবেশ ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কিছু অন্য সব কিছুর চেয়ে মূল্যবান বোধ করে। এইভাবে, আমাদের হাতে যা রয়েছে, আমরা সেই কর্মের সুব্যবস্থা করব ও রক্ষা করব।

ঈশ্বর আমাদের প্রয়োজন দেখেন

১৯। আমরা যদি আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার আরোপ করি, তবে বস্তুগত বিষয়ে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না, কেননা ঈশ্বরের কৃপা এসমস্ত বিষয়ে প্রচুর সান্ত্বনা যুগিয়ে দেবে। কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রমে ক্রমে অযত্নশীল হলে, বস্তুগত ব্যাপারেই মাত্র আগ্রহী হলে, ও প্রাণের কথা না ভেবে আমাদের পার্থিব ব্যাপারেই নিজেদের নিমজ্জিত করলে, তবে বস্তুগত মঙ্গলদানগুলোর কোন মহত্তর ধন অর্জন না করেই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো হারাব। তাই আমি তোমাদের অনুনয় করি: আমরা যেন সঠিক অনুক্রম উল্টো না করি। যেহেতু আমরা জানি প্রভু কেমন মঙ্গলময়, সেজন্য এসো, সবকিছুতে তাঁকে আঁকড়ে ধরি ও যা কিছু এজীবন সংক্রান্ত তার পিছনে যেন ছুটে না চলি। আপন কৃপায় যিনি আমাদের শূন্যতা থেকে অস্তিত্বশীলতায় এনেছেন, আমাদের অস্তিত্বশীল করার পর, তিনি আমাদের কল্যাণার্থে চিন্তাশীল হওয়াতে আরও বেশি যত্নশীল হবেন। এক্ষেত্রে সুসমাচার বলে, *বাস্তবিকই তোমরা যাচনা করার আগে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে* (১৯)।

২০। এজন্যই তিনি ইচ্ছা করেন, আমরা জাগতিক বিষয়ের যত চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত করব ও যা আধ্যাত্মিক সেটারই জন্য আমাদের অবসর সময় রক্ষা করব। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক বিষয়ের অন্বেষণ কর, তবে আমি বস্তুগত সমস্ত বিষয় প্রচুর পরিমাণে যুগিয়ে দেব। ঠিক এইভাবেই সকল ধার্মিক মানুষ ধর্মময়তা ক্ষেত্রে নাম করেছেন, ও তাঁদের সদ্‌গুণ থেকেই আমার এই উপদেশ শুরু হয়েছে। আমি বলেছিলাম, যদিও তাঁরা দৃশ্য বিষয়াদির প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, তবু যা আধ্যাত্মিক তাই অন্বেষণ

করেছিলেন। আর আমরা ঠিক এর উল্টো করি: আমরা আধ্যাত্মিক বিষয়াদির প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত কিন্তু সেইসব কিছুর দিকে হা করে আছি যা চোখ দেখতে পায়।

২১। এজন্যই আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি। এখন যে আমরা ঈশ্বরের ভালবাসায় রয়েছি, অন্তত এসময়েই এসো, সদ্‌গুণের তেমন উচ্চ শীর্ষচূড়ায় পৌঁছবার ব্যাপারে যাঁরা অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, আমরা তাঁদের অনুকরণ করি। এবং তাঁরা যেমন তাঁদের নিজেদের সংস্থান ও বিধানের আগমনের আগে যা মানব প্রকৃতিতে স্থিত ছিল তা থেকে আগত শিক্ষা ব্যবহার করায়ই কৃতকার্য হয়েছিলেন, তেমনিভাবে, তাঁদের মত, এসো, আমাদের সমস্ত ধর্মাগ্রহ আমাদের নিজেদের প্রাণের প্রতি যত্নেই স্থানান্তর করি; এসো, আমাদের দুশ্চিন্তা পরিবর্তন করি ও আমাদের চিন্তা অন্যান্যদের সঙ্গে সহভাগিতা করি; নিজেদের প্রাণের প্রতি যত্ন গ্রহণ করে নিই, কেননা এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয় যা আমাদের আছে। এবং এসো, আমাদের দেহ সংক্রান্ত সমস্ত চিন্তা ও দুশ্চিন্তা বিশ্বপ্রভুর উপর ছেড়ে দিই।

২২। কেননা প্রভুর প্রজ্ঞা ও অনির্বচনীয় কৃপার মহত্তম প্রমাণ এটাই যে, আমাদের অন্তরে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথা আমাদের প্রাণ, সেটার যত্ন তিনি আমাদের কাছে ন্যস্ত করেছেন। তিনি এইভাবে আমাদের শিখিয়ে দেন যে, তিনি আমাদের মুক্ত করেছেন, এবং, হয় সদ্‌গুণ বেছে নেওয়া, না হয়, স্বেচ্ছায়, অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো, তা আমাদের অধিকার ও ইচ্ছার হাতে তুলে দিয়েছেন। তবু তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, আমাদের সমস্ত দৈহিক প্রয়োজনে তিনিই ব্যবস্থা করবেন; তাঁর উদ্দেশ্যই যাতে আমরা নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর না করি, ও এটাও যেন না ভাবি যে, বর্তমান জীবনের সংস্থান ক্ষেত্রে আমাদের অবদান অপরিহার্য কার্যকারিতা রাখে।

২৩। এজন্য, যাকে তিনি তেমন মনোযোগের যোগ্য গণ্য করেছেন ও যাকে যুক্তিক্ষমতা বিশিষ্ট করেছেন, সেই মানুষকে তিনি প্রেরণা দেন যাতে সে যুক্তিক্ষমতা বিহীন প্রাণীদের অনুকরণ করে। হ্যাঁ, তিনি বলেন, *আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও; তারা বোনেও না, কাটেও না, গোলাঘরেও জমায় না, অথচ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খেতে দিয়ে থাকেন* (২০)। কেমন যেন তিনি বলতেন, আমি যখন যুক্তিক্ষমতা বিহীন পাখিদের জন্য এমন চিন্তা করি যে, সেগুলো না বুনলেও বা না কাটলেও তাদের

প্রয়োজন মেটাই, তখন তোমরা যদি মাংসের বিষয়গুলোর চেয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো মহত্তর সম্মানের যোগ্য বলে গণ্য করতে বেছে নাও, তাহলে আমি যুক্তিক্ষমতা বিশিষ্ট এই তোমাদের প্রতি আরও বেশি চিন্তা করব। কেননা আমি তোমাদেরই খাতিরে এগুলো ও গোটা সৃষ্টি উৎপন্ন করেছি; এবং যখন আমি সেগুলোর যত্ন নিই, তখন আমি এটা কি ভাবব না যে, যাদের জন্য এসব কিছু উৎপন্ন করেছি, সেই তোমরা হলে মহত্তর যত্নের যোগ্য?

২৪। তবে এসো, প্রভুর প্রতিশ্রুতিতে আস্থাবান হই, আত্মিক মঙ্গলদানগুলো বাসনা করায় আমাদের সমস্ত আত্মা প্রসারিত করি, ভাবী জীবনের আশীর্বাদ উপভোগে বাকি সবকিছু অপ্রধান বলে গণ্য করি। এইভাবে আমরা বর্তমান মঙ্গলদানগুলো প্রচুর মাত্রায় অধিকার করব; এইভাবে প্রতিশ্রুত সমস্ত মঙ্গল বিষয়ের যোগ্য হতে পারব; এইভাবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার যোগ্য হতে পারব। আমি পুনরায় অনুনয় করি, সারা দিন শিথিলতায়, যুক্তিহীন আমোদপ্রমোদে, ক্ষতিকর সমাবেশে, ভোজ-সভায় ও দৈনিক মদ্যপানে নষ্ট করো না। আমরা যা যত্ন সহকারে জড় করেছি, আমাদের পরবর্তী অযত্নের কারণে চলে যাবে, তা এমনটা হতে দিতে নেই, বরং ঈশ্বরের কৃপা দ্বারা যে সমস্ত দানগুলো আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা নিরাপত্তায় ধরে রাখাই একান্ত প্রয়োজন।

২৫। তোমরা যারা সম্প্রতিকালে খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ ও পবিত্র আত্মাকে অন্তরে গ্রহণ করেছ, আমি বিশেষভাবে সেই তোমাদেরই প্রেরণা দিচ্ছি। প্রতিদিন তোমাদের পোশাকের দীপ্তি লক্ষ কর, তা যেন, অসময় কথা দ্বারা বা অসার কথা শোনা দ্বারা বা কুচিন্তা দ্বারা বা যা কিছু চলছে তা অকারণে ও নির্বোধ ভাবে দেখতে ছুটে চলে এমন চোখ দ্বারা কখনও কোন কালিমা বা বলিরেখায় দূষিত না হয়।

এসো, আমাদের চারদিকে প্রতিরক্ষা গেঁথে তুলি ও আমাদের চোখের সামনে [বিচারের] সেই ভয়ঙ্কর দিন অবিরত রাখি যেন আমাদের উজ্জ্বল দীপ্তিতে বসবাস করতে পারি, আমাদের অমরতার পোশাক নির্মল ও অকলঙ্কিত অবস্থায় রাখতে পারি ও সেই অনির্বচনীয় দানগুলোর যোগ্য হতে পারি।

এমনটা হোক যেন আমরা সবাই এই সমস্ত দান অর্জন করতে পারি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ ও দয়া গুণে, যাঁর দ্বারা পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব, প্রতাপ ও সম্মান হোক এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) 'শিক্ষাগুরুগণ': বহুবচন শব্দ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, শিক্ষাদানের দায়িত্ব একজনের উপরে নয়, কিন্তু বহুজনের উপরে ন্যস্ত ছিল; বাস্তবিকই, পাস্কাকালে সিরিয়ার অন্যান্য বিশপও আন্তিওখিয়ায় এসে কাতেখেসিসে যোগ দিতেন।

(২) 'আত্মিক ভোজ': পবিত্র শাস্ত্র ব্যাখ্যাই সংক্রান্ত ভোজ। এউখারিস্তিয়া ভোজের জন্য বিশপ জন 'রহস্যগুলি' শব্দটাই ব্যবহার করেন।

(৩) 'তারাও আমাদের ভাই ও মণ্ডলী-দেহের সত্যকার অঙ্গ': মণ্ডলী পদ ও ভাষা মূল্যায়ন করে না, কেননা খ্রিস্টে যেমন, তেমনি মণ্ডলীতেও কোন গ্রীকও নেই, কোন বর্বরও নেই, কোন দাসও নেই, কোন স্বাধীন মানুষও নেই। সবাই বরং ভাই ও একই দেহের অঙ্গ। আন্তিওখিয়ায় থাকাকালে বিশপ জন গরিবদের ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে সংগ্রাম করেছিলেন।

(৪) ১ করি ৪:১২।

(৫) প্রেরিত ২০:৩৪।

(৬) মথি ৫:১০ দ্রঃ।

(৭) 'প্রজ্ঞার প্রতি ভালবাসা': গ্রামাঞ্চল থেকে আগত সরল মানুষেরা যে সন্ন্যাসী, তা এ বর্ণনা দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণিত, কেননা সন্ন্যাসীদের বিষয়ে সাধারণত বলা হত, তাঁরা প্রজ্ঞা ভালবাসতেন।

(৮) ১ করি ১:২৫।

(৯) 'প্রভু আব্রাহামকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করলেন': সন্ন্যাসীদের অভ্যর্থনা সমাপ্ত করার পর, অবশেষে বিশপ জন স্থির করা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে শুরু করেন; বিষয়বস্তুর প্রধান চরিত্র হলেন সেই আব্রাহাম যিনি, আগেকার কাতেখেসিস অনুসারে, ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ করেছিলেন।

(১০) রো ৪:৩।

(১১) আদি ১২:১।

(১২) হিব্রু ১১:১৩।

(১৩) হিব্রু ১১:১৪-১৬।

(১৪) হিব্রু ১১:১০।

(১৫) ২ করি ৪:১৮।

(১৬) ১ করি ২:৯ দ্রঃ।

(১৭) আমোস ৬:৫ সত্তরী পাঠ্য।

(১৮) সদ্য আলোপ্রাপ্তদের উদ্দেশ করা এই শেষ কাতেখেসিসে বিশপ জন তাদের কাছে বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন ও এক প্রকার খ্রিষ্টীয় জীবনের কাঠামো উপস্থাপন করেন: ১) দিন গির্জায় শুরু করা উচিত; ২) দিনমানে সদ্য আলোপ্রাপ্তজন যেই কাজ করুক না কেন যেন না ভুলে যায়, সে সবসময় ঈশ্বরের সাক্ষাতে রয়েছে, এবং পাপ এড়াবার জন্য সতর্ক থাকবে; ৩) সন্ধ্যায়, পাপক্ষমা লাভের লক্ষ্যে সে আবার গির্জায় যাবে; ৪) রাতে দেহকে বিশ্রাম দিতে দিতে সে প্রাণকে জাগ্রত রাখবে; ৫) সদ্য আলোপ্রাপ্ত যারা, রবিবারে ও সপ্তাহে যে যে দিনে মিসা উদ্‌যাপিত হয় সেই দিনেও তারা এউখারিস্তীয় রহস্যগুলিতে অবশ্যই যোগ দেবে।

(১৯) মথি ৬:৩২ দ্রঃ।

(২০) মথি ৬:২৬।

৯ম কাতেখেসিস

আন্তিওখিয়ায়, পাস্কার ত্রিশ দিন আগে, সম্ভবত ১০শে মার্চ ৩৮৮ সালে উপস্থাপিত কাতেখেসিস (Montfaucon ১ = পিকে ১)। এই কাতেখেসিস (ও শেষ তিনটা কাতেখেসিস) আগেকার ৮টা কাতেখেসিসের সঙ্গে কোন ধারাবাহিকতা রাখে না; এই শেষ চারটা কাতেখেসিস সম্ভবত আগের ৮টা কাতেখেসিস প্রদানের সাল থেকে ২ বছর আগেই প্রদান করা হয়েছিল।

১) ত্রিশ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের পরে দীক্ষাপ্রার্থীরা মণ্ডলীতে ভাই হিসাবে গৃহীত হবে, কেননা তারা খ্রিষ্টের স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করবে; ২) আদিপুস্তকে যোসেফ পূর্বঘোষণা করেছিলেন, ফারাওর সেই পানপাত্রবাহক পুনরায় তাঁর প্রাক্তন সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবে ও রাজার কাছে পানপাত্র নিবেদন করবে। বিশপ জন ঘটনাটা আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, রাজা নিজেই বাপ্তিস্মের পরে দীক্ষাপ্রার্থীদের কাছে নিজের রক্তের পাত্র নিবেদন করবেন।

২) বিশপ জন বাপ্তিস্মের বিবিধ নাম উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেন, তথা নবজন্ম দানকারী জলপ্রক্ষালন, আলোপ্রাপ্তি, বাপ্তিস্ম, পরিচ্ছেদন ও ক্রুশ।

৩) নবজন্ম দানকারী জলপ্রক্ষালন বাহ্যিক অশুচিতা থেকে শুধু নয়, পাপের কলুষ থেকেই বিশেষভাবে মানুষকে ধৌত করে;

৪) প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ এমন কুস্তি ব্যায়ামাগারের মত যাতে তারা দিয়াবলের সমস্ত ফন্দি-ফিকির শিখতে পারে; তারা বিশেষভাবে ঈশ্বরনিন্দা, অশ্লীল ভাষা, পরনিন্দা, ন্যায্য ও মিথ্যা শপথ এড়াবার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

৫) অবশেষে বিশপ জন শপথ কু-অভ্যাস ক্ষেত্রে নানা পরামর্শ প্রদান করেন।

বাপ্তিস্ম যে পাপক্ষমা দানকারী জলপ্রক্ষালন নয় কিন্তু নবজন্ম দানকারী জলপ্রক্ষালন বলে অভিহিত।
আলোপ্রত্যাশীদের উদ্দেশ করা কাতেখেসিস।

মিথ্যা শপথ যে বিপজ্জনক তা শুধু নয়, সত্য শপথও বিপজ্জনক

১। আহা, আমার নব ভাইদের ভিড় আমি কেমন ভালবেসেছি ও বাসনা করেছি। কেননা তোমাদের জন্মক্ষণের আগেই আমি তোমাদের ভাই বলে সম্বোধন করছি, ও

তোমরা এখনও সঞ্জাত না হলেও তবু আমাদের মধ্যকার আত্মীয়তায় আমি আনন্দিত। যেহেতু আমি জানি ও ভালই বুঝি তোমাদের কেমন মহৎ সম্মান ও মহৎ রাজ্যে প্রবিষ্ট করা হবে, তবু আমি তাই করতে যাচ্ছি যা লোকে তখনই করে যখন একটা মানুষ রাজত্ব করার অধিকার গ্রহণ করতে উদ্যত। তেমন মানুষ সেই সকলেরই দ্বারা সম্মানিত যারা, যদিও সেই মানুষ এখনও সেই অধিকার প্রাপ্ত হয়নি তবু তার কাছে প্রণতি দেখানোর মধ্য দিয়ে নিজেদের জন্য তাঁর ভাবী প্রসন্নতা অর্জন করতে প্রত্যাশী। আমাকে এখন তেমনটা করতে দাও, কারণ তোমরা হীন কোন আধিপত্যে নয় কিন্তু প্রকৃত রাজ্যেই; কোন একটা রাজ্যেও নয় কিন্তু প্রকৃত স্বর্গরাজ্যেই প্রবিষ্ট হবে। তাই আমি তোমাদের অনুনয় করি ও অনুরোধ করি: যখন তোমরা সেই রাজ্যে প্রবেশ করবে তখন যেন আমার কথা মনে রাখ।

২। যোসেফ যেমন ফারাওর প্রধান পানপাত্রবাহককে বলেছিলেন, *যখন আপনার মঙ্গল হবে, তখন আমাকে স্মরণ করবেন* (১), তেমনি আমি তোমাদের বলছি, যখন তোমাদের মঙ্গল হবে, তখন আমাকে স্মরণ কর। যোসেফ যেমন করেছিলেন, আমি সেইমত একটা স্বপ্নের অর্থ উদ্ঘাটন করার প্রতিদান হিসাবে তা যাচনা করছি না। আমি তো তোমাদের জন্য স্বপ্নের অর্থ দেবার জন্য আসিনি, কিন্তু স্বর্গীয় বিষয় বর্ণনা করতে ও এমন আশীর্বাদের শুভসংবাদ দিতে এসেছি যা কোন চোখ এখনও দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়-মনেও এখনও ভেসে ওঠেনি। যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এমন কিছুই প্রস্তুত করেছেন (২)। যোসেফ সেই মিশরীয় পানপাত্রবাহককে বলেছিলেন, *তিন দিনের মধ্যে ফারাও আপনাকে নিজের প্রধান পানপাত্রবাহক পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে* (৩); আমি তো তোমাদের বলছি না, তিন দিনের মধ্যে তোমরা রাজার পানপাত্রবাহক হবে, কিন্তু বলছি, ত্রিশ দিন পরে (৪) ফারাও নয়, স্বর্গের রাজাই তোমাদের সত্যকার উর্ধ্বস্থিত মাতৃভূমিতে, সেই স্বাধীনা যেরুশালেমে, স্বর্গে স্থিত সেই শহরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। যোসেফ বলেছিলেন, ‘আপনি ফারাওর হাতে পানপাত্র আবার তুলে দেবেন’; আমি তো বলছি না, তোমরা রাজার হাতে পানপাত্র তুলে দেবে, কিন্তু বলছি, রাজা নিজেই তোমাদের হাতে সেই ভয়ঙ্কর পানপাত্র তুলে দেবেন যা প্রচুর প্রতাপে পূর্ণ ও যেকোন সৃষ্টবস্তুর চেয়ে মূল্যবান।

৩। যে দীক্ষিত, সে এই পানপাত্রের শক্তি জানে, ও কিছুক্ষণ পরে তোমরাও তা জানবে। তাই যখন তোমরা সেই রাজ্যে আসবে, যখন রাজ-সজ্জা গ্রহণ করবে, যখন সেই বেগুনি কাপড়ে পরিবৃত হবে যা প্রভুর রক্তে সিঞ্চিত হয়েছিল, যখন তোমরা সেই কিরীট মাথায় দেবে যার দীপ্তি চার দিকে এমন উজ্জ্বলতায় ঝাঁপ দেয় যা সূর্যের রশ্মিমালার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তখন তোমরা আমাকে স্মরণ কর। কেননা এগুলোই বরের দানগুলো, যা আমাদের যোগ্যতার চেয়ে মহত্তর কিন্তু তাঁর কৃপার যোগ্য।

যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করে, সেই প্রসঙ্গে[৫]

৪। অতএব, তোমরা পবিত্র বাসরে প্রবেশ করার আগে আমি ইতিমধ্যে তোমাদের সুখী বলে গণ্য করছি। আমি তোমাদের শুধু সুখী বলে গণ্য করছি না, কিন্তু তোমাদের সদিচ্ছার প্রশংসা করছি, কারণ শিথিল মানুষদের বৈষম্যে তোমরা তোমাদের জীবনের অন্তিমক্ষণে বাপ্তিস্মের কাছে এগিয়ে আস না। না, প্রভুর প্রতি প্রচুর সদিচ্ছার সঙ্গে বাধ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত এমন বিশ্বস্ত দাসের মত তোমরা তো এখন তোমাদের প্রাণের ঘাড় সেই জোয়ালে বশীভূত করায় মহৎ সদ্‌গুণ ও তৎপরতা দেখিয়েছ; তোমরা সেই মঙ্গলকর জোয়াল গ্রহণ করে নিয়েছ, ও সেই লঘুভার বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছ।

৫। যারা মৃত্যু-শয্যায় দীক্ষিত হয়, যদিও অনুগ্রহ তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য সমান, তবু বেছে নেওয়াটা ও প্রস্তুতিও এক নয়। তারা শয্যায়, কিন্তু তোমরা তো আমাদের সবার সাধারণ মাতা সেই মণ্ডলীর ক্রোড়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর; তারা বিলাপ ও কান্নাকাটির মধ্যে, কিন্তু তোমরা আনন্দোল্লাসের মধ্যেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর; তারা হাহাকার করছে, কিন্তু তোমরা ধন্যবাদ-স্তুতি জাগিয়ে তুলছ; তাদের উচ্চ জ্বর তাদের অজ্ঞান অবস্থায় রাখে, কিন্তু তোমরা আধ্যাত্মিক আনন্দের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

৬। তাই তোমাদের ক্ষেত্রে সবই সেই দানের উপযুক্ত, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে সবই সেই দানের বিপরীত। কেননা মরণাপন্ন মানুষ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে করতে কাঁদে, তার ছেলেমেয়েরা তার পাশে চোখের জল ফেলে, তার দাস-দাসীর চোখ অশ্রুজলে পূর্ণ, ও গোটা বাড়ি শীতকালীন দিনের বিষণ্ণতার ভাব প্রকাশ করে।

৭। কিন্তু তুমি যদি মরণাপন্ন মানুষের অন্তর উন্মুক্ত কর, তবে তুমি দেখবে, উপস্থিতজনদের বিষণ্নতার চেয়ে তা আরও বিষণ্ন। যেমন নানা বাতাস ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে একে অপরের বিরুদ্ধ সজোরে আঘাত হানে, তেমনি যে ভয়ঙ্কর বিষয়াদির চিন্তা-ভাবনা সেই অসুস্থ মানুষকে ঘেরে সেই সমস্ত চিন্তা তার প্রাণের উপরে পড়ে ও তার মন বহু দুশ্চিন্তায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। যখন সে নিজের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকায়, তখন সে ভাবে, তারা এতিম হবে; যখন সে স্ত্রীর দিকে তাকায়, তখন সে তাকে বিধবাই দেখে; যখন সে দাস-দাসীর দিকে তাকায়, তখন সে ভাবে তার বাড়ি কেমন নির্জন হয়ে পড়বে; যখন সে পুনরায় নিজের কথা ভাবে, তখন তার বর্তমান জীবন স্মরণ করে, এবং যেহেতু সে তা থেকে বিদীর্ণ হতে যাচ্ছে, সেজন্য দেখে, সে হতাশার ঘন মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন। যে দীক্ষিত হতে যাচ্ছে তার প্রাণের অবস্থা ঠিক তাই।

৮। সেসময়, তেমন গোলমাল ও বিভ্রান্তির মধ্যে যাজক এসে পড়েন, ও তাঁর আগমন জ্বরের চেয়ে মহত্তর ভয়ের উৎস হয় ও অসুস্থ মানুষের আত্মীয়স্বজনদের কাছে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন লাগে। যখন যাজক প্রবেশ করেন, তখন, চিকিৎসক যখন বলেছিলেন, তিনি রোগীর জীবন বিষয়ে সব আশা ত্যাগ করেছিলেন, এটার চেয়ে সেই আত্মিয়স্বজনদের হতাশা আরও বেশি গভীরতর। এইভাবে, যিনি অনন্ত জীবনের প্রতীক, সেই যাজক মৃত্যুর প্রতীক হয়ে ওঠে।

৯। কিন্তু আমি এসমস্ত অনিস্টের শীর্ষচূড়ায় এখনও আসিনি। তার প্রাণ সময় সময় লাফিয়ে ওঠে ও তার দেহ ত্যাগ করে, সেই একই সময় যখন আত্মিয়স্বজন কোলাহল করছে ও তার শেষ নিশ্বাসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যদিও তার প্রাণ তখনও দেহে উপস্থিত। দীক্ষিত হতে যাচ্ছে যে মরণাপন্ন ব্যক্তি যখন অজ্ঞান ও কাঠ বা পাথরের মত অবশ হয়ে রয়েছে ও একটা লাশ থেকে কোনও ভাবে ভিন্ন নয়; যখন সে উপস্থিত যারা তাদের আর চেনে না, তারা যা বলে সে তাও শোনে না; যখন সে সেই উত্তরও উচ্চারণ করতে পারে না যা দ্বারা সে বিশ্বপ্রভুর সঙ্গে সুখময় সংস্পর্শে প্রবেশ করবে, তখন দীক্ষা থেকে সে কেমন উপকার পাবে?

১০। যে কেউ সেই পবিত্র অনুষ্ঠানরীতি ও ভয়ঙ্কর রহস্যগুলি গ্রহণ করতে উদ্যত, তার পক্ষে হওয়া উচিত সচেতন ও একেবারে সজাগ, পার্থিব সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে

শোধিত, মিতাচারিতা ও ধর্মাগ্রহে প্রচুরভাবে পরিপূর্ণ। তাঁর পক্ষে উচিত, মন থেকে সেই সমস্ত চিন্তা দূর করে দেওয়া যা রহস্যগুলির কাছে বিজাতীয়, ও নিজের ঘর সবদিক দিয়ে পরিষ্কার ও প্রস্তুত করা, ঠিক যেন সে গৃহে সম্রাটকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এইভাবেই তোমাদের মন প্রস্তুত করতে হবে, এগুলোই হওয়া উচিত তোমাদের চিন্তা, এটাই হওয়া উচিত তোমাদের ইচ্ছার সঙ্কল্প। তারপর, এই উত্তম সঙ্কল্পের জন্য সেই যোগ্য প্রতিদান লক্ষ কর যা ঈশ্বরের কাছ থেকে দাবীকৃত, কেননা যারা তাঁকে শুনতে প্রস্তুত, তিনি প্রতিদানে যা দান করেন, সেই উদার দানগুলো দানে তিনি তাদের অতিক্রম করেন।

১১। যেহেতু এটা প্রত্যাশিত যে, দাস-দাসী নিজ নিজ দেয় অবদান রাখবে, সেজন্য আমরা আমাদের দেয় অবদান রাখব; কিন্তু এটাই লক্ষণীয় যে, আমরা অবদান হিসাবে যা দেব, তা আমাদের নয়, প্রভুরই সম্পদ। কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি? আর যখন পেয়েছ, তখন কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি?* (৬)। আমি এটাই সর্বপ্রথমে বলতে ইচ্ছা করছিলাম। কেন আমাদের পিতৃগণ বছরের অবশিষ্টাংশ কাল পার হন ও এমনটা আদেশ করেন, যেন মণ্ডলীর সন্তানেরা এই বিশেষ কালে দীক্ষিত হবে? এবং আমরা তোমাদের প্রশিক্ষিত করার পর কেনইবা তাঁরা তোমাদের জুতো ও কাপড় সরিয়ে দেন ও অপশক্তি বিতাড়কের কথা শুনতে তোমাদের খালি পায়ে ও ক্ষুদ্র একটামাত্র কাপড় বাদে উলঙ্গ অবস্থায় পাঠান? তাঁরা যে তেমন পোশাক ও কাল নির্দিষ্ট করেছেন, তা অকারণ ও উদ্দেশ্যবিহীন ব্যাপার নয়, বরং এই পোশাক ও কালের জন্য রহস্যময় [সাক্রামেন্তীয়] ও গুপ্ত কারণ আছে, এবং আমি তা তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা করছিলাম। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, আর একটা কারণ রয়েছে যা অন্য ও আরও বেশি প্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করতে আমাকে বাধ্য করছে। কারণ আমাকে তোমাদের বলতে হবে সেই বাপ্তিস্ম কি, কেন বাপ্তিস্ম আমাদের জীবনে এসেছে, ও কেমন মূল্যবান হল সেই আশীর্বাদ যা সেই বাপ্তিস্ম বহন করে।

নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন হিসাবে বাপ্তিস্ম

১২। তোমরা ইচ্ছা করলে, তবে আমাকে প্রথমে সেই নামগুলো বলতে দাও যা আমরা এই রহস্যময় [সাক্রামেন্তীয়] শুচিকরণকে দিই, কেননা সেটার একটামাত্র নাম নেই কিন্তু সেটার ক্ষেত্রে বহু ও বিবিধ নাম ব্যবহৃত। এই শুচিকরণ নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন বলে অভিহিত। ধন্য পল বলেন, *তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে* [৭]। তা আলোপ্রাপ্তিও বলা হয় [৮], এবং পুনরায় ধন্য পলই তা এই নামে অভিহিত করেন। কিন্তু *তোমরা আগেকার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করতে হয়েছিল* [৯]। আরও, *যারা একবার আলোপ্রাপ্ত হয়েছে, স্বর্গীয় দানের স্বাদ পেয়েছে, আর তা সত্ত্বেও সরে পড়েছে, মনপরিবর্তনের দিকে চালিত ক'রে তাদের দ্বিতীয়বারের মত নবীকৃত করা সম্ভব নয়* [১০]। তা বাপ্তিস্মও বলা হয়, কারণ *তোমরা যারা খ্রিষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ* [১১]; তা সমাধিও বলা হয়, কারণ *যিশুতে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি* [১২]; তা পরিচ্ছেদও বলা হয়, *তাঁর মধ্যে তোমরা পরিচ্ছেদিতও হয়েছ, কিন্তু এমন পরিচ্ছেদন যা মানুষের হাতে সম্পাদিত নয়, যা মাংসময় দেহ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাধিত নয়, কিন্তু খ্রিষ্টেরই প্রকৃত পরিচ্ছেদন গ্রহণ করেছ* [১৩]; তা ক্রুশ বলে অভিহিত, *আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয়* [১৪]।

১৩। আরও ক'টা নাম উল্লখ করা যেতে পারত, কিন্তু ঈশ্বরের এই অনুগ্রহদানের বিবিধ নাম বিষয়ে সমস্ত সময় ব্যয় না করার জন্য, এসো, আমরা এই নামগুলোর প্রথম নামেই ফিরে যাই ও সেটার অর্থ বিষয়ক আলোচনা শেষ করি। তবু আগে এসো, আমাদের উপদেশের লক্ষ্য বিস্তারিত করি। যে 'শুচিকরণের' সঙ্গে সকল মানুষ পরিচিত, তা হল জলপ্রক্ষালন, যা সাধারণত দেহের মলিনতা শোধন করে। ইহুদীদের বাপ্তিস্মও রয়েছে যা জলপ্রক্ষালনের চেয়ে অনেক বেশি গাম্ভীর্যপূর্ণ কিন্তু অনুগ্রহের জলপ্রক্ষালনের চেয়ে হীনতর। এই জলপ্রক্ষালন দেহের মলিনতা ধৌত করে বটে, কিন্তু কেবল দেহের মলিনতা শুধু সরিয়ে দেয় না বরং দুর্বল বিবেককে আঁকড়ে থাকে।

১৪। বহু জিনিস আছে যা প্রকৃতিতেই অশুচি, কিন্তু, বিবেক দুর্বল হওয়ায়ই সেগুলো অশুচি হয়। শিশুদের চোখে মুখোশ, ও প্রকৃতিতে ভয়ঙ্কর নয় এমন বাকি সমস্ত জুজুভূত, এসবগুলো শিশুদের কাছে ভয়ঙ্কর লাগে, কারণ শিশুরা প্রকৃতিগত ভাবেই দুর্বল। আমি যা উল্লেখ করেছি, সেগুলোর বেলায়ও সেইমত। উদাহরণ স্বরূপ, লাশ স্পর্শ করা প্রকৃতিগত দিক দিয়ে অশুচি নয়, কিন্তু যখন তা দুর্বল বিবেকের বেলায় ঘটে তখন লাশ যে স্পর্শ করে তা তাকে অশুচি করে। বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যিনি, সেই স্বয়ং মোশি তখনই স্পষ্ট দেখিয়েছিলেন যে, লাশ স্পর্শ করা প্রকৃতি অনুসারে অশুচি কর্ম নয় যখন তিনি যোসেফের দেহ বহন করেছিলেন কিন্তু শুচি হয়ে থেকেছিলেন।

১৫। তাই, প্রকৃতি থেকে আগত নয় কিন্তু বিবেকের দুর্বলতা থেকেই আগত এই অশুচিতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে প্রেরিতদূত পল বলেন, *কোন কিছুই প্রকৃতপক্ষে অশুচি নয়; কিন্তু যে যা অশুচি বলে মনে করে, তারই পক্ষে তা অশুচি* (১৫)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, অশুচিতা জিনিসের প্রকৃতি থেকে নয়, কিন্তু মনের দুর্বলতা থেকে আসে? আরও, *সব কিছুই শুচি বটে, কিন্তু যে যা খেলে হোঁচট খায়, তার পক্ষে তা মন্দ* (১৬)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, খাওয়াটা নয়, কিন্তু পরের হোঁচট খাওয়ার মধ্য দিয়ে খাওয়াটাই অশুচিতার কারণ হয়।

ইহুদীদের জলপ্রক্ষালন ও বাপ্তিস্মের মধ্যকার পার্থক্য

১৬। উপরোল্লিখিত কথা সেই বাহ্যিক কালিমা দেখায় যা ইহুদীদের জলপ্রক্ষালন দ্বারা ধোশন করা হত। তথাপি, অনুগ্রহের জলপ্রক্ষালন তেমন বাহ্যিক কালিমা সরিয়ে দেয় না কিন্তু দেহের প্রকৃত অশুচিতা ও যে কালিমা প্রাণের উপরে দেওয়া হয়েছে তাই সরিয়ে দেয়। যারা কোন মৃত দেহ স্পর্শ করেছে তাদের নয়, কিন্তু যারা মৃত্যুময় কর্ম স্পর্শ করেছে, বাপ্তিস্ম তাদেরই শুচি করে। যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, বা ব্যভিচারী, বা পৌত্তলিক, বা অপকর্মা, বা সমস্ত মানব দুষ্টতার মধ্যে বাস করে এমন মানুষও জলপ্রক্ষালনে নেমে যাবার পর ঐশ্বরিক জল থেকে সূর্যের রশ্মিমালার চেয়েও আরও বেশি শুচি অবস্থায় বের হয়।

১৭। তুমি যেন না মনে কর, আমি দম্ভভরা কথা বলছি, সেজন্য শোন সেই পল এই জলপ্রক্ষালন বিষয়ে কি বলেন, *তোমরা একথা জান না যে, দুর্জনেরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না? নিজেদের ভুলিয়ো না: যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মদ্যপায়ী, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না* (১৭)। হয় তো তোমরা জিজ্ঞাসা করবে, আপনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে একথার সম্পর্ক কি? আমরা যা খোঁজ করছি তথা এই জলপ্রক্ষালনের শক্তি যে এসমস্ত পাপ শোধন করে, সেটাই দেখান। তবে এই বচন শোন; পল বলেন, *আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যিশু খ্রিষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে* (১৮)।

১৮। আমরা কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের এটা দেখাব যে, যারা এই জলপ্রক্ষালনে প্রবেশ করে তারা সমস্ত ব্যভিচার থেকে ধৌত হয়, কিন্তু আমাদের আলোচনা এর চেয়ে বেশি প্রমাণ করেছে, তথা, তারা কেবলমাত্র ধৌত হয় না, কিন্তু পবিত্র ও ধর্মময়ও হয়ে ওঠে। কেননা পল শুধু বলেননি, 'তোমরা ধৌত হয়েছ', কিন্তু এটাও বললেন, 'তোমরা পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে'।

১৯। সেই ধর্মময়তা-লাভ যে শ্রম বা ঘাম বা সৎকর্ম ছাড়াই উৎপন্ন হয়, এর চেয়ে অপ্রত্যাশিত কি থাকতে পারে? কেননা এই ঐশ্বরিক দানের কৃপা এমন যে, তা মানুষকে ঘাম ছাড়াই ধর্মময় করে তোলে। যদি সম্রাট থেকে আগত একটা পত্র স্বল্প কথায় বহু অভিযোগে দায়বদ্ধ মানুষদের মুক্ত করে দেয়, এমনকি অন্য মানুষদের উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করে, তাহলে মহত্তর কারণে, যিনি সবই করতে সক্ষম, ঈশ্বররর সেই পবিত্র আত্মা সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবেন, আমাদের প্রচুর ধর্মময়তা মঞ্জুর করবেন ও আমাদের আশ্বাস দিয়ে পূর্ণ করবেন। যেমন হা করা সাগরের মাঝখানে পড়া একটা উল্কা সাথে সাথে নিভে যায়, ও জলরাশিতে নিমজ্জিত হলেই অদৃশ্য হয়, তেমনি ভাবে, যখন সমস্ত মানব শঠতা ঐশ জলপ্রক্ষালনে পড়ে, তখন নিমজ্জিত হয়, ও যে উল্কার কথা আমি উল্লেখ করেছি, সেটার চেয়েও আরও বেশি দ্রুতভাবে ও সহজে অদৃশ্য হয়।

২০। হয় তো কেউ বলবে, যখন এই জলপ্রক্ষালন আমাদের সমস্ত পাপ মুছিয়ে দেয়, তখন কেন নবজন্ম দানকারী জলপ্রক্ষালনের চেয়ে তা পাপক্ষমা দানকারী জলপ্রক্ষালন বা শোধনকারী জলপ্রক্ষালন বলে অভিহিত হয় না? কারণটা হল এ যে, তা আমাদের দোষত্রুটি এমনিই ধৌত করে না, কিন্তু এমনটা করে আমরা কেমন যেন নবজন্মই লাভ করি। কেননা সেই জলপ্রক্ষালন আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করে ও পুনরায় নির্মাণ করে: মাটি থেকে আমাদের গ'ড়ে সেইভাবে নয়, কিন্তু ভিন্ন উপাদান থেকে তথা জলের প্রকৃতি থেকেই আমাদের সৃষ্টি করে।

বাপ্তিস্ম আমাদের স্বরূপকে সম্পূর্ণ রূপে নবীকৃত করে

২১। এই জলপ্রক্ষালন এমনিই পাত্রটা ধৌত করে না, কিন্তু গোটা বস্তুটা নতুন করে গলিয়ে দেয়। একটা পাত্র মুছে ফেলা হলে ও সতর্কতা সহকারে পরিষ্কার করা হলে পর তবু পাত্রটা যা, তা সেই চিহ্ন তখনও বহন করে ও সেই মলিনতার দাগ তখনও বহন করে। কিন্তু তা যখন ঢালাইকুণ্ডে ফেলা হয় ও আগ্নিশিখা দ্বারা নবীকৃত হয়, তখন সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে দেয়, ও যখন হাপর থেকে বের হয় তখন নতুন করে ঢালাই করা পাত্রের মত একই জ্বলজ্বলে দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়।

২২। যখন একটা মানুষ এমন সোনার মূর্তি ঢালাই করে যা বছরগুলোর ময়লায়, ধোঁয়ায়, মলিনতায় ও মরচেতে নোংরা হয়েছে, তখন সে তা একেবারে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল অবস্থায় আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়। তেমনি ভাবে, যখন আমাদের স্বরূপ পাপের মরচের কারণে জং-ধরা অবস্থায় আছে, যখন আমাদের দোষত্রুটি তা প্রচুর ঝুলকালিতে ঢেকেছে, যখন সেই স্বরূপ সেই সৌন্দর্য ধ্বংস করেছে যা ঈশ্বর শুরুতে সেটার মধ্যে রেখেছিলেন, তখন ঈশ্বরও আমাদের সেই স্বরূপকে নেন ও নতুন করে তা ঢালাই করেন। তিনি তা হাপরেই যেন সেই জলে নিক্ষেপ করেন, এবং আগুনের শিখার বদলে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহকেই সেটার উপরে পড়তে দেন। পরে তিনি হাপর থেকে নতুন করে ঢালাই করা পাত্রের মত আমাদের বের করেন যেন আমাদের উজ্জ্বলতার সঙ্গে সূর্যের রশ্মিমালার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। তিনি পুরানো মানুষকে টুকরো টুকরো

করে ফেলেছেন, কিন্তু এমন মানুষ উৎপন্ন করেছেন যে পুরানোটার চেয়ে উজ্জ্বলতর ভাবে দীপ্তিমান।

২৩। পুরাকালের সামসঙ্গীত-রচয়িতা তখনই এই ধ্বংসন ও এই রহস্যময় [সাক্রামেন্তীয়] শোধনের দিকে ইঙ্গিত করলেন যখন বললেন, *তুমি কুমোরের পাত্রের মতই ওদের টুকরো টুকরো করবে* [১৯]। এবং তিনি যে সেই বিশ্বস্তজনের কথা বলছেন, তা আগের একটা বচন দ্বারা তখনই স্পষ্ট করা হয় যখন তিনি বলেন, *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম। আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার, পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ* [২০]। তুমি কি দেখতে পেয়েছ তিনি কেমন করে বিজাতীয়দের মধ্য থেকে আসা মণ্ডলীর কথা স্মরণ করে খ্রিষ্টের মণ্ডলী বিষয়ে তা সারা জগতে বিস্তৃত মণ্ডলী বলে বর্ণনা করলেন? পরে তিনি বলে চলেন, *লৌহদণ্ড দ্বারা তুমি ওদের শাসন করবে', ভারী নয় কিন্তু শক্ত একটা লৌহদণ্ড দ্বারা, কেমন যেন তুমি কুমোরের পাত্রের মতই ওদের টুকরো টুকরো কর* [২১]।

২৪। লক্ষ কর, জলপ্রক্ষালনটা এক প্রকার রহস্যময় [সাক্রামেন্তীয়] অর্থে অনুধাবন করা হচ্ছে, কেননা তিনি মাটির একটা পাত্রের কথা নয় কিন্তু কুমোরেরই একটা পাত্রের কথা বলছেন। কিন্তু এটাও লক্ষ কর, কেননা যখন পোড়া মাটির একটা পাত্র টুকরো করা হয়, তখন সেটার স্থায়ী কঠিনতার কারণে পুনরায় সংযুক্ত করা সম্ভব নয়, এমন কঠিনতা যা মাটি আগুন থেকেই নিয়েছিল। অন্য দিকে, কুমোরের পাত্র পোড়া মাটি দিয়ে গড়া নয়, ভেজা মাটি দিয়েই গড়া। ফলত, পাত্রটা বিকৃত হয়ে গেলে সেটাকে কারিগরের নৈপুণ্য দ্বারা অন্য রূপ দেওয়া যেতে পারে।

২৫। যখন পবিত্র শাস্ত্র অনিবার্য দুর্যোগের কথা বলে, তখন কুমোরের পাত্রের কথা বলে না কিন্তু পোড়া মাটিরই তেরী পাত্রের কথা বলে। কেননা যখন ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন, তিনি তাঁর নবীকে ও যে ইহুদীরা নগরকে অনিবার্য ধ্বংসের হাতে তুলে দিয়েছিল, তাদেরও উপদেশ দেবেন, তখন যেরেমিয়াকে আজ্ঞা দিলেন, তিনি যেন পোড়া মাটির একটা ঘট নেন, ও সমস্ত জনগণের সামনে তা ভেঙে ফেলে বলেন, *নগরী এইভাবে ধ্বংসিত হবে ও টুকরো টুকরো করা হবে* [২২]।

২৬। কিন্তু, যখন ঈশ্বর জনগণের উপরে আশা প্রসারিত করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি নবীকে একটা কুমোরের কারখানায় চালনা করে পোড়া মাটির নয় কিন্তু কাদা মাটির তৈরি এমন একটা পাত্র তাঁকে দেখালেন যা কুমোরের হাত থেকে পড়েছিল, এবং বললেন, *যখন এই কুমোর মাটিতে পড়া পাত্রটা তুলে নিয়ে তার আগেকার রূপে ফিরিয়ে আনল, তখন মহত্তর কারণে, তোমরা পতিত হলে পর আমি কি তোমাদের পুনরায় সঠিক করতে পারব না?* [২৩]। সুতরাং, ঈশ্বরের পক্ষে জলপ্রক্ষালন দ্বারা আমাদের সংস্কার করা সম্ভব কারণ আমরা কাদা মাটি, কিন্তু, [পবিত্র] আত্মার কর্ম গ্রহণ করার পর আমরা পিছলে পড়ার পরেও তিনি অকপট মনপরিবর্তন দ্বারা আগেকার অবস্থায় আমাদের ফিরিয়ে আনতে পারেন।

দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রশিক্ষণ

২৭। কিন্তু এটা মনপরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা শুনবার সময় নয়, বরং তোমাদের জন্য সেই সময় কখনও না আসুক যখন তোমাদের পক্ষে সেই প্রতিকার দরকার হবে; কিন্তু তোমরা যে সৌন্দর্য ও দীপ্তি গ্রহণ করতে যাচ্ছ যেন সবসময় তাতে বসবাস করতে পার ও শুচি অবস্থায় তা রক্ষা করতে পার। তোমরা যেন তাতে সবসময় বসবাস করতে পার, সেই লক্ষ্যে আমাকে তোমাদের জীবনাচরণ সম্পর্কে দু'টো কথা বরতে দাও।

২৮। কুস্তি ব্যায়ামাগারে ভুল ব্যায়ামবিদদের জন্য বিপজ্জনক নয়, কেননা কুস্তি একই ব্যায়ামাগারের মানুষদের সঙ্গে হয়, ও তারা প্রশিক্ষকদের সঙ্গেই চর্চা করে। কিন্তু যখন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার দিন আসে, যখন রঙ্গভূমি খোলা, যখন দর্শকেরা ক্রিড়াঙ্গনের উপরে বসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিচারক নিকটবর্তী, তখন অলস যারা তাদের, হয় পড়ে গিয়ে গভীর অসম্মানে ক্রিড়াঙ্গন ছেড়ে চলে যেতে হবে, না হয় শক্তি যোগাড় করে মালা ও পুরস্কার জয় করতে হবে।

২৯। একই প্রকারে তোমাদেরও জন্য হয়: এই ত্রিশ দিন হল কোন একটা কুস্তি ব্যায়ামাগারে চর্চা ও দৈহিক অনুশীলনের দিন। এসো, এই দিনগুলোতে শিখে নিই কি ভাবে আমরা সেই ধূর্ত অপদুতের উপরে প্রাধান্য অর্জন করতে পারি। বাপ্তিস্মের পরে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কাপড় ছেড়ে দিতে যাচ্ছি; কুস্তি-অঙ্গনে ও

লড়াইতে সেই হবে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এসো, এই প্রশিক্ষণ কালে তার প্রিয় কায়দা, তার দুর্বলতার উৎস, ও কেমন করে সে আমাদের সহজে ক্ষতি করতে পারে এই সবকিছু শিখে নিই। পরে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসে উপস্থিত হলে আমরা তার দ্বারা অপ্রস্তুত বা শঙ্কিত অবস্থায় ধরা পড়ব না; তেমনটাই হত যদি আমরা নতুন কুস্তি কায়দার সামনে দাঁড়াতাম; কিন্তু, যেহেতু আমরা নিজেদের মধ্যে চর্চা করেছি ও তার যত চালাকি শিখে ফেলেছি, সেজন্য লড়াইতে আশ্বাস ভরে তার সঙ্গে সংগ্রাম করব।

কথাবার্তায় পাপকর্ম

৩০। দিয়াবল সর্বতভাবে, কিন্তু বিশেষভাবে আমাদের জিহ্বা ও মুখের মধ্য দিয়েই আমাদের ক্ষতি করতে সচেষ্ট, কেননা আমাদের প্রতারণা ও ধ্বংস করার লক্ষ্যে সে শৃঙ্খলাহীন জিহ্বা ও কখনও বন্ধ নয় এমন মুখের চেয়ে অন্য উপযোগী অস্ত্র পায় না। এ উৎস দু'টো থেকে আমাদের উপরে বহু দুর্যোগ ও ভারী অভিযোগ পড়ল। জিহ্বা দিয়ে পাপ করা যে কেমন সহজ, অনুপ্রাণিত একজন লেখক তা স্পষ্ট করলেন যখন বললেন, *অনেকে খড়্গের আঘাতে মারা পড়ল, কিন্তু আরও বেশি মারা পড়ল জিহ্বার কারণে* (২৪)।

৩১। এবং এধরনের পাপ যে কেমন গুরুতর, তা দেখাতে গিয়ে সেই একই লেখক অন্যত্র বললেন,'*জিহ্বার কারণে পিছলে পড়ার চেয়ে মেঝেতে পিছলে পড়া ভাল* (২৫), যার অর্থ হল, একটা কথা উচ্চারণের ফলে প্রাণকে ধ্বংস করার চেয়ে পতনের ফলে দেহ ভেঙে যাওয়া ভাল। তিনি শুধু সেই পাপেরই কথা বলেন এমন নয়, কিন্তু এতেও উপদেশ দেন যেন হোঁচট খাওয়া বিষয়ে মহৎ সতর্কতা রাখি; তিনি বলেন, *তোমার মুখে দরজা ও খিল দাও* (২৬)। অবশ্যই, তিনি এমনটা বোঝাচ্ছিলেন না, আমরা দরজা ও খিল তৈরি করব, কিন্তু বলতে চাচ্ছিলেন, আমরা যেন অর্থহীন কথাবার্তা থেকে আমাদের মুখ সতর্কতা সহ বন্ধ রাখি।

৩২। শাস্ত্রের অন্য একটা স্থান দেখায়, আমরা যদি তেমন বন্য জন্তু [তথা জিহ্বা] নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাই, তাহলে ধর্মাগ্রহ ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার জন্য ও সেই ধর্মাগ্রহ জোরদার করার জন্য আমাদের পক্ষে ঊর্ধ্ব থেকে সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরের

দিকে হাত বাড়িয়ে সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *আমার এ প্রার্থনা তোমার সম্মুখে হয় যেন ধূপের মত, আমার উত্তোলিত দু'হাত হোক সান্ধ্য অর্ঘ্য যেন; প্রভু, বসাও প্রহরী আমার মুখে, রক্ষা কর আমার ঠোঁটের দ্বার* (২৭)। এবং যে নবী একটু আগে আমাদের প্রথম বিপদ-সঙ্কেত দিয়েছিলেন, তিনি পুনরায় বলেন, *কে আমার মুখে রাখবে প্রহরী, আমার ওষ্ঠে উপযোগী সীলমোহর?* (২৮)।

৩৩। তুমি কি লক্ষ করেছ? নবী দু'জনেই জিহ্বাজনিত পাপ ভয় করেন ও সেবিষয়ে অসন্তোষ দেখান, উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন যেন আমরা জিহ্বার উপর শক্ত প্রহরার উপকারিতা অর্জন করি। যখন এই অঙ্গ তেমন সর্বনাশ ঘটায়, তখন কেউ জিজ্ঞাসা করবে, কেন ঈশ্বর আদিতে মানব দেহে তা রাখলেন? কারণ জিহ্বা মহৎ কার্যকারিতাও রাখে। আমরা সতর্ক থাকলে জিহ্বা কোন ক্ষতি ঘটায় না বরং উপকারিতাই আনে। যিনি আগে উপদেশ দিলেন, সেই একই নবীর একথা শোন, *মৃত্যু ও জীবন জিহ্বার হাতে* (২৯)। এবং খ্রিষ্ট একই কথা বলেন যখন বলেন, *তোমার মুখের কথার ভিত্তিতেই তোমাকে ধার্মিক বলে সাব্যস্ত করা হবে, আবার তোমার মুখের কথার ভিত্তিতেই তোমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে* (৩০)।

৩৪। কাজ করার জন্য তৈরী হয়ে জিহ্বা মধ্যস্থানে রয়েছে: তুমিই তার প্রভু। খড়্গও মধ্যস্থানে রয়েছে: শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে তা তোমার নিরাপত্তার অস্ত্র হয়; নিজের ক্ষতি ঘটাবার জন্য তা ব্যবহার করলে তবে সেই লোহা নয়, তোমার নিজের বিধান-লঙ্ঘনই তোমার মৃত্যু ঘটায়। এসো, মধ্যস্থানে স্থিত খড়্গ যেন জিহ্বা বিষয়েও একই যুক্তি প্রয়োগ করি। তোমার নিজের পাপকর্ম বিষয়ে নিজেকে অভিযুক্ত করার জন্য তা ধারালো কর, কিন্তু তোমার ভাইকে বিক্ষত করার জন্য তা ব্যবহার করো না।

৩৫। সুতরাং, ঈশ্বর জিহ্বাকে দ্বিবিধ প্রাচীর দিয়ে ঘিরলেন তথা দাঁতের বন্ধনী ও ঠোঁটের বেষ্টনী, যাতে জিহ্বা তত সহজে ও নির্বোধ ভাবে এমন কথা উচ্চারণ না করে যা উচ্চারণ করা উচিত নয়। তা তোমার মুখের ভিতরেই আটকে রাখ। আর যদি জিহ্বা তেমন ব্যবস্থা পছন্দ না করে, তবে দাঁত দিয়ে তাকে শাস্তি দাও, সেইভাবে যেভাবে তুমি তার দেহকে কামড়াবার জন্য তা ঘাতকের হাতে ছেড়ে দাও। কেননা, যখন জিহ্বাটা দগ্ধ

অবস্থায় থাকবে ও এক বিন্দু জল অন্বেষণ করবে সেই পরবর্তীকালে যখন তেমন সান্ত্বনা বিহীন হবে, সেসময়ের চেয়ে, যখন এখন পাপ করে, সেই এখনই তা কামড়ানো ভাল।

৩৬। জিহ্বা নানা ধরনের পাপ করতে অভ্যস্ত : গালাগালি, ঈশ্বনিন্দা, অশ্লীল কথন, পরনিন্দা, শপথ ও মিথ্যা সাক্ষ্য। আমি আজ একইসময়েই জিহ্বার সমস্ত পাপ গণনা করায় তোমাদের মন অভিভূত করতে ইচ্ছা করি না। সেজন্য আপাতত আমি একটামাত্র বিধি উপস্থান করব : তোমরা যেন শপথ বিষয়ে সতর্ক থাক।

৩৭। আমি এখন তোমাদের একথা বলছি, ও কথা দিচ্ছি, যদি না তোমরা মিথ্যাসাক্ষ্য শুধু নয়, কিন্তু বিধেয় শপথও এড়াও, আমি অন্য বিষয় উত্থাপন করব না। আগের পাঠ ছাত্রদের মনে স্থিতমূল না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকেরা পরবর্তী পাঠে পদার্পণ করেন না। তাই, যে পর্যন্ত তোমরা আগের পাঠ আবৃত্তি করতে সক্ষম না হও, পরবর্তী পাঠ উপস্থাপন করা আমার পক্ষে নির্বোধের কাজ হবে। তা হবে ছিদ্রযুক্ত বালতিতে জল দেওয়ার মত।

৩৮। তাই তোমরা এবিষয়ে খুবই সাবধান থাক, যাতে আমার জিহ্বাকে অতিরিক্ত উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা না দাও। শপথ নেওয়া গুরুতর পাপ, খুবই গুরুতর একটা পাপ। তা এই কারণেই গুরুতর পাপ, কারণ তা গুরুতর পাপ মনে হয় না, এবং আমি এবিষয়ে ভীত, কারণ কেউই এবিষয়ে ভীত নয়। যখন মনে হয় রোগ রোগ নয়, তখনই রোগ নিরাময়ের অতীত। এমনি কথা বলা তা তো অপরাধ নয়, তাই শপথ নেওয়া দেখতে অপরাধ নয়, ও লোকে বিধানবিরুদ্ধ এই পথে পা বাড়াতে যথেষ্ট নিরাপদ বোধ করে। যে কেউ এবিষয়ে তাদের নিন্দা করে, তারা সাথে সাথে হাসে ও ঠাট্টা করে, এই কারণে নয় যে শপথের জন্য তাদের নিন্দা করা হচ্ছে, কিন্তু এই কারণে যে, সে তাদের রোগ নিরাময় করতে ইচ্ছা করে। ফলত তোমরা আমাকে দীর্ঘায়িত ভাবে এবিষয়ে কথা বলতে দাও, কারণ আমি এই অভ্যাস আমূলেই উপড়ে ফেলতে চাই, এই মূল এমন যা খুবই গভীর; তাছাড়া আমি এই অনিষ্ট মুছিয়ে দিতে চাই কারণ তা অনেক দিন ধরেই টিকে রয়েছে।

৩৯। আমি মিথ্যা শপথ সম্পর্কে শুধু নয়, সত্য শপথ সম্পর্কেও কথা বলতে ইচ্ছা করি। কিন্তু একজন বলে, অমুক ভাল মানুষ : তিনি একজন যাজক এবং মিতাচারী ও

ভক্তিসম্মত জীবন যাপন করেন : অথচ তিনি শপথ করেন। তুমি আমার কাছে সেই ভাল, মিতাচারী ও ভক্তপ্রাণ যাজকের কথা বলো না। তুমি ইচ্ছা করলে, তিনি পিতর বা পল বা স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দূত হোন না কেন, এক্ষেত্রেও আমি ব্যক্তি-মর্যাদা গণ্য করি না। শপথ ক্ষেত্রে আমি কোন দাসের বিধি মানি না, কেবল রাজার বিধিই আমি মানি।

৪০। রাজা যা লিপিবদ্ধ করেছেন, যখন আমরা তা পড়ি, তখন দাস যতই উচ্চ পদের অধিকারী হোক, সে চুপ করে থাকুক। তুমি যদি আমাকে বলতে পার যে খ্রিষ্ট শপথ করতে আজ্ঞা করেছেন, অথবা, যে কেউ শপথ করেছিল খ্রিষ্ট তাকে শাস্তি দেননি, তাহলে আমাকে প্রমাণ দাও আর আমি ব্যাপারটা মেনে নেব। কিন্তু এই অভ্যাস থেকে আমাদের দূরে রাখার জন্য যখন তিনি তত সতর্ক আছেন ও এবিষয়ে তেমন সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন যার জন্য শপথকারীকে দিয়াবলের পাশাপাশি রাখেন (তিনিই তো বললেন, *হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না; এর অতিরিক্ত যা, তা সেই ধূর্তজন থেকেই আগত* (৩১)), তখন তুমি অমুক তমুকের কথা উত্থাপন করছ কেন? ঈশ্বর তোমার সহদাসদের অবহেলার জন্য তোমাকে খালাস দেবেন না, কিন্তু তাঁর নিজের বিধান অনুসারেই তোমাকে বিচার করবেন।

৪১। যখন তিনি এই আজ্ঞা দিলেন, তখন আমাদের বাধ্য হতে হয় ও অজুহাত হিসাবে অমুক তমুকের কথা উত্থাপন করতে নেই, অন্য লোকদের অসৎ কাজেও হস্তক্ষেপ করতে নেই। আমাকে বল, যখন মহান দাউদ গুরুতর পাপে লিপ্ত হলেন, তখন পাপ করার ব্যাপারে আমাদের জন্য কি কোন বিপদ নেই? মহত্তর কারণে আমাদের উচিত সতর্ক থাকা ও পুণ্যজনদের সৎকর্ম অনুকরণ করা। আমরা যখন সর্বস্থানেই বিধান সংক্রান্ত অবহেলা ও লঙ্ঘন দেখতে পাই, তখন এসব কিছু থেকে দূরে পালানোতে মহৎ আগ্রহ দেখাতে হবে। আমাদের হিসাব আমাদের সহদাসদের কাছে নয়, কিন্তু প্রভুর কাছেই দেখাতে হবে, ও আমরা আমাদের সমস্ত জীবন পরীক্ষাধীন হবার জন্য তাঁরই কাছে জমা দেব। তাই এসো, সেই আদালতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি। সহস্রবারের অধিকবার বিস্ময়কর ও মহান হয়েও একটা মানুষ যদি ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করে, এই অপরাধের জন্য যে জরিমানা নিরূপিত সে তা শোধ করবেই, কেননা *ঈশ্বর কারও পক্ষপাত করেন না* (৩২)।

শপথ করা এড়ানো

৪২। তবে, কেমন করে ও কেমন উপায়ে এই পাপ এড়ানো সম্ভব? কেননা, এই পাপ যে কেমন গুরুতর, আমাকে শুধু তাই দেখাতে হবে এমন নয়, কিন্তু কেমন করে আমরা তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি আমাকে এই উপদেশও দিতে হয়। তোমার কি স্ত্রী, দাস, ছেলেমেয়ে, বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী আছে? এই পাপগুলোর বিষয়ে সতর্ক হবার জন্য তাদেরই সাহায্যের উপর নির্ভর কর। অভ্যাস জিনিসটা খুবই কঠিন জিনিস; তা ভেঙে দেওয়া ও তা এড়ানো দু'টোই কঠিন কাজ। তা প্রায়ই আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ও আমাদের অজান্তেই আমাদের আক্রমণ করে।

৪৩। তাই, তোমরা অভ্যাসের প্রভাব যত বেশি বোঝ, কু-অভ্যাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য তোমাদের আগ্রহও তত মহত্তর হোক, ও কু-অভ্যাস থেকে সু-অভ্যাসে পার হবার জন্য তোমরা নিজেরাই তত তৈরী হও। তোমরা যখন সেবিষয়ে আগ্রহের সঙ্গে সতর্ক ও সেটার বিপদ এড়াবার জন্য জাগ্রত, যেমন তখনও শপথ-অভ্যাস তোমাদের হোঁচট খাওয়াতে সক্ষম, তেমনি যখন তোমরা শপথ না করার সু-অভ্যাসে পার হও, তখন অবহেলার ফলে বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেও সেই পাপে লিপ্ত হতে আর কখনও পারবে না।

৪৪। অভ্যাস সত্যিই এমন উত্তম জিনিস যা প্রকৃতির প্রভারও রাখে। তাই যাতে আমরা অবিরত বিপন্ন অবস্থায় না থাকি, এসো, অন্য অভ্যাসে পার হই। যারা তোমাদের সঙ্গে জীবনযাপন করে ও যাদের সঙ্গে চলাফেরা কর, তোমরা তাদের এক একজনকে অনুরোধ কর, যেন তারা অনুগ্রহপূর্বক শপথ এড়াবার ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ ও সাবধান বাণী দেয়, ও তুমি সেই পাপে ধরা পড়লে যেন তারা তোমাকে ভর্ৎসনা করে। এমনকি, তোমার উপর তারা যে সতর্কতা রাখে, যথার্থ ভাবে জীবনাচরণ করার ব্যাপারে তা তাদের নিজেদের উপকারেও আসবে। শপথ বিষয়ে যে কেউ অন্যজনকে ভর্ৎসনা করে, সে সেই সর্বনাশা গহ্বরে সহজে পড়বে না।

৪৫। সেই সর্বনাশা গহ্বর তত ছোট নয়: শপথ সামান্য ব্যাপারে নেওয়া হোক বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নেওয়া হোক সেই গহ্বর থেকে যায়। আমরা শাক-সবজি কিনি বা দু' পয়শা নিয়ে তর্কাতর্কি করি বা রাগে দাসদের হুমকি দিই বা যাই করি না কেন আমরা যতবার শপথ করি ততবার আমাদের সাক্ষী হিসাবে সবসময়ই ঈশ্বরকে ডাকি। তেমন

নূনতম ব্যাপারে স্বাধীন একটা মানুষকে বা মহামর্যাদার অধিকারী একটা মানুষকেও বাজারে তোমাদের সাক্ষী হিসাবে ডাকার সাহস তোমাদের হবে না; এবং তেমনটা করতে চেষ্টা করলেও তোমাদের সেই অপমানের জন্য জরিনমানা দিতে হবে। কিন্তু যখন তোমরা বিক্রির জন্য পণ্যের কথা, বা অর্থ বা সামান্য ব্যাপার বিষয়ে কথা বল, তখন তোমরা তো স্বর্গের ঈশ্বর ও দূতদের প্রভুকেই তোমাদের সাক্ষী হবার জন্য জোর করে আন।

৪৬। এ ব্যবহার কেমন সহ্য করা যায়? এই খারাপ অভ্যাস থেকে কি করে নিজেদের মুক্ত করতে পারি? আমি যাদের কথা উল্লেখ করেছি, তাদেরই প্রহরী হিসাবে রাখার মাধ্যমে। তারা আমাদের দোষ সংস্কার করার জন্য নিয়মিত সময় রাখবে, ও সেই সময়ের মধ্যে আমরা নিজেদের সংস্কার না করলে তারা আমাদের শাস্তি দেবে। কত সময় লাগবে? তোমরা সংযমী জীবন যাপন করলে বা খুবই সতর্ক থাকলে বা নিজেদের পরিত্রাণ বিষয়ে মনোযোগী হলে তবে আমি মনে করি না, শপথ কু-অভ্যাস থেকে নিজেদের একেবারে মুক্ত করার জন্য দশ দিনের বেশি সময় লাগবে। কিন্তু, সেই দশ দিন পরে, আমরা শপথ করায় ধরা পড়লে, তবে এসো, নিজেদের উপর শাস্তি স্থির করি ও আমাদের অপরাধের জন্য গুরুতর জরিমানা ও দণ্ড স্থির করি। তবে সেই দণ্ড কি হবে? তা আমি স্থির করব না, কিন্তু আদেশ করছি, তোমরা নিজেরাই অবস্থা-পরিস্থিতি হিসাবে তা স্থির কর।

৪৭। যে বিষয়ে আমরা সম্পর্কিত, সেবিষয়ে আমি ঠিক এইভাবে ব্যবস্থা করতাম, কেবল শপথ বিষয়ে নয়, কিন্তু আমাদের অন্যান্য দোষত্রুটির বিষয়েই তেমনটা করতাম। আমরা এই পাপে পুনরায় পতিত হলে, তবে এসো, অধিক গুরুতর শাস্তির জন্য নিজেরাই একটা সময়কাল স্থির করি; তবেই আমাদের প্রভুর কাছে শুচি হাতে এসে দাঁড়াতে পারব, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের মুক্ত করব ও খ্রিষ্টের আদালতের সামনে সৎসাহসের সঙ্গে দাঁড়াব। আমরা সবাই যেন তেমনটা অর্জন করতে পারি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও দয়া গুণে, যাঁর দ্বারা পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) আদি ৪০:১৪।

(২) ১ করি ২:৯।

(৩) আদি ৪০:১৩।

(৪) ‘ত্রিশ দিন পরে’: এই ত্রিশ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কেবল তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট ছিল যারা পাস্কা রাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সার্বিক কাতেখেসিস কমপক্ষে দুই তিন বছর চলত।

(৫) সেসময় অনেকে বাপ্তিস্ম-গ্রহণ মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করত। বিশপ জন এই প্রথার বিপক্ষে ছিলেন ও এখানে এক্ষেত্রে নিজের মনোভাব উপস্থাপন করেন।

(৬) ১ করি ৪:৭।

(৭) তীত ৩:৫।

(৮) হিব্রু ১০:৩২ দ্রঃ।

(৯) হিব্রু ১০:৩২।

(১০) হিব্রু ৬:৪-৬ দ্রঃ।

(১১) গা ৩:২৭।

(১২) রো ৬:৪।

(১৩) কল ২:১১।

(১৪) রো ৬:৬।

(১৫) রো ১৪:১৪।

(১৬) রো ১৪:২০।

(১৭) ১ করি ৬:৯-১০ দ্রঃ।

(১৮) ১ করি ৬:১১।

(১৯) সাম ২:৯।

(২০) সাম ২:৭-৮।

(২১) সাম ২:৯ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(২২) যেরে ১৯:১১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(২৩) যেরে ১৮:৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(২৪) সিরা ২৮:১৮।

(২৫) সিরা ২০:১৮।

(২৬) সিরা ২৮:২৫।

(২৭) সাম ১৪১:২ দ্রঃ।

(২৮) সিরা ২২:২৭।

(২৯) প্রবচন ১৮:২১।

(৩০) মথি ১২:৩৭।

(৩১) মথি ৫:৩৭।

(৩২) প্রেরিত ১০:৩৪।

১০ম কাতেখেসিস

১০ম কাতেখেসিস (পিকে ২)। আন্তিওখিয়ায়, পাস্কার আগে, ৯ম কাতেখেসিসের ১০ দিন পরে, সম্ভবত ২০শে মার্চ ৩৮৮ সালে উপস্থাপিত কাতেখেসিস।

১) আগের কাতেখেসিসে শ্রোতারা কথা দিয়েছিল, তারা শপথ কু-অভ্যাস এড়াবে; এই কাতেখেসিসে বিশপ জন তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তারা সেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছে কিনা।

২) তারপর তিনি বুঝিয়ে দেন কেন পাস্কাকাল হল বাপ্তিস্মের কাল: বাস্তবিকই পাস্কাকাল হল খ্রিষ্টের জয়লাভের কাল, ও প্রার্থীরা বাপ্তিস্মের পরে খ্রিষ্টের জয়যাত্রায় উজ্জ্বল পোশাকে পরিবৃত হয়ে যোগদান করবে।

৩) বাপ্তিস্ম হল খ্রিষ্টের ক্রুশ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানে সহভাগিতা, সেজন্য প্রার্থীরা এখন থেকেই সেই ক্রুশ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানে খ্রিষ্টের সহভাগী।

৪) পুনরুত্থান করার আগে খ্রিষ্ট কবরে তিন দিন কাটিয়েছেন যাতে দেখাতে পারেন, তিনি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও সত্যিই মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন।

৫) এই পর্যায়ে বিশপ জন শ্রোতাদের বুঝিয়ে দেন, কেন তারা বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে অপশক্তি বিতাড়ন অনুষ্ঠানরীতিতে যোগ দেয়; এর কারণ হল, তারা বন্দি, কিন্তু তাদের এই বন্দিদশা দাসত্বকে মুক্তিতে পরিণত করে ও তাদের প্রকৃত মাতৃভূমি সেই স্বর্গেই চালনা করে। অপশক্তি বিতাড়নে উচ্চারিত বাণী প্রার্থীর প্রাণকে দস্যুর আস্তানা থেকে রাজপ্রাসাদে পরিণত করে ও শয়তানকে দূর করে দেয়।

৬) বিশপ জন পুনরায় শপথ বিষয়ে ফিরে গিয়ে বলেন, শপথ কু-অভ্যাস হল শয়তানের এমন ফন্দি যা কেউই এড়াতে পারে না। তা প্রমাণ করার জন্য তিনি হেরোদ ও হেরোদিয়ার কন্যার কথা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যার পরে প্রার্থীরা শপথ করলে তবে আরও গুরুতর শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু বাপ্তিস্ম তাদের অন্যান্য পাপের সঙ্গে তাদের সমস্ত শপথও মুছিয়ে দেবে।

যদিও আগেকার কাতেখেসিস শপথ সংক্রান্ত ছিল, তবু এই কাতেখেসিস একই বিষয় অনুধাবন করে, তথা, মিথ্যা শপথ করা শুধু নয়, সত্য শপথ করাও সত্যিই দণ্ডনীয়। তাছাড়া, খ্রিষ্ট যে তিন দিন পরে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, এই বিষয়ও অনুধাবন করা হবে।

১। তোমরা কি তোমাদের মুখ থেকে শপথ কু-অভ্যাস দূর করে দিয়েছ? আমি তোমাদের যা বলেছি, তাও ভুলে যাইনি, ও তোমরা এবিষয়ে আমার কাছে যা প্রতিজ্ঞা করেছ তাও ভুলে যাইনি। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে কথা বলেছি ও তোমরা অবশ্যই প্রতিজ্ঞা করেছ; তোমরা বিস্তারিত ভাবে কথা না বললেও তবু আমি যা বলেছিলাম তোমরা তাতে সম্মতি জানিয়েই প্রতিজ্ঞা করেছিলে। কথাবার্তায় উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার চেয়ে এই প্রতিজ্ঞা আরও বেশি গুরুতর, কারণ যে কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করেছে সে মন দিয়ে নয়, প্রায়ই কেবল জিহ্বা দিয়ে সম্মতি জানায়; কিন্তু আমি যা বলেছিলাম তাতে যে সম্মতি জানায়, সে নিজের প্রাণ থেকেই সম্মতি জানায়।

২। তোমরা কি এই গুরুতর কালিমা থেকে নিজেদের জিহ্বা শোধন করেছ? তোমরা কি তোমাদের পবিত্র প্রাণ থেকে এই অসম্মান নির্বাসিত করেছ? আমি মনে করি, তোমরা নিজেদের শোধন করেছ, কারণ তোমরা এক মহারাজাকে বরণ করতে ও সত্যকার প্রজ্ঞাবান সেই পিতৃগণের [১] উপদেশ থেকে প্রচুর আধ্যাত্মিক লাভ অর্জন করতে উদ্যত হচ্ছ। সময় যথেষ্ট, ও তোমাদের দোষত্রুটি সংস্কার করার জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল প্রায়ই ফুরিয়ে গেছে। তাছাড়া তোমরা বিনয়ী ও বাধ্য। প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা তোমাদের ধর্মনেতাদের প্রতি বাধ্য থাক, তাঁদের অনুগত থাক* [২] ও সবকিছুতে তাঁদের কথা শোন। এসব কিছুর উপর আমার অনুমান ভিত্তি করে আমি বিশ্বাস করি, সবই ঠিক করা হয়েছে। অথচ আমি অনুমান বা বিশ্বাস করতে তত ইচ্ছা করছিলাম না, কেননা আসলে আমি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। আমি নিশ্চিত হলে, তবে আমি রহস্যগুলির সঙ্গে ঘনঘন সম্পর্কিত উপদেশ আঁকড়ে ধরতে ও শপথের বিষয়ে আমার চিন্তা পাশে সরিয়ে রাখতে আরও বেশি আগ্রহ দেখাতাম; এই আতঙ্ককারী দীক্ষার পথে তোমাদের হাত ধরে চালাবার জন্য আরও বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করতাম, আমি নিজেই পবিত্রধামের মধ্যে তোমাদের চালনা করতাম, সেই পরম পবিত্রস্থান ও সেটার মধ্যে যা

কিছু রয়েছে তথা মান্না নয় কিন্তু স্বর্গের খাদ্য তথা প্রভুর দেহ বহনকারী পাত্র তোমাদের দেখাতাম; বিধানের পাথরফলকগুলো বহনকারী কাঠের বয়েম নয়, কিন্তু বিধানকর্তার নির্দোষ ও পবিত্র মাংস বহনকারী বয়েম তোমাদের দেখাতাম; সেটার মধ্যে বলিদানে জবাই করা খুঁতবিহীন একটা মেষশাবককে নয়, কিন্তু সেই ঈশ্বরের মেষশাবককেই তোমাদের দেখাতাম যিনি সেই রহস্যময় [সাক্রামেন্তীয়] বলিদানে নিবেদিত যার উপরে স্বর্গদূতেরাই চোখ নিবদ্ধ রাখেন ও কম্পিত হন; সোনার সজ্জায় সজ্জিত সেই প্রবেশকারী আরোনকে নয়, কিন্তু সেই একমাত্র জনিতজনকে তোমাদের দেখাতাম যিনি আমাদের মানব স্বরূপের প্রথমফল সহ স্বর্গে প্রবেশ করছেন ও স্বয়ং পিতার কাছে নিজের সাফল্যের মহত্ত্ব দেখান, সেইভাবে যেভাবে ধন্য পল বলেন, *আসলে খ্রিস্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি—এ তো সত্যকার পবিত্রধামের নকলমাত্র!—তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন* (৩)। ইহুদী পবিত্রধামের যেমন পরদা ছিল, এখানে তেমন পরদা নেই, কিন্তু এমন পরদা আছে যা আরও বেশি গভীরতর আতঙ্ক উদ্দীপিত করে। তবে কান দাও ও শোন এই পরদা কেমন ধরনের, যাতে তোমরা বুঝতে পার সেই মন্দিরের কেমন পরম পবিত্রস্থান ছিল ও আমাদের এই পরম পবিত্রস্থান কী ধরনের। ধন্য পল বলেন, *আমরা যখন যিশুর রক্তগুণে পবিত্রধামে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার পেয়ে আছি, যখন তেমন নতুন ও জীবন্ত পথ পেয়েছি, যা তিনি নিজেই পরদার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ নিজের মাংসেরই মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করেছেন* [ইত্যাদি] (৪)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, সেই মন্দিরের পরদার চেয়ে এই পরদারই জনিত ধর্মীয় আতঙ্ক কেমন গভীরতর আতঙ্ক? তাই, আমি আজ এই সমস্ত বিষয়ে তোমাদের দীক্ষিত করতে ইচ্ছা করছিলাম।

৩। কিন্তু আমার কী হচ্ছে? তোমাদের শপথ করার ব্যাপারে আমার চিন্তা আমাকে ছাড়ে না; এই চিন্তা এমন যা আমার প্রাণকে মূর্ছিত করে। আর আমি জানি, তোমরা অনেকে আমার ভাষার অত্যুক্তি নিন্দা কর যেহেতু আমি বলেছি, আমার চিন্তা আমাদের প্রাণকে মূর্ছিত করে। এমনটা হচ্ছে, কারণ তারা মনে করে, শপথ করা নগণ্যই একটা পাপ, এবং সেই হিসাবে আমি আরও বেশি অসন্তোষ দেখাই। যদিও অন্য পাপগুলো গুরুতর ও গুরুতর বলে গণ্য, যেমন, উদাহরণ স্বরূপ, নরহত্যা ও ব্যভিচার গুরুতর ও

গুরুতর বলে গণ্য, তবু শপথ করা গুরুতর পাপ, কিন্তু তা তাই বলে গণ্য নয়। সেই হিসাবে আমি এই পাপ বিষয়ে অসন্তোষ বোধ করি ও এই পাপ ভয় পাই, কেননা দিয়াবলের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যই ঢেকে-রাখা-মুখে-পাপ অনুপ্রবেশ করানো। কেমন যেন দিয়াবল মারাত্মক বিষকে পরিচিত একটা খাদ্যে মিশিয়ে দিয়েছে, যার ফলে সে মানুষদের পূর্বধারণায় শপথ করাটা গোপন করার চেষ্টা করে যে, শপথ ক্ষতিকর নয়।

৪। তবে কি করা যায়? আমরা কি গোটা উপদেশ ও গোটা সময় শপথ ব্যাপারে ব্যয় করব? কখনও না। এই কারণেও যে, আমি এটাও মনে করি যে, কেউ কেউ এই অভ্যাস সংস্কার করেছে। বীজবুনিয়ে যখন বেরিয়ে পড়ল, তখন এক একটা বীজ যে কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল তা নয়, পাথুরে জায়গায়ও নয়, কিন্তু বহু বীজ উত্তম মাটিতে পড়ল। তাই তোমাদের বেলায়ও সেইরূপ: এটা অসম্ভব নয় যে, এত বড় ভিড়ের মধ্যে এমন কেউই নেই যে, তোমরা যে উপদেশ গ্রহণ করেছে, তেমন উপদেশের ফল দেখাতে পারে না। যেহেতু অনেকে এই ভুল সংস্কার করেছে (যদিও সবাই তেমনটা করেনি), এসো, আমরাও আমাদের উপদেশ দু'ভাগ করি। কেননা যারা এই ভুল সংস্কার করায় ব্যর্থ হয়েছে, তাদের পক্ষে দীক্ষা সংক্রান্ত পুরাটা উপদেশ শোনা কোন দরকার হয় না। কিন্তু, যারা ভুলটা সংস্কার করেছে, তারা যেন এমনটা মনে না করে যে, তাদের প্রতি অপব্যবহার করা হচ্ছে, সেজন্য এসো, আমরা উদ্যোগীদের খাতিরে, যারা বেশি শিথিল তাদের কেমন যেন প্রশ্রয় দিই। কেননা, শিথিলদের কারণে উদ্যোগীদের প্রতি অপব্যবহার করার চেয়ে বরং উদ্যোগীদের খাতিরে শিথিলদের প্রশ্রয় দেওয়া ভাল।

বাপ্তিস্ম কাল

৫। আমি তোমাদের একটা বিষয় মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছা করি যা বিষয়ে আগেকার উপদেশে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কিন্তু তা পূরণ করায় ব্যর্থ হয়েছিলাম কারণ আমার উপদেশ আরও বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দিকে আমাকে উৎসাহিত করত। বিষয়টা কি ছিল? আমি তোমাদের বলতে চেষ্টা করছিলাম কেনই বা আমাদের পিতৃগণ বর্ষের অন্য সকল কাল পার হলেন ও এমনটা নির্দেশ করলেন যেন তোমাদের প্রাণ এই কালেই দীক্ষিত হয়; সেসময়ে আমি বলেছিলাম, সেই কাল-পালন সাধারণ এমনিই একটা

নির্দেশ ছিল না। কেননা অনুগ্রহ সবসময় একই অনুগ্রহ, ও সেই অনুগ্রহ কাল দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় না, কেননা অনুগ্রহ সবসময় ঈশ্বর থেকে আগত। কিন্তু সঠিক কাল-পালনটা দীক্ষা সংক্রান্ত রহস্যের সঙ্গে কোন না কোন সম্পর্কে সম্পর্কিত (৫)। কেন আমাদের পিতৃগণ এই পর্বোৎসব এই কালেই স্থির করেছিলেন? আমাদের রাজা তো ইতিমধ্যে বর্বরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হলেন। আচ্ছা, সব অপদূতই তো বর্বর, এমনকি বর্বরদের চেয়ে অসভ্য। তবে, তিনি [তথা রাজা খ্রিষ্ট] এখন পাপ বিনষ্ট করেছেন, তিনি এখন মৃত্যুকে নিপাতিত করেছেন ও দিয়াবলকে বশীভূত করেছেন, তিনি নিজের বন্দিদের আপন করে নিয়েছেন।

৬। তাই এমনটা হয় যে, আমরা এই দিনেই এসমস্ত জয়লাভ উদ্‌যাপন করি, ও সেই হিসাবে আমাদের পিতৃগণ নির্দেশ দিলেন যেন রাজার দানগুলো এই কালেই বিতরণ করা হয়, কেননা এটাই বিজয়ীদের রীতি। ভিনদেশের রাজারা তেমনটা করে থাকেন ও বহু সম্মানের যোগ্য বিজয়-অনুষ্ঠানের দিনগুলো গণনা করেন। কিন্তু তাঁদের প্রকার সম্মান অসম্মানেই পরিপূর্ণ। কেননা প্রদর্শনী-অনুষ্ঠানগুলোতে ও সেই অনুষ্ঠানগুলোতে যা বলা হয় ও করা হয় তাতে কী ধরনের সম্মান রয়েছে? এই প্রদর্শনী-অনুষ্ঠানগুলো কি সর্বতভাবে লজ্জা ও উদাত্ত হাসাহাসিতে পূর্ণ নয়?

৭। কিন্তু এই বিশেষ কালের সম্মান সম্মানদাতারই বদান্যতার যোগ্য। অতএব, আমাদের পিতৃগণ এই কাল- উদ্‌যাপন নির্দেশ করলেন প্রথমত যেন তাঁর বিজয়ের কাল দ্বারাই প্রভুর কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এবং বিজয়-অনুষ্ঠানে যেন এমন কেউ থাকতে পারে যারা উজ্জ্বল সজ্জায় পরিবৃত ও রাজার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু এটা তাঁদের একমাত্র কারণ ছিল না। বাস্তবিকই আমাদের পিতৃগণ এই অনুষ্ঠান-উদ্‌যাপন নির্দেশ করলেন যাতে তোমরা এই কাল বরাবর প্রভুর সহযোগীও হতে পার। ধন্য পল বলেন, *প্রভু কাষ্ঠে ক্রুশবিদ্ধ হলেন* (৬)। তোমরা বাপ্তিস্মের মাধ্যমেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছ, কারণ তিনি বলেন, বাপ্তিস্ম হল ক্রুশ ও মৃত্যু।

বাপ্তিস্ম হল ক্রুশ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান

৮। তাই ধন্য পল কি বলেন তা তোমরা শোন, ও শোন তিনি কিভাবে বাপ্তিস্ম সম্পর্কে পাপের কাছে মৃত্যু বলে ও ক্রুশ বলে কথা বলেন: *তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সেই আমরা সবাই তাঁর মৃত্যুতেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি?*, আরও, *আমাদের পুরাতন মানুষ তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন পাপদেহ বিনষ্ট হয় ও আমরা পাপের সেবায় আর না থাকি* (৭)। 'মৃত্যু' ও 'ক্রুশ' কথা দু'টো শুনে তোমরা যেন ভীত না হও, তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, ক্রুশই হল পাপের মৃত্যু।

৯। তুমি কি দেখতে পেয়েছ কেমন করে বাপ্তিস্ম হল একটা ক্রুশ? এটাও শিখে নাও যে, খ্রিষ্টও তখনই বাপ্তিস্মকে ক্রুশ বললেন যখন তিনি বাপ্তিস্ম শব্দটা ক্রুশ শব্দটার বিকল্প শব্দ বলে ব্যবহার করলেন। তিনি তোমার বাপ্তিস্ম ক্রুশই বললেন। তিনি বলেন 'আমি আমার বাপ্তিস্ম ক্রুশ বলি'। তিনি কোথায় একথা বলেন? *এমন বাপ্তিস্ম আছে, যে-বাপ্তিস্মে আমাকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে, ও সেবিষয় তোমরা কিছুই জান না* (৮)। এবং কেমন করে এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, তিনি ক্রুশের কথা বলছেন? জেবেদের ছেলেরা তাঁর কাছে এসেছিলেন, বা আরও সূক্ষ্মভাবে, জেবেদের দুই ছেলের মা এসে বলেছিলেন, *আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারে* (৯)। এটা একটি মায়ের দাবি, যদিও অবিবেচিতই একটা দাবি। তবে খ্রিষ্ট কি উত্তর দিলেন? *আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার?* (১০)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, তিনি ক্রুশকে বাপ্তিস্মই বললেন। ব্যাপারটা কেমন ভাবে স্পষ্ট? তিনি বলেন, 'আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার?' তিনি নিজের যন্ত্রণাভোগকে পাত্র বলেন, ও সেই হিসাবে বলেন, *পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক* (১১)। তুমি কি দেখতে পেয়েছ তিনি কেমন করে ক্রুশকে বাপ্তিস্ম ও যন্ত্রণাভোগকে পানপাত্র বললেন?

১০। তিনি ধৌত হয়ে শুচি ছিলেন বিধায়ই যে সেই বিষয়ে এইভাবে কথা বললেন এমন নয়। যিনি কোন পাপ করেননি ও যাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা (১২), তিনি কেমন করে সেই ধরনের কথা বলতে পারতেন? কিন্তু তিনি সেই কথা

বলেছিলেন, কারণ যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশ থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হল তা গোটা জগৎকে শুচি করে ধৌত করল। এজন্য প্রেরিতদূত এটাও বলেন, *কেননা আমাদের যখন বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে* [ইত্যাদি] (১৩)। তিনি তো বলেননি 'মৃত্যুতে' কিন্তু 'তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে' বললেন। কেননা প্রথমটা ও দ্বিতীয়টাও মৃত্যু, কিন্তু সেই মৃত্যু একই জিনিসের মৃত্যু নয়: প্রথমটা হল দেহের মৃত্যু, দ্বিতীয়টা হল পাপের মৃত্যু। ফলত, সেটা হল 'মৃত্যুর সাদৃশ্য'।

১১। তবে এবিষয়ে কী বলা যায়? আমরা কি কেবল প্রভুর সঙ্গে মৃত্যু বরণ করি ও কেবল তাঁর শোকের অংশী হই? সর্বোপরি আমাকে এটা বলতে দেওয়া হোক যে, প্রভুর মৃত্যুর অংশী হওয়াটা শোকের ব্যাপার নয়। কিছুক্ষণ মাত্র অপেক্ষা কর, তখন দেখতে পাবে, তোমরা নিজেরা তাঁর মঙ্গলদানগুলোর অংশী। কারণ ধন্য পল বলেন, *খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব* (১৪)। কেননা বাপ্তিস্মে সমাধি ও পুনরুত্থান দু'টো মিলে ও একই সময়ই রয়েছে। যার বাপ্তিস্ম হয়, সে পুরানো মানুষকে ত্যাগ করে, নতুন মানুষকে পরিধান করে ও পুনরুত্থিত হয়, সেইভাবে যেভাবে খ্রিষ্টকে পিতার গৌরবের দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে (১৫)। তবে তুমি কি পুনরায় দেখতে পাচ্ছ কেমন করে ধন্য পল বাপ্তিস্মকে পুনরুত্থান বলেন?

কেন খ্রিষ্ট কবরে তিন দিন কাটালেন

১২। তুব, কেন আমাদের মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থান তিনটায়ই একইসময় হয়? বাস্তবিকই আমরা [বাপ্তিস্মে] যে সময় সমাহিত হই ঠিক সেই একই সময় পুনরুত্থিত হই, কিন্তু আমাদের প্রভুর পুনরুত্থান স্থগিত হয়েছিল: তিনি তিন দিন পর পুনরুত্থান করলেন। তবে কেনই বা আমাদের পুনরুত্থান সাথে সাথে হয় ও তাঁর পুনরুত্থান ধীরে ধীরে হয়? সত্য এটাই যে, তিনি আমাদের সাহায্য করার জন্যই তেমনটা করলেন যেন আমরা বুঝতে পারি যে, দুর্বলতা সেই বিলম্বের কারণ নয়। অবশ্যই, যিনি নিজের দাসকে এক পলকেই পুনরুত্থিত করতে পারলেন, তিনি মহত্তর কারণে নিজেকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম ছিলেন। তবে কেনই বা সেই বিলম্ব? কেনই বা কবরে সেই

তিন দিন? যাতে মৃত্যুর পরে তাঁর পুনরুত্থান-ঘটনাটা যা সেই বিলম্বের কারণে ঘটতে ধীর ছিল, তা যেন অবিতর্কিত প্রমাণ দ্বারা সত্যায়িত হয়। আজও, তেমন শক্তিশালী প্রমাণের পরেও, অনেকে রয়েছে যারা বলে, তিনি দেখতেই মাত্র যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন (১৬)। তাঁর পুনরুত্থানে যদি সেই বিলম্ব না থাকত, এই মানুষেরা আর কি না বলত? কেননা দিয়াবল পুনরুত্থানের কাহিনীর বিরুদ্ধে শুধু নয়, কিন্তু তিনি যে মারা গেছিলেন এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করতে ইচ্ছা করছিল। বাস্তবিকই দিয়াবল জানত, এমনকি স্পষ্টই জানত যে, ত্রাণকর্তার মৃত্যু গোটা জগতের সার্বিক প্রতিকার ছিল, ও সে মানুষদের বিশ্বাস থেকে তা একেবারে অপসারণ করতে ইচ্ছুক ছিল যাতে সে পরিত্রাণ ধ্বংস করতে পারে।

১৩। সুতরাং, পুনরুত্থান করায় প্রভু ধীর ছিলেন, ও ইহুদীরা এসে বলল, *আমাদের সৈন্যদের দিন যেন আমরা কবরে প্রহরা দিতে পারি* (১৭)। এ কেমন নির্লজ্জ ব্যবহার। হে ইহুদী, তুমি কি রক্ষিত একটা লাশকে কখনও দেখেছ? কেননা যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তিনি যদি সাধারণ একটা লাশ ও বস্ত্রহীন একটি মানুষ হতেন, তবে কেন তুমি এই অদ্ভুত ও অসাধারণ কিছু করছ? তুমি কেন ভয় পাচ্ছ, কেন কাঁপছ ও প্রহরী মোতায়েন কর? তথাপি ঈশ্বর তাতে বাধা দেননি, কেননা তিনি এমনটা হতে দিলেন কবর রক্ষিত হবে যেন পাপী নিজের হাতের কাজে ধরা পড়ে। কেননা তারা বলল, *তার সমাধিগুহাটা পাহারা দিতে আদেশ করুন, পাছে তার শিষ্যেরা এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায় ও বলে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন* (১৮)। কিন্তু সেটার উল্টোই ঘটল, কেননা তারা সৈন্যদের নিল এবং এর ফলে, তিনি পুনরুত্থান করার পর তারা এটা বলতে পারল না, শিষ্যেরা তাঁকে চুরি করলেন ও তিনি পুনরুত্থিত হননি। এইভাবে পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে বানানো যুক্তি পুনরুত্থানের সপক্ষে যুক্তি হল। যারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, খ্রিষ্ট সেই তাদেরই নিজের পুনরুত্থানের সাক্ষী করলেন ও সেইভাবে তারা সেইদিন যে আপত্মপক্ষ সমর্থন বানিয়েছিল তিনি তা ধ্বংস করলেন।

অপশক্তি বিতাড়ন

১৪। আমি মনে করি, যা কিছু বলে এসেছি, তা সেই বিষয়ে যথেষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে, তথা, কেন আমাদের পিতৃগণ নির্দেশ করলেন, দীক্ষা ঠিক এই কালে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু তোমাদের কান যদি ইতিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে থাকে, তবে আমি তোমাদের কাছে আর একটা বিষয় উপস্থাপন করে তোমাদের এটা বলতে ইচ্ছা করি, কেন আমরা এস্থান থেকে তোমাদের বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে অপশক্তি বিতাড়কের বাণী শুনতে পাঠাই। কেননা সেখানেও একই কারণগুলো পুনরায় উপস্থিত হবে, অর্থাৎ রাজা যুদ্ধে বিজয়ী হলেন ও বন্দিদের সঙ্গে করে নিলেন; এবং এটা জানা কথাই যে বন্দিরা বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে চলে। তোমরা অন্তত শোন ঈশ্বর ইহুদীদের কি বলেন, *আমার দাস ইশাইয়া যেমন বিবস্ত্র হয়ে ও খালি পায়ে হেঁটে বেড়াল, তেমনি ইস্রায়েল সন্তানেরা বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে বন্দিদশার দিকে চলবে* [১৯]। অতএব তোমাদের সেই অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান, দিয়াবল তোমাদের বশীভূত অবস্থায় রাখছিল; এবং তোমরা নবজন্মের আগে যে কেমন নিচুজাতের মানুষ ছিলে, তিনি একথা তোমাদের স্মরণ করাতে ইচ্ছা করেন। এজন্য তোমরা বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে দাঁড়াও শুধু নয়, ঈশ্বরের যে ভাবী সর্বপ্রভুত্ব তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছে, তা স্বীকার করার জন্য তোমরা হাত ওল্টানো অবস্থায়ও দাঁড়াবে। তোমরা সবাই যুদ্ধে জয় করা লুটের মাল। বহুদিন আগে ইশাইয়া, বিপদ থেকে মুক্তিদানের আগে, তখনই এই লুটের মালের কথা উল্লেখ করেছিলেন যখন এই ভাববাণী দিয়েছিলেন, *ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে তিনি লুটের মাল ভাগ করে নেবেন* [২০]। আরও, *তিনি বন্দিদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করতে এসেছেন* [২১]; কিন্তু দাউদ, ও সেইসঙ্গে ইশাইয়াও এই বন্দিদশা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, *তুমি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলে, তুমি বন্দিদের সঙ্গে করে নিলে* [২২]।

১৫। কিন্তু বন্দিদশার কথা শুনে বিষণ্ণ হয়ো না, কেননা এই বন্দিদশার চেয়ে আরও বেশি সুখময় বলতে আর কিছুই নেই। মানুষদের বন্দিদশা স্বাধীনতা থেকে দাসত্বে চালনা করে, কিন্তু এই বন্দিদশা দাসত্বকে স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করে। আরও, মানুষদের বন্দিদশা একজনকে মাতৃভূমি-বঞ্চিত করে ও তাকে বিদেশী মাটিতে চালনা করে; এই

বন্দিদশা একজনকে বিদেশী মাটি থেকে বের করে আনে ও তাকে তার প্রকৃত মাতৃভূমি সেই যেরুশালেমে চালনা করে। মানুষদের বন্দিদশা একজনকে মাতৃশোকে আচ্ছন্ন করে; এই বন্দিদশা আমাদের সবার সাধারণ মাতার কাছে চালনা করে। সেই বন্দিদশা আত্মিয়স্বজনদের ও সহনাগরিকদের থেকে তোমাদের পৃথক করে; এই বন্দিদশা ঊর্ধ্বস্থিত নাগরিকদের কাছে তোমাদের চালনা করে, কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা পবিত্রজনদের সহনাগরিক* [২৩]। তবে এটাই সেই কারণ যার জন্য তোমরা বিবস্ত্র অবস্থায় ও খালি পায়ে উপস্থিত হও।

১৬। কিন্তু অপশক্তি বিতাড়কের উচ্চারিত সেই আতঙ্কময় ও ভয়ানক কথা কেনইবা আমাদের বিশ্বপ্রভুর কথা, ও সেই শাস্তি, সেই দণ্ড ও জাহান্নামের সেই আগুনের কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়? কারণ তা অপদূতদের নির্লজ্জতার ফলে হয়। কেননা দীক্ষার্থী এখনও মুদ্রাঙ্কন-ছাড়া একটি মেষ; সে দরজাহীন এমন একটা নির্জন সরাইখানায় বা পান্থশালায় রয়েছে যা সকলের কাছে নির্বিশেষেই খোলা; সে দস্যুর জন্য আস্তানা, বন্যজন্তুদের জন্য আশ্রয়, অপদূতদের জন্য বাসস্থান। অথচ আমাদের প্রভু স্থির করলেন, তাঁর কৃপার দ্বারা এই নির্জন দরজাহীন সরাইখানা, এই দস্যুদের আশ্রয় একটা রাজপ্রাসাদ হয়ে উঠবে। সেই হিসাবে তিনি আগে থেকে সরাইখানাটা প্রস্তুত করার জন্য তোমাদের শিক্ষাগুরু এই আমাদের ও সেই অপশক্তি বিতাড়কদের পাঠালেন। এবং আমরা যারা তোমাদের শিক্ষা প্রদান করি, সেই আমরা আমাদের উপদেশের মাধ্যমে সরাইখানার দুর্বল ও কাঁচা প্রাচীর শক্তিশালী ও নিরাপদ করে তুলি।

১৭। খ্রিষ্ট বলেন, *যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকের মত, যে শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথল* [২৪]। এসো, আমরা এমন ভিত স্থাপন করি যা রাজা নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ। আমরা কলুষ বা কাদা দেখলে তবে এসো, তা বের করে দিই, কেননা সেটা হল পাপের দুর্জন্ধময় ও কলুষিত অভ্যাস। তবে শোন কেমন করে দাউদ সেটার প্রকৃতি বর্ণনা করেন, *মাথা ছাপিয়ে উঠেছে যত শঠতা আমার, তা ভারী বোঝাই যেন, আমার পক্ষে তো বেশি ভারী; আমার মূর্খতার ফলে আমার ক্ষতসকল দুর্গন্ধময় পচনশীল* [২৫]। অপরদিকে, আমরা একদিকে সেই দুর্গন্ধ বাদ দিই ও [পবিত্র] আত্মার মলম উপস্থাপন করি, অন্য দিকে

অপশক্তি বিতাড়কগণ সেই আতঙ্কময় ও ভয়ানক কথা দ্বারা এমনটা করেন যাতে সেখানে কোন বন্যজন্তু বা সাপ বা চন্দ্রবোড়া বা বিছে না থাকে। নিষ্ঠুর হয়েও জন্তুটা সেই ভয়াবহ সূত্র শোনা মাত্রই নিজের আস্তানায় পিছলে পড়তে বা লুকোতেও পারে না, ও অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সবকিছু ছেড়ে দূরে পালিয়ে যায়।

শপথ

১৮। তেমনটা করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা না করা সত্ত্বেও আমি এই আর একটা বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে তোমাদের কাছে একথা বলা দরকার আছে, তথা, কেন আমরা বিশ্বস্ত বলে, ও অদীক্ষিত তোমরা দীক্ষাপ্রার্থী বলে অভিহিত। যে কেউ সম্মানের পাত্র হতে যাচ্ছে সে যে সম্মান গ্রহণ করতে যাচ্ছে সেটার নাম পর্যন্ত জানবে না, তার পক্ষে এটা সত্যিই লজ্জাকর ও হাস্যকার ব্যাপার। কিন্তু আমার কি ঘটতে যাচ্ছে? তোমাদের শপথ করা ক্ষেত্রে আমার উদ্বেগ পুনরায় আমার উপর এসে পড়েছে ও আমাকে অলসতা বিষয়ে দায়ী করেছে ও আমার আলোচনা সেই বিষয়বস্তুর দিকে টানছে। অতএব, এসো, বিশ্বস্তদের ও দীক্ষাপ্রার্থীদের নাম সংক্রান্ত আলোচনা আগামী উপদেশ পর্যন্ত বন্ধ করে আপাতত শপথ করা বিষয়ক আমার পরামর্শ ও সাবধান-বাণীর দিকে ফিরে যাই। শপথ অভ্যাস ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর জিনিস: তা সর্বনাশা নেশা, বিষ ও বিপজ্জনক বস্তু, অদৃশ্য ক্ষত, প্রাণের অভ্যন্তরে বিস্তারকারী ব্যাপাক গুপ্ত ঘা, শয়তানের তীর, অগ্নি-বর্শা, দু'ধারী খড়্গা, তীক্ষ্ণ সজ্জিত তলোয়ার, ক্ষমার অতীত পাপ, অপ্রতিরোধ্য অপরাধ, গভীর খাত, বিপজ্জনক খাড়া পাহাড়, শক্তিশালী ফাঁদ, টানটান জাল, অভঙ্গুর শেকল, এমন ফাঁস যা থেকে কেউই পালাতে পারে না।

১৯। এই বর্ণনা কি যথেষ্ট? তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, শপথ অভ্যাস সত্যিই ভয়ঙ্কর জিনিস ও সমস্ত পাপের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর পাপ? আমাকে বিশ্বাস কর; তোমাদের অনুনয় করি, আমাকে বিশ্বাস কর। কিন্তু কেউ বিশ্বাস না করলে তবে আমি এখন প্রমাণ উপস্থাপন করছি। এই পাপ এমন কিছুর অধিকারী অন্যান্য পাপ যার অধিকারী নয়। আমরা যদি অন্যান্য আজ্ঞা লঙ্ঘন না করি, তবে শাস্তি এড়াব;

অন্যদিকে, শপথ ক্ষেত্রে, আমরা সবসময় একই শাস্তি পাই, অর্থাৎ তখনও শাস্তি পাই যখন অপরাধের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকি ও তখনও শাস্তি পাই যখন অপরাধ করি।

২০। আমি যা বলেছি, তোমরা কি হয় তো তার অর্থ বুঝতে পার না? তবে আমি আরও স্পষ্ট ভাবে সেই কথা পুনরায় বলব। সময় সময় একজন অবৈধ কিছু করবে বলে শপথ করেছে ও এর ফলে এমন ফাঁদে পড়েছে যা থেকে পালাবার উপায় নেই। কেননা তারপরে সে, হয় নেওয়া শপথ রক্ষা করবে ও তেমনটা করে অবৈধ কাজ করবে, না হয় নিজের নেওয়া শপথ রক্ষা করায় ব্যর্থ হবে ও তেমনটা করে মিথ্যা শপথ করা দায়ে আবদ্ধ হবে। উভয় দিকে বিপজ্জনক খাড়া পাহাড় রয়েছে, এক এক দিকে অনিবার্য মৃত্যু উপস্থিত: যারা আজ্ঞা পালন করে ও যারা ব্যর্থ হয় তাদের সকলের জন্য ফলাফল সমান। তাই, আজ্ঞাটা পালিত হোক বা ভঙ্গ হোক না কেন, এই পাপের চেয়ে কি আরও বেশি মারাত্মক কিছু আছে?

২১। এবং তোমরা যেন জানতে পার যে, ব্যাপারটা ঠিক তাই, ও বহু মানুষ যারা শপথ ভঙ্গ করেছে বা রক্ষা করেছে তারা সবাই যে প্রায়ই নিজেদের শাস্তির দায়ী করেছে, একথাও যেন তোমরা জানতে পার আমি এই ঘটনা বর্ণনা করব। একদিন হেরোদ জন্মদিন উপলক্ষে একটা উৎসব আয়োজন করছিলেন ও নিজেরই জন্মদিনের বার্ষিকী পালন করছিলেন। দিনটা গৌরবময় দিন করে তুলতে ইচ্ছা করে তিনি রানীর মেয়েকে নাচ দেখাবার জন্য ঘরে আনলেন। তিনি যা দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেটা এই হল যে, দিনটা গৌরবময় করার চেয়ে তিনি বরং তা অসম্মাননীয় দিন করে ফেলছিলেন। সেই দিনে তাঁর উচিত ছিল ঈশ্বরকে তাঁর কৃপার জন্য এইজন্যই ধন্যবাদ করা যেহেতু তিনি শূন্য থেকে তাঁকে অস্তিত্ব দিয়েছিলেন, তাঁকে একটা প্রাণ দিয়েছিলেন, বিশ্বের এই পবিত্র মঞ্চে তাঁকে এনেছিলেন, তাঁকে এই সর্বাধিক সুন্দর ও বিস্ময়কর সৃষ্টির দর্শক করেছিলেন: তাঁর উচিত ছিল, সেই দিনটাকে প্রভুর উদ্দেশে স্তুতিগান ও ধন্য-স্তুতিবাদ দ্বারা সম্মানিত করা, কিন্তু তিনি দিনটাকে অসম্মান দ্বারই সম্মানিত করলেন, কেননা নাচের চেয়ে অধিক অসম্মানজনক কী আছে?

২২। সেই দিন হেরোদিয়ার মেয়ে নাচল। হে নর-নারী যারা তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলো তেমন নাচ ও সঙ্গীত দিয়ে পালন কর, সেই তোমরা শোন। আপাত দৃষ্টিতে

নাচ ও সঙ্গীত ভালও নয় মন্দও নয়, তবু এগুলো সামান্য অনিষ্ট নয়; যেহেতু মনে হয়, এগুলো ভালও নয় মন্দও নয় , সেজন্যই এগুলো গুরুতর অনিষ্ট। যেহেতু এগুলো তুচ্ছ বিষয় মনে হয়, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা ও দূরদKর্শতার বিষয় বলে গণ্য নয়। গুরুতর রোগ সতর্কতার বিষয় হয় ও তাতে নিরাময় হয়, কিন্তু যে অসুস্থতা তুচ্ছ মনে হয় তা অবজ্ঞা সহকারে পরিগণিত ও তাতে তা গুরুতর হয়। আমরা কি বলছি? একজন কি এতই দাম্ভিক হতে পারে যে বিশ্বস্তদের একজনের ঘরে নাচ আনবে? সে কি এতে ভীত নয় যে, একটা বজ্রপাত ঊর্ধ্ব থেকে এসে পড়ে নিজের আগুনের শিখায় সবই ক্ষয় করবে? আমি স্ত্রীলোকদেরও উদ্দেশ করে একথা বলছি যাতে তারাও পুরুষদের সংস্কার করে ও তেমন অভিলাষ থেকে তাদের দূরে চালনা করে।

২৩। সেই দিন রানীর মেয়ে এসে নাচল। ধন্য ঈশ্বর! আহা, কেমন মহৎ সেই মিতাচারিতা যার দিকে তিনি আমাদের জীবন ফেরালেন! তোমরা যারা বিশ্বাসী, সেই তোমরা শোন কেমন ধরনের বরের কাছে তোমরা আসছ: তিনি এমন একজন যিনি সেদিন পর্যন্ত বিশ্রী এই আমাদের জীবন আপন করে নিয়ে আমাদের সেই জীবন বিনয়, মিতাচারিতা ও সম্মানে অলঙ্কৃত করলেন। সেদিন সেই রাজকন্যা যা করা লজ্জাবোধ করছিল না, আজ হীনতম দাসীও তা সহ্য করতে বেছে নিত না।

২৪। তাই সেই রাজকন্যা নাচল, ও নাচের পরে আর একটা গুরুতর পাপ করল। কেননা সে সেই বুদ্ধিহীন মানুষকে এতই প্ররোচিত করল যে, তিনি শপথ নিয়ে কথা দিলেন, মেয়েটা যা চাইবে তিনি তাকে তাই দেবেন। শপথ নেওয়াটা যে মানুষকে বুদ্ধিহীনও করে, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ? তাই মেয়েটা চাইলেই তিনি কথা দিলেন তা তাকে দেবেন। তবে, হেরোদ, মেয়েটা যদি তোমারই মাথা চাইত, তাহলে কি হত? কি হত যদি মেয়েটা তোমার গোটা রাজ্য চাইত? অথচ তিনি এসমস্ত বিষয়ে মন দিলেন না। দিয়াবল নিজের ফাঁদ শক্ত করে পেতেছিল, ও সেই ক্ষণ থেকে শপথ সিদ্ধ হল: হ্যাঁ, দিয়াবল ফাঁদ ফেলেছিল ও সেইসঙ্গে সব দিক দিয়ে জালও আটকে দিল। পরে সে সেই দাবিও যোগ করল যাতে অবস্থা থেকে পালাবার কোন উপায় না থাকে। সেই অনুসারে রাজকন্যা বলল, *বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা থালায় করে আমাকে দিন* (২৬)। দাবিটা লজ্জাকর, মেয়েটা বুদ্ধিহীন ও ক্ষতিকর, শপথটা উভয় ব্যাপারের কারণ।

২৫। রাজার কি করা উচিত ছিল? আমি যা বলেছি, তা তোমাদের মনে আছে। আমরা আজ্ঞাটা পালন করি বা লঙ্ঘন করি না কেন, আমরা একইভাবে শাস্তি পাবই। রাজা কি মেয়েটাকে নবীর মাথা দেবেন? শাস্তিটা অসহ্য। রাজা কি মাথা দেবেন না? তিনি মিথ্যা শপথ করার দায়ে অভিযুক্ত হবেন। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, খাড়া পাহাড় দু'দিকেই রয়েছে।

২৬। মেয়েটা বলেছিল, 'বাপ্তিস্মদাতা যোহনের মাথা থালায় করে আমাকে দিন'। দাবিটা জঘন্য, কিন্তু সে রাজার মন জয় করল ও তিনি যোহনের পবিত্র জিহ্বা কেটে দেবার হুকুম দিলেন। কিন্তু সেই জিহ্বা এখন পর্যন্তও কথা বলে, কেননা প্রতিটি দিন, আসলে প্রতিটি গির্জায়ই তোমরা শুনতে পাও, যোহন সুসমাচারের মধ্য দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করে বলছেন, *আপনার ভাই ফিলিপের স্ত্রীকে রাখা আপনার বিধেয় নয়* (২৭)। রাজা মাথা কেটে দিলেন বটে, কিন্তু কণ্ঠটা কেটে দিলেন না; তিনি জিহ্বাটা বন্ধ করলেন বটে, কিন্তু অভিযোগটা বন্ধ করলেন না।

২৭। শপথ করা যে কি ঘটায়, তুমি কি তা দেখছ? শপথ করা অভ্যাস নবীদের মাথা কেটে ফেলে। তোমরা তো টোপ দেখেছ, সেই টোপ যা আনে তা ভয় কর। তোমরা সেই জাল দেখেছ, তার মধ্যে পড়ো না। ভবিষ্যতে তোমাদের সতর্ক হতে হবে পাছে ক্ষত গভীরতর হয়; ভবিষ্যতে তোমাদের নিজেদের হাত তার রক্তমাখা খড়্গ সহ ফিরিয়ে রাখতে হবে; তোমাদের নীরব হতে হবে ও তোমাদের জিহ্বাকে মিথ্যা শপথ জনিত ক্ষত থেকে দূরে রাখতে হবে। তোমাদের শপথ রক্ষা করবে বা লঙ্ঘন করবে উভয় ক্ষেত্রে তোমরা একইভাবে শাস্তি পাবে: তোমরা একথা মনে রাখলে তবে শপথ করা পাপকর্ম কখনও করবে না।

২৮। যারা বলে থাকে, ধর, আমি ন্যায্য ভাবে শপথ করছি, তারা এখন কোথায়? যখন বিধি লঙ্ঘন করা হয়, তখন তেমনটা কেমন করে ন্যায্য হয়? যখন ঈশ্বর তা নিষেধ করেন কিন্তু তুমি তা কর, তখন তেমনটা কেমন করে ন্যায্য হয়? কিন্তু ব্যাপারটা এটা যে, তখনই তোমরা, সেই পরবর্তীকালেই আমাদের সঙ্গে তা সহ্য করবে, যখন আমরা তোমাদের ক্ষত বেঁধে দেব, কেননা বাঁধাটাও ব্যথা বিহীন নয়।

২৯। মিথ্যা ও ন্যায্য শপথ করা: উভয় শপথের শাস্তি আমি তোমাদের শিক্ষা দেবার আগেও গুরুতর ছিল; এখন যে আমি শিক্ষা দিয়েছি, তা এখনও আরও বেশি গুরুতর। খ্রিষ্ট বললেন, *আমি যদি না আসতাম, তাদের সঙ্গে যদি কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হত না; এখন কিন্তু তাদের পাপ ঢাকবার উপায় নেই* (২৮)। তোমাদের ক্ষেত্রে আমিও একথা বলতে পারি, কারণ ভবিষ্যতে তোমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের কোন অজুহাত থাকবে না। বাপ্তিস্ম যদি মিথ্যা বা ন্যায্য শপথ করা শপথ পায়, যদি দুশ্চরিত্রতা বা ব্যভিচার পায়, যদি অনিষ্টের পূর্ণতা পায়, তাহলে সেই সব কিছু যত্ন সহকারে ধৌত করে ও প্রাণকে সম্পূর্ণ রূপে শুচি করে তোলে।

৩০। সমস্ত কলুষ দূর করে দিয়ে তোমরা যেন এখন থেকে প্রাণের এই শুচিতার উপর দৃষ্টি রাখতে পার; আমরাও যেন তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তোমাদের আশ্বাসের সহভাগী হতে পারি। তোমরা তো ভবিষ্যতেও তোমাদের শিক্ষাগুরুদের জন্য প্রার্থনা করতে পার, কারণ তোমরা আমাদের জন্য শীঘ্রই এমন উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান হতে যাচ্ছ যা তারকারাজির চেয়েও জ্বলজ্বলে। তাই, আমরা সবাই যেন তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তোমাদের আশ্বাসের সহভাগী হতে পারি সেই খ্রিষ্টের আদালতের সামনে, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব হোক এখন, চিরকাল ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) 'প্রজ্ঞাবান পিতৃগণ': আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে কাতেখেসিস প্রদান করা বিশপেরই দায়িত্ব ছিল। সম্ভবত যাজকেরা (পুরোহিতেরা) ও পরিসেবকেরা এই কাজে বিশপের সহযোগিতা করতেন। প্রার্থীরা দুই দলে বিভক্ত ছিল, প্রথম দলে তারাই অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা বহুদিন পরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করবে, ও দ্বিতীয় দলের তারাই অংশী ছিল যারা আসন্ন পাস্কা রাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছিল। 'প্রার্থী' বা 'দীক্ষাপ্রার্থী' নাম উভয় দলের বেলায় প্রযোজ্য নাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নামটা কেবল প্রথম দলেরই সদস্যদের আরোপণীয়, কেননা দ্বিতীয় দলের সদস্যরা 'আলোপ্রার্থী' বা 'আলোপ্রত্যাশী' বলে অভিহিত ছিল। উভয় প্রশিক্ষণ আলাদা ভাবে দেওয়া হত, কিন্তু তবুও তাতে সবাই অংশ নিতে পারত। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল ধর্মতত্ত্ব, নীতি ও উপাসনা। এমনটা হতে পারে, দীক্ষাপ্রার্থীদের জন্য শিক্ষা আদিপুস্তক সংক্রান্ত ছিল, যাতে শ্রোতারা ঈশ্বর ও সৃষ্টি সম্পর্কে যথার্থ শিক্ষা পেতে পারে; অন্যদিকে, 'আলোপ্রার্থী' বা 'আলোপ্রত্যাশী' যারা, তাদের বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তু ছিল বিশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনা। তা সত্ত্বেও বিশপ জনের কোন কাতেখেসিস বিশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়;

এর কারণ এটা হতে পারে যে, প্রশিক্ষণ দানকারীদের মধ্যে অন্য প্রবীণ বা পরিসেবক সেই বিষয়ে শিখিয়ে দিতেন; অথবা তেমন কাতেখেসিস হারিয়ে গেছে।।

(২) হিব্রু ১৩:১৭।

(৩) হিব্রু ৯:২৪।

(৪) হিব্রু ১০:১৯-২০।

(৫) 'কিন্তু সঠিক কাল-পালনটা দীক্ষা সংক্রান্ত রহস্যের সঙ্গে কোন না কোন সম্পর্কে সম্পর্কিত': দীক্ষা সংক্রান্ত একটা বিশেষ কাল সম্ভবত তৃতীয় শতাব্দীতে খুবই প্রচলিত হতে লাগল; এবং সেই সময় থেকেই বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত পাস্কা রাতে সম্পাদন করার প্রথা উৎপন্ন হয়, ও সেইসঙ্গে খ্রিষ্টের ক্রুশ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আলোতে বাপ্তিস্মকে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট প্রাধান্য অর্জন করে; সেই আলোতেই প্রার্থীরা পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করতে ও পুনরুত্থিত খ্রিষ্টকে পরিধান করতে আহূত হয়।

(৬) বচনটা বাইবেলে কোথাও নেই।

(৭) রো ৬:৩, ৬।

(৮) লুক ১২:৫০ দ্রঃ।

(৯) মথি ২০:২১।

(১০) মথি ২০:২২।

(১১) মথি ২৬:৩৯।

(১২) ১ পি ২:২২ দ্রঃ।

(১৩) রোম ৬:৫। 'কেননা আমাদের যখন বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে [ইত্যাদি]'; লক্ষণীয় বিষয়ে, সাধু পলের বচনে 'বাপ্তিস্মের মাধ্যমে' উক্তিটা নেই।

(১৪) রো ৬:৮।

(১৫) রো ৬:৪ দ্রঃ।

(১৬) 'অনেকে রয়েছে যারা বলে, তিনি দেখতেই মাত্র যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন'; শুরু থেকেই মণ্ডলী এমন ভ্রান্তমত দ্বারা, বিশেষভাবে গ্রীক জ্ঞানমার্গ পন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হল যারা বলত, খ্রিষ্ট কেবল দেখতেই মানুষ হলেন, কেবল দেখতেই যন্ত্রণাভোগ করলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন; অর্থাৎ, তাদের ধারণায় খ্রিষ্ট বিষয়ে সব কিছুই অবাস্তব ও মায়াময় ছিল। সেই অনুসারে, খ্রিষ্টের মানবস্বরূপ মায়াময় ব্যাপার মাত্র হলে তবে কোন মনুষ্যত্বধারণ হয়নি, ও তিনি যন্ত্রণাভোগ করেননি, মৃত্যুবরণও করেননি।

(১৭) মথি ২৭: ৬৩-৬৬ দ্রঃ।

(১৮) মথি ২৭:৬৪ দ্রঃ।

(১৯) ইশা ২০:৩-৪ সত্তরী পাঠ্য।

(২০) ইশা ৫৩:১২।

(২১) ইশা ৬১:১।

(২২) সাম ৬৮:১৯ সত্তরী পাঠ্য।

(২৩) এফে ২:১৯।

(২৪) মথি ৭:২৪।

(২৫) সাম ৩৮:৫-৬।

(২৬) মথি ১৪:৮ দ্রঃ।

(২৭) মথি ১৪:৪ দ্রঃ।

(২৮) যোহন ১৫:২২।

১১শ কাতেখেসিস

আন্তিওখিয়ায়, পুণ্য সপ্তাহের বৃহস্পতিবার, সম্ভবত ৬ই মার্চ ৩৮৮ সালে উপস্থাপিত কাতেখেসিস (পিকে ৩)।

১) বাপ্তিস্ম এমন আধ্যাত্মিক বিবাহ যেখানে বর-খ্রিষ্ট কোন পদমর্যাদা মানেন না, আমাদের মানবস্বরূপের কাছে আসেন, ও কনেকে এমনভাবে ভালবাসেন যে তার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেন। নিজের সন্তানদের পাপকর্ম ও কদর্যতা সত্ত্বেও কনে-মণ্ডলী সুন্দরী, কারণ সে খ্রিষ্টে পরিবৃতা ও শান্তির সুসমাচারের তৎপরতা-জুতোতে সজ্জিতা।

২) মণ্ডলীভুক্ত যারা, তারা 'বিশ্বস্ত' বলে অভিহিত, কেননা তারা এমন বিষয়ে বিশ্বাস করে যা দৈহিক চোখ দেখতে পারে না। বাপ্তিস্মে যা সত্যিকারে ঘটে, তারা বিশ্বাসের চোখে তা দেখতে পায়, ও মনুষ্যত্বধারণ রহস্যের মত অন্যান্য নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে, যদিও তেমন রহস্যাদি কী ভাবে হয় তা তারা বুঝতে না পারে।

৩) শয়তানকে প্রত্যাখ্যান, খ্রিষ্টের সঙ্গে চুক্তি, প্রার্থীদের খ্রিস্মাভিষেক ও বাপ্তিস্ম বিষয়ক ব্যাখ্যা।

৪) যোসেফ ও ফারাওর পানপাত্রবাহকের কাহিনী বর্ণনা ও ব্যাখ্যা।

৫) নিজের জন্য, মণ্ডলীর জন্য, বিশপ, প্রবীণদের ও জনগণের জন্য প্রার্থনা অনুরোধ।

৬) পবিত্র ভোজনপাটে যোগ দেওয়ার আগে সদ্য আলোপ্রাপ্তদের যে পবিত্র চুম্বন দিয়ে বরণ করা হয়, সেই পবিত্র চুম্বন বিষয়ে ব্যাখ্যা।

আলোপ্রত্যাশী যারা তাদের কাছে শেষ কাতেখেসিস।

১। আজ হল তোমাদের কাতেখেসিসের শেষ দিন [১]। এবং মানুষদের সর্বশেষ মানুষ এই আমি আমার শেষ উপদেশে এসেছি। আমি সর্বশেষ মানুষ বলে এসেছি এই কথা বলার জন্য যে, দু' দিন পরে বর আসছেন। জেগে ওঠ, তোমাদের প্রদীপ জ্বালাও, ও সেগুলোর জ্বলজ্বলে আলো দ্বারা স্বর্গের রাজাকে বরণ কর। ওঠ ও জেগে থাক। কেননা দিনমানে নয়, কিন্তু মাঝরাতেই বর তোমাদের কাছে আসেন। এটা হল বিবাহ-শোভাযাত্রার প্রথা যা অনুসারে কনেদের তাদের বরের হাতে সন্ধ্যার শেষের দিকেই তুলে দেওয়া হয়।

২। যখন তোমরা শোন, *দেখ, বর আসছেন* (২), তখন এবিষয়ে নিশ্চিত হও যে তোমরা একথায় মনোযোগ দাও, কেননা একথা সত্যিই মহৎ ও কৃপার বদান্যতায় পূর্ণ। তিনি মানব স্বরূপকে তাঁর কাছে আসতে আজ্ঞা করেননি, তিনিই বরং আমাদের কাছে এলেন; কেননা বিবাহ ক্ষেত্রে প্রথাটা হল যে, বর অত্যন্ত ধনী হলেও ও কনে মূল্যহীন নিম্নগোত্রের মেয়ে হলেও তবু বরই কনের কাছে আসে।

৩। কিন্তু মানব জীবদের ক্ষেত্রে, ব্যাপারটা যে ঠিক তাই, তা অসাধারণ নয়। কেননা পদশ্রেণিতে পার্থক্য যথেষ্ট হলেও স্বরূপে কোন পার্থক্য নেই; বর ধনী হলেও ও কনে দীনহীন ভিক্ষুক হলেও উভয়েই একই স্বরূপের অধিকারী। কিন্তু খ্রিষ্ট ও মণ্ডলী ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিষয় এটা যে, ঈশ্বর হয়ে ও সেই সুখময় ও অকলুষিত স্বরূপের অধিকারী হয়ে (ঈশ্বর ও মানুষদের মধ্যকার ব্যবধান যে কেমন মহৎ তা তোমরা তো জান) তিনি আমাদের স্বরূপের কাছে আসতে প্রসন্ন হলেন। তিনি নিজের পিতার স্বর্গীয় গৃহ পাশে সরিয়ে দিলেন ও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পার না হয়ে বরং এমন সঙ্কল্প অনুসারে যা দ্বারা তিনি একটা দেহ নিজেতে ধারণ করলেন, তিনি নিজের কনের কাছে ছুটে এলেন (৩)। ধন্য পল নিজেই একথা জানতেন; আমাদের প্রতি খ্রিষ্টের যত্নের বাহুল্য ও আমাদের উপরে তাঁর আরোপ করা সম্মানে বিস্মিত হয়ে পল সজোরে চিৎকার করে বললেন, *এজন্য মানুষ তার পিতামাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীতে আঁকড়ে থাকবে এবং সেই দু'জন এক-মাংস হবে। এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রিষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম* (৪)।

৪। এবং যদিও কনে নিজের জন্য জীবন সঁপে দেবার জন্য তাঁকে অনুনয় করেনি, তবু তিনি যে নিজের কনের কাছে এলেন এ ব্যাপার কেন বিস্ময়কর? কোন বর নিজের কনের জন্য জীবন সঁপে দেয় না একথা সত্য। কারণ কোন প্রেমিক তীব্রভাবে উন্মাদ হয়েও নিজের প্রেমিকার সঙ্গে এত উদ্দীপ্ত নয় যেভাবে ঈশ্বর আমাদের প্রাণের পরিত্রাণের জন্য নিজের বাসনায় উদ্দীপ্ত। তিনি বলেন, আমার গায়ে থুথু ফেলা দরকার হলেও, আমাকে আঘাত করা দরকার হলেও, আমাকে ক্রুশের উপরে আরোহণ করা দরকার হলেও তবু আমি যেন আমার কনেকে নিতে পারি সেই ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে অব্যাহতি চাইব না।

৫। তিনি কনের সৌন্দর্যে বিস্মিত হলেন বিধায়ই যে তিনি এসমস্ত নিপীড়ন সহ্য করলেন ও বহন করলেন তাও নয়। সেই কনের চেয়ে আগে আরও বেশি লজ্জাকর ও আরও কম আনন্দদায়ক কিছুই ছিল না। শোন কেমন করে পল কনের কদর্যতা ও লজ্জাকর অবস্থা বর্ণনা করেন, *একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস; হিংসা ও শঠতার মধ্যে জীবনযাপন করে নিজেরাই ঘৃণ্য ছিলাম, ও পরস্পরকেও ঘৃণা করতাম* (৫)।

কনের সজ্জা

৬। আমাদের দুষ্টতার মাত্রা এতই মহৎ যে, আমরা একে অন্যকে ঘৃণা করি, কিন্তু তিনি আমাদের গভীরতম লজ্জাকর অবস্থায় ও আমাদের প্রাণের কদর্যতায় আমাদের তুলে নিয়ে পরিত্রাণ করলেন। যে তাঁর কনে হতে চলছিল, তিনি তার কাছে এসে তাকে উলঙ্গ ও অপমানে পূর্ণ অবস্থায়ই পেলেন। তিনি তার গায়ে এমন কাপড় জড়ালেন যার উজ্জ্বলতা ও গৌরব কোন কথা বা কোন মন কখনও বর্ণনা করতে পারবে না।

৭। আমি কেমন করে একথা ব্যক্ত করব? তিনি নিজেকেই একটা পোশাকের মত আমাদের গায়ে জড়ালেন: *কারণ তোমরা যারা খ্রিষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ* (৬)। যখন দাউদ নিজের নবীয় চোখ দ্বারা দূর থেকে এই পোশাক দেখলেন, তখন সজোরে চিৎকার করে বললেন, *তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রানী* (৭)। সেই ভিক্ষুক ও নিম্নগোত্রের মেয়ে হঠাৎ করে রানী হয়ে গেছে ও রাজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এবং সেই নবী খ্রিষ্টকে ও মণ্ডলীকে বৈচিত্র্যে ঘেরা ও সোনার কাপড়ে সজ্জিত অবস্থায় পবিত্র বাসরে দাঁড়ানো বর ও কনে রূপে দেখান। দেখ, তিনি পোশাকের কথাও তোমাদের বলেছেন।

৮। পরে, সেই সোনার কথা শুনে পাছে তোমরা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর অনুভূতিতে পতিত হও, সেজন্য দাউদ তোমাদের ধীশক্তি ঊর্ধ্বে চালিত করে উপলব্ধি-গম্য বিষয় দর্শনের দিকে এনে বলেন, *অভ্যন্তরেই রাজকন্যার সমস্ত গৌরব* (৮)।

৯। তুমি কি তাঁর জুতোও দেখতে ইচ্ছা কর? সেই জুতো স্পর্শনযোগ্য উপাদান থেকে বোনা নয়, সাধারণ চামড়া থেকেও জড়ানো নয়, কিন্তু সুসমাচার ও শান্তি দিয়েই

গড়া। তিনি বলেন, *শান্তির সুসমাচার-প্রচারের উদ্যমকে জুতো করে পায়ে দাও* (৯)। তুমি কি চাও আমি তোমাদের কাছে সেই কনের প্রকৃত দর্শন দেখাই যে দূত ও মহাদূতের বিরাট ভিড়ে বেষ্টিতা হয়ে অপ্রতিরোধ্য সৌন্দর্যে দীপ্তি ছড়ায়? এসো, আমরা সেই পলের হাত ধরি যিনি কনেকে বরের কাছে নিয়ে যান; তিনি সেই ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে গিয়ে আমাদের তার পাশে চালনা করবেন। তাই পল কি বলেন? *স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালবাস, খ্রিষ্টও যেমন মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন জলপ্রক্ষালনে বচন দ্বারা পরিশুদ্ধ ক'রে তাকে পবিত্র করে তোলার জন্য* (১০)।

১০। তুমি কি কনের দেহ উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় দেখেছ? তুমি কি দেখেছ কেমন করে তার সৌন্দর্য সূর্যের রশ্মিমালার অতীতে জ্বলজ্বলে দীপ্তি ছড়ায়? পরে তিনি বলে চলেন, *তিনি যেন নিজের সামনে গৌরবে বিভূষিতা এমন মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে পারেন, যার কোন কলঙ্ক বা বলিরেখা বা অন্য ধরনের খুঁত নেই* (১১)। তুমি কি যৌবনের ফুল ও যৌবনের পরিপক্কতায় জীবনের শীর্ষচূড়া দেখেছ? তুমি কি জানতে চাও সেই কনে কোন্ নামে অভিহিতা হয়? সে বিশ্বস্তা ও পবিত্রা বলে অভিহিতা। কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রিষ্ট যিশুর প্রেরিতদূত আমি, পল, পবিত্রজন ও খ্রিষ্ট যিশুতে বিশ্বস্ত যারা, তাদের সমীপে* (১২)।

'বিশ্বস্ত' নামের অর্থ

১১। কিন্তু, যখন আমি কনের নাম শুনেছি, তখন পুরাতন একটা ঋণের কথা মনে পড়ল। আমি কথা দিয়েছিলাম, তোমাদের বলব কেন আমরা 'বিশ্বস্ত' বলে অভিহিত। তবে, আমরা কেন সেইভাবে অভিহিত? বিশ্বস্ত এই আমরা এমন বিষয়ে বিশ্বাস রেখেছি যা আমাদের দৈহিক চোখ দেখতে পায় না। এই বিষয়গুলো মহৎ ও ভয়ঙ্কর, এবং আমাদের প্রকৃতিকে অতিক্রম করে। কোন ভাবনা বা মানবীয় যুক্তিক্ষমতা এ বিষয়গুলো আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করতে পারবে না; কেবল বিশ্বাসের দেওয়া শিক্ষাই সেগুলো উত্তম রূপে উপলব্ধি করে। সেইজন্য ঈশ্বর আমাদের জন্য দু' ধরনের চোখ ব্যবস্থা করলেন: মাংসের চোখ ও বিশ্বাসের চোখ।

১২। যখন তোমরা পবিত্র দীক্ষার প্রতি অগ্রসর হও, তখন মাংসের চোখ জল দেখে, বিশ্বাসের চোখ [পবিত্র] আত্মার সংদর্শন করে। সেই চোখ এমন দেহ দেখে যা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে; এই চোখ সেই পুরাতন মানুষকে দেখে যে সমাহিত হচ্ছে। মাংসের চোখ সেই মাংস দেখে যা ধৌত হচ্ছে; আত্মার চোখ সেই প্রাণ দেখে যা শুচীকৃত হচ্ছে। দেহের চোখ সেই দেহকে দেখে যা জল থেকে বের হয়; বিশ্বাসের চোখ সেই নতুন মানুষকে দেখে যে পবিত্র শুদ্ধিকরণ থেকে উজ্জ্বলভাবে দীপ্তিমান হয়ে বের হচ্ছে। আমাদের দৈহিক চোখ সেই যাজককে দেখে যিনি উপর থেকে ডান হাত মাথার উপরে রাখেন ও তাকে স্পর্শ করেন যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে; আমাদের আধ্যাত্মিক চোখ সেই মহান মহাযাজককে দেখে যিনি নিজের অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে তারই মাথা স্পর্শ করেন যে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছে। কেননা সেই ক্ষণে যিনি বাপ্তিস্ম প্রদান করছেন তিনি একটা মানুষ নন কিন্তু তিনি হলেন ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত পুত্র।

১৩। এবং আমাদের প্রভুর দেহ ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, তা আমাদের দেহ ক্ষেত্রেও ঘটে [১৩]। যদিও দেখা যাচ্ছিল, যোহন মাথা দিয়ে তাঁর দেহই ধরছিলেন, আসলে ঐশ্বরিক বাণীই তাঁর দেহকে যর্দনের জলস্রোতে নামিয়ে দিলেন ও তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। প্রভুর দেহ (ঐশ) বাণী দ্বারা, যে কণ্ঠ স্বর্গ থেকে বলল *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র* [১৪], তাঁর পিতার সেই কণ্ঠ দ্বারা, ও যিনি তাঁর উপরে নামলেন, সেই পবিত্র আত্মার অভিব্যক্তি দ্বারা বাপ্তিস্ম পেল। তোমাদের দেহ ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটা ঘটে। বাপ্তিস্ম পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে সম্পাদিত। তাই আমাদের শিক্ষার খাতিরে বাপ্তিস্মদাতা যোহন আমাদের বললেন, মানুষ নয়, ঈশ্বরই বাপ্তিস্ম দেন: *আমার পরে একজন আসছেন যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; আমি তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন* [১৫]।

১৪। এই কারণেই যাজক যখন বাপ্তিস্ম সম্পাদন করছেন তখন তিনি '[নাম]…-কে আমি বাপ্তিস্ম দিচ্ছি' বলেন না, কিন্তু বলেন, '[নাম]…-কে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামে বাপ্তিস্ম দেওয়া হচ্ছে'। এইভাবে তিনি দেখান, তিনি নয়, কিন্তু যাঁদের নাম করা হয়েছে সেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মাই বাপ্তিস্ম সম্পাদন করছেন।

১৫। অতএব, আমার উপদেশ আজ ‘বিশ্বাস’ বলে অভিহিত, ও তুমি ‘আমি বিশ্বাস করি’ না বলা পর্যন্ত আমি তোমার কাছে কিছুই ন্যস্ত করব না [১৬]। এই কথা অবিচল এমন ভিত্তিপ্রস্তর যা অবিচল একটা ঘর ধরে রাখে। সেজন্য পল এটাও বলেন, *ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন* [১৭]।

১৬। সুতরাং, তোমরা যারা ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে আসছ, আগে ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ও পরে সেই কথা জোর গলায় ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ কর। কেননা তোমরা তেমনটা করতে না পারলে তবে অন্য কোন কথা বলতে ও বুঝতে পারবে না। আমাকে সেই রহস্যময় জন্মের কথা এড়িয়ে যেতে দাও যার বিষয়ে কোন মানব সাক্ষী নেই [১৮]। আমাকে সেই জন্মেরই কথা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে দাও যা এই নিম্নলোকে ঘটেছিল ও যা বিষয়ে বহুজন সাক্ষ্য দিয়েছিল [১৯]। এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আমি এসব কিছুতে তোমাদের বিশ্বাস অবিচল ভাবে রক্ষা করব, কারণ বিশ্বাস ছাড়া তোমরা একথা মেনে নিতে পারতে না।

১৭। যাঁকে ধারণ করা সম্ভব নয়, যিনি সমস্তই ধারণ করেন ও সমস্তই শাসন করেন, তিনি একটি কুমারীর গর্ভে এলেন। আমাকে বল, কেমন করে ও কেমন উপায়ে তা হল? তোমরা তা ব্যাখ্যা করতে পার না। কিন্তু তোমরা যদি বিশ্বাসে এগিয়ে আস, তবে তোমাদের সেই বিশ্বাসই তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট করবে। যে সমস্ত বিষয় আমাদের যুক্তিক্ষমতার দুর্বলতা অতিক্রম করে, সেই সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাসের শিক্ষার দিকেই আমাদের ফিরতে হয়। যিনি সেই কথা লিখলেন, সেই মথি সেই প্রজনন কেমন হয়েছিল তা বুঝলেন না, কেননা তিনি বললেন, *দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে* [২০], কিন্তু তিনি আমাদের বুঝিয়ে দেননি তা কেমন ঘটেছিল। গাব্রিয়েলও বুঝলেন না, কেননা তিনি শুধু একথা বললেন, *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে* [২১]। কিন্তু তা কিভাবে ও কেমন করে হল, তা তিনি বুঝলেন না।

১৮। কিন্তু, বিশ্বাস সংক্রান্ত কাতেখেসিস ক্ষেত্রে আমি ব্যাপারটা তোমাদের শিক্ষাগুরুর হাতে তুলে দেব। আমি এবিষয়ে অন্য এক সময়েই তোমাদের কাছে কথা বলতে পারব যখন অদীক্ষিত অনেকেই উপস্থিত থাকবে [২২]। কিন্তু, যা তোমাদের

একাই এখন শুনবার দরকার আছে ও যা তোমাদের বলা যেতে পারে না যখন অদীক্ষিতরা তোমাদের সঙ্গে মিশে রয়েছে, তা আমাকে আজই তোমাদের বলতে হবে।

শয়তানকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টের সঙ্গে চুক্তিপত্র

১৯। এই সমস্ত বিষয় কি? আগামীকাল, শুক্রবারে, বিকাল তিনটায়, দরকার আছে, তোমাদের কাছে ক'টা বিশেষ প্রশ্ন রাখা হবে, ও তোমাদের, প্রভুর সঙ্গে তোমাদের চুক্তিপত্র উপস্থাপন করতে হবে। আমি যে বিনা কারণে সেই দিনের ও সেই সময়ের কথা উল্লেখ করছি তাও নয়। সেগুলো থেকে রহস্যময় [সাক্রামেন্ত বিষয়ক] একটা শিক্ষা শিখে নেওয়া যেতে পারে। কেননা শুক্রবারে, বিকাল তিনটায়, সেই চোর পরমদেশে প্রবেশ করলেন; যে অন্ধকার দুপুর বারোটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তা ঘুচে গেছিল; এবং দেহ ও মন দ্বারা উপলব্ধ সেই আলো [তথা খ্রিষ্টকে] গোটা জগতের যজ্ঞ রূপে তুলে নেওয়া হল। কেননা সেই ক্ষণে খ্রিষ্ট বললেন, *পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই* [২৩]। পরে, আমরা যে সূর্য দেখি, সেই সূর্য ধর্মময়তার সেই সূর্যের দিকে তাকাল যিনি ক্রুশ থেকে দীপ্তি ছড়াচ্ছিলেন; তখন সূর্য নিজের রশ্মি ফিরিয়ে নিল।

২০। সুতরাং, বিকাল তিনটায় যখন তোমরা [গির্জায়] চালিত হতে উদ্যত হবে, তখন তোমাদের অগণন সৎকর্ম স্মরণ কর ও সেই দানগুলো গণনা কর যা তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে; সেসময় তোমরা আর পৃথিবীতে থাকবে না, কিন্তু তোমাদের প্রাণ নিজেকে উত্তোলিত করবে ও স্বর্গকেই ধারণ করবে।

২১। আরও, তোমরা সবাই [গির্জায়] প্রবেশ করার পর তোমরা সবাই মিলে (কেননা তোমাদের পক্ষে এটা অবশ্যই পালনীয়, কারণ এই সমস্ত দান তোমাদের সবার কাছে সাধারণ সম্পদ রূপেই দেওয়া হয়, যাতে ধনী মানুষ গরিব মানুষের উপর তাচ্ছিল্যের চোখে না তাকায়, গরিব মানুষও যেন এমনটা মনে না করে সে ধনী মানুষের চেয়ে কম পাচ্ছে, কেননা খ্রিষ্ট যিশুতে *ইহুদীও নেই, গ্রীকও নেই; দাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই* [২৪]; বয়স ও স্বভাব ক্ষেত্রেও কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু সম্মানের যেকোন পার্থক্য মুছে ফেলা হয়; সকলের জন্য এক-মর্যাদা, এক-

দান, এক-ভ্রাতৃত্বই রয়েছে যা আমাদের একসাথে আবদ্ধ করে, ও একই অনুগ্রহও রয়েছে), তাই তোমরা সবাই মিলে [গির্জায়] চালিত হওয়ার পর তোমাদের পায়ে সোজা দাঁড়াতে হবে না বরং সবাই মিলে তোমাদের জানু পাত করতে হবে; তোমাদের স্বর্গের দিকে হাত প্রসারিত করতে হবে ও এই দানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করতে হবে।

২২। পবিত্র প্রথা এমনটা দাবি করে, তোমরা জানু পেতে থাকবে, যেন নিজেদের অঙ্গভঙ্গি দ্বারাও তাঁর পরম কর্তৃত্ব স্বীকার কর, কেননা জানু পাত করা তাদেরই চিহ্ন যারা নিজেদের দাসত্ব স্বীকার করে। শোন ধন্য পল এবিষয়ে কী বলেন, *যেন যিশু-নামে স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হয়* (২৫)। এবং তোমরা জানুতে নিজেদের নত করার পর, যাঁরা তোমাদের দীক্ষা দিচ্ছেন, তাঁরা এই কথা বলতে তোমাদের আজ্ঞা করবেন, ‘আমি শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করি’।

২৩। এই ক্ষণে আমার চোখে জল এল; আমার মন বিভ্রান্ত হল ও আমি তিক্ত ক্রন্দনে হাহাকার করলাম। কেন আমি সেই পবিত্র রাত্রির কথা উল্লেখ করেছি যে-রাত্রিতে আমাকে সেই ভয়ঙ্কর ও পবিত্র দীক্ষায় আনা হয়েছিল? আমি আমার সেসময়ের পবিত্রতা স্মরণ করলাম ও সেই পাপকর্ম স্মরণ করলাম যা সেদিন থেকে এদিন পর্যন্ত আমি জমিয়ে এসেছি। একই প্রকারে, প্রতিটি নারী যে ঐশ্বর্যের অবস্থা থেকে নিদারুণ দারিদ্রে পতিতা হয়েছে, সে ক্রন্দন করে ও বিলাপ করে, বিশেষভাবে যখন সে অন্যদের দেখে যাদের কনে রূপে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে ও মহৎ মর্যাদা উপভোগ করতে করতে ধনবান বরের হাতে দেওয়া হচ্ছে ও দলের মধ্যে ও শোভাযাত্রা সহকারে বরের বাড়িতে তাদের চালনা করা হচ্ছে। এই দুর্ভাগা নারীরা যে অন্য নারীদের সৌভাগ্য বিষয়ে ঈর্ষা বোধ করছে এজন্যই যে ক্রন্দন করে ও মনে কষ্ট পায় এমন নয়, কিন্তু এজন্যই ক্রন্দন করে ও মনে কষ্ট পায়, কারণ পরের সমৃদ্ধিতে তারা আরও সূক্ষ্ম ভাবেই তাদের নিজেদের দুর্ভাগ্য শেখে। এটার মত কিছুই আমার বেলায় এইমাত্র ঘটেছে। কিন্তু আমার নিজের সমস্যা বর্ণনা করতে করতে পাছে আলোচনাটা বিষণ্ণ ধরনের বিষয়বস্তুতে আনি, সেজন্য এসো, আবার তোমাদেরই কাছে ফিরি।

২৪। ‘শয়তান, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি’। কিবা ঘটেছে? ঘটনাগুলোর এই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত আবর্তন কি? যদিও তোমরা সবাই ভয়ে কাঁপছিলে, তোমরা কি

তোমাদের মনিবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে? তোমরা কি তার নিষ্ঠুরতার উপর অবজ্ঞার চোখে তাকাও? কীবা তেমন উন্মাদনায় তোমাদের এনেছে? তোমাদের এই সৎসাহস কোথা থেকে এসেছে? তোমরা তো বল, 'আমার একটা অস্ত্র আছে, শক্তিশালীই একটা অস্ত্র আছে'। কোন্ অস্ত্র? কোন্ মিত্র? আমাকে বল। তোমরা তো উত্তরে বল, 'হে খ্রিষ্ট, আমি তোমার সেবাকর্মে যোগ দিচ্ছি; এজন্যই আমি সৎসাহস দেখাচ্ছি ও [শয়তানের বিরুদ্ধ] বিদ্রোহ করছি; কারণ আমার দৃঢ় আশ্রয়স্থল আছে। যদিও আগে কাঁপছিলাম ও ভীত ছিলাম, এখন এই আশ্রয়স্থলই আমাকে সেই অপদূতের ঊর্ধ্বস্থ করেছে। অতএব আমি তাকে শুধু নয়, তার সমস্ত আকর্ষণও প্রত্যাখ্যান করি।'

২৫। দিয়াবলের সেই সমস্ত আকর্ষণ কি? উত্তর এ: যেকোন ধরনের পাপকর্ম, অশ্লীল প্রদর্শনী অনুষ্ঠান, ঘোড়দৌড়, হাসি ও অভদ্র ভাষায় পূর্ণ সম্মেলন। আরও, অলৌকিক চিহ্ন, দৈববাণী, শুভ ও অশুভ লক্ষণ, কাল পালন, প্রতীক, তাবিজ, জাদুমন্ত্র: এগুলোও দিয়াবলের আকর্ষণ। কিন্তু ক্রুশ বিস্ময়কর তাবিজের ও প্রভাবশালী মন্ত্রের শক্তির অধিকারী; সুখী সেই প্রাণ যা ক্রুশবিদ্ধ যিশু খ্রিষ্টের নামে কথা বলে। সেই নাম কর, তবে সমস্ত রোগ পালিয়ে যাবে, শয়তানের সমস্ত আক্রমণ নিঃশেষ হবে।

২৬। অতএব, এসমস্ত কথা মনে রাখ। কেননা এসমস্ত কথাই বরের সঙ্গে তোমাদের চুক্তিপত্র। বিবাহের আগে সমস্ত উপহার ও যৌতুকের হিসাব পূরণ করা দরকার; তোমরাও [বাপ্তিস্ম] বিবাহের আগে তেমনটা করতে বাধ্য। তিনি তোমাকে উলঙ্গ ও ভিক্ষুক অবস্থায় পেয়েছিলেন, তুমি অপ্রীতিকর ভাবে ব্যবহার করছিলে, কিন্তু তিনি দূরে পালিয়ে যাননি; বেছে নেওয়ার অধিকার তোমারই ছিল। যৌতুকের বদলে এসমস্ত কথা দ্বারা তোমার অবদান রাখ, তবেই খ্রিষ্ট তোমার সমস্ত জীবন ধরে এই কথাগুলো রাখবেন ও মেনে নেবেন। কেননা খ্রিষ্ট আমাদের প্রাণের পরিত্রাণেই নিজের ঐশ্বর্য পান। ধন্য পলের একথা শোন, *যারা তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি ধনবান* (২৬)।

দীক্ষাপ্রার্থীকে খ্রিস্মাভিষেক

২৭। এই সমস্ত কথার পরে, দিয়াবলকে প্রত্যাখ্যান ও খ্রিষ্টের সঙ্গে সন্ধির পরে, তোমরা যতখানি তাঁর আপনজন হয়েছ ও সেই ধূর্তজনের সঙ্গে আদৌ কোন সম্পর্ক রাখ না, সেই অনুসারে তিনি সাথে সাথে তোমাদের চিহ্নিত হবার জন্য আজ্ঞা করেন ও তোমাদের কপালে ক্রুশের চিহ্ন স্থাপন করেন। সেই বন্য পশু নির্লজ্জ, ও যখন সে এ বাণীগুলো শোনে তখন, আমাদের প্রত্যাশা অনুসারেই, আরও রুষ্ট হয়ে ওঠে ও তোমাদের দেখামাত্রই আক্রমণ করতে বাসনা করে। এজন্য ঈশ্বর তোমাদের মুখমণ্ডল খ্রিস্মাভিষিক্ত করেন ও সেটার উপরে ক্রুশের চিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত করেন। এইভাবে ঈশ্বর সেই ধূর্তজনের সমস্ত উন্মাদনা চেপে রাখেন; কেননা সেই চিহ্নের দিকে তাকানোর মত সাহস দিয়াবলের নেই। সে যেমন সূর্যের রশ্মি লক্ষ করে দূরে লাফ দিয়েছিল, তেমনি ভাবে তোমাদের মুখমণ্ডলের দৃষ্টিতে তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে ও সে তোমাদের ছেড়ে চলে যাবে; কেননা খ্রিস্মা-মলমের মধ্য দিয়ে তোমাদের উপরে ক্রুশের চিহ্ন চাপানো। খ্রিস্মা হল জলপাই তেল ও মলমের এক সংমিশ্রণ; মলমটা কনের জন্য, ও তেল প্রতিযোগীর জন্য। এবং যেন তোমরা পুনরায় জানতে পার, একটি মানুষ নয়, ঈশ্বর নিজেই যাজকের [অর্থাৎ সম্ভবত বিশপের] হাত দিয়ে তোমাদের খ্রিস্মাভিষিক্ত করেন, সেজন্য ধন্য পলের এ বাণী শোন, *স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রিস্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন; আমাদের খ্রিস্মাভিষিক্ত করেছেন* (২৭)। তিনি সর্বাঙ্গে এই মলমে তোমাদের খ্রিস্মাভিষিক্ত করার পর তোমরা সুরক্ষিত হবে ও সেই সাপকে চেপে রাখতে পারবে; তোমরা কোন ক্ষতি ভোগ করবে না।

বাপ্তিস্ম

২৮। খ্রিস্মাভিষেকের পরে বাকি অনুষ্ঠান হল পবিত্র জলকুণ্ডে প্রবেশ করা। তোমাদের গা থেকে কাপড় খুলে দেওয়ার পর যাজক [অর্থাৎ সম্ভবত বিশপ] নিজেই সেই প্রবাহী জলে তোমাদের চালনা করবেন। কিন্তু, উলঙ্গ অবস্থায় কেন? তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের সেই আগেকার উলঙ্গতা স্মরণ করিয়ে দেন যখন তোমরা পরমদেশে ছিলে ও কোন লজ্জা বোধ করতে না। কেননা পবিত্র শাস্ত্র বলে, *সেসময়*

আদম ও হবা উলঙ্গ ছিল, এতে কিন্তু তারা কোন লজ্জা বোধ করত না [২৮] যতক্ষণ না তারা পাপ-পোশাক গায়ে নিল: এমন পোশাক যা প্রচুর লজ্জায় ভারী।

২৯। তবে, এখানে লজ্জাবোধ করো না, কেননা এই জলপ্রক্ষালন পরমদেশের চেয়ে অনেক উত্তম। এখানে কোন সাপ থাকতে পারে না, কিন্তু এখানে সেই খ্রিষ্টই রয়েছেন যিনি তোমাদের সেই নবজন্মে দীক্ষিত করেন যা জল ও [পবিত্র] আত্মা থেকে আগত। তোমরা এখানে কোন সুন্দর বৃক্ষ ও ফল দেখতে পাও না, কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ দেখতে পাও। তোমরা এখানে মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষ পেতে পার না, বিধান ও আজ্ঞাগুলোও পেতে পার না, কিন্তু অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের দানগুলোই পেতে পার। কেননা পাপ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব চালাবে না যেহেতু তোমরা বিধানের অধীন নয়, অনুগ্রহেরই অধীন।

মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা

৩০। যেহেতু তোমরা বড় আনন্দের সঙ্গে আমার একথা শুনেছ, সেজন্য আমি এই আনন্দের প্রতিদান স্বরূপ একটা দাবি রাখব, এমন দাবি যা আমি শুরুতেই তোমাদের কাছে রেখেছিলাম। যখন তোমরা সেই জলকুণ্ডে নেমে যাও, তখন আমার অযোগ্যতা মনে রাখ। আমি সম্প্রতিকালেই এবিষয়ে তোমাদের কাছে এ যাচনা রেখেছিলাম যখন সেই যোসেফের কথা উল্লেখ করেছিলাম যিনি সেই প্রধান পানপাত্রবাহককে বলেছিলেন, *যখন আপনার মঙ্গল হবে, তখন আমাকে স্মরণ করবেন* [২৯]। শুরুতে আমিও তোমাদের বলেছিলাম, ‘যখন তোমার মঙ্গল হবে, তখন আমাকে স্মরণ করবে’, কিন্তু এখন আমি বলি না ‘যখন তোমার মঙ্গল হবে, তখন আমাকে স্মরণ করবে’, কিন্তু আমি বলি, ‘যখন তোমার মঙ্গল হয়, তখন আমাকে স্মরণ কর’। যোসেফ একথাও বলেছিলেন, *মনে রাখুন, আমি কোন অন্যায় করিনি* [৩০]; কিন্তু আমি বলি, ‘মনে রাখ, আমি বহু বহু অন্যায় ও অপকর্ম সাধন করেছি।’

৩১। রাজার সামনে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে তোমরা এখন মহৎ আশ্বাস রাখছ; আমরা তোমাদের মানব স্বরূপের হয়ে রাজকীয় দূত হিসাবেই তাঁর কাছে প্রেরণ করছি। তোমরা তো তাঁর কাছে সোনার কোন মালা নয়, বিশ্বাসেরই মালা আন। তিনি অধিক

প্রচুর সদিচ্ছার সঙ্গেই তোমাদের গ্রহণ করে নেবেন; তবে আমাদের সকলের সাধারণ মাতার হয়ে তোমরা তাঁর কাছে যাচনা রাখ, আমাদের সেই মাতা যেন কখনও কোন গোলমালে বা উত্তেজনায় না পড়ে। যাঁর হাত ও বাণী দ্বারা তোমরা এসমস্ত আশীর্বাদ অর্জন কর, সেই মহাযাজকের [অর্থাৎ সম্ভবত আর্চবিশপের] হয়েও ঈশ্বরের কাছে যাচনা রাখ। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরেই সেই যাজকদের কথাও বল যাঁরা আমাদের সঙ্গে সভায় বসেন (৩১), মানবজাতির কথাও তাঁর কাছে বল, যেন তিনি তাদের ধন-ঐশ্বর্যের অবশিষ্টাংশ নয়, কিন্তু তাদের পাপকর্মের অবশিষ্টাংশই মাপ করেন। সদ্‌গুণ সবার অধিকার হোক। কেননা তোমরা সবাই প্রভুর কাছে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে মহৎ আশ্বাস রাখ, ও তিনি চুম্বন দিয়ে তোমাদের গ্রহণ করে নেবেন।

পবিত্র চুম্বন

৩২। যেহেতু আমি চুম্বনের কথা উল্লেখ করেছি, সেজন্য তোমাদের কাছে এবিষয়েও কথা বলতে ইচ্ছা করি। আমরা যখন পবিত্র ভোজ-সভায় অংশ নিতে উদ্যত হই, তখন পবিত্র চুম্বন অর্পণ করতেও আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কেন? যেহেতু আমরা আমাদের দেহ থেকে বিযুক্ত হয়েছি, সেজন্য সেই উপলক্ষে আমরা চুম্বনের মধ্য দিয়েই একে অন্যের সঙ্গে প্রাণ যুক্ত করি, যাতে করে আমাদের সম্মেলন প্রেরিতদূতদের সেই সম্মেলনের মত হয়, যখন, যেহেতু সবাই বিশ্বাসী ছিল, সেজন্য সবাই ছিল একমন ও একপ্রাণ।

৩৩। এইভাবে আবদ্ধ হয়েই আমাদের সেই পবিত্র রহস্যগুলির কাছে এগিয়ে যাওয়া উচিত। খ্রিষ্ট যা বলেন, তোমরা তা শোন, *তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর* (৩২)। তিনি তো বলেননি 'প্রথমে উৎসর্গ কর'; না, তিনি বললেন 'প্রথমে পুনর্মিলিত হও, পরে উৎসর্গ কর'। যখন নৈবেদ্য আমাদের সামনে রয়েছে, তখন, এসো, প্রথমে একে অন্যের সঙ্গে পুনর্মিলিত হই ও পরে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে এগিয়ে চলি।

৩৪। কিন্তু এই চুম্বনের অন্য একটা রহস্যময় [সাক্রামেন্তীয়] অর্থও থাকতে পারে। পবিত্র আত্মা আমাদের খ্রিষ্টের মন্দির করেছেন। অতএব, যখন আমরা মুখে একে অন্যকে চুম্বন করি, তখন মন্দিরের প্রবেশদ্বারই চুম্বন করছি। তাই কেউই যেন দুষ্ট বিবেকে, এমন মনেও তেমনটা করে যা তলে পচনশীল। কেননা সেই চুম্বন পবিত্রই একটা জিনিস। ধন্য পল বলেন, *তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও* (৩৩)।

৩৫। এসো, আমরা যেন এসব কিছু মনে রাখি ও সারা জীবন ধরে তা পালন করি, তথা, খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের সেই সন্ধি, শয়তানকে সেই প্রত্যাখ্যান, ও সেই আশ্বাস যা প্রভু এখন আমাদের মঞ্জুর করেন। এসো, আমরা এসব কিছু অকলুষিত ও শুচি অবস্থায় রক্ষা করি, যেন প্রচুর গৌরবের সঙ্গে স্বর্গের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি ও মেঘলোকে, ঊর্ধ্বেই, উপনীত হওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হই ও স্বর্গরাজ্যেরও যোগ্য বলে গণ্য হই। আমরা সবাই যেন এসব কিছু অর্জন করি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও কৃপা গুণে যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) 'আজ' হল পুণ্য বৃহস্পতিবার: দু' দিন পর, শনিবার রাতে, বর প্রার্থীদের বাপ্তিস্ম সম্পাদন করার জন্য আসবেন। এই কাতেখেসিস রহস্যগুলি বিষয়ক শেষ কাতেখেসিস।

(২) মথি ২৫:৬ দ্রঃ।

(৩) 'তিনি নিজের কনের কাছে ছুটে এলেন': মনুষ্যত্বধারণই ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা যা আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করে।

(৪) এফে ৫:৩১-৩২।

(৫) তীত ৩:৩।

(৬) গা ৩:২৭।

(৭) সাম ৪৫:১০।

(৮) সাম ৪৫:১৪ সত্তরী পাঠ্য।

(৯) এফে ৬:১৫ দ্রঃ।

(১০) এফে ৫:২৫-২৬।

(১১) এফে ৫:২৭।

(১২) এফে ১:১।

(১৩) ‘প্রভুর দেহ ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, তা আমাদের দেহ ক্ষেত্রেও ঘটে’: যর্দন নদীতে বাপ্তিস্মদাতা যোহন নয়, পরম ত্রিত্বই খ্রিষ্টকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন; সেই অনুসারে, যাজক (পুরোহিত) ঈশ্বরের সেবাকর্মী ভূমিকা পালন করতে করতে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের বাপ্তিস্ম দেন।

(১৪) মথি ৩:১৭।

(১৫) মথি ৩:১৬ দ্রঃ।

(১৬) ‘তুমি “আমি বিশ্বাস করি” না বলা পর্যন্ত আমি তোমার কাছে কিছুই ন্যস্ত করব না’: এখানে ‘বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ’ অনুষ্ঠানরীতির কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে (২য় কাতেখেসিস ১৯ খ টীকা দ্রঃ)।

(১৭) হিব্রু ১১:৬।

(১৮) ‘আমাকে সেই রহস্যময় জন্মের কথা এড়িয়ে যেতে দাও যার বিষয়ে কোন মানব সাক্ষী নেই’: এখানে বাপ্তিস্ম-জনিত জন্মের কথা নির্দেশ করা হচ্ছে: অনুষ্ঠানরীতির সাক্ষী অনেকে, কিন্তু কেবল বিশ্বাসের চোখই প্রাণের নবজন্ম দেখতে পায়।

(১৯) ‘যা বিষয়ে বহুজন সাক্ষ্য দিয়েছিল’: সেই বহুজনের মধ্যে রয়েছেন সেই তিন পণ্ডিত যাঁরা খ্রিষ্টের জন্মের পর পরেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন; তাঁরাও কুমারীর প্রসবের রহস্য বুঝতে পারেননি, সুসমাচার-রচয়িতাও পারেননি, কোন সৃষ্টজীবও পারে না।

(২০) মথি ১:১৮।

(২১) লুক ১:৩৫।

(২২) ‘বিশ্বাস সংক্রান্ত কাতেখেসিস’ ও ‘শিক্ষাগুরু’: প্রধান শিক্ষাগুরু হলেন বিশপ, ও বিশ্বাস সংক্রান্ত কাতেখেসিস সম্ভবত হল বিশ্বাস-সূত্র ও প্রভুর প্রার্থনা ব্যাখ্যা। তথাপি বিশপ সাধারণত দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিতেন না, বরং দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়ার ভার প্রবীণদের (পুরোহিতদের) উপরে আরোপ করতেন।

‘… অন্য এক সময়েই … কথা বলতে পারব যখন অদীক্ষিত অনেকেই উপস্থিত থাকবে’: তাতে অনুমান করা যায়, যে দীক্ষাপ্রার্থীরা তিন বছর প্রশিক্ষণ পালন করছিল, তারা এই রহস্যগুলি বিষয়ক কাতেখেসিস থেকে বঞ্চিত ছিল (দীক্ষাপ্রার্থী সম্পর্কে ১০ম কাতেখেসিস ২ ক টীকা দ্রঃ)।

(২৩) লুক ২৩:৪৬। দৈহিক চোখ ক্রুশে বিদ্ধ যিশুকে দেখতে পেল, কিন্তু বিশ্বাসের চোখ মানবজাতির পরিত্রাণ ও মণ্ডলীর জন্মগ্রহণ দেখতে পেল।

(২৪) গা ৩:২৮।

(২৫) ফিলি ২:১০।

(২৬) রো ১০:১২।

(২৭) ২ করি ১:২১ সত্তরী পাঠ্য; “খ্রিস্মাভিষেক / খ্রিস্মাভিষিক্ত”: টীকা ২:২২ দ্রঃ।

(২৮) আদি ২:২৫ দ্রঃ।

(২৯) আদি ৪০:১৪।

(৩০) আদি ৪০: ১৫ সত্তরী পাঠ্য।

(৩১) ‘সেই যাজকদের কথাও বল যাঁরা আমাদের সঙ্গে সভায় বসেন’: উল্লিখিত যাজকদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং বিশপ জন। লক্ষণীয় বিষয় এটা যে, আন্তিওখিয়া মণ্ডলীতে ‘প্রবীণদের সভা’ (যা এখানে ‘যাজকদের সভা’ বলে অভিহিত) শব্দটা তার বহুদিন আগের বিশপ সাধু ইগ্নাসিউস দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল; মাগ্নেশীয়দের কাছে পত্রে, ৬ অধ্যায়ে, তিনি লিখেছিলেন, ‘প্রেরিতদূতদের সভার স্থানে উপস্থিত সেই প্রবীণবর্গের পরিচালনায় (ইত্যাদি), (প্রৈরিতিক পিতৃগণ দ্রঃ)।

(৩২) মথি ২৩-২৪ দ্রঃ।

(৩৩) ১ করি ১৬:২০।

১২শ কাতেখেসিস

১২শ কাতেখেসিস (Montfaucon ২)। আন্তিওখিয়ায়, পাস্কার আগে, হারানো একটা কাতেখেসিসের দশ দিন পরে, সম্ভবত মার্চ ৩৮৭ বা ৩৮৮ সালে, উপস্থাপিত কাতেখেসিস।

১) এই কাতেখেসিসের শুরুতে বিশপ জন শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর আগেকার দেওয়া কাতেখেসিস তাদের মধ্যে শিথিলতা ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল উৎপন্ন করেছে কিনা।

২) 'বিশ্বস্ত' ও 'সদ্য আলোপ্রাপ্ত' শব্দ দু'টোর ব্যাখ্যা। শ্রোতাদের 'বিশ্বস্ত' বলে অভিহিত করা হবে কারণ তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ও ঈশ্বর থেকে আগত ধর্মময়তা, পবিত্রতা, প্রাণের শুচিতা, দত্তকপুত্রত্ব ও স্বর্গরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে; তাদের 'সদ্য আলোপ্রাপ্ত' বলে অভিহিত করা হবে কারণ তাদের আলো সবসময়ই নতুন হয়ে থাকে ও কখনও নিঃশেষ হয় না।

৩) তাই, যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের মন থেকে অন্ধকার দূর করে দেবে, তখন তাদের দেখতে হবে, খ্রিষ্ট হয়ে উঠেছেন তাদের পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান, বন্ধু, ভাই ও পিতা। তাই তাদের উচিত সদাচরণ দ্বারা, ও হাত, মুখ, হৃদয়, চোখ ও কান রক্ষা দ্বারা নিজেদের সৌন্দর্যমণ্ডিত করা যাতে করে তারা বিবাহোৎসবের জন্য ও সেই বিবাহ-পোশাকের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে যা তাদের দেওয়া হবে।

৪) যদি তারা নিজেদের দোষত্রুটি সংস্কার করতে না পারে, তাহলে যেন বাপ্তিস্ম না নেয়।

৫) অতএব, তাদের উচিত আগেকার পাপকর্ম বিষয়ে মনপরিবর্তন করা, শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করা, ও প্রাণকে রাজকীয় প্রতিমূর্তি করে তোলা।

৬) কেউই তাদের ক্ষতি করতে পারে না; কেবল তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ঘটাতে পারে। তারা উৎসুক হলে তবে পঙ্গু ও দুর্বল হলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের প্রাণে প্রবেশ করবে ও তাদের খ্রিষ্টের সৈন্য করে তুলবে। খ্রিষ্ট নিজেই শয়তানের লড়াইয়ের জন্য তাদের প্রস্তুত করবেন ও সংগ্রামকালে তাদের রক্ষা করবেন।

৭) কিন্তু, এসব কিছুর যোগ্য হবার জন্য তাদের উচিত সবকিছুতে ঈশ্বরের অন্বেষণ করা ও সমস্ত ঐশ্বর্য ও মণিমুক্তা প্রত্যাখ্যান করা।

৮) নারীরা ক্ষয়শীল সোনা, মণিমুক্তা ও দামী কাপড় দিয়ে নয়, কিন্তু সদ্‌গুণ দিয়েই নিজেদের ভূষিত করবে। সোনা হল শয়তানের আকর্ষণের মধ্যে একটা, ও তাদের

শয়তানকে ও তার সমস্ত আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করতে হবে। শয়তানের অন্যান্য আকর্ষণ হল শুভ ও অশুভ লক্ষণ, তাবিজ ও মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার।

৯) সুতরাং, একমাত্র কার্যকর মন্ত্র হবে, 'শয়তান, আমি তোমাকে, তোমার সমস্ত আকর্ষণ, ও তোমার সেবাকর্ম প্রত্যাখ্যান করি' ও 'খ্রিষ্ট, আমি তোমার সেবাকর্মে যোগ দিচ্ছি'; এবং একমাত্র কার্যকর চিহ্ন হবে ক্রুশের চিহ্ন। এইভাবে তারা দিয়াবলকে দূর করে দেবে ও ধর্মময়তার মুকুট গ্রহণ করবে।

আলোপ্রত্যাশী যারা, যে নারীরা চুল বাঁধার কায়দায় ও সোনায় নিজেদের ভূষিতা করে, যারা খ্রিষ্টীয় নীতি-বিরুদ্ধ সেই শুভ ও অশুভ লক্ষণ, তাবিজ ও মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করে, তাদেরই উদ্দেশ করা কাতেখেসিস।

১। সর্বপ্রথমে আমাকে তোমাদের প্রেমময় জনসমাবেশের কাছে আমার সাম্প্রতিক উপদেশের ফল (১) বিষয়ে প্রশ্ন করতে হয়। কেননা, তোমরা যেন শুনতে পাও, আমি শুধু এজন্যই যে কথা বলি তা নয়, কিন্তু এজন্য কথা বলি যেন, আমি যা বলি তা যেন তোমরা মনে রাখ ও তোমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে সেবিষয়ে আমাকে প্রমাণ দাও। এমনকি, তোমাদের প্রমাণ দিতে হবে সেই ঈশ্বরেরই কাছে যিনি তোমাদের গোপন চিন্তা-ভাবনা জানেন। এজন্যই আমার আলোচনা 'কাতেখেসিস' (২) বলে অভিহিত, যাতে যখন আমি এখানে অনুপস্থিত, তখনও যেন আমার কথা তোমাদের মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাতে।

২। আমার বোনা বীজের ফলাদি বিষয়ে যে শুধু দশ দিন পরেই প্রশ্ন করতে এসেছি, সেজন্য তোমরা আশ্চর্য হয়ো না। কেননা একটামাত্র দিনেও বীজ বোনা ও ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব, যেহেতু আমাদের নিজেদের বলের উপরে নয়, কিন্তু সেই প্রভাবের উপরেই নির্ভর ক'রে আমরা প্রতিযোগিতায় আহূত, যে প্রভাব ঈশ্বরের সাহায্য গুণে আমাদেরই অধিকার। যারা আমার বাণী গ্রহণ করেছে ও কাজ-কর্ম দ্বারা তা পূরণ করেছে, তারা সবাই এগিয়ে চলায় সাধনা করুক।

৩। যারা এখনও এই সৎকর্মে হাত দেয়নি, তারা সবাই এখনই শুরু করুক, যাতে ভাবী ধর্মাগ্রহ দ্বারা সেই দণ্ড দূর করে দিতে পারে যা অবহেলা থেকে আগত। কেননা তেমনটা করা এখনও সম্ভব, এমনকি যে কেউ এপর্যন্ত নিজেকে অমনোযোগী দেখিয়েছে,

তার পক্ষেও পরবর্তীতে নিজেকে ধর্মাগ্রহী বলে দেখানো সম্ভব, ও কালক্রমে নিজের পুরা ক্ষতি পুনরুদ্ধার করাও তার পক্ষে সম্ভব। এজন্য সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটল প্ররোচনার দিনে* (৩)। তথাপি, আমরা যেন কখনও হতাশ না হই এবিষয়ে সাহস ও উপদেশ দেবার জন্যই তিনি সেই কথা বলেছিলেন; আরও, সামনে যা রয়েছে তা আমরা যেন আঁকড়ে ধরি ও যেন ঈশ্বরের স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার অভিমুখে সজোরে এগিয়ে যাই, এজন্যও তিনি সেই বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

‘বিশ্বস্ত’ নামের অর্থ

৪। অতএব, এসো, আমরা তেমনটা করি ও এই মহাদানের বিবিধ নাম সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করি। যে মর্যাদার মহত্ত্ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধ নয়, যারা তা গ্রহণ করে নেয়, তা সম্মান ক্ষেত্রে তাদের উদাসীন রাখে; যখন তারা তাদের সেই মর্যাদার মহত্ত্ব উপলব্ধি করে, তখনই তারা কৃতজ্ঞ হয় ও সেটার জন্য আরও বেশি আগ্রহী হয়। আরও, যারা ঈশ্বর থেকে আগত তেমন মর্যাদা ও সম্মানের ফল সংগ্রহ করছে, সেই নামগুলোর অর্থ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা তাদের পক্ষে অসম্মানজনক ও হাস্যকর ব্যাপার হবেই।

৫। এই দান সম্পর্কে আমি কি বলব? তোমরা যদি আমাদের জাতের সাধারণ নামের কথা ভাব, তাহলে সদ্‌গুণ সংক্রান্ত মহত্তম শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে। কেননা আমরা ‘মানুষ’ নামটা বাইরের লোকদের [অর্থাৎ পৌত্তলিক দার্শনিকদের] মত নয়, কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র যেভাবে আমাদের আজ্ঞা দেয়, সেই অনুসারেই নামটা নির্ধারণ করি। মানুষের মত হাত ও পায়ের যে অধিকারী, সেই যে মানুষ তা নয়, যে কেউ যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সেও শুধু নয়, কিন্তু যে কেউ ধর্মভক্তি ও সদ্‌গুণ পালনে আস্থাবান, সেই মানুষ। শোন যোব সম্পর্কে শাস্ত্র কি বলে। *একসময় উজ দেশে একজন লোক ছিলেন* (৪), এটা বলার পর, শাস্ত্র পৌত্তলিক দার্শনিকদের ব্যবহৃত সংজ্ঞা অনুসারে তাঁর বর্ণনা করে না, এমনটাও বলে না যে, তাঁর দু’টো পা বা বড় নখ ছিল। অনুপ্রাণিত লেখক যখন যোব সম্পর্কে বললেন, তিনি ধর্মপ্রাণ, সত্যবাদী, ঈশ্বরের উপাসক, ও অপকর্ম থেকে বিরত মানুষ, তখন তিনি ধর্মভক্তি-গুণের বৈশিষ্ট্যগুলোই উপস্থাপন

করলেন: এতেই তিনি দেখালেন, যোব একটি মানুষ। আর একজন অনুপ্রাণিত লেখক বলেন, *ঈশ্বরকে ভয় কর, তাঁর আজ্ঞাগুলি পালন কর, কারণ এটিই পুরা মানুষ* (৫)।

৬। কিন্তু, যখন 'মানুষ' নামটা সদ্‌গুণ সংক্রান্ত তেমন উপদেশ ব্যবস্থা করে, তখন 'বিশ্বস্ত' নামটা কি এর চেয়ে মহত্তর উপদেশ প্রদান করবে না? তোমরা 'বিশ্বস্ত' বলে অভিহিত, কারণ তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ও তাঁর কাছ থেকে গচ্ছিত সম্পদ হিসাবে ধর্মময়তালাভ, পবিত্রতা, প্রাণের শুচিতা, দত্তকপুত্রত্ব ও স্বর্গরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত। ঈশ্বর এসব কিছু গচ্ছিত রাখার জন্য তোমাদের হাতেই তা ন্যস্ত করেছেন ও প্রদান করেছেন; অন্যদিকে, তোমরা তাঁর হাতে অন্য কিছু ন্যস্ত করেছ ও গচ্ছিত রেখেছ, তথা, অর্থদান, প্রার্থনা, মিতাচারিতা ও অন্য যত সদ্‌গুণ।

৭। আমি কেন অর্থদানের কথা বলি? তোমরা যদি তাঁকে কেবল এক ঘট ঠাণ্ডা জলও দিয়ে থাক, তোমরা তা হারাবে না, কিন্তু তিনি তা যত্ন সহকারে শেষ দিন পর্যন্তই রাখবেন ও তোমাদের কাছে অধিকতর প্রচুর পরিমাণে ফিরিয়ে দেবেন। ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর; তিনি গচ্ছিত সম্পদ আমাদের জন্য রাখেন শুধু নয়, কিন্তু যখন তিনি শোধ করেন তখন তা বৃদ্ধিও করেন।

৮। তাছাড়া, তোমাদের কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, সেবিষয়ে তিনি তোমাদের সাধ্যমত এটাও করতে আজ্ঞা করেছেন, তথা, তোমাদের গৃহীত পবিত্রতা বৃদ্ধি করা, জলপ্রক্ষালনের পরে তোমাদের ধর্মময়তা আরও বেশি উজ্জ্বল করে তোলা, ও তোমাদের [গৃহীত] অনুগ্রহও আরও বেশি চতচকে করে তোলা, সেইভাবে যেভাবে সেই ধন্য পল করলেন যিনি, যত আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পরবর্তী পরিশ্রম, ধর্মাগ্রহ ও তৎপরতা দ্বারা তা বৃদ্ধি করেছিলেন।

৯। ঈশ্বর যে যত্ন দেখান, তা লক্ষ কর। তিনি সবকিছু এখানে দেননি, কোন কিছু থেকেও তোমাদের বঞ্চিত করেননি, কিন্তু তিনি কোন কোন কিছু প্রদান করলেন, ও কোন কোন কিছু দান করবেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন। তিনি কেন এজগতে সবকিছু দেননি? যাতে, যা কিছু এখনও প্রদান করা হয়নি, তোমরা যেন কেবল তাঁর প্রতিশ্রুতিতেই ভিত্তি করে সেই সবকিছু বিশ্বাস করায় তাঁর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করতে পার। আরও, তিনি কেন সবকিছু স্বর্গে রাখেননি? কেন তিনি [পবিত্র]

আত্মার অনুগ্রহ, ধর্মময়তালাভ ও পবিত্রতা প্রদান করলেন? যাতে তিনি তোমাদের পরিশ্রম লঘুভার করতে পারেন ও আসন্ন আশীর্বাদের মঙ্গলময় প্রত্যাশায় তোমাদের স্থাপন করতে পারেন: বাস্তবিকই, যা ইতিমধ্যে আমাদের প্রদান করা হয়েছে, সেই সবকিছুর ভিত্তিতেই আমরা প্রত্যাশা করি।

‘সদ্য আলোপ্রাপ্ত’ নামের অর্থ

১০। তোমাদের ‘সদ্য আলোপ্রাপ্ত’ নামে অভিহিত করা হবে, কারণ তোমরা এমনটা ইচ্ছা করলে তবে তোমাদের আলো সবসময়ই নতুন হয়ে থাবেক ও কখনও নিঃশেষ হবে না। আমরা তেমনটা সেইভাবে পাব কি পাব না, কিন্তু তবুও রাত এজগতের আলোর অনুসরণ করবেই; কিন্তু অন্ধকার এই নতুন আলোর দীপ্তি জানে না। অন্ধকারেই আলোর উদ্ভাস, ও অন্ধকার তা গ্রাস করেনি (৬)। অবশ্যই, যে প্রাণ আলোপ্রাপ্ত ও [পবিত্র] আত্মা থেকে পাওয়া অনুগ্রহ থেকে উজ্জ্বল হয়, যখন সূর্য ওঠে তখন জগৎ সেই প্রাণের মত উজ্জ্বল নয়।

১১। এসমস্ত বিষয়ের প্রকৃতি আরও বেশি সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা কর। যখন রাত হয় ও অন্ধকার হয়, তখন অনেক সময় একটা মানুষ একটা দড়ি দেখে মনে করে সেটা একটা সাপ; ও কোন বন্ধু তার কাছে এগিয়ে এলেই একটা শত্রুই যেন সে তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। দিনমানের আলোতে তেমন কিছুই ঘটত না, কেননা সবকিছু যেরূপে বাস্তবে আছে তা সেইরূপেই দেখা যায়।

১২। আমাদের প্রাণ ক্ষেত্রে একই ব্যাপার হয়। যতবার অনুগ্রহ আসে ও আমাদের মন থেকে অন্ধকার দূর করে দেয়, ততবার আমরা প্রতিটি জিনিসের সঠিক প্রকৃতি শিখে নিই; আগে যা আমাদের ভীত করছিল, আমাদের চোখে তা এখন অবজ্ঞার বিষয়। এই পবিত্র দীক্ষা থেকে যখন আমরা যত্ন সহকারে শিখেছি যে মৃত্যু মৃত্যু নয় কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী নিদ্রা ও বিশ্রাম মাত্র, সেসময় থেকে আমরা মৃত্যু আর ভয় পাই না। আমরা দরিদ্রতা বা অসুস্থতা বা সেই ধরনের দুর্ভাগ্যেও আর ভয় পাই না, কারণ জানি, আমরা এমন শ্রেয়তর জীবনের পথে রয়েছি যা মৃত্যু ও ধ্বংসের পক্ষে অগম্য ও তেমন যত অসমতা থেকে মুক্ত।

১৩। তবে এসো, আমরা যেন এজীবনের সেই মঙ্গলদানগুলোর পিছনে তথা বিলাসবহুল খাদ্য ও দামী কাপড়ের দিকে আর হা করে না থাকি। কারণ তোমরা শ্রেষ্ঠতম সজ্জার অধিকারী, তোমাদের সামনে আত্মিক ভোজসভা আয়োজিত, তোমরা সেই গৌরবের অধিকারী যা ঊর্ধ্ব থেকে আগত; তোমাদের পক্ষে এখন খ্রিষ্টই সবকিছু হয়েছেন তথা, ভোজনপাট, পোশাক, বাসস্থান, মাথা ও শিকড়। কারণ *তোমরা যারা খ্রিষ্টেতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ, সেই তোমরা সবাই খ্রিষ্টকে পরিধান করেছ* [৭]। হ্যাঁ, দেখ, তিনি কেমন করে তোমাদের পোশাক হয়েছেন।

১৪। তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর, তিনি কেমন করে তোমার খাদ্যও হয়ে ওঠেন? খ্রিষ্ট বলেন, *যেভাবে জীবনময় পিতা আমাকে প্রেরণ করেছেন, আর আমি পিতারই জন্য জীবিত, সেইভাবে যে আমাকে খায়, সে আমার জন্যই জীবিত থাকবে*; তিনি তোমাদের বাসস্থানও হন: *যে কেউ আমার মাংস খায়, সে আমাতে বসবাস করে আর আমি তার অন্তরে বসবাস করি* [৮]। এবং তিনি দেখান, তিনি আমাদের শিকড় ও ভিত্তি, কেননা তিনি বলেন, *আমি হলাম আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা* [৯]। তিনি যে আমাদের ভাই, বন্ধু ও বর, তা দেখাবার জন্য তিনি বলেন, *আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ তোমরা আমার বন্ধু* [১০]। আরও, ধন্য পাল বলেন, *আমি তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রিষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান করেছি* [১১]। ধন্য পল আরও বলেন, তিনি যেন বহু ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত বলে স্বীকৃত হন [১২]। আমরা শুধু তাঁর ভাই হই না, বরং তাঁর সন্তানও হই, কেননা তিনি বলেন, *এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, প্রভু যাদের আমাকে দিয়েছেন* [১৩]। আমরা শুধু তাঁর সন্তান হই না, কিন্তু তাঁর অঙ্গগুলো ও তাঁর দেহও হয়ে উঠি [১৪]। তিনি আমাদের প্রতি যে ভালবাসা ও কৃপা দেখান, এখানে ইতিমধ্যে উল্লিখিত কথা কেমন যেন তা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়, সেজন্য তিনি এমন আরও একটা বিষয় উপস্থাপন করলেন যা উল্লিখিত কথাগুলোর চেয়েও মহত্তর ও আরও বেশি অন্তরঙ্গ; তিনি তেমনটা তখনই করলেন যখন নিজের বিষয়ে বললেন, তিনি আমাদের মাথা [১৫]।

উত্তম জীবনাচরণ দ্বারা খ্রিষ্টকে সাড়া দেওয়া সম্পর্কে

১৫। প্রিয়জনেরা, যেহেতু তোমরা এসমস্ত কিছু জান, সেজন্য তোমাদের জীবনাচরণের শ্রেষ্ঠতা দিয়ে তোমাদের উপকর্তাকে সাড়া দাও। তাঁর আত্মবলিদান যে কেমন মহৎ হল তা বিবেচনা করার পর তোমাদের দেহের অঙ্গগুলো সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। হাতে যা গ্রহণ করে নাও, সেবিষয়ে ভাব, ও অন্যকে আঘাত করার জন্য সেই হাত তোলো না, ও যে হাত তেমন মহাদান দ্বারা সম্মানিত হয়েছে, তা আক্রমণ-পাপ দ্বারা কখনও অসম্মান করো না। তোমাদের হাতে যা গ্রহণ করে নাও, সেবিষয়ে ভাব ও সমস্ত লোভ ও চুরি থেকে সেই হাত শুচি করে রাখ (১৬)।

১৬। বিবেচনা কর, তোমরা এই দান নিজেদের হাতে গ্রহণ করে নাও শুধু নয়, কিন্তু সেই দান নিজেদের মুখেও তুলে নাও (১৭), এবং তোমাদের জিহ্বা সমস্ত অসম্মানজনক ও জঘন্য কথা থেকে, ঈশ্বরনিন্দা, মিথ্যা শপথ ও এই ধরনের অন্য সমস্ত পাপ থেকে শুচি রাখ। কেননা যা তেমন ভয়ঙ্কর রহস্যগুলির সেবা করে, যা তত মূল্যবান রক্ত দ্বারা রক্তলাল হয়েছে ও যা একটা সোনার খড়্গ হয়ে উঠেছে, সেই জিহ্বাকে ধরে তার গতি গালাগালিতে, ঔদ্ধত্বে, ও উচ্ছৃঙ্খল পরিহাসে পরিণত করা বিনাশে ভরা অপকর্ম স্বরূপ। ঈশ্বর যে সম্মান সেই জিহ্বাকে মঞ্জুর করেছেন, সেই সম্মানকে শ্রদ্ধা কর ও পাপের হীনতায় সেই সম্মান চালিত করো না।

১৭। হাত ও জিহ্বার পরে হৃদয়ই এই ভয়ঙ্কর রহস্য গ্রহণ করে নেয়, তেমনটা বিবেচনা করার পর তোমাদের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কোন প্রতারণা আঁটবে না, বরং তোমাদের মনকে সমস্ত অপকর্ম থেকে মুক্ত রাখ। এইভাবে তোমরা তোমাদের চোখ ও কান সুরক্ষিত রাখতে পারবে। কেননা, ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা সেই রহস্যময় কণ্ঠ শোনার পর (আমি তো খেরুবদূতদের কণ্ঠেরই কথা বলছি), বেশ্যাদের জন্য গাওয়া গানে ও কুৎসিত সুরে তোমাদের কান নোংরা করা কি অযৌক্তিক নয়?

১৮। যে চোখ তোমরা সেই অনির্বচনীয় ও ভয়ঙ্কর রহস্যগুলির প্রতি নিবদ্ধ রাখ, সেই একই চোখ যদি বেশ্যাদের দিকে তাকাবার জন্য ও মনে মনে ব্যভিচার করার জন্য ব্যবহার কর, তবে তোমরা কি নিদারুণ শাস্তির যোগ্য হও না? প্রিয়জনেরা, তোমরা

একটা বিবাহ-উৎসবে নিমন্ত্রিত; কলুষে ভরা পোশাক পরা অবস্থায় সেই উৎসবে এসো না, কিন্তু এমন পোশাক পর যা সেই বিবাহ-উৎসবের উপযোগী।

১৯। নিতান্ত গরিব হয়েও মানুষেরা যখন কোন পার্থিব বিবাহ-উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়, তখন প্রায়ই একটা পরিষ্কার পোশাক ধার নেয় অথবা কেনে, ও সেইভাবে পরিবৃত হয়ে, যারা তাদের নিমন্ত্রণ করেছে তাদের সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু তোমরা আধ্যাত্মিক ও রাজকীয়ই একটা বিবাহ-উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছ; তবে কোন্ ধরনের বিবাহ-উৎসবের উপযোগী পোশাক কেনা উচিত তা বিবেচনা কর। অপরদিকে, তেমন পোশাক কেনা তোমাদের পক্ষে দরকার হয় না, কারণ যিনি তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি পোশাকটা উপহার হিসাবে তোমাদের দেন: তাতে তোমরা তোমাদের দরিদ্রতা অজুহাত হিসাবে উপস্থাপন করতে পার না।

২০। তবে তোমাদের গ্রহণ করে নেওয়া সেই পোশাক সুরক্ষিত কর; সেটা নষ্ট করলে তবে তোমরা অন্য একটা ধার করতে বা কিনতে পারবে না। এমন জায়গা নেই যেখানে এই ধরনের পোশাক বিক্রির জন্য প্রদর্শীত। তোমরা, যাদের আগে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছিল, সেই তোমরা কি শোননি তারা কেমন হাহাকার করল ও বুক চাপড়াল যেহেতু তাদের বিবেক এবিষয়েই তাদের নাড়া দিচ্ছিল? তবে, হে আমার প্রিয়জন, ব্যবস্থা কর, যাতে তোমাদেরও তেমন অভিজ্ঞতা সহ্য করতে না হয়। কিন্তু যদি তোমরা দেহ থেকে অপকর্মের দুষ্ট পোশাক ফেলে না দাও, তাহলে তোমাদের অবশ্যই সেই অভিজ্ঞতা সহ্য করতে হবে।

কু-অভ্যাস ত্যাগ করা

২১। আমি একথা আগেও বলেছি, এখনও বলি, ও বারে বারে বলতে থাকব: একটা মানুষ যদি নিজের চরিত্রের দোষত্রুটি সংস্কার করে না থাকে ও সদ্‌গুণ সংক্রান্ত দক্ষতা গড়ে না থাকে, তাহলে তাকে বাপ্তিস্ম না দেওয়া হোক। কেননা সেই জলপ্রক্ষালন আগেকার সাধিত পাপকর্ম দূর করে দিতে পারে, কিন্তু আমরা যে একই পাপে পুনরায় পতিত হতে পারি তেমন ভয়ও কম নয় ও তেমন বিপদও তুচ্ছ নয়; এমন অবস্থায় চিকিৎসাটা আমাদের পক্ষে ক্ষত হয়ে ওঠে। কেননা যারা বাপ্তিস্মের পরে পাপ করে,

তাদের জন্য শাস্তি সেই অনুগ্রহের মহত্ত্বের সমানুপাতিক যে-অনুগ্রহ আমরা বাপ্তিস্মে পেয়েছিলাম।

২২। তবে, পাছে আমরা আমাদের পুরাতন বমিতে ফিরে যাই, এসো, নিজেদের প্রশিক্ষিত করি। আমাদের মনপরিবর্তন করা দরকার ও আগেকার পাপকর্ম থেকে বেশ দূরেই থাকা দরকার, এবং এইভাবেই অনুগ্রহের কাছে এগিয়ে যাওয়া দরকার। যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে উদ্যত, তাদের কাছে বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও প্রেরিতদূতদের প্রধান যে কি বলেন, তা শোন। কেননা যোহন বলেন, *মনপরিবর্তনের যোগ্য ফল আন, ও মনে মনে এমনটা বলতে শুরু করো না, আব্রাহাম আমাদের পিতা* (১৮)। এবং যারা পিতরকে জিজ্ঞাসা করছিল তাদের কি করা উচিত, তিনি তাদের বললেন, *মনপরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপক্ষমার উদ্দেশে তোমরা প্রত্যেকে যিশু খ্রিষ্ট-নামের খাতিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর* (১৯)। কিন্তু যে কেউ মনপরিবর্তন করে, সে যে পাপ বিষয়ে মনপরিবর্তন করে, সেই পাপকে আর আঁকড়ে ধরে না, ও সেজন্যই আমাদের এটা বলতে আজ্ঞা দেওয়া হয়, ‘শয়তান, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি’, যাতে করে তার কাছে আর কখনও না ফিরে যাই।

২৩। চিত্রকারদের ক্ষেত্রে যা ঘটে, সেই একই জিনিস এখন ঘটুক। তারা কাঠের ফলক ঠিক করে সেগুলোর চারপাশে সাদা দাগ টানে ও প্রকৃত রং মাখাবার আগে রাজার প্রতিকৃতির নকশা আঁকে। ভুল সংশোধন করে ও যা গঠিত হয়নি সেটার পরিবর্তন করে তারা নকশাটা মুছে ফেলতে ও সেটার বদলে অন্য নকশা ব্যবহার করতে একেবারে স্বাধীন। কিন্তু এগিয়ে যাবার পর ও তাতে রঁজক লাগাবার পর তারা পুনরায় মুছে ফেলতে বা পরিবর্তন করতে আর পারে না, কারণ তেমনটা করলে তারা প্রতিকৃতির সৌন্দর্য নষ্ট করবে ও ব্যাপারটা ভর্ৎসনার বিষয় হবে।

২৪। তোমরা সেইমত ব্যবহার কর। ধরে নাও, তোমাদের প্রাণ একটা প্রতিকৃতি। সেটায় [পবিত্র] আত্মার প্রকৃত রং লাগাবার আগে সেই সমস্ত কু-অভ্যাস মুছে ফেল যা তোমাদের অন্তরে শিকড় গেড়েছিল, যেমন শপথ করা, মিথ্যা বলা, অপমান নিক্ষেপ, বিশ্রী ভাষা, ভাঁড়ামি, বা এধরনের বাকি যত অসম্মাননীয় জিনিস যা তোমরা করতে অভ্যস্ত। অভ্যাসটা মুছে ফেল, যাতে বাপ্তিস্মের পরে তোমাদের সেই অভ্যাসে ফিরে

আসতে না হয়। জলপ্রক্ষালন পাপকর্ম হরণ করে, কিন্তু তোমাদের অভ্যাসটা সংস্কার করা দরকার, যেন রঁজক লাগানো হওয়ার পর ও রাজকীয় প্রতিকৃতি দীপ্তি ছড়াবার পর তোমাদের আর কখনও তা মুছে ফেলার দরকার না হয় বা ঈশ্বর যে সৌন্দর্য তোমাদের দিয়েছেন, তোমরা যেন সেই সৌন্দর্যের কোন ক্ষত বা দাগ না ঘটাও।

কেবল আমরাই নিজেদের আঘাত করতে পারি

২৫। তোমাদের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখ, তোমাদের রোষ প্রশমিত কর। যে কেউ তোমাদের আঘাত বা ক্ষতি করে, তার জন্য চোখের জল ফেল। বিরক্ত হয়ো না, কিন্তু তার প্রতি সহানুভূতি দেখাও, যাতে তোমরা প্ররোচিত হয়ে না বল, আমার প্রাণ আঘাতগ্রস্ত হয়েছে। কারও প্রাণ আঘাতগ্রস্ত হয় না যদি না আমরা আমাদের নিজেদের প্রাণ আঘাত না করি। এটা কেমন হতে পারে? আমাকে বলতে দাও। কেউ তোমাদের সম্পত্তি চুরি করেছে? সে তোমাদের প্রাণে নয়, তোমাদের টাকার থলিতেই তোমাদের আঘাত করেছে; কিন্তু তোমরা তার প্রতি ক্ষুব্ধ হলে তবে নিজেদের প্রাণেই নিজেদের আঘাতগ্রস্ত করেছ। সম্পত্তির ক্ষতি তোমাদের প্রাণ ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, এমনকি প্রাণকে সাহায্যই করেছে; তথাপি, যদি তোমরা ক্রোধ সরিয়ে না দাও, তাহলে, যে ক্ষোভ তোমরা বহন কর, সেটার জন্য পরে শাস্তি বহন করতে হবে। কেউ কি তোমাদের গালাগালি দিয়েছে বা অপমান করেছে? সে তোমাদের প্রাণও আঘাত করেনি, তোমাদের দেহও আঘাত করেনি। কিন্তু তোমরা কি ঠিক সেইভাবে গালাগালি ও অপমান ফিরিয়ে দিয়েছ? তবে নিজেদের প্রাণ আঘাত করেছ ও যে কথা উচ্চারণ করেছ সেটার জন্য পরে শাস্তি বহন করতে হবে।

২৬। প্রকৃতপক্ষে আমি সর্বোপরি ইচ্ছা করি, তোমরা যেন এটা বোঝ যে, খ্রিষ্টিয়ান বিশ্বস্তজনদের প্রাণ আঘাতগ্রস্ত করার ক্ষমতা কারও নেই, দিয়াবল নিজেও পারে না। ঈশ্বর যে আমাদের যেকোন প্রতারণার অতীত গড়েছেন, তা যে বিস্ময়কর ব্যাপার শুধু নয়, তিনি যে আমাদের সদ্‌গুণ অনুশীলনের জন্য উপযোগী করেছেন, এটাই বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা ইচ্ছুক হলে তবে আমরা গরিব, দেহে দুর্বল, অনাহূত, অনামা বা দাস

হয়েও আমাদের থামাবে এমন কিছুই নেই। কেননা দরিদ্রতা হোক বা দুর্বলতা বা দৈহিক অক্ষমতা বা দাসত্ব হোক, এধরনের যেকোন বিষয়ই সদ্‌গুণের জন্য বাধা হতে পারে না।

২৭। আমি কেন গরিব, দাস ও অনামা মানুষের কথা বলছি? তোমরা কারারুদ্ধ হলেও সদ্‌গুণের জন্য তো কোন বাধা নেই। ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়, তা আমাকে বলতে দাও। তোমাদের পরিবারের একজন কি তোমাদের আঘাত বা প্ররোচিত করেছে? তার প্রতি তোমাদের সেই ক্রোধ সরিয়ে দাও। কারাগার হোক, বা দরিদ্রতা বা খ্যাতির অভাব হোক, কোন কিছুই সেই ক্রোধ সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে পারে না, তাই না? আরও, কেন এসমস্ত কিছু বাধা বলব? প্রকৃতপক্ষে এসমস্ত কিছু আমাদের দম্ভ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমাদের সাহায্য করে ও আমাদের পক্ষেই কাজ করে।

২৮। তোমরা কি কোন একজনকে সমৃদ্ধি উপভোগ করতে দেখেছ? তাকে হিংসা করো না, কেননা দরিদ্রতা এক্ষেত্রেও বাধা নয়। আরও, প্রার্থনার সময় এলে তোমরা সংযমী ও জাগ্রত অন্তরেই প্রার্থনা কর, তবেই এব্যাপারে বাধা দেবার মত কিছুই থাকবে না। তোমাদের নম্রতা, তোমাদের অন্তরের সমস্ত মধুরতা, তোমাদের মিতাচারিতা, তোমাদের পবিত্রতা দেখাও: এসমস্ত কিছুর বাহ্যিক কোন সাহায্যের দরকার হয় না। এবং সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা: সেটার জন্য কোন ধন-ঐশ্বর্য বা প্রতাপ, বা গৌরব, বা এধরনের অন্য কিছুই দরকার হয় না। প্রাণ পবিত্র হোক, সদ্‌গুণ এটার বাইরের কোন কিছুর অন্বেষণ করে না।

২৯। ভাল মত লক্ষ কর যে, অনুগ্রহ ক্ষেত্রে একই কথা সত্য। মানুষ পঙ্গু হলেও বা তার চোখ উপড়ে ফেলা হলেও বা সে দেহে অক্ষম হলেও বা চরম দুর্বলতায় পতিত হলেও এসব কিছুর একটাও তার অন্তরে অনুগ্রহের আগমনের জন্য বাধা দিতে পারে না। কেননা অনুগ্রহ শুধু সেই প্রাণকেই খুঁজে বের করে যা তা গ্রহণ করে নিতে উৎসুক, ও উপরোল্লিখিত সেই সবকিছু উপেক্ষা করে।

তোমরা খ্রিষ্টের সংগৃহীত সৈন্য

৩০। এজগতের সেনাবাহিনীর জন্য সংগৃহীত সৈন্যদের ক্ষেত্রে, যারা তাদের সেনাবাহিনীতে আকর্ষণ করার জন্য নিযুক্ত, তারা তাদের শারীরিক আকার ও স্বাস্থ্য লক্ষ

করে। ভাবী সৈন্যকে এ দু'টো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে শুধু নয়, কিন্তু তার পক্ষে স্বাধীন মানুষও হওয়া দরকার। দাস হলে সে প্রত্যাখ্যাত হবেই [২০]। কিন্তু স্বর্গের রাজা এধরনের কোন কিছুতেই লক্ষ রাখেন না। এমনকি তিনি নিজের সেনাদলে দাসদেরও গ্রহণ করে নেন, আর শুধু তা নয়, যারা বৃদ্ধ ও অঙ্গে দুর্বলতাগ্রস্ত, তিনি তাদেরও গ্রহণ করে নেন; এবং তিনি তাদের বিষয়ে লজ্জাবোধ করেন না।

৩১। এটার চেয়ে প্রেমপূর্ণ ও কৃপাময় কিছু থাকতে পারে কি? তিনি কেবল সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই খোঁজ করেন যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পার্থিব সেনাবাহিনীর জন্য যারা সৈন্য সংগ্রহ করে, তারা এমন বৈশিষ্ট্যগুলো খোঁজ করে যার উপরে সংগৃহীতেরা কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা রাখে না। দাস বা স্বাধীন মানুষ হওয়া আমাদের উপর নির্ভর করে না; সেইমত উচ্চ বা খাটো হওয়া, বৃদ্ধ বা শরীরে নিখুঁত হওয়া, বা এধরনের অন্য বিষয়ও আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। কিন্তু শান্ত বা উত্তম হওয়া বা সেইমত সদ্‌গুণ সম্পন্ন হওয়া, তা আমাদের ইচ্ছা শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এবং ঈশ্বর আমাদের কাছে কেবল তাই দাবি করেন যার উপরে আমরা প্রভুত্ব রাখি।

৩২। ব্যাপারটা খুবই যুক্তিসম্মত। কেননা যখন তিনি আমাদের তাঁর অনুগ্রহের কাছে আহ্বান করেন, তখন তাঁর পক্ষে যে তেমনটা প্রয়োজন তা নয়। না, তিনি মঙ্গলময় বলেই তেমনটা করেন। কিন্তু পার্থিব রাজারা সৈন্যদের সংগ্রহ করেন কারণ তারা তাঁদের সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকবে। তাঁরা নিজ নিজ সৈন্যদলকে দৃষ্টিগোচর শত্রুর বিরুদ্ধে চালনা করেন; ঈশ্বর নিজের সৈন্যদলকে আধ্যাত্মিক সংগ্রামে চালনা করেন।

শয়তানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা

৩৩। একই উদাহরণ এজগতের যুদ্ধ ক্ষেত্রে শুধু নয়, কিন্তু প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যাদের রঙ্গভূমিতে আনা হবে, ঘোষক তাদের না নেওয়া পর্যন্ত ও জোর গলায় 'কেউ কি এই মানুকে অভিযুক্ত করে?' বলতে বলতে সকলের চোখের সামনে চারদিকে তাদের চালনা না করা পর্যন্ত তারা প্রতিযোগিতায় নামে না। অথচ এই প্রতিযোগিতা প্রাণ সংক্রান্ত নয়, কিন্তু মানুষদের দেহের কুস্তি-প্রতিযোগিতা মাত্র। তবে কেনই বা তুমি প্রতিযোগীরা জন্মসূত্রে স্বাধীন কিনা তেমন কৈফিয়ত দাবি কর?

৩৪। কিন্তু প্রাণ ক্ষেত্রে এর বিপরীত সত্য, কেননা সংগ্রাম কুস্তি-কায়দা সংক্রান্ত নয় কিন্তু প্রাণের জীবন-দর্শন ও হৃদয়ের সদ্‌গুণ সংক্রান্ত। বিচারকের ব্যবহারও একেবারে বিপরীত; কেননা তিনি প্রতিযোগীকে নিয়ে 'কেউ কি এই মানুকে অভিযুক্ত করে?' বলতে বলতে তাকে রঙ্গভূমির চারদিকে চালনা করেন না; বরং তিনি জোর গলায় বলেন, 'যে সকল মানুষ ও অপদূত দিয়াবলের পক্ষে দাঁড়ায় তারা এই মানুষকে বিশাল ও অকথ্য অপরাধ বিষয়ে অভিযুক্ত করলেও আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করি না, ঘৃণাও করি না। আমি তার অভিযোক্তাদের হাত থেকে তাকে মুক্ত করেছি ও তার শঠতা ক্ষমা করেছি; এবং মুক্ত করা ও ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় তাকে প্রতিযোগিতায় চালনা করি।'

৩৫। এবং এই ব্যবহার সত্যিই যুক্তিসম্মত। কেননা রঙ্গভূমিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিচারক জয়লাভ অভিমুখে প্রতিযোগীদের চালনা না করে বরং নিরপেক্ষ ভাবে মাঝখানে দাঁড়ায়। অপরদিকে, আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতায় ধর্মভক্তির ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার বিচারক যিনি, তিনি আমাদের মিত্র ও সহায়ক হয়ে উঠে দিয়াবলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাতে প্রতিযোগীদের সাথে যোগ দেন।

৩৬। তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন, এজন্য যে ব্যাপারটা চমৎকার তা শুধু নয়, কিন্তু এজন্যও ব্যাপারটা চমৎকার কারণ তিনি তাদের অনাবৃতও করেন না, স্পষ্টভাবে প্রকাশিত অবস্থায়ও তাদের দাঁড়াতে দেন না। তিনি আমাদের এগোতে ও প্রকাশ্যে আমাদের অপকর্ম ঘোষণা করতেও বাধ্য করেন না, কিন্তু আমাদের আহ্বান করেন যেন কেবল তাঁরই কাছে আত্মপক্ষসমর্থন করি ও নিজেদের পাপ স্বীকার করি। অথচ, যদি পার্থিব আদালতের কোন বিচারক গ্রেপ্তার করা কোন দস্যু বা চরম ডাকাতকে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য ক'রে শাস্তি শোধ করা থেকে তাকে মুক্ত করে দিত, তাহলে সেই বন্দি মুক্তি পাবার বাসনায় তৎপরতার সঙ্গেই সত্য মেনে নিত ও অসম্মান তুচ্ছ করত। কিন্তু বাপ্তিস্ম ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই রকম নয়। ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করেন ও অন্যান্যদের সাক্ষাতে সেই পাপরাশি প্রদর্শন করতে আমাদের বাধ্য করেন না। তিনি শুধু একটা জিনিসের অন্বেষণ করেন, ক্ষমা পেয়ে যে উপকৃত হয়েছে, সে যেন সেই দানের মহত্ত্ব শিখে নিতে পারে।

৩৭। যখন তিনি আমাদের কাছে নিজের কৃপা দেখান, তখন তিনি এতেই তুষ্ট যে, কেবল আমরাই তাতে সাক্ষী হব। তবে এটা কি অযৌক্তিক নয় যে, আমরা যখন তাঁর সেবা করি তখন সাক্ষীদের খোঁজ করব ও সেটার একটা প্রদর্শনী করব? অতএব এসো, তাঁর কৃপার প্রশংসা করি ও আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টা ব্যক্ত করি। সর্বোপরি এসো, নিজেদের বাক্‌পটু জিহ্বা খর্ব করি ও অবিরত কথা না বলি। *কথার বাহুল্যে তুমি পাপ এড়াবে না* (২১)। উপকারী কিছু বলার মত থাকলে ওষ্ঠ খুলে দাও; বলার মত কিছু না থাকলে নীরব থাক: এটাই ভাল।

ঈশ্বরকে সর্বত্রই উপাসনা করা যায়

৩৮। তুমি কি নিজের হাতে কাজ কর?. বসে গান কর (২২)। কিন্তু তুমি কি মুখে গান করতে ইচ্ছা কর না? হৃদয় দিয়েই গান কর। গান মহৎ সঙ্গী। এতে তুমি কোন ক্ষতি ঘটাবে না, কিন্তু তুমি তোমার কাজে বসতে পারবে ঠিক যেন তুমি একটা সন্ন্যাস-আশ্রমের কারখানায় আছ। কেননা স্থানের উপযোগিতা নয়, কিন্তু আমাদের চরিত্রের কড়া শৃঙ্খলাই আমাদের শান্তশিষ্টতা যোগাবে। কমপক্ষে ধন্য পলই নিজের পেশা একটা কারখানায় অনুশীলন করতেন ও তাতে নিজের সদ্‌গুণের কোন ক্ষতি ঘটাননি। অতএব, বারবার বলো না, আমি গরিব, ও নিজের হাতে কাজ করি, কেমন করে দর্শন-জীবন যাপন করতে পারব? সর্বোপরি এই কারণেই তুমি দর্শন-জীবন যাপন করতে পারবে।

৩৯। ধর্মভক্তি ক্ষেত্রে, ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে আমাদের পক্ষে দারিদ্রই বেশি উপকারিতা আনে, অলসতার চেয়ে কাজই বেশি উপকারী, বিশেষভাবে এই কারণে যে, ধন-ঐশ্বর্য তাদের পক্ষে বাধা স্বরূপ হয় যারা তাতে নিজেদের নিয়োজিত রাখে না। অথচ, যখন রোষ বর্জন করা, হিংসা দমন করা, ক্রোধ প্রশমিত করা, প্রার্থনা নিবেদন করা, ও যুক্তিসম্মত, নরম, সদয় ও প্রেমময় মনোভাব দেখানো দরকার হয়, তখন কেমন করে দারিদ্র আমাদের পথের বাধা হতে পারে? কেননা আমরা অর্থ ব্যয় করে নয় কিন্তু সঠিক ভাবে বেছে নেওয়ার মাধ্যমেই এসব কিছু সম্পন্ন করি। অর্থদান সর্বোপরি অর্থই দাবি করে, কিন্তু এটাও তখনই আরও বেশি উজ্জ্বলতায় দীপ্তিময় হয় যখন অর্থদান আমাদের

দরিদ্রতা থেকে দেওয়া। যে বিধবা দশ পয়সা দান করেছিল, সে যেকোন মানুষের চেয়ে দরিদ্র ছিল, কিন্তু তাদের সকলকে ছাড়িয়ে গেল [২৩]।

৪০। অতএব, এসো, ধন-ঐশ্বর্য যে বড় একটা কিছু বা সোনাও যে মাটির চেয়ে মূল্যবান, এমনটা যেন না মনে করি। কোন উপাদানের মূল্য তার প্রকৃতি থেকে নয়, কিন্তু আমরা তা বিষয়ে যা ভাবি তা থেকেই আসে। বাস্তবিকই, ব্যাপারটা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাচ্ছে লোহা সোনার চেয়ে প্রয়োজনীয়। সোনা আমাদের জীবনে উপযোগী কোন কিছুই আনে না, কিন্তু লোহা অগণন শিল্প ক্ষেত্রে দরকারী, ও আমাদের বহু প্রয়োজন মেটায়।

৪১। কিন্তু আমি সোনার ও লোহার মধ্যে এই তুলনা করছি কেন? এই সাধারণ পাথর মূল্যবান পাথরের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। মণিমুক্তা থেকে উপযোগী কিছুই আসতে পারে না, কিন্তু এ পাথরগুলো দিয়ে আমরা ঘর, প্রাচীর ও শহরও গাঁথতে পারি। আমাকে দেখাও, মণিমুক্তা থেকে আমার কাছে কেমন উপকারিতা আসতে পারে; এমনকি, আমাকে দেখাও, সেগুলো থেকে আমার কাছে কেমন ক্ষতিই আসতে পারে। তুমি যেন একটামাত্র পদ্মরাগমণি পরিধান করতে পার, সেজন্য অগণন গরিবেরা না খেয়ে থাকে ও নিষ্পেষিত হয়। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তুমি কোন্ প্রতিরক্ষা পাবে? এবং কেমন ক্ষমা পাবে?

নারীর প্রকৃত ভূষণ

৪২। তুমি কি নিজের মুখমণ্ডল ভূষিত করতে ইচ্ছা কর? মণিমুক্তা দিয়ে নয়, কিন্তু ভক্তি ও বিনয় দিয়েই তা ভূষিত কর; তুমি এইভাবে ভূষিত হলে মানুষের দৃষ্টিতে তোমার চেহারা আরও বেশি প্রীতিকর হবে। কেননা সেই প্রথম উল্লিখিত ভূষণ এমন সন্দেহ জাগায় যা ঈর্ষা, শত্রুভাব, বিবাদ ও ঝগড়া জন্মায়। কেননা সন্দিগ্ধ ভাবের সুন্দর মুখমণ্ডলের চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছুই নেই। কিন্তু, অর্থদান ও বিনয় থেকে আগত ভূষণ সমস্ত খারাপ সন্দেহ দূর করে দেয় ও যেকোন গলার হারের চেয়ে মহত্তর শক্তি দিয়ে তোমার স্বামীকে তোমার কাছে আকর্ষণ করে। কেননা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুখমণ্ডলকে ততটা সুন্দর করে তোলে না যতটা সুন্দর তা করে তোলে দর্শকের মনের

স্বভাব; এবং মনের এই স্বভাব তৈরি করার ব্যাপারে বিনয় ও ভক্তির চেয়ে সম্ভাব্য আর বেশি কিছুই নেই। তাই, নারী সুন্দরী হলেও যদি স্বামী তাকে ঘৃণা করে, সেই নারী স্বামীর কাছে সবচেয়ে কদর্য নারী বলে দেখাবে; তত সুশ্রী না হয়েও নারী যদি স্বামীকে খুশি করে, তাহলে স্বামী তাকে সবচেয়ে সুন্দরী নারী বলে গণ্য করবে। যা দৃষ্টিগোচর সেটার প্রকৃতির আলোতেই যে বিচার হয়, তা নয়, কিন্তু দর্শকদের মনের স্বভাবের আলোতেই বিচার হয়।

৪৩। সুতরাং, তোমার মুখমণ্ডল বিনয়, ভক্তি, অর্থদান, মঙ্গলানুভবতা, ভালবাসা, তোমার স্বামীর প্রতি সহৃদয়তা, যুক্তিসঙ্গততা, মধুরতা ও সহিষ্ণুতা দিয়েই ভূষিত কর। এগুলোই সদ্‌গুণের রঁজক, এগুলো দিয়ে তুমি প্রেমিক বলে মানুষদের নয়, স্বর্গদূতদেরই আকর্ষণ করবে; এগুলোর জন্য ঈশ্বর নিজেই তোমার প্রশংসা করতে প্রসন্ন হবেন। যখন ঈশ্বর তোমার সমর্থন করেন, তখন তিনি তোমার স্বামীকে তোমার প্রতি সর্বতভাবেই জয় করবেন, কেননা যখন প্রজ্ঞা মানুষের মুখমণ্ডল আলোকিত করে, তখন এর চেয়ে সদ্‌গুণই নারীর মুখমণ্ডলকে আরও বেশি উজ্জ্বলতা ছড়াতে দেবে।

৪৪। তুমি যদি সদ্‌গুণ তোমার সৌন্দর্যের জন্য মহৎ ভূষণ বলে গণ্য কর, তাহলে আমাকে বল, সেই বিচারের দিনে মণিমুক্তা থেকে তোমার কাছে কোন্ উপকারিতা আসবে? কিন্তু, সেই বিচারের দিনের বিষয়ে কথা বলার কি দরকার আছে যখন বর্তমান জীবন থেকে নেওয়া যুক্তি দিয়েই এসমস্ত বিষয় প্রমাণ করা সম্ভব? অবশ্যই, যারা সম্রাটকে অপমান করার দায়ে অভিযুক্ত, যখন তাদের আদালতে আনা হয় ও নিজ জীবনের ব্যাপারে বিপন্ন হয়, তখন তাদের মা ও স্ত্রী গলার যত হার, সোনা ও মণিমুক্তা, এবং বাকি সমস্ত ভূষণ ও সোনায় খচিত পোশাক ত্যাগ করে, অতি সাধারণ ও সস্তা কাপড় পরে, গায়ে ছাই মাখে, আদালতের দরজার সামনে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে, এবং এইভাবে বিচারকদের মন জয় করতে চেষ্টা করে।

৪৫। কিন্তু, যখন সোনার ভূষণ, মণিমুক্তা ও খচিত পোশাক এজগতের আদালতে প্রতারণাময় ভাবে তোমাদের বিুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে, কিন্তু কোমলতা, মধুরতা, ছাই, চোখের জল, সস্তা কাপড় বিচারককে তোমাদের পক্ষে জয় করার জন্য আরও উপযুক্ত বলে গণ্য, তখন, যে বিচারে ঘুষ চলে না, সেই ভয়ঙ্কর বিচারে এটা আরও বেশি

সত্যাশ্রয়ী হবে। কেননা, যখন প্রভু এই মণিমুক্তা ক্ষেত্রে তোমাদের অভিযুক্ত করবেন ও যখন তিনি ক্ষুধায় মরা সেই গরিবদের পক্ষে দাঁড়াবেন, তখন তোমরা আত্মপক্ষসমর্থন হিসাবে কি বলবে? এজন্য ধন্য পল বললেন, *চুল বাঁধার কায়দায় নয়, সোনা-মুক্তায় নয়, দামী কাপড়েও নয়* [২৪] ইত্যাদি। কেননা এসমস্ত কিছু ফাঁদ হতে পারবে।

৪৬। কিন্তু যদিও আমরা সময় সময় এসমস্ত কিছু উপভোগ করতে পারতাম, তবু মৃত্যু দ্বারা তা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হব। তথাপি সদ্‌গুণের পরিবর্তনও হয় না, তার রূপান্তরও হয় না, বরং তা সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত; এমনকি তা আমাদের এজগতে আরও বেশি সুরক্ষিত করে ও পরজগতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। তুমি কি মণিমুক্তার অধিকারী হতে ও এই ধন-ঐশ্বর্য কখনও সরিয়ে রাখতে ইচ্ছা কর? তবে তোমার সমস্ত ভূষণ ত্যাগ কর ও গরিবদের হাতের মধ্য দিয়ে তা খ্রিষ্টের হাতে রাখ। যে দিন তিনি তোমার দেহ মহা গৌরবে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিনের বিরুদ্ধে তিনি তোমার জন্য তোমার সেই সমস্ত ধন সুরক্ষিত রাখবেন। সেসময় তিনি তোমাকে শ্রেয়তর ধন ও আরও বেশি দামী ভূষণ পরাবে, যেহেতু তোমার বর্তমান ধন-ঐশ্বর্য ও ভূষণ সত্যিই তুচ্ছ ও হাস্যকর।

৪৭। তবে, এটা ভাব: যাদের তুমি তুষ্ট করতে ইচ্ছা কর ও যাদের খাতিরে এই ভূষণ পর, তারা কারা? তারা কি, সেই দড়ি প্রস্তুতকারক, সেই তাম্রকার, বা সেই লোক যে বাজারে তোমার দিকে তাকায় ও বিস্মিত হয়? এই লোকদের সামনে নিজেকে এভাবে দেখানোতে ও যাদের তুমি মনে মনে সুভেচ্ছা গ্রহণের যোগ্যও মনে কর না, তাদের জন্য এসব কিছু করায় তুমি কি লজ্জাবোধ কর না? তুমি কি লাল হও না?

শয়তানকে ও তার সমস্ত আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান

৪৮। তবে, আমি যে দৃশ্য উপস্থাপন করেছি, তাতে তোমরা কেমন করে হাসতে পার? ধরে নিই, তোমাদের সেই কথা মনে আছে যা দীক্ষিত হওয়ার সময়ে তোমরা উচ্চারণ কর, 'শয়তান, আমি তোমাকে, তোমার সমস্ত আকর্ষণ, ও তোমার সেবাকর্ম প্রত্যাখ্যান করি'। মণিমুক্তায় ভূষিত হওয়ার উন্মাদনা হল শয়তানের আকর্ষণের মধ্যে একটা। তোমরা সোনা গ্রহণ করেছে, কিন্তু তা দিয়ে নিজের দেহ আবদ্ধ করার জন্য নয়,

কিন্তু গরিবদের সাহায্য ও খাদ্য দেবার জন্য। তাই কথাটা আবৃত্তি করতে থাক, 'শয়তান, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি'। আমরা আমাদের কাজকর্মের দ্বারা একথা যত সপ্রমাণ করি, একথার চেয়ে আর এমন কথা নেই যা আমাদের তত সুরক্ষিত করবে।

৪৯। এবং তোমরা যারা দীক্ষিত হতে উদ্যত, আমি সেই তোমাদের কাছে এ দাবি রাখি যেন তোমরা একথা শিখে নাও। এই কথা হল প্রভুর সঙ্গে একটা চুক্তি। যখন আমরা দাস কিনি, তখন যারা বিক্রির জন্য, আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করি, তারা আমাদের সেবা করতে ইচ্ছুক কিনা। খ্রিষ্ট সেইমত করেন। যখন তিনি নিজের সেবায় তোমাদের নিতে যাচ্ছেন, তখন আগে তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা সেই নিষ্ঠুর ও কড়া মনিব থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছা কর, ও তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের সেই চুক্তি গ্রহণ করে নেন। তিনি নিজের প্রভুত্ব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেন না।

৫০। ঈশ্বরের কৃপার কথা বিবেচনা কর। মূল্য শোধ করার আগে আমরা বিক্রির জন্য সেই দাসদের কাছে প্রশ্ন রাখি, ও কেবল তখনই মূল্য শোধ করি যখন জেনে নিই, তারা আমাদের সেবা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু খ্রিষ্ট এইভাবে ব্যবহার করেন না: তিনি আমাদের সকলের জন্যই মূল্য শোধ করলেন, যে মূল্য হল তাঁর অমূল্য রক্ত। পল বলেন, *মহামূল্য দিয়েই তোমাদের কেনা হয়েছে* [২৫]। কিন্তু তবুও, যারা অনিচ্ছুক তাদের তিনি তাঁর সেবা করতে বাধ্য করেন না। তিনি বলেন, তুমি কৃতজ্ঞ না হলে ও তোমার প্রভু হিসাবে এই আমার অধীনে নিবন্ধিত হতে নিজে থেকে ও স্বেচ্ছায় ইচ্ছুক না হলে আমি জোর করে তোমাকে বাধ্য করি না।

৫১। আমরা নিজেরাই দুষ্ট দাসদের কিনতে পছন্দ করতাম না, ও যদিও আমাদের তেমনটা করাটা বেছে নিতে হত, তবু আমরা সেই খারাপ বেছে নেওয়াটার ফলেই কিনতাম ও মূল্য শোধ করতাম। কিন্তু যখন খ্রিষ্ট অদম্য ও উচ্ছৃঙ্খল দাস কেনেন, তিনি প্রথম শ্রেণির দাসের মূল্য শোধ করেন; এমনকি, তিনি আরও বেশি মহত্তর মূল্য শোধ করেন, এমন মহত্তম মূল্য যার মহত্ত্ব কোন মন বা যুক্তি ধারণ করতে পারে না। কেননা তিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও সাগর দান করায় যে আমাদের বিনেছেন এমন নয়, কিন্তু সেই সবকিছুর চেয়ে যা মূল্যবান তথা তাঁর নিজের রক্ত মূল্য হিসাবে দিয়েছেন। এবং এসব

কিছুর পরে তিনি আমাদের বিষয়ে কোন সাক্ষী বা দলিল দাবি করেন না, কিন্তু আমাদের স্বীকারোক্তিতে সন্তুষ্ট থাকেন; আমরা যদি অন্তর থেকে বলি, 'শয়তান, আমি তোমাকে ও তোমার সমস্ত আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করি', তাহলে তিনি যা প্রত্যাশা করেন তা সবই গ্রহণ করেন।

৫২। অতএব এসো, আমরা এই কথা বলি, 'শয়তান, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি', একথা জেনে যে, সেই বিচারের দিনে এই কথার জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। এসো, সেই কথা সুরক্ষিত রাখি যেন, আমাদের কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, সময়মত তা সম্পূর্ণ রূপে মেটাতে পারি। এবং দিয়াবলের সেই আকর্ষণ হলো নাট্যশালা, ঘোড়দৌড়, যেকোন পাপময় দিন-পালন, দৈববাণীতে স্থিত পূর্বলক্ষণ এবং অশুভ ও শুভ লক্ষণ।

অশুভ ও শুভ লক্ষণ, কবজ ও জাদুমন্ত্রের বিপক্ষে

৫৩। তুমি জিজ্ঞাসা করছ, সেই অশুভ ও শুভ লক্ষণ বা কি? প্রায়ই এমনটা হয় যে, একটা মানুষ ঘর থেকে বের হয়ে এক-চোখ বা পঙ্গু একটা মানুষ দে'খে তা অশুভ লক্ষণ বলে গণ্য করে। এটা দিয়াবলের একটা আকর্ষণ। একটা মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা দিনটা অশুভ করে না, কিন্তু পাপময় জীবনযাপনই দিনটা অশুভ করে। অতএব, যখন তোমরা ঘর থেকে বের হও, কেবল একটা জিনিস বিষয়েই সতর্ক থাক তথা, এমনটা কর যাতে পাপ তোমাদের সঙ্গে দেখা না করে। কারণ পাপই মানুষকে হোঁচট খাওয়ায়; ও এটা বাদে দিয়াবল অন্য ভাবেই আমাদের ক্ষতি করতে পারে না।

৫৪। আপনি কি বলতে চান? তুমি একটা মানুষকে দেখ ও তেমনটা লক্ষণ বলে মান। তুমি কি দিয়াবলের ফাঁদ দেখতে ব্যর্থ হও? তুমি কি এটা দেখ না যে, যে মানুষ তোমাকে কখনও কোন ক্ষতি করেনি, দিয়াবল কেমন করে তোমাকে তার প্রতিকূল করে তোলে ও অন্যায্য কারণেই তোমাকে তোমার ভাই-মানুষের শত্রু করে তোলে? ঈশ্বর আমাদের শত্রুদের ভালবাসতে আজ্ঞা করলেন। কিন্তু, যে তোমাকে কখনও ক্ষতি করেনি, তার বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও তুমি তো তার কাছ থেকে

সরে যাও। তুমি যে কেমন হাসির পাত্র, তুমি কি তা বোঝ না? তোমার জীবনাচরণ যে কেমন বিপজ্জনক তা নয়, তা যে কেমন অপমানজনক, তুমি কি তা দেখতে ব্যর্থ হও?

৫৫। আমাকে আরও একটা উদাহরণ দিতে দাও যা আরও বেশি হাস্যকর। তা বলায় আমি লজ্জিত ও লাল হই, কিন্তু তবুও তোমাদের পরিত্রাণের খাতিরে আমি কথাটা বলতে বাধ্য। কোন কুমারী দৈবাৎ তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, তাতে তুমি বল, দিনটা অশুভ; কিন্তু যদি দৈবাৎ একটা বেশ্যার সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তাহলে দিনটা শুভ, মঙ্গল, ও প্রচুর ব্যবসায় পরিপূর্ণ। তুমি কি মুখ লুকোচ্ছ? তুমি কি কপালে ঘা দিয়েছ ও মাটি পর্যন্ত মাথা নত করেছ? কিন্তু আমি কথা বলতে বলতে তুমি তা করো না; আমি যা সম্পর্কে কথা বলছি যখন তুমি তাই কর, তখনই কপালে ঘা দাও ও মাটি পর্যন্ত মুখ নত কর।

৫৬। অন্তত লক্ষ কর দিয়াবল কেমন করে নিজের চালাকি পুনরায় লুকিয়েছে; আমরা আমাদের কাছ থেকে বিনয়ী স্ত্রীলোককে দূর করে দিই যাতে লজ্জাভরা স্ত্রীলোককে বরণ করতে ও অভিনন্দন জানাতে পারি। যখন শয়তান খ্রিষ্টকে একথা বলতে শুনল *যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে* (২৬), ও যখন সে অনেককে দেখল যারা নিজেদের অসংযমের উপর জয়ী হচ্ছিল, তখন সে অন্য উপায়ে তাদের আবার পাপে টানতে ইচ্ছা করল, ও এই অশুভ বা শুভ লক্ষণ পালন দ্বারা তাদের নিজের পক্ষে ফিরিয়ে আনল; এর ফলে তারা এখন বেশ্যাদের দিকে মনোযোগ ফেরাতে আনন্দিত।

৫৭। যারা জাদুমন্ত্র ও তাবিজ ব্যবহার করে ও যারা মাথা ও পায়ে মাকিদনীয় আলেক্সান্দারের ব্রোঞ্জ মুদ্রা বেঁধে রাখে, তাদের বিষয়ে তুমি কি বলবে? আমাকে বল, এগুলোই কি সেই বিষয় যাতে আমরা আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা রাখি? আমাদের প্রভু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পর আমরা কি আমাদের পরিত্রাণের প্রত্যাশা একটি গ্রীক রাজার প্রতিকৃতির উপরে স্থান দেব? তুমি কি জান না, সেই ক্রুশ কতগুলো অন্যায় সংস্কার করেছে? সেই ক্রুশ কি মৃত্যু ধ্বংস করেনি? পাপকে মুছিয়ে দেয়নি? দিয়াবলের প্রভাব নিঃশেষ করেনি? গোটা জগৎকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেনি? অথচ তুমি কি সেই ক্রুশে আস্থা রাখ না?

৫৮। তুমি কোন্ শাস্তির যোগ্য নও? তুমি তো তোমার গায়ে তাবিজ শুধু নয় কিন্তু জাদুমন্ত্রও বহন করে বেড়াও, তুমি তো ঘরে মাতাল ও বুদ্ধিহীন বুড়ী ডাইনিকে আন। সত্য ধর্মতত্ত্বে প্রশিক্ষিত হওয়ার পর তুমি যে এই সমস্ত বিষয়ে আতঙ্কে আতঙ্কিত হওনি, তাতে তুমি কি লজ্জাবোধ কর না? তাতে কি লাল হও না?

৫৯। এবং এর চেয়ে খারাপ বিষয় এটাই যে, সংশ্লিষ্ট যে চালাকি, তা হল এ যে, যখন আমরা মানুষকে সদুপদেশ দিচ্ছি ও এই সমস্ত কু-অভ্যাস থেকে তাদের দূরে চালনা করছি, তখন তারা নিজেদের মাফ করার জন্য এই অজুহাত উত্থাপন করে বলে যে, যে স্ত্রীলোক এসমস্ত জাদুমন্ত্র গায়, সে একজন খ্রিষ্টিয়ান যে ঈশ্বরের নাম ছাড়া অন্য কিছুই বলে না। আমি তেমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করি ও সহ্য করি না, অন্য যত কারণ বাদে এই কারণেই যে, সে ঈশ্বরের নাম নিন্দাজনক ভাবে ব্যবহার করে, সে যে খ্রিষ্টিয়ান তা বলতে বলতে পৌত্তলিক গ্রীকদের মত জীবনাচরণ করে। অপদূতেরাও ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করত, কিন্তু তারা অপদূতই ছিল; যদিও তারা খ্রিষ্টকে বলেছিল, *আমরা জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন* [২৭], তবু তিনি তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন ও দূর করে দিয়েছিলেন।

৬০। তবে, এই সমস্ত কারণের জন্য আমি তোমাদের সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি যেন এই চালাকি বিষয়ে দোষী না হও; আবেদন জানাচ্ছি যেন এই বাণীকে তোমাদের লাঠিই যেন আঁকড়ে ধর। যেমন তোমরা কেউই জুতো বা কাপড় ছাড়া বাজারে যেতে ইচ্ছুক হবে না, তেমনি তোমরা কেউই যেন এই বাণী ছাড়া বাজারে ছুটে না চল। যখন তোমরা একটা দরজার চৌকাঠ অতিক্রম করতে যাচ্ছ, প্রথমে একথা বল, 'শয়তান, আমি তোমাকে, তোমার সমস্ত আকর্ষণ ও তোমার সেবাকর্ম প্রত্যাখ্যান করি।' একথা না বলে তোমরা কখনও এগিয়ো না। এটাই হবে তোমাদের লাঠি, তোমাদের বর্ম, তোমাদের অগম্য দুর্গমিনার। এবং একথা বলার পর কপালে ক্রুশের চিহ্ন কর। এইভাবে কোন মানুষই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, দিয়াবল নিজেও তেমনটা করতে পারবে না, কেননা সে দেখবে, চারদিকে তোমাদের রক্ষা করার জন্য তোমরা এই অস্ত্রগুলোতে সজ্জিত।

৬১। সুতরাং, এখনই নিজেদের প্রশিক্ষিত কর, তবেই যখন তোমরা চিহ্নটা গ্রহণ করবে, তখন তৈরি সৈন্য হবে [২৮], ও দিয়াবলের পরাজয়ের জয়চিহ্ন উত্তোলন করার পর ধর্মময়তার মুকুট গ্রহণ করবে। আমরা সবাই যেন এসমস্ত কিছু অর্জন করতে পারি আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ ও কৃপা গুণে, যাঁর দ্বারা পিতার ও সেইসঙ্গে পবিত্র আত্মারও গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) 'আমার সাম্প্রতিক উপদেশের ফল': এই সাম্প্রতিক উপদেশ কোন্ তারিখে দেওয়া হয়েছিল, তা আমরা জানি না যেহেতু সেই উপদেশ হারানো। তবে এটা জানি যে, এই দ্বাদশ কাতেখেসিস সেই 'সাম্প্রতিক' কাতেখেসিসের দশ দিন পরে দেওয়া হয়েছিল।

(২) 'আমার আলোচনা 'কাতেখেসিস' বলে অভিহিত': (κατήχησις) গ্রীক শব্দের অর্থই ধ্বনিত বা প্রতিধ্বনিত শিক্ষা। তাই একটা ধর্মশিক্ষা বা উপদেশ বা আলোচনা তখনই কাতেখেসিস বলে যখন এমনভাবে উপস্থাপিত যাতে শ্রোতাদের মনে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে; কাতেখেসিস প্রধানত চল্লিশাকালে ও পাস্কাকালের প্রথম সপ্তাহে প্রদান করা হত, ও তেমন কাতেখেসিসের বিষয়বস্তু খ্রিষ্টীয় দীক্ষা (তথা বিশ্বাস-সূত্র, প্রভুর প্রার্থনা, বাপ্তিস্ম ও এউখারিস্তিয়া) বিষয়ক ছিল। 'কাতেখেসিস', বাংলায় এই তত প্রচলিত-নয় শব্দের পাশে পাশে সমরূপ ক'টা শব্দ প্রচলিত যেমন 'কাতেখিস্ম' অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর, বা 'কাতেখিস্ত' অর্থাৎ যিনি মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতি পালন করেন তিনি, (যা ইংগ্রেজি উচ্চারণ অনুসারে কাটেখিস্ম বা কাটেখিস্ট); এক্ষেত্রে বিশেষভাবে 'কাতেখুমেনোস' (κατηχούμενος) শব্দই উল্লেখযোগ্য: যারা এই কাতেখেসিসে যোগ দিয়ে খ্রিষ্টীয় দীক্ষা সম্পর্কে মৌখিক শিক্ষা পেত, তারা বাড়ি গিয়ে শিক্ষাটা মনে মনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করত বিধায়ই এই বিশেষ নামে অভিহিত ছিল; বিশপ জনের এ কাতেখেসিসগুলোতে তাদের জন্য 'প্রার্থী', 'দীক্ষাপ্রার্থী', 'আলোপ্রার্থী' ও 'আলোপ্রত্যাশী' শব্দটা ব্যবহৃত।

(৩) সাম ৯৫:৭-৮ সত্তরী পাঠ্য।

(৪) যোব ১:১।

(৫) উপ ১২:১৩ সত্তরী পাঠ্য।

(৬) যোহন ১:৫ দ্রঃ।

(৭) গা ৩:২৭।

(৮) যোহন ৬:৫৭, ৫৬।

(৯) যোহন ১৫:৫।

(১০) যোহন ১৫:১৫ দ্রঃ।

(১১) ২ করি ১১:২।

(১২) রো ৮:৯।

(১৩) ইশা ৮:১৮।

(১৪) এফে ১:২২-২৩।

(১৫) এফে ১:২২ দ্রঃ।

(১৬) 'তোমাদের হাতে যা গ্রহণ করে নাও, সেবিষয়ে ভাব ...': বাপ্তিস্মের পরে সদ্য আলোপ্রাপ্তরা রহস্যগুলিতে (অর্থাৎ এউখারিস্তিয়ায়) অংশগ্রহণ করবে, ও খ্রিষ্টের যে দেহ ও রক্ত গ্রহণ করবে, সেবিষয়েই যেন ভাবে।

(১৭) 'তোমরা এই দান নিজেদের হাতে গ্রহণ করে নাও শুধু নয়, কিন্তু সেই দান নিজেদের মুখেও তুলে নাও': এখানে আমরা দেখতে পাই, সেইকালে এউখারিস্তিয়া হাতে দেওয়া হত ও গ্রহীতা তা মুখে তুলে নিত। এক্ষেত্রে যেরুশালেমের বিশপ সিরিলের কাতেখেসিসও (২২:২১-২২) দ্রঃ)।

(১৮) লুক ৩:৮ দ্রঃ।

(১৯) প্রেরিত ২:৩৮।

(২০) 'দাস হলে সে প্রত্যাখ্যাত হয়': একটা মানুষ সৈন্য-জীবনে যোগ দেওয়ার পর যদি আবিষ্কার করা হত, সে দাস, তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হত ও বিচ্যুত করা হত।

(২১) প্রবচন ১০:১৯ সত্তরী পাঠ্য।

(২২) 'গান কর': অবশ্যই আধ্যাত্মিক গীতিকা, বিশেষ ভাবে সামসঙ্গীতেরই কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

(২৩) মার্ক ১২:৪১-৪৪ দ্রঃ।

(২৪) ১ তি ২:৯।

(২৫) ১ করি ৭:২৩।

(২৬) মথি ৫:২৮।

(২৭) মার্ক ১:২৪।

(২৮) যখন 'তোমরা চিহ্নটা গ্রহণ করবে, তখন তৈরি সৈন্য হবে': চিহ্নটা আমাদের খ্রিষ্টের পালের মেষ বলে শুধু নয়, তাঁর সেনাদলের সৈন্য বলেও চিহ্নিত করে।